শ্রীবিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলী

ত্রিহুতনিবাসিনা পরমহংসেন

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামিপাদেন গ্রথিতা

তৎকৃত কান্তিমালাটীকয়া চ সম্বলিতা

"ভগবদ্ভজনং হি রত্নম্"

কণ্ঠে কৃতা কুলমশেষমলঙ্করোতি
বেশ্মস্থিতা নিখিলমেব তমো নিহন্তি।
তামুজ্জ্বলাং গুণবতীং জগদীশভক্তি-
রত্নাবলীং সুকৃতিনঃ পরিশীলয়ন্তু ॥

শ্রীহরিভক্তদাসেন সম্পাদিতা

পঞ্চরূপ্যকম্

শ্রীশ্রীবিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলী

ত্রিহুতনিবাসিনা পরমহংসেন

শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী গোস্বামিপাদেন গ্রথিতা

তৎকৃত কান্তিমালাটীকয়া চ সম্মিলিতা

"ভগবদ্ভজনং হি রত্নম্"

কণ্ঠে কৃতা কুলমশেষমলঙ্করোতি
বেশ্মস্থিতা নিখিলমেব তমো নিহন্তি।
তামুজ্জ্বলাং গুণবতীং জগদীশভক্তি-
রত্নাবলীং সুকৃতিনঃ পরিশীলয়ন্তু ॥

কিরণকণা অনুবাদসহিতা

শ্রীহরিভক্তদাসেন সম্পাদিতা

শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গহরি পাল ভক্তিভূষণেন প্রকাশিতা

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ★ শ্রীচৈতন্যাব্দঃ ৪৯১

Sri Kesabji Goudiya Math, Mathura (U.P.)

সম্পাদক কর্ত্তৃক —
সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীশ্রীবালগোপাল মন্দির
২জি, দিলখুসা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১৭

২। শ্রীশ্রীকানাই বলাই আশ্রম
দণ্ডপাণিতলা ঘাটরোড, নবদ্বীপ, নদীয়া

৩। শ্রীহরিদাস সাহা
(সারদা ভবন,) আমপুলিয়া পাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া

৪। শ্রীশ্রীপ্রাণগৌর নিত্যানন্দ মন্দির
কেশিঘাট ঠোর, বৃন্দাবন, মথুরা (up)

৫। শ্রীকুঞ্জ বিহারী দাস বাবাজী মহারাজ
ব্রজানন্দঘেরা, রাধাকুণ্ড, মথুরা, (up)

"সমর্পণ"

যাঁহার নিরবচ্ছিন্ন কৃপামৃত ধারায় অভিষিক্ত হইয়া এযাবং কাল পুষ্ট
হইয়াছি, হঠাৎ তাঁহার অন্তর্দ্ধানে জগৎ অন্ধকার সদৃশ দেখিতেছি,
যাঁহার অহৈতুকী চিন্ময়ী কৃপা প্রেরণায় শ্রীগ্রন্থ প্রকাশিত,
তাঁহার অভাবে সবই অভাব বোধ হইতেছে, প্রকটে
যাঁহাকে শ্রীগ্রন্থের কিয়দংশ দর্শনে শ্রীমুখের যে
অপূর্ব শোভা দেখিয়াছিলাম তাঁহার বিরহে
আজ সত্যই বিরহী, যাঁহার সস্নেহ অভয়
হস্তের পরশে এ পামর কৃতার্থ
মানিত সেই শ্রীগুরুদেবের
শ্রীকর কমলে আস্বাদনার্থে
শ্রীগ্রন্থ সভক্তিত
সমর্পিত হইল ॥

★

Shri KESHABJI GAUDIYA
Mathura (U.P.)

"সম্পাদকীয় নিবেদন"

নিগম কল্পতরুর গলিত ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের পরিচিত ও সমাদৃত। তৎপ্রতি চিত্তাকর্ষণের জন্য অধিক বলাই বাহুল্য মনে করি। উক্ত গ্রন্থে কথিত আছে ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস, চারিবেদ, সর্ব্বার্থযুক্ত সারগম্ভীর অতিবিস্তৃত মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ের উপযোগী সাধারণ ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াও মহর্ষি অসন্তুষ্টচিত্তে কালাতিপাত করিতেছিলেন, যদৃচ্ছাক্রমে শ্রীনারদের উপদেশে শ্রীমদ্ভাগবতরূপ এই কল্পবৃক্ষের প্রকাশ করিয়া তিনি সুস্থতা লাভ করেন। সেই শ্রীমদ্ভাগবতে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনটি যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে, তম্মধ্যে জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের নিরসন করতঃ তিনি ভক্তিযোগকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। এবং শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বরসাত্মক অপূর্ব্বলীলাদি ও ষড়ৈশ্বর্য্য বিচিত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। আর শ্রীমহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতি কুশল মহাবুদ্ধিমানের পরিচয়ই সম্বৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত পরতত্ত্ব জ্ঞান প্রধান, আর শ্রীমহাভারত নীতি জ্ঞান প্রধান, শ্রীমহাভারতে স্মৃতিবিহিত লোকধর্ম্ম বিবিধ উদাহরণ সহকারে বিবৃত হইয়াছেন, আর শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতি সিদ্ধ বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মের তত্ত্বোপদেশ নানা প্রকারে কথিত হইয়াছেন। এবং অষ্টাদশ পুরাণাদির উপদেশ্য কামনামূলক বিবিধ ব্রতানুষ্ঠান, আর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রধান উপদেশ্য ফলাভিসন্ধান রহিতা অহৈতুকী ভাগবতী ভক্তি। পরম কৃপালু ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস বেদের নির্য্যাসরূপ তত্ত্ব মহৌষধকে কৃষ্ণলীলামৃতরসে মিশ্রিত করিয়া কলিহত দুর্গত ভবরোগগ্রস্ত জীবের অতি সুখসেব্য বা

উপাদেয় করিয়া দিয়াছেন কিন্তু তাহাও অতিবিশাল সমুদ্রস্বরূপ হওয়ায় সর্ব্বসাধারণ লোকে তাহা সহজে সেবন করিতে পারে না, এ কারণে লোকহিতচিকীর্ষু তীরভুক্তনিবাসী পরমহংস শ্রীপাদবিষ্ণুপুরী গোস্বামী যাঁহারা সাংসারিক কুটুম্বভরণাদি কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র বহু আখ্যানাদিতে পরিপূর্ণ সমুদ্রস্বরূপ বলিয়া তাদৃশ-জনের পক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের শ্রবণাদি আদৌ সম্ভব হয় না, তাঁহাদিগের সুখবোধের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতরূপ সমুদ্রের নানা প্রকরণ হইতে শ্লোকসমূহ আহরণ করিয়া পরস্পর সঙ্গতিপূর্ব্বক মহামূল্যবান্ এই "শ্রীভক্তিরত্নাবলী" গ্রন্থ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহারা অধ্যয়ন করিলেই গ্রন্থকারের গ্রথন প্রচেষ্টা সার্থক হইবে, গ্রন্থের প্রতিজ্ঞা বাক্যে ইহা সবিশেষ পরিস্ফুট।

প্রাক্ চৈতন্যযুগে যে সমস্ত শ্রীগ্রন্থ বৈষ্ণবজগতে প্রেমের মুখ্যস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন "ভক্তিরত্নাবলী" গ্রন্থ সেই সকল শ্রীগ্রন্থের অন্যতম, ভক্তিই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এবং প্রেম ইঁহার প্রয়োজন। ভক্তি-রত্নাবলী একখানি প্রসিদ্ধ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতরূপ অমৃত সাগর হইতে রত্ন সমূহ আহরণ করিয়া যিনি এই রত্নাবলীর মালা গাঁথিয়াছেন সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের তিনি বরণীয় পূজনীয়। সুপ্রতিষ্ঠিত বহু বৈষ্ণব গ্রন্থের পবিত্র পত্রাবলীর মধ্যে কোথাও বা শ্রীপাদ বিষ্ণুপুরী গোস্বামীর নাম, কোথাও বা তাঁহার বন্দনা এবং অল্পবিস্তর তাঁহার চরিতাবলী আর সেই সঙ্গে তাঁহার এই রত্নাবলীর অপূর্ব মহিমাও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীপাদজীব গোস্বামী তত্ত্ব সন্দর্ভের ২৩ অনুচ্ছেদে ভক্তিরত্নাবলীকে নিবন্ধ গ্রন্থ মধ্যে ধরিয়াছেন, এবং শ্রীদেবকীনন্দন দাসের বৈষ্ণব বন্দনায় দেখিতে পাই —

বিষ্ণুপুরী গোঁসাই বন্দো করিয়া যতন।
বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী যাঁহার গ্রন্থন ।

অপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত কৃপাপাত্র শ্রীপাদ কবি কর্ণপুর গোস্বামী শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় বলিয়াছেন—

"শ্রীমদ্ বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলী কৃতিঃ।"

এবং ভক্তমাল গ্রন্থে পুরীগোস্বামীর চরিতাবলী বর্ণন প্রসঙ্গে তাঁহার গ্রথিত ভক্তিরত্নাবলীর এইরূপ মাহাত্ম্য বিবৃত হইয়াছে—

শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামী পৃথিবীর রত্ন।
কলির জীবের হিতে কৈলা বহু যত্ন॥
শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র অমৃত সাগর।
তাহা মথি উদ্ধারিলা সুধা পরাৎপর।
বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী পরম পদার্থ।
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যাহা বিনে নাহি অর্থ॥

শ্রীপাদ নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরে বলিয়াছেন—

জয়ধর্ম্ম মুনি তাঁর অদ্ভূত চরিত।
ইঁহার গণেতে বিষ্ণুপুরী শিষ্য হৈলা।
ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থ প্রকাশ করিলা॥

পুরী গোস্বামী সমগ্র শ্রীগ্রন্থখানি শ্রীজগন্নাথদেবকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি পুরীধাম হইতে শ্রীকাশীক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীবিন্দুমাধবের নিকট বাস করিতে লাগিলেন।

কথিত অছে তিনি যখন কাশীতে সেই সময় পুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথদেব পূজারীদিগকে স্বপ্নদিলেন কাশীতে পুরী গোস্বামী বাস করিতেছেন, তাঁহার নিকট যে রত্নমালা আছে, সেই রত্নমালা আমাকে

আনিয়া দাও আমি অন্য রত্নহার চাই না, প্রত্যূষে পূজারীরা শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন শ্রীমূর্ত্তির গলদেশস্থ মুক্তামালা ছিন্ন হইয়া মুক্তা-সকল চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। রাজাকে তাঁহারা এই অদ্ভুত স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানাইলে রাজা বলিলেন আমিও এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। নৃপতি পত্র দিয়া পুরী গোস্বামীর নিকট লোক পাঠাইলে গোস্বামীপাদ প্রেমে আপ্লুত হইয়া তাঁহার গ্রথিত রত্নাবলী পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীজগন্নাথ জীউর আদেশানুসারে এই রত্নাবলীর এক একটি শ্লোক এক একটি গুলিকার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া সেই গুলিকামালা পূজারীরা শ্রীনীলাচল পতির কণ্ঠে পড়াইয়া দিতেন।

পূর্ব্বেই বলা আছে যে শ্রীভক্তিরত্নাবলীর সমস্ত শ্লোকই শ্রীমদ্ভাগবত হইতে সঙ্কলিত। তবে মঙ্গলাচরণাদির পর প্রথম বিচরনে ৬ হইতে ৯ শ্লোক পর্য্যন্ত এবং উপসংহারে ত্রয়োদশ বিরচনে ১১ হইতে ১৪ শ্লোক পর্য্যন্ত সর্বসমেত আটটি শ্লোক শ্রীপাদ বিষ্ণুপুরী গোস্বামীর স্বকৃত। এই শ্লোকগুলিও রচনা পারিপাট্যে অতিমধুর ও ভাবগম্ভীর। এতদ্ব্যতীত শ্রীহরিভক্তি সুধোদয় হইতে ৩/৩২ ও ৫/৪৫ এই দুইটি শ্লোক এবং অন্যান্য পুরাণ হইতে ১/৮১, ১/১০৫, ৪/২৯ ও ৫/৫০ এই চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সঙ্কলিত শ্লোকগুলির মধ্যে পাঠার্থিগণের সুবিধার জন্য স্থান পরিচয় ও সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে সর্ব সমেত মোট ১৩টি বিরচন (অধ্যায়) আছে। প্রথম বিরচনে মঙ্গলাচরণ গ্রন্থ প্রয়োজনাদি নির্দ্দেশ ও ভক্তিসামান্য লক্ষণ, দ্বিতীয়ে ভক্তি কারণ সৎসঙ্গ, তৃতীয়ে বিশেষতঃ নববিধা ভক্তি এবং চতুর্থ হইতে দ্বাদশ বিরচনে শ্রবণাদি আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত নববিধা ভক্তির পৃথক্ পৃথক্ সন্নিবেশ এবং ত্রয়োদশে লৌকিক বৈদিক সাধনহীন জনগণের শ্রীভগবানে শরণাগতি ও

গ্রন্থকর্ত্তার নিবেদন। ইহাতে মোট ৪০৭টি শ্লোক সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং কান্তিমালা নামিকা একটি টীকা রচনা করিয়া শ্রীগ্রন্থের সৌষ্টব তথা আশয়টি সর্বতোভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। শ্রীগ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাঁর টীকাটিও এই সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে এবং যথাসম্ভব টীকার স্বারস্য অক্ষুন্ন রাখিয়া অনুবাদে প্রয়াস পাইয়াছি।

শ্রীগ্রন্থের মৌলিকতা রক্ষায় যথেষ্ট সাবধান হইয়াও কতিপয় বৈষ্ণব বৃন্দের কৃপানুরোধে স্কন্দ পুরাণোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্যটি পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। তবে শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত হইয়াও শ্রীভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থ দ্বিতীয় বিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক যেমন শ্রীমদ্ভাগবতের গৌরব সম্বৃদ্ধি করিয়া নিখিল ভাগবত শ্রবণালস ব্যক্তিদের সমুজ্জ্বল আলোক প্রদান করিয়াছেন, যেমন শ্রীমদ্ভাগবত ও তদ্ মাহাত্ম্য অবিশেষরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে স্থান লাভ করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থও শ্রীমদ্ভাগবতের অবিশেষ হওয়ায় তদ্ মাহাত্ম্য শ্রীগ্রন্থের মৌলিকতা লাঘব না ঘটাইয়া গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া মনে করি।

শ্রীগ্রন্থ প্রকাশে শ্রীকুণ্ডাশ্রয়ী অভিজ্ঞ, রসজ্ঞ, ভজনবিজ্ঞ ভবকূপে জীবের গতি প্রভৃতি আলেখ্য সহ বহু ভক্তিগ্রন্থের প্রণেতা পরম পূজনীয় শ্রীল কুঞ্জবিহারী দাদা মহারাজ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কৃপা আশীষে উৎসাহিত করায় তাঁহার কৃপা আশীষকে সম্বল করিয়াই শ্রীভক্তি-রত্নাবলী গ্রন্থ প্রকাশের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে সম্পাদনের কাজ আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণের ভার শ্রীনীলাচল পতির উপরেই দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম। মৎপ্রতি কৃপাশীল বৈষ্ণবগণ শ্রীগ্রন্থ প্রকাশের কথা উল্লেখ করিলে এ বিষয়ে আমার অযোগ্যতা ও অর্থাভাব প্রযুক্ত সেই ক্ষীণ

আশা দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় মনেই উদয় হইয়া আবার মনেতেই লয় প্রাপ্ত হয়, তবে অসম্ভব হইলেও "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থঃ" শ্রীভগবৎ কৃপাতে সকলই সম্ভব, তাই তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ নবদ্বীপ, নীলাচল, শ্রীবৃন্দাবন ও সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গের ভক্তবৈষ্ণবগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে, যাঁর ঔদার্য্যের কথা সর্বত্র বিশ্রুত, পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ হরিপাল ভক্তিভূষণ মহোদয় এই শ্রীগ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে অপরিসীম বদান্যতা বা যথার্থ দানের তুলনা রহিত পরিচয় দিয়াছেন। মাত্র একদিনের কথায় এই গ্রন্থের মোট ব্যয়ের অর্দ্ধাংশেরও অধিক অর্থ দান করিয়া বিশেষ উদ্যোগ ও উৎসাহ দিয়া মূদ্রণের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ভক্ত প্রবরের এই প্রকার অর্থাদির সাহায্য না পাইলে, শ্রীগ্রন্থ প্রকাশের এই সঙ্কল্প কোন কালেই পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে এতাদৃশ উদার, সদাশয়, সত্যনিষ্ঠ, সহৃদয় ব্যক্তি অতীব বিরল। ইহা অতি সত্য কোন প্রকার অতিরঞ্জিত নয়। এই সেবা ফলে তিনি বৈষ্ণব সমাজের সকলের মহদন্তঃকরণের একান্ত আশীর্বাদের পাত্র নিঃসন্দেহ। তাঁহার ভগবদ্ভক্তি সজ্জাত ঈদৃশ ভক্ত বৈষ্ণবের প্রকৃত সেবার যে লৌল্য তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া শ্রীভক্তিরত্নাবলীর প্রার্থিত ফল যে প্রেমভক্তি তাহাই তাঁহার লাভ হউক।

পরিশেষ নিবেদন—প্রুফ সংশোধনাদি বিষয়ে বহু যত্ন নিয়াও অজ্ঞতা নিবন্ধন ভুল ত্রুটি বহুস্থানে রহিয়াই গেল। তবে শাস্ত্রে শোনা যায় স্বতঃ পাবনী গঙ্গাদেবীরও মলিন জন সংসর্গে মালিন্য স্পর্শ করে, আবার অঘনাশন শ্রীহরির ভক্তগণের স্পর্শে পুনঃ পবিত্রতা লাভ করেন, তদ্রূপ নিরতিশয় পবিত্রপ্রদা শ্রীভক্তিরত্নাবলীর মাদৃশ মলিনজনের

হস্ত স্পর্শে মালিন্য যে ঘটিবে তাহাতে নিঃসন্দেহ। তবে শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের পাদপদ্মের মধু লোভী ভক্তগণের হস্তপরশে শ্রীগ্রন্থের ত্রুটি বিচ্যুতিরূপ মালিন্যহানির বদ্ধ আশা পোষণ করি। তাঁহারা অসার হেয়াংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রন্থের সারাংশ রস আস্বাদন করতঃ আনন্দ-লাভ করিলে অভাজনের পরিশ্রম সর্বতোভাবে সার্থক মনে করিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে বিনয়াবনত সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্বক শ্রীগুরু গৌরগোবিন্দের শ্রীচরণে স্বাভাবিকী ভক্তি কামনা করি ॥

ইতি—

শ্রীগুরুদাস দাসাভাস হরিভক্ত দাস।

"কৃতজ্ঞতা"

নীলাচলপতি শ্রীশ্রীজগন্নাথ জীউর অসীম কৃপা প্রেরণায় ত্রিহুত নিবাসী পরমহংস শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী গোস্বামী গ্রথিত শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থ ভক্তিরসপাত্র ভক্ত ভাগবতগণের শ্রীকরকমলে উপস্থাপিত হইতেছেন। শ্রীপাদ গ্রন্থকার কলিহত দুর্গত মাদৃশ সাধনহীনজনের নিমিত্ত শ্রীভক্তি-রত্নাবলীরূপ অমূল্য নিধি প্রদান করিয়া ভবরোগগ্রস্ত জীবের পরম মঙ্গল সাধিত করিয়াছেন। শ্রীপাদ গ্রন্থকার ইহাতে শ্রীভক্তিদেবীরই পরম পুরুষার্থত্ব, সুখসাধ্যত্ব, সর্ব্বপূজ্যত্বাদি প্রদর্শন ক্রমে প্রেমভক্তিকেই চরম ও পরম উপায় বলিয়া বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন।

স্বধামগত শ্রীহরিবোল কুটীর বাসী শ্রীল মুকুন্দ দাস বাবাজী মহা-রাজের নিকট হইতে এই শ্রীগ্রন্থখানি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাঁহার চরণে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। অর্থাভাবে ও অধ্যায়নে ব্যাপৃত থাকায় অন্য কোন পুঁথির সহিত পাট মিলান সম্ভব হয় নাই। প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় সম্পাদিত সটীক ভক্তিরত্নাবলীর বঙ্গবাসী সংস্করণ হইতে আমি এই গ্রন্থ সম্পাদনে বহুবিধ সাহায্য পাইয়াছি, তজ্জন্য এ দাস তাঁহার চরণে অশেষ কৃতজ্ঞ। তৎসম্পাদিত আদর্শ পুস্তকের সাহায্যেই কান্তিমালা টীকার আনুগত্যে যথা কথঞ্চিদ্ অনুবাদ যোজিত হইয়া পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ হরি পাল মহোদয় ও নিম্ন-লিখিত বৈষ্ণববৃন্দের উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছেন।

শ্রীগ্রন্থের উপাদান সংগ্রহে নবদ্বীপ রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়স্থ বৈষ্ণবদর্শন বিভাগীয় অধ্যাপক অগ্রজকল্প শ্রীযুক্ত কানাইলাল অধিকারী পঞ্চতীর্থ মহোদয়ের অবদানই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সশ্রম অকুণ্ঠ সহানুভূতি না পাইলে শ্রীগ্রন্থের মুদ্রণ আদৌ সম্ভব হইত না।

তিনি গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি নিজহস্তে সংশোধন করিয়া আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র পঞ্চতীর্থ মহোদয়ও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর ভাই জীবনের উৎসাহই গ্রন্থ মুদ্রণের প্রধান সহায়। ইঁহার অকৃত্রিম সহানুভূতি তুলনা রহিত।

১। শ্রীব্রজকিশোর শাস্ত্রী, ব্যাকরণ, বেদান্ত,বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ (শ্রীবৃন্দাবন) ১'০০১

২। শ্রীআনন্দদাসজী ব্যাকরণ বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ (শ্রীকুণ্ড) ৫'০১

৩। শ্রীরামকৃষ্ণ দাসজী ব্যাকরণতীর্থ (নবদ্বীপ) ৫'০১

৪। শ্রীগৌরাঙ্গহরি পাল ভক্তিভূষণ, (কলিকাতা)সম্পূর্ণ মুদ্রণ ব্যয়

৫। শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা (নবদ্বীপ) ১'০০১

৬। শ্রীযুক্ত কানাইলাল পাল (নবদ্বীপ) ৫'০১

৭। শ্রীমতী বিভা হালদার (নবদ্বীপ ৫'০১

৮। শ্রীমতী শিশু বালা রায় সালকিয়া) ১'০০১

৯। শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী দাস (ব্যারাকপুর) ৫'০১

১০। শ্রীমতী জ্যোৎস্না সাহা (নবদ্বীপ) ৫'০১

ইঁহারা সকলেই যথাসাধ্য কায়িক, বাচিক, মানসিক ও আর্থিকানুকূল্যাদি দ্বারা আমাকে সাতিশয় ঋণী করিয়াছেন কৃতজ্ঞতার ঋণ তার কাছে অতিতুচ্ছ শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের শ্রীচরণে ইঁহাদের বিমল ভক্তি লাভ হউক শ্রীভগবচ্চরণে ইহাই আমার অন্তরের একান্ত প্রার্থনা।

রবি আর্ট প্রেসের স্বত্বাধিকারী মহোদয় অত্যন্ত উদারতার সহিত সযত্নে মুদ্রিত করিয়া দেওয়ায় সত্বরই শ্রীগ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে, ঈশ্বরের নিকট তাঁহার অটুট স্বাস্থ্য ও সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

"প্রকরণ সূচী"

প্রকরণ	শ্লোক	প্রকরণ	শ্লোক
প্রথম বিরচন	১১৫	পাদ সেবনাঙ্গ ভক্তি নিরূপণ	
মঙ্গলাচরণ	৫	অষ্টম বিরচন	৯
গ্রন্থকারের প্রতিজ্ঞা-		অর্চ্চনাঙ্গ ভক্তি নিরূপণ	
গ্রন্থের প্রয়োজনাদি নির্দ্দেশ	৪	নবম বিরচন	৪
সামান্য ভক্তিনিরূপণ	১০৬	বন্দনাঙ্গ ভক্তি নিরূপণ	
দ্বিতীয় বিরচন	৬৪	দশম বিরচন	৪
ভক্তি-কারণ সৎসঙ্গ		দাস্য ভক্তি নিরূপণ	
তৃতীয় বিরচন	৩২	একাদশ বিরচন	২
সামান্যত নবধা ভক্তি নিরূপণ		সখ্য ভক্তি নিরূপণ	
চতুর্থ বিরচন	৪৫	দ্বাদশ বিরচন	২
শ্রবনাঙ্গ ভক্তি নিরূপণ		আত্মনিবেদন ভক্তি নিরূপণ	
পঞ্চম বিরচন	৫৭	ত্রয়োদশ বিরচন	১৪
কীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তি নিরূপণ		লৌকিক বৈদিক সাধনহীন-	
ষষ্ঠ বিরচন	২৬	জনের শরণ	১০
স্মরণাঙ্গ ভক্তি নিরূপণ		গ্রন্থকর্ত্তার নিবেদন	৪
সপ্তম বিরচন	৩১	মোট	৪০৫

বিষয় সূচী

॥ প্রথম বিরচন-সামান্য ভক্তি নিরূপণ ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ মঙ্গলাচরণ	১	শ্লোক
নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ	২-৪	,,
ভাগবতাচার্য্য শ্রীশুকদেবের স্তব	৫	,,
গ্রন্থকারের প্রতিজ্ঞা	৬-৭	,,
গ্রন্থের প্রয়োজন	৮	,,
গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য	৯	,,
ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম্মযোগ জ্ঞান	১০-১২	,,
বাসুদেবই ভজনীয়	১২	,,
বাসুদেব ভজনে মহদনুভব	১৩-১৭	,,
তৎ বিমুখজনের অসামর্থ্যের কারণ	১৮-১৯	,,
উত্তমা ভক্তির লক্ষণ	২০-২১	,,
ভক্তির শ্রেষ্ঠতা	২২	,,
মুক্তাবস্থাতেও ভগবদ্দর্শন নাই	২৩	,,
ভগবদ্ভক্তিতে মুক্তি সুখাদি অনায়াস লভ্য	২৪-২৬	,,
শুদ্ধাভক্তি একান্ত ভক্তেরই লভ্য	২৭-২৮	,,
অভক্তের পক্ষে মোক্ষ অলভ্য	২৯-৩২	,,
শ্রীভগবান্ শ্রীলক্ষ্মীদেবীরও ভজনীয়	৩৩-৩৪	,,
বিষ্ণুভক্ত মহাদেবেরও প্রিয়	৩৫-৩৬	,,
সমস্ত উপায়েরই ভগবৎ পরতা	৩৭	,,

ভগবদ্ভক্তে সর্বগুণসহ দেবাদির আবির্ভাব	৩৮	,,
ভক্তিহীনজনের মহত্ব উপহাসাস্পদ	৩৯	,,
সর্ব্বতোভাবে শ্রীবিষ্ণুই ভজনীয়	৪০	,,
শ্রীভগবান্ সকলেরই সেব্য	৪১-৪২	,,
নিষ্কাম ভক্তই কৃতার্থ	৪৩	,,
বিষয় ত্যাগের দ্বারাই মহতের মহত্ব	৪৪	,,
ভগবদ্ভক্তির স্বাভাবিকই শ্রেষ্টতা	৪৫	,,
ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বত্র ভয়রহিত	৪৬	,,
ভগবদ্ভক্তগণ অন্যত্র স্পৃহাশূন্য	৪৭	,,
বিষয়াসক্তিই ভগবদ্ বহির্মুখতার কারণ	৪৮-৪৯	,,
ভগবদ্ভজনের কাল নিরূপণ	৫০-৫২	,,
বিষয়ার্জ্জনের নিস্ফলতা	৫৩	,,
বেদ প্রশংসিত স্বর্গাদিও সেব্য নহে	৫৪	,,
ধর্ম্মাদির জন্য উদ্যম ব্যর্থ	৫৫	,,
ভগবদ্ভজনের অধিকারি নির্ণয়	৫৬-৫৮	,,
ভক্তিমাত্র প্রিয় ভগবান্	৫৯	,,
ভক্তবশ্য ভগবান্	৬০-৬৩	,,
ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান নিরর্থক	৬৪-৬৫	,,
ভগবদ্ভক্তের কোন কৃত্য অবশেষ থাকে না	৬৬-৬৭	,,
ভগবদনুগ্রহলাভে জাত্যাদি কারণ নহে	৬৮	,,
শ্রীভগবান্ প্রেমভক্তি দ্বারাই লভ্য	৬৯	,,
দোষও ভক্তিতে গুণে পর্য্যবসিত হয়	৭০	,,
শ্রীভগবান্ ভক্তিমাত্র গ্রাহ্য	৭১-৭২	,,

ভক্তিতে জ্ঞান অতি তুচ্ছ	৭৩ শ্লোক
ভক্তিমার্গ সম্পূর্ণ বিঘ্নরহিত	৭৪ ,,
ঈশ্বরার্পিত সকল কর্ম্মই ভাগবত ধর্ম্ম	৭৫-৭৬ ,,
ভগবদ্বহির্মুখতা হেতু ভয়	৭৭ ,,
ভক্তগণ বিঘ্নহেতুকে পরাভূত করেন	৭৮ ,,
অভক্তগণের অধোগতি	৭৯-৮০ ,,
কলিতে ভক্তগণই কৃতার্থ	৮১-৮২ ,,
ভক্তগণ বিষয়ে অভিভূত হন না	৮৩-৮৪ ,,
ভক্তিই ভগবদ্ প্রাপ্তির উপায়	৮৫ ,,
ভক্তের অন্য প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষা নাই	৮৬ ,,
ভক্তি ভিন্ন মঙ্গলের অন্য পথ নাই	৮৭ ,,
ভক্তিতে বিবিধ চাণ্ডালত্বের বিনাশ	৮৮ ,,
ভক্তিশূন্য সাধন ব্যর্থ	৮৯ ,,
ভক্তির চিহ্ন	৯০ ,,
ভগবদ্ভক্ত ত্রিলোক পবিত্রকারী	৯১ ,,
ভক্তিতেই মনঃশুদ্ধি, অন্যে নহে	৯২ ,,
বিজ্ঞজন কর্ত্তৃক ভক্তিই প্রার্থনীয়	৯৩ ,,
মোক্ষোপায়ের মধ্যে ভক্তি নিরপেক্ষ সাধন	৯৪ ,,
বিষয়ীগণের ভজন না করার কারণ	৯৫-৯৬ ,,
ভাগবৎ কৃপায়ই মায়া জয়	৯৭ ,,
দীনের প্রতি ভগবদনুগ্রহ এবং ভক্তি লাভ	৯৮ ,,
ভক্তিবশ ভগবানই ভজনীয়	৯৯-১০০ ,,
ভক্তিমার্গই শ্রেষ্ঠ এবং পরম মঙ্গল প্রদ	১০১ ,,

ভগবদ্ভক্তের অকুতোভয়ত্ব ১০২ শ্লোক
নিরপেক্ষ ভগবানেরও ভক্তপক্ষপাত ১০৩-১০৫ ,,
ভক্তিহীন কর্ম্ম বন্ধনের কারণ ১০৬ ,,
মোক্ষ হইতেও ভক্তির শ্রেষ্ঠতা ১০৭ ,,
সর্ব্ব পুরুষার্থ হইতেও ভক্তি উত্তমা ১০৮-১১৫ ,,

॥ দ্বিতীয় বিরচন ভক্তি কারণ সৎসঙ্গ নিরূপণ ॥

শ্রীভগবৎ করুণা কল্পলতার ফলই সৎসঙ্গ ১ শ্লোক
স্বল্প পরিমিত সৎসঙ্গেও ভক্তি লাভ ২ ,,
স্বর্গাদি হইতেও সৎসঙ্গ শ্রেষ্ঠ ৩-৪ ,,
সৎসঙ্গ সর্বদাই বিষ্ণুভক্তি প্রদ ৫ ,,
অধম ব্যক্তিরও সৎসঙ্গ হেতু মুক্তি ৬ ,,
সাধুগণের স্মরণ ও শুদ্ধিতার হেতু ৭ ,,
ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তির সৎসঙ্গ দুর্লভ ৮ ,,
বিদুরবাক্যে সৎসঙ্গের ফল ৯ ,,
সৎসঙ্গ ভক্তিদানে আনুষঙ্গিকরূপে মোক্ষপ্রদ ১০ ,,
সাধুগণের লক্ষণ ১১-১৪ ,,
বিজ্ঞজন কর্ত্তৃক সৎসঙ্গ প্রার্থনীয় ১৫ ,,
সৎসঙ্গে কথামৃত পানে দেহগেহাদি বিস্মৃতি ১৬ ,,
মহতের চরণ রেণুও প্রশংসনীয় ১৭ ,,
সৎসঙ্গের প্রশংসা ১৮ ,,
অন্যকেও সৎসঙ্গ প্রার্থনাই উপদেশ্য ১৯-২২ ,,

অসৎসঙ্গ ত্যাজ্য কেন ?	২৩-২৪	,,
সৎসঙ্গের ফলে গৃহাদিতে অনাসক্তি	২৫-২৬	,,
লবমাত্রও সাধুসঙ্গ মঙ্গল প্রদ	২৭	,,
রহূগণ বাক্যে সাধুসঙ্গের ফল	২৮	,,
মহচ্চরণরেণু কৃপাই ভক্তিলাভের কারণ	২৯-৩২	,,
মহদনুগ্রহই ভগবদ্ প্রাপ্তির দ্বার	৩৩-৩৮	,,
সাধুগণই পরানুগ্রহ পরায়ণ	৩৯	,,
সদ্যফলপ্রদ সৎসঙ্গই শ্রেষ্ঠ	৪০-৪১	,,
দেবতাগণেরও সৎসঙ্গ দুর্লভ	৪২-৪৩	,,
মূহুর্ত্তকালও সাধু সেবায় সর্ব্বপাপক্ষয়	৪৪	,,
সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্যত্র আসক্তি নিন্দনীয়	৪৫	,,
সৎসঙ্গের পাপ নাশকত্ব	৪৬	,,
সৎসঙ্গই একমাত্র দুর্লভ	৪৭-৪৮	,,
দেবসেবা হইতেও সাধুসেবা মঙ্গলদায়ী	৪৯	,,
অধিকারী নিয়ম না থাকায় সৎসঙ্গ শ্রেষ্ঠ সাধন	৫০-৫৬	,,
অসৎসঙ্গের কুফল	৫৭-৫৮	,,
সদ্‌গুণাদিযুক্ত অসৎসঙ্গ ত্যাজ্য	৫৯-৬০	,,
মহতের সান্নিধ্যই সংসার তারক	৬১	,,
ভব সমুদ্রে নিমজ্জমানের সৎসঙ্গই একমাত্র আশ্রয়	৬২-৬৩	,,
মহৎসেবাই ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্তির মূল কারণ	৬৪	,,

॥ তৃতীয় বিরচন নবধাভক্তি নিরূপণ ॥

নববিধা ভক্তির প্রাধান্য দর্শন	১-২	শ্লোকঃ
এ বিষয়ে সদাচার প্রমাণ	৩-৬	,,

নবধা ভক্তির ফল ৭-৮ শ্লোক
শ্রবণাদি ভক্তিপরায়ণের সংসারও দুঃখের নহে ৯-১১ ,,
শ্রবণাদিতে শ্রীভগবদ্ধাম লাভ ১২ ,,
শ্রবণাদি ভক্তির অনুমোদনে তাদৃশফল ১৩ ,,
শ্রবণাদি পরায়ণের নরক যাতনা নাই ১৪ ,,
বিজ্ঞজন কর্ত্তৃক-শ্রবণাদি ভক্তিই প্রার্থনীয় ১৫ ,,
ব্রতাদি অপেক্ষা শ্রবণাদি অধিক পাবন ১৬ ,,
ভক্তিতে চিত্তশুদ্ধি ও বস্তু সাক্ষাৎকার ১৭ ,,
ভক্তিতে সদ্যই শ্রীভগবান্ হৃদ্গত হন ১৮ ,,
হৃদয়ে ভগবদাবির্ভাবের ফল ১৯ ,,
ভক্তি ব্যতীত অনর্থের নিবৃত্তি হয় না ২০ ,,
মোক্ষসুখ হইতেও ভক্তিসুখ শ্রেষ্ঠ ২১ ,,
লজ্জাশূন্য ভাবেই শ্রবণাদি করণীয় ২২ ,,
শ্রবণাদি বিহীন গৃহে অপদেবতার বসতি ২৩ ,,
শ্রবণাদি বিহীন জনের পরলোকেও ভয় ২৪ ,,
অভক্তের দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যর্থ ২৫-২৮ ,,
হরিভক্তের দেহেন্দ্রিয়াদিই সার্থক ২৯-৩২ ,,

।। চতুর্থ বিরচন শ্রবণাঙ্গ ভক্তি নিরূপণ ।।

শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণে সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তি ১ শ্লোক
শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণে সর্ব্বামঙ্গল নাশ ২ ,,
কথাশ্রবণে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সিদ্ধি ৩ ,,
জ্ঞানে যত্ন ত্যাগ করিয়া ভগবদ্বশীকারিনী কথাই শ্রবণীয় ৪ ,,

মোক্ষানন্দ হইতে শ্রবণানন্দ শ্রেষ্ঠ	৫ শ্লোক
কথাশ্রবণে সর্ব পাপ প্রায়শ্চিত্ত	৬-৮ ,,
ভগবৎকথা মুক্ত, মুমুক্ষ, বিষয়ী সকলেরই শ্রোতব্য	৯ ,,
শ্রবণে রসাধিক্যহেতু জীবন্মুক্তেরও শ্রোতব্য	১০ ,,
শ্রীহরিকথা শ্রবণের ফল	১১ ,,
শ্রীহরিকথা শ্রবণবিমুখের নিন্দা	১২-১৪ ,,
হরিকথা শ্রবণবিমুখ জনই শোচ্যতম	১৫ ,,
শ্রবণবিমুখ জনের অধোগতি	১৬ ,,
হরিকথা শ্রবণ পরায়ণের বৈকুণ্ঠলাভ	১৭ ,,
শ্রবণে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ	১৮ ,,
শ্রবণে মহদনুভবই প্রমাণ	১৯ ,,
শ্রবণে মুক্তিসুখ তুচ্ছ	২০-২১ ,,
মোক্ষাদিসুখও শ্রবণসুখের অন্তর্গত	২২ ,,
শ্রবণে সর্ব্বপুরুষার্থ সিদ্ধি	২৩ ,,
ক্ষুধা তৃষ্ণাদি শ্রবণ রসিককে বিঘ্ন করে না	২৪-২৬ ,,
শ্রবণ রসিকের মৃত্যুতেও ভয় নাই	২৭-২৯ ,,
হরিকথা শ্রবণ মহাপুণ্যপ্রদ	৩০-৩১ ,,
শ্রবণে অক্লেশে অবিদ্যা নিবৃত্তি	৩৩ ,,
শ্রবণ সাক্ষাৎ অজ্ঞান নিবর্ত্তক	৩৪ ,,
শ্রবণে সবাসনা অজ্ঞান নিবৃত্তি	৩৫ ,,
শ্রবণ বিরোধী কর্ম্মসমূহ ত্যাজ্য	৩৬-৩৭ ,,
বিবেকীগণের হরিকথাই শ্রবণীয়	৩৮ ,,
যোগীগণেরও হরিকথা শ্রবণীয়	৩৯ ,,

শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণই একমাত্র পরমলাভ	৪০-৪১ শ্লোক
শ্রবণবিমুখজন পশু হইতেও অধম	৪২-৪৩ ,,
শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণই পরমাভক্তি	৪৪ ,,
শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণে তৎসেবা প্রাপ্তি	৪৫ ,,

॥ পঞ্চম বিরচন কীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তিনিরূপণ ॥

সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে শ্রীহরি কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ	১ শ্লোক
শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনের ফল	২-৩ ,,
শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনে সদ্যমুক্তি	৪ ,,
শ্রীনামকীর্ত্তন ব্যতীত অন্যকথা ব্যর্থ	৫ ,,
শ্রীনামকীর্ত্তন জগন্মঙ্গলপ্রদ	৬ ,,
কীর্ত্তন ব্যতীত চিত্ত ভগবদুন্মুখী হয় না	৭ ,,
কীর্ত্তনেইচিত্তে ভগবানের প্রকাশ	৮ ,,
ভগবৎ কীর্ত্তনই একান্ত সেবনীয়	৯ ,,
শ্রীনামকীর্ত্তন সাধ্য এবং সাধন	১০ ,,
সংসারী জীবের কীর্ত্তনেই মোক্ষলাভ	১১ ,,
অন্তিমে একবার হরি কীর্ত্তনেই মুক্তিলাভ	১২-১৩ ,,
শ্রীনামকর্ম্মশুদ্ধিকারক ও নিরপেক্ষ সাধন	১৪ ,,
জ্ঞানকৃত মহাপাতকরাশি কীর্ত্তনেই বিনাশ	১৫-১৬ ,,
শ্রীনামকীর্ত্তন মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত	১৭ ,,
শ্রীনামকীর্ত্তন সবাসনা চিত্তশোধক	১৮ ,,
এ বিষয়ে সন্দেহের নিরসন	১৯ ,,
নামাভাসে সর্ব্ববিধ পাপক্ষয়	২০-২১ ,,

পাপনাশে কীর্ত্তনে ব্যবস্থার অপেক্ষা নাই	২২	শ্লোক
কীর্ত্তনই অধর্ম্ম বাসনাহারী, কর্ম্ম নহে	২৩	,,
নামশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে না	২৪ ২৫	,,
নামগ্রহণে মহাপাতকীরও সদ্যমুক্তি	২৬	,,
নামকীর্ত্তনেই কর্ম্মমূল বিনাশ	২৭	,,
নামাভাসে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি	২৮-২৯	,,
সর্ব্ব পুরুষার্থ হইতে শ্রীনাম নিরপেক্ষ সাধন	৩০	,,
মহর্ষিগণও নামতত্ত্বে বিমুগ্ধ	৩১	,,
কীর্ত্তন পরায়ণ ব্যক্তি যমদণ্ড ভাগী নহে	৩২	,,
শ্রীনামোচ্চারণ পরমসুকৃতি সাধ্য	৩৩-৩৫	,,
শ্রীনামকীর্ত্তন পরম পাবন	৩৬	,,
হরিনাম প্রারব্ধ পাপাদি নাশক	৩৭	,,
হরিকথাযুক্ত গৃহাশ্রম বন্ধনের হেতু নহে	৩৮	,,
শ্রীনামকীর্ত্তনে অবিদ্যা নিবৃত্তি	৩৯	,,
শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের ফল	৪০	,,
শ্রীনামকীর্ত্তন কর্ম্ম বৈগুণ্যহারী	৪১	,,
কীর্ত্তন মাত্র পরায়ণ ব্যক্তিই ধন্য	৪২	,,
কীর্ত্তন বিমুখের প্রতি লক্ষ্মীদেবীও বিমুখ	৪৩	,,
সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিই কীর্ত্তন পরায়ণ	৪৪	,,
কীর্ত্তন বিমুখজনই দুর্মতি	৪৫-৪৬	,,
ভগবৎ সম্বন্ধরহিত কথাই নিষ্ফল	৪৭	,,
বিশেষতঃ কলিযুগে কীর্ত্তনই প্রশস্ত	৪৮-৪৯	,,
কীর্ত্তনে উৎসাহদানও স্বভজন তুল্য	৫০	,,

সত্যাদিযুগের ফল কলিতে কীর্ত্তনেই লভ্য ৫১-৫২ শ্লোক
শ্রীহরির কীর্ত্তনীয় গুণাবলী অনন্ত ৫৩-৫৫ ,,
বিষয়বার্ত্তাও ভগবন্নামাদির মিশ্রণে সার্থক ৫৬ ,,
অতএব শ্রীহরিকীর্ত্তনই পরমা ভক্তি ৫৭ ,,

॥ ষষ্ঠবিরচন স্মরণাঙ্গ ভক্তি নিরূপণ ॥

শ্রীভগবৎ স্মরণ পরায়ণ ব্যক্তিই কৃতার্থ ১-৪ শ্লোক
শ্রীভগবৎ স্মরণই শ্রেষ্ঠ লাভ ৫-৬ ,,
শ্রীভগবৎ স্মরণে তৎসাধর্ম্ম্য লাভ ৭ ,,
তত্ত্বজ্ঞানাদিও স্মরণের অধীন ৮ ,,
শ্রীভগবৎ স্মরণে সবাসনা চিত্তশুদ্ধি ৯-১১ ,,
যৎকিঞ্চিৎরূপ স্মরণেও পুরুষার্থ সিদ্ধি ১২ ,,
শ্রীভগবৎ স্মরণের ফল ১৩ ,,
স্মরণ পরায়ণের অনর্থও ক্লেশদায়ী নহে ১৪-১৫ ,,
স্মরণ পরায়ণের সংসার দুঃখ নাই ১৬-১৭ ,,
স্মরণ পরায়ণের পরিপূর্ণতা ১৮ ,,
স্মরণের আনন্দ বিষয়েতে নাই ১৯ ,,
ভগবৎ স্মবণের বিফলতা নাই ২০-২১ ,,
স্মরণ প্রভাবে বৈরভাবেও ভগবদ্ভাব প্রাপ্তি ২২ ,,
যাদৃশ স্মরণ তাদৃশ স্বরূপ প্রাপ্তি ২৩ ,,
ভগবৎ সাক্ষাদন্তেও স্মরণই প্রার্থনীয় ২৪ ,,
বিষয়ীগণেরও স্মরণ অত্যাজ্য ২৫ ,,
স্মরণে সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তি পরানন্দ প্রাপ্তি ২৬ ,,

সপ্তম বিরচন পাদসেবন ভক্তি নিরূপণ ॥

শ্রীভগবৎ পাদ সেবাই সর্বোপকারক	১ শ্লোক
পাদসেবনে ইহ পরলোকে মঙ্গল লাভ	২-৩ ,,
পাদসেবন হইতে তত্ত্ব জ্ঞানোদয়	৪ ,,
পাদসেবন সদৃশ লাভ অন্যত্র অসম্ভব	৪ (ক) ,,
পাদসেবনে সর্বতোভাবে ভয় নিবৃত্তি	৫-৬ ,,
মায়া মোহিত জনই পাদসেবনে বিমুখ	৭ ,,
পাদসেবন অনর্থ নিবৃত্তি ও মায়া তরণোপায়	৮ ,,
পাদসেবন সকলেরই অপরিহার্য্য	৯ ,,
পাদসেবনের অভিরুচি ও মঙ্গলপ্রদ	১০ ,,
পৃথুবাক্যে পাদসেবনের ফল	১১ ,,
কর্ম্মাপেক্ষা পাদসেবনে চিত্তশুদ্ধির আধিক্য	১২-১৩ ,,
ব্রহ্মারবাক্যে পাদপল্লব সেবার ফল	১৪ ,,
পাদসেবন বিমুখজনের অধোগতি	১৫ ,,
পাদসেবন বিমুখের শমদমাদিগুণ গর্ব্বে পরিণত	১৬ ,,
পাদসেবা বিমুখজন যমযাতনার পাত্র	১৭ ,,
পাদসেবাবিমুখ ব্যক্তিই জীবন্মৃত	১৮ ,,
ভগবৎপাদ সেবীজনই কৃতার্থ	১৯ ,,
পাদসেবী ব্যক্তির মোক্ষাদিতে স্পৃহাশূন্য	২০ ,,
পাদসেবীজনের পাদসেবাই স্পৃহনীয়	২১ ,,
ভক্তের পাদসেবা শূন্য মোক্ষের অনাদর	২২-২৩ ,,
শ্রীমুকুন্দ চরণ সেবাই সর্বতো অভয়	২৪ ,,
স্বধর্মত্যাগ করিয়াও ভগবৎ পাদসেবাই করণীয়	২৫ ,,

পাদসেবীর কর্মে অনধিকার হেতু অনর্থ শঙ্কা নাই — ২৬ শ্লোক

জ্ঞানকৃত স্বধর্ম্ম ত্যাগে ভক্তের অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই — ২৭-২৮ ,,

পাদ সেবন না করা পর্য্যন্তই জীবের অনর্থ — ২৯ ,,

ভগবৎ পাদসেবা যোগীগণেরও অভয়প্রদ — ৩০ ,,

পাদসেবায় প্রেমলাভ বৈরাগ্য ও ভগবৎ সাক্ষাৎকার — ৩১ ,,

॥ অষ্টম বিরচন অর্চ্চনাঙ্গ ভক্তি নিরূপণ ॥

শ্রীভগবৎ পূজায় সকলের পূজা সম্পূর্ণ হয় — ১ শ্লোক

অন্যদেবাদির পূজার ন্যায় পূজকেরও পূজা সম্পাদিত হয় — ২ ,,

শ্রীভগবৎ পূজকই বেদাগমাদির তত্ত্বজ্ঞ — ৩-৫ ,,

শ্রীভগবৎ পূজায় সার্ব্বভৌম অধিকার — ৬ ,,

শ্রীভগবতোদ্দেশ্যে বিহিত সম্মান নিজেরই সম্মান — ৭ ,,

শ্রীভগবৎপূজায় ভাবশুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ উপচার — ৮-৯ ,,

॥ নবম বিরচন বন্দনাঙ্গ ভক্তি নিরূপণ ॥

শ্রীভগবদ্বন্দনের ইচ্ছাও সর্বপ্রকারে মঙ্গল — ১ শ্লোক

শ্রীভগবন্নমস্কারের ফল — ২ ,,

বাক্যের দ্বারা নমস্কারও সর্ববিধ পাতক নাশ — ৩ ,,

ভগবদ্বন্দনই একান্ত করণীয় — ৪ ,

॥ দশম বিরচন দাস্য ভক্তি নিরূপণ ॥

শ্রীভগবদ্দাসই সর্বপ্রকারে কৃতার্থ — ১-৩ শ্লোক

॥ একাদশ বিরচন সখ্যভক্তি নিরূপণ ॥

শ্রীভগবৎ সখার মহিমা দর্শন — ১ শ্লোক

শ্রীভগবৎ সখ্যে সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তি — ২ ,,

॥ দ্বাদশ বিরচন আত্মনিবেদন নিরূপণ ॥

আত্মনিবেদিত ব্যক্তির সর্বপুরুষার্থ লাভ	১ শ্লোক
সর্বকর্ম্ম পরিত্যাগে আত্মনিবেদনই পরমমঙ্গল	২ ,,

ত্রয়োদশ বিরচন শরণাগতি নিরূপণ।

শ্রীভগবচ্ছরণাগত ব্যক্তি সর্বত্র অঋণী	১ শ্লোক
শরণাগত ব্যক্তি সর্বত্র সুখী	২ ,,
শ্রীহরিচরণাশ্রিত ব্যক্তিই ইহ পরলোকে অনর্থ বিহীন	৩-৪ ,,
দেবতা ভক্ত হইতে ভগবচ্ছরণাগতের পার্থক্য	৫ ,,
ভগবদুপেক্ষিত ব্যক্তি সর্বত্র অসহায়	৬ ,,
ভগবদ্ব্যতীত অন্যাশ্রয়ী ব্যক্তি মূর্খ	৭ ,,
কৃপালু ও সর্বসমর্থ ভগবানই সর্বমঙ্গলপ্রদ	৮-৯ ,,
শরণাগতি প্রার্থনানন্তর গ্রন্থের উপসংহার	১০ ,,
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক গ্রন্থ সমর্পণ	১১ ,,
স্বীয় গ্রন্থে সর্বসম্মতি সম্ভাবনা	১২ ,,
শ্রীগ্রন্থ স্বমহিমায় সর্বোপাদেয়	১৩-১৪ ,,

বিঃ দ্রঃ—মুদ্রণ প্রমাদ বশতঃ কৃতজ্ঞতার "ঋ" পৃষ্ঠায় দাতাগণের নাম তালিকায় ১ নং হইতে ১০নং পর্য্যন্ত টাকার অঙ্ক ১০১ টাকার স্থলে ১'০০১ এবং ৫১ টাকার স্থলে ৫'০১ ছাপা হইয়া গিয়াছে আমার এই অজ্ঞতার জন্য ক্রটী মার্জ্জনীয়—

অকারাদি ক্রমে শ্লোকসূচী

শ্লোকাংশের দক্ষিণপার্শ্বস্থ প্রথমসংখ্যা বিরচন দ্বিতীয়টি শ্লোকগত।

অ

অকামঃ সর্বকামো বা ১।১৫
অকিঞ্চনস্য দান্তস্য ৬।১৭
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাৎ ৫।২৪
অতো বৈ কবয় নিত্যম্ ১।১৩
অথ ভাগবতা যূয়ম্ ১।৩৬
অথাত আনন্দত্থঘম্ ৭।৭
অথানঘাঙে্‌ঘ্র স্তব ২।১৯
অথাপি তে দেব ৭।৪
অথাপি মে তুর্ভগস্য ৫।৩৩
অথাভজে ত্বাখিল ১।৩৩
অথৈনং মাপনয়ত ৫।১৯
অথ বিভূতিং মম ১।২৫
অনিমিত্তা ভাগবতী ১।২১
অন্নং হি প্রাণিনাম্ ২।৬৩
অন্যথা ম্রিয়মাণস্য ৫।৩৪
অন্যেষাং পুণ্যশ্লোকানাম্ ৪।২৮
অয়ং ত্বৎকথামৃষ্ট ৪।১৯
অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা ৮।৫
অয়ং হি কৃতনির্বেশঃ ৫।১৩
অবিস্মিতং তং ১৩।৫
অবিস্মৃতি কৃষ্ণঃ ৬।৮
অশেষ সংক্লেশ ৩।১০
অহং ভক্ত পরাধীনঃ ২।৩৩
অহং হরে তব ৩।৯
অহো নৃজন্মাখিল জন্ম ২।২৭
অহো ভাগ্যমহো ১১।১
অহো যূয়ং স্ম ৬।১
অহো বকী যং ১৩।৮
অহো বত শ্বপচো ৫।৩৭
অহো বয়ং জন্ম ২।৬
অহো বয়ং জন্মভৃতো ২।৪২
অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা ১।৯৫
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো ১।১০৭

আ

আপন্নসংসৃতিং ঘোরাম্ ৫।৪
আয়ুর্হরতি বৈ পুংসাম্ ৪।১২
আসামহো চরণরেণু জুষাম্ ১।৭০
আহুশ্চ তে নলিননাভ ৬।২৫

ই

ইতি পুংসার্পিতাবিষ্ণৌ ৩।২
ইত্থং পরস্য নিজবর্ত্ম ৪।৪৫
ইত্থং হরের্ভগবতঃ ৫।৫৭
ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতঃ ৭।৩১
ইত্যেষা বহুযত্নতঃ ১৩।১৪
ইদং হি পুংসস্তপসঃ ৫।১
ইমং লোকং তথৈবামুম্ ১।২৭
ইষ্টং দত্তং তপোজপ্তম্ ১।৭৬

এ

একান্তলাভং বচসঃ ৩।৩১
এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং ৫।১১
এতন্নির্বিদ্যমানানাম্ ৫।১০
এতাবতালমঘনির্হরণায় ৫।৩০
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ ১।৪৫
এতাবান্ যোগ আদিষ্টঃ ৬।২
এতাবান্ সাঙ্খ্য যোগাভ্যাম্ ৬।৫
এতেনৈব হ্যঘোনোঽস্য ৫।১৪
এতৈরুপদ্রুতো নিত্যম্ ৪।২৫
এনঃ পূর্বকৃতং যত্তৎ ৬।২২
এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ ৮।৯
এবং জনং নিপতিতম্ ২।৩১
এবং মনঃ কর্ম বশম্ ১১।২
এবং বিমৃশ্য সুধিয়ো ৫।৩২
এবং শ্রীশ্রীরমণ ভবতঃ ১৩।১১
এবং স বিপ্লাবিত ৫।২৬
এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ ১।৬১
এবং হি লোকাঃ ক্রতুভিঃ ১।৫৪
এবমেতান্ ময়াদিষ্টান্ ১।১৫
এষ স্যামল্পবুদ্ধি বিভবঃ ১৩।১৩

ক

ক উৎসহেত সন্ত্যক্তুম্ ৫।৪৩
কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং ১৩।৭
কণ্ঠে কৃতা কুলমশেষম্ ১।৮
কথং বিনা রোমহর্ষম্ ১।৯০
কর্ম্মন্যস্মিন্ননাশ্বাসে ৪।৩৭
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা ৫।৪৮
কলের্দোষ নিধে রাজন্ ৫।৫১
কস্ত্বৎপদাব্জং বিজহাতি ৭।৯
কামং ভব স্ববৃজিনৈঃ ৩।১৪
কাময়ামহ এতস্য ৭।২৩
কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈঃ ১।৭৫
কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতৎ ১০।৩
কিং দুরাপাদনং তেষাম্ ১৩।২

কিং স্বল্পতপসাম্ ২।৪৩
কুতোঽশিবং ত্বচ্চরণাম্বুজ ৪।৩২
কৃচ্ছ্রোমহানিহ ভবার্ণব ৭।৮
কৃতে যদ্ধ্যায়তে বিষ্ণুম্ ৫।৫২
কৃষ্ণাঙ্‌ঘ্রি পদ্মমধুলিট ৭।১২
কেবলেন হি ভাবেন ১।১০৪
কোঽতিপ্রয়াসোঽসুর ১।৫২
কো নাম তৃপ্যেদ্রসবিৎ ৪।১০
কো নামলোকে পুরুষার্থ ৫।৪২
কো নির্বৃতো হরিকথাসু ৪।১১
কোন্নু রাজান্নিন্দ্রিয়বান্ ৭।২৪
কো বা ভগবতস্তস্য ৪।৬
কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞঃ ১।৫০
ক্রিয়া কলাপৈরিদমেব ৮।৩
ক্ক চাহং কিতবঃ পাপঃ ৫।৩৫
ক্কেমা স্ত্রিয়ো বনচরী ১।৬৮

খ

খং বায়ুমগ্নি সলিলং ৯।৪

গ

গাং দুগ্ধদোহামসতীঞ্চ ৫।৪৬
গায়ন্তি তে বিশদকর্ম্ম ৫।৪৪
গুরু র্ন স স্যাৎ ২।২৫
গুরুণাঞ্চ লঘুনাঞ্চ ৫।২২
গৃহেম্বাবিশতাঞ্চাপি ৫।৩৮

ঘ

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে ১।৮১

চ

চিত্তস্যোপশমোঽয়ং বৈ ৮।৪
চিত্রং তবেহিতমহো ১।৫৯
চিরমিহ বৃজিনার্ত্ত ১৩।১০

ছ

ছিন্নান্যধীরধিগতাত্ম ৪।৩৯

জ

জগজ্জনন্যাং জগদীশঃ ১।৩৪
জয়তি জননিবাসো ১।১
জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্ ৩।২৪
জিহ্বাং লব্ধাপি যঃ ৫।৪৫
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্‌ঘ্রি ৪।২৮
জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্ত ৪।১১
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ৭।৩০
জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য ৪।৪

ত

ত এতে সাধবঃ সাধ্বি ২।১৪
তং ন সমাদিশোপায়ম্ ৬।১৫
তং মোপযাতং প্রতিযন্তু ৪।২৭
তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ ১।৩৭

ত্বং সাধুমনোঽসুরবর্য্য	১।৪৪	তস্মাদ্ গোবিন্দমাহাত্ম্যম্	৩।৩২
ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য	২।৫৭	তস্মাৎ ভারত সর্বাত্মা	৩।২০
ততোঽন্যথা কিঞ্চন	৫।৭	তস্মাদ্রজোরাগবিষাদ	৭৬
ততেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমানঃ	৯।২	তস্মাদ্ মদ্ভক্তিযুক্তস্য	১১।১০৯
তথাপরে চাত্মসমাধিযোগঃ	১।৯৪	তস্মিন্ ভবন্তাখিলাত্ম	১।৬৬
তদপ্যহং নাথ ন	৪।২১	তস্মিন্ মহন্মুখরিতা	৪ ২৪
তদস্তু মে নাথ স	৭।১৩	তান্ শোচ্য শোচ্যান্	৪।১৫
তদিদমতি মহার্ঘং	১।৭	তানানয়ধ্বমসতো	৭।১৭
তদেব রম্যং রুচিরং	৫।৩	তাপত্রয়েণাভিহতস্য	১৩।৯
তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবঃ	৫।৬	তাবৎ কর্ম্মানি কুর্বীত	৪।৩৬
তদেব রম্যং রুচিরং নবম্	৫।৩	তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহ	৭।২৯
তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘ	৫ ৬	তাবদ্ রাগাদয়ঃ স্তেনাঃ	১০।২
তমেব বৎসাশ্রয়	১।৩১	তিতিক্ষবঃ কারুণিকা	২।১১
তরব কিং ন জীবন্তি	৪।১৩	তুলায়াং লবেনাপি	২।৩
তব কথামৃতং	৪।৪০	তে দেবসিদ্ধ পরিগীত	১১।১০২
তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ	৪।৪৪	তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং	২।১৬
তস্মাত্ত্বং সর্বভাবেন	১।৩০	তে নাধীত শ্রুতিগণা	২।৫৬
তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্	৬।৬	তে সভাগ্যা মনুষ্যেষু	৫।৫০
তস্মাদমূস্তনুভৃতাম্	২।৩০	তেম্বশান্তেষু মূঢ়েষু	২।৬০
তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ	১।৫৫	তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাম্	২।২২
তস্মাদসদভিধ্যানম্	৬।২৬	তেষামহং পাদসরোজ	২।১৭
তস্মাদহং বিগতবিক্লব	৫।৩৯	তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদার	১।২৪
তস্মাদীশকথাং পুণ্যাম্	৪।২৯	তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে	৫।২৩

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজম্ ৭।২৬
ত্বৎপাদুকে অবিরতং ৭।২৯
ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিল ৭।৩
ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা ১।৭৮

দ

দানব্রততপোহোম ১।৬৭
দুরাপা হ্যল্পতপসঃ ২।৮
দুর্লভো মানুষো দেহঃ ২।৪৯
দূরান্নিশম্য মহিমানম্ ১।৬
দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রি যুগলং ৬।২৪
দেবদত্তমিমং লব্ধ্বা ৭।১৮
দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাম্ ১৩।১
দেবানাং গুণলিঙ্গানাম্ ১।২০
দেবোহসুর মনুষ্যো বা ৭।১

ধ

ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতা ১।৮৯
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাম্ ৪।৩
ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোহভিহিত ১২।২

ন

ন কর্হিচিন্মৎপরা ১।২৬
ন কাময়েহন্যং তবপাদ ৭।২১
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ১।১১২
ন জন্ম নূনং মহতো ন ১।৪২
ন তস্য কশ্চিদ্ দয়িত ১।১০৩
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং ১।৪৯
ন দানং ন তপো নেজ্যা ১।৫৭
ন নাকপৃষ্ঠং নচ পারমেষ্ঠ্যং ১।১০৮
ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্বভৌমম্ ৭।২০
ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈঃ ৫।১৭
ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যম্ ৬।১৮
ন ব্রহ্মণঃ স্বপরভেদ ১।৭১
ন ভারতীমেহঙ্গ ৬।৪
ন মযোকান্তভক্তানাম্ ১।১১৪
ন যৎ প্রসাদাযুত ৭।৪ (ক)
ন যদ্বচশ্চিত্রপদং ৫।৫
ন রোধয়তি মাং যোগো ২।৫০
ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যম্ ৭।২২
ন সাধয়তি মাং যোগো ১।৮৭
ন হি ভগবন্নঘটিতদিম্ ৪।৪১
নহ্যচ্যুতং প্রীণয়তো ১।৫১
নহ্যতঃ পরমোলাভঃ ৫।৪৯
নহ্যদ্ভুতং ত্বচ্চরণাব্জঃ ২।২৮
নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ২।৪১
নষ্টপ্রায়েম্বভদ্রেষু ২।৫
নাগ্নি র্ন সূর্য্যো ২।৪৪
নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধ ৫।২৭

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি ৪।৫
নাম্নুতৃপ্যে জুষন্ ৪।৩০
নাস্তং বিদাম্যহমমী ৫।৫৪
নান্যং ততঃ পদ্ম পলাশ ১।৩২
নান্যত্র মদ্ভগবতঃ ১।২৯
নামোচ্চারণ মাহাত্ম্যম্ ৫।২৯
নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ ১৬৯
নায়ং সুখাপো ১।৬৩
নারায়ণ পরাঃসর্বে ১।৪৬
নালং দ্বিজত্বং দেবত্বম্ ১।৫৬
নাহমাত্মানমাশাসে ২।৩৪
নিখিল ভাগবত ১।৯
নিভৃত মরুন্মনোঽক্ষ ৬।২১
নিমজ্জোন্মজ্জতাং ঘোরে ২।৬৩
নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয় ৪।৯
নূনং দৈবেন নিহতা ৪।৪৩
নূনং বিমুষ্ট মতয়ঃ ৯।৭
নেমং বিরিঞ্চো ন ভবঃ ১।৬২
নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি ১।২২
নৈকান্তিকং তদ্ধি ৫।১৮
নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুঃ ১।১১৩
নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং ৮।৬
নৈষাং মতিস্তাবদ্ ২।২৯
নৈষাতি দুঃসহা ক্ষুন্মাং ৪।২৬
নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাব ১।১০৬
নোত্তমঃশ্লোক বার্ত্তানাম্ ৩।১১

প

পতিতঃ স্খলিতোভগ্নঃ ৫।২১
পতিতঃ স্খলিতোবার্ত্তঃ ৯।৩
পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব ১ ২৩
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্র ৩।৫
পানেন তে দেব কথা ৪।১৭
পিবন্তি যে ভগবতঃ ৪।২
পুংশ্চল্যাপহৃতং ১।৮৪
পুংসাংকলিকৃতান্ ৬ ১০
পূরেহ ভূমন্ বহবোঽপি ১।৬৫
প্রগায়ত স্ববীর্য্যানি ৫।৮
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ ৪।৭
প্রসঙ্গমজরং পাশম্ ২।১০
প্রায়েণ বেদ তদিদম্ ৫ ৩১

ব

বহবো মৎপদং প্রাপ্তাঃ ১।৫৪
বালস্য নেহ শরণং ১৩ ৬
ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো ৫ ৩৬

ভ

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ২।১৫
ভক্তিযোগেন মনসি ১।১৯
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ ১।৮৮
ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা ১।৮৫
ভজন্তি যে যথা দেবান্ ২।৪৮
ভজন্তি যে বিষ্ণুমনন্য ১।১০৫
ভজন্ত্যথত্বামতএব সাধবঃ ৬।১৩

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ ১।৭৭
ভবদ্বিধা মহাভাগা ২।৩৯
ভবাপবর্গো ভ্রমতো ২।৪০
ভারঃ পরং পট্টকিরীট ৬।২৬
ভূতানাং দেবচরিতম্ ২।৪৭
ভূয়াদঘোনি ভগবদ্ভিরকারি ৬।১৪
ভূয়ো নমঃ সদ্বৃজিন ১।৩
মাগারদারাত্মজবিত্ত ২।২৬
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে ৩।৪
মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ ১।৭৯
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ ১।১৪
মৃষগিরস্তা হ্যসতী ৫।২
ম্রিয়মাণৈরভিধ্যেয়ো ৬।৭
ম্রিয়মাণো হরের্নাম ৫।২৮

ম

মতি র্ন কৃষ্ণে পরতঃ ১।৪৮
মৎপ্রাপ্তয়েঽজেশ ৭।২
মৎসেবয়া প্রতীতং তে ২।৩৭
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ ২।১৩
মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ ৩।১৫
মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রম্ ৫।৪১
মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য ৭।২৫
মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃ ১।৫৮
মন্যেঽসুরান্ ভাগবতাং ৬।১২
মমাদ্যামঙ্গলং নষ্টম্ ৯।১
ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়া ২।৩৬
ময়ি ভক্তির্হি ভূতানাম্ ১।৭২
ময্যনন্যেন ভাবেন ২।১২
ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্যঃ ৬।১৯
মর্ত্ত্যস্তয়া ননু সমেধিতয়া ৩।১২
মর্ত্ত্যমৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ ৭।৫
মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্ত ১২।১
মহৎসেবাং দ্বারমাহুঃ ২।২৩

য

য এষাং পুরুষং ১।৮০
যঃ পরং রহসঃ ১।৩৫
যঃ স্বানুভাবমখিল ১।৫
যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা ১।১১০
যৎ কীর্ত্তনং যৎ স্মরণম্ ১।২
যৎপাদয়োরশঠধীঃ ৯।৮
যৎপাদসংশ্রয়াঃ ২।৪
যৎ পাদসেবাভিরুচি ৭।১০
যত্র নারায়ণঃ সাক্ষাৎ ২।২১
যত্র নিবিষ্টমরণম্ ১৩।৪
যত্রেড্যন্তে কথা মৃষ্টা ২।২০
যৎসঙ্গলব্ধং নিজবীর্য্য ২।৩২
যৎসেবয়া ভগবতঃ ২।৯
যথাগদং বীর্য্যতমম্ ৫।২৫
যথাগ্নি সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ ১।৮৬
যথাগ্নিনা হেমমলং ১।৯২
যথা তরোর্মূলনিষেচনেন ৮।১
যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতে ৩।১৭

যথা হি স্কন্ধশাখানাম্ ৮।২
যথা হেম্নি স্থিতো বহ্নি ৬।১১
যথোপশ্রয়মাণস্য ২।৬১
যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ১।৯৮
যস্য সদ্ভিঃ পথি পুনঃ ২।৫৮
যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো ৪।১৬
যন্নাম শ্রুতিমাত্রেণ ১০।১
যমাদিভির্যোগপথৈঃ ১।১৮
যশঃ শিবং সুশ্রব আর্য ৪।২৩
যত্তূত্তমঃ শ্লোকগুণানুবাদঃ ৪।৪৪
যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম্ম ৫।৪৭
যস্যাখিলামীবহভিঃ ৫।১৬
যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুনপে ২।৪৫
যস্যাবতারগুণকর্ম্ম ৫।১২
যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্য কিঞ্চনা ১।৩৮
যা দোহনেঽবহনে ৫।৪২
যানাস্থায় নরো রাজন্ ১।৭৪
যা নিবৃতিস্তনুভৃতাং ৩।২১
যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্ভব ৩।১৩
যা যাঃ কথা ভগবতঃ ৫।৯
যে তু ত্বদীয় চরণাম্বুজ ৪।১৮
যে দারাগারপুত্রাপ্ত ২।৩৫
যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো ১।৯৬
যে মুক্তাবপি নিস্পৃহাঃ ১।০
যে বা ময়ীশেকৃতসৌহৃদার্থা ২।২৪
যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা ১।৭৩
যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাম্ ২।৭
যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তান্ ৫।৫৫

র

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ২।২৯।০
রাজন্ পতির্গুরুরলম্ ১।১০০
রায়ঃ কলত্রং পশবঃ ১।৫৩

ল

লব্ধা জনো দুর্লভমত্র ৭।১৫

ব

বয়স্ত্বিহ মহাযোগিন্ ৪।৩৫
বরমেকবৃণেঽথাপি ১।৯৩
বরান্ বিভোত্বদ্বরদেশ্বরাদ্ ৪।২০
বর্হায়িতে তে নয়নে ৪।২৭
বাগ্ গদ্গদা দ্রবতে যস্য ১।৯১
বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো ১।৮৩
বাসুদেব পরং জ্ঞানম্ ১।১৭
বাসুদেব পরা বেদা ১।১৬
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিম্ ১।৪৭
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ ১।১১
বিদ্যাতপঃ প্রাণনিরোধ ৬।৯
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু ২।৫৩
বিনির্ধুতাশেষমনো মলঃ ৭।৯৯
বিপ্রদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদ্ ৭।৯৬
বিভ্যস্তবামৃতকথোদবহা ৪।৩৩
বিলেবতোরুক্রমবিক্রমান্ ৩।২৫
বিশ্বস্য যঃ স্থিতিলয়োদ্ভব ৯।৯৭

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তম্ ৬।২৩
বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাম্ ৫।৫৩
বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাং ৯।২৮
বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ ৬।২০
ব্রতানি যজ্ঞ শ্ছন্দাংসি ২।৫৯
শয্যাসনাটনালাপ ৬।৯৬
শারীরা মানসা দিব্যা ৯৩।৩
শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গম্- ৩।৩০
শুদ্ধির্নৃণাং ন তু তথেড্য ৪।৮
শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যম্ ৩ ১৮
শৃণ্বতাং গৃণতাংবীর্য্যাণ্যুদ্দামাণি ৩।১৬
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ- ৪।১
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ- ৩।৮
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ- ৩।১
শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য ৩।৬
শ্রিয়ঃ পতির্যজ্ঞপতিঃ- ১।৪
শ্রিয়মনুচরতীং তদর্থিণশ্চ ১।৯৯
শ্রুতঃ সঙ্কীর্ত্তিতো ধ্যাতঃ ৩।৭
শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য- ৪।৩৮
শ্রেয়স্সৃতিং ভক্তিমুদস্য- ১।৬৪
শ্ববিড্ বরাহোষ্ট্রখরৈঃ ৪।১৪
স উত্তমঃ শ্লোক মহন্মুখচ্যুতো- ৪।২২
স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ ১ ৪০
সবৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো ১।১০
সবৈমনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ৩ ৩
সংসার কূপে পতিতম্ ১ ৮২
সংসার সিন্ধুমতি দুস্তরম্ ৪।৩১
সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ৬।৩
সঙ্কীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ ৩।১৯
সঙ্গমঃ খলু সাধূনাম্ ২ ১৮
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো- ২ ১
সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণা ১।১২
সত্যং দিশত্যর্থিমর্থিতো ১।৪৩
সত্যং শৌচং দয়ামৌনম্ ২।৫৯
সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়াঃ ২।৫২
সৎসেবয়াদীর্ঘয়াপি ২।২
সৎসেবয়া ভগবতঃ ২।৯
সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে ১।১০১
সন্তো দিশন্তি চক্ষুংষি ২ ৬৪
সমাশ্রিতা যে পদপল্লব প্লবম্- ৭ ১৪
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন ১ ১১১
সর্ব্বেষামপ্যঘবতাম্ ৫ ১৬
সা বাগ্ যয়াতস্য গুণান্ ৩।২৯
সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা- ৫ ২০
সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা- ২ ৪৬
সাধবো হৃদয়ং মহ্যম্- ২ ৩৮
সাধূনাং স্বত এব সম্মতিরিহ- ১৩।১২
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো ২ ৫৫
সুরোঽসুর বাপ্যথবা নরো ১।৪১
সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ ৫।৪০
স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ৫।১৫
স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য- ৭।২৭
স্ব মাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়াঃ ১।৬০
হরির্হি সাক্ষাদ্ভগবাঞ্ছরীরিণাম্- ১ ৩৯

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী

শ্রীমদ্ বিষ্ণুপুরী গোস্বামী গ্রথিতা

প্রথমং বিরচনম্

অথ মঙ্গলাচরণম্

১। জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবর-পরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্মম্ ।
স্থিরচর-বৃজিনঘ্নং সুস্মিত-শ্রীমুখেন
ব্রজপুর-বনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥ ১০।৯০।৪৮

কান্তিমালা টীকা

যে মুক্তাবপি নিস্পৃহাঃ প্রতিপদে প্রোন্মীলদানন্দদাং
যামাস্থায় সমস্তমস্তকমণিং কুর্বন্তি যং স্বে বশে ।
তান্ ভক্তানপি তাঞ্চ ভক্তিমপি তং ভক্তপ্রিয়ং শ্রীহরিং
বন্দে সন্ততমর্থয়েঽনুদিবসং নিত্যং শরণ্যং ভজে ॥

সৎ সদাচারানুমিত-শ্রুতিবোধিতং প্রারিপ্সিত নির্বিঘ্ন পরি সমাপ্তি কারণং শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনরূপং মঙ্গলমাচরতি শ্রীভাগবত পদ্যেনৈব।

মঙ্গলাচরণ

(অনুবাদ) পঞ্চবিধ মুক্তিতেও স্পৃহাশূন্য যে ভক্তগণ, তাঁহারা প্রতি পদে পদে পরমানন্দ দায়িনী ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সর্বারাধ্য শ্রীহরিকে নিজের বশীভূত করিয়াছেন, সেই ভক্তগণকে বন্দনা করি, পরমানন্দপ্রদা সেই শ্রীভক্তিকে সর্বদা কামনা করি, এবং পরম আশ্রয়স্বরূপ ভক্তপ্রিয় শ্রীহরিকে নিত্যই ভজনা করি।

গ্রন্থকার শ্রীপাদবিষ্ণুপুরী গোস্বামী বিঘ্ননাশন ও অভীষ্ট পূর্তির জন্য

জননিবাসো জনানাং প্রাণিনাং নিবাসঃ স্থানং স্বরূপমিতি যাবৎ বিশ্বরূপত্বাৎ। ত এব বা নিবাসো যস্য, সর্বগুহাশয়ত্বশ্রুতেঃ। নিতরাং বাসঃ শরণং তেষামিতি বার্থঃ। কৃষ্ণত্বং স্পষ্টয়ন্নাহ দেবক্যাং জন্মেতি বাদঃ প্রসিদ্ধির্যস্য ন তু বাস্তবং জন্মেতি ভাবঃ অজত্বাৎ। যদুবরা পরিষৎ সভা সেবকরূপা যস্য। অবতার প্রয়োজনমাহ দোর্ভিঃ বাহুভিরধর্মং তন্মূলদুষ্টদৈত্যাদিব-ধাদস্যন্ ক্ষিপন্। চতুর্ভুজত্বমিচ্ছাধীনমিত্যাহ, স্বৈরিতি। যদ্বা স্বৈর্ভক্তৈ-রর্জ্জুনাদিভিঃ দৈার্ভিরেব দোর্ভিরিত্যর্থঃ। এবমেবং সমর্থস্য ভগবতো মদ্বিঘ্ননিবারণমীষৎকরমিতি দর্শিতম্। সম্বন্ধ-মাত্রেণ সর্বতাপনিবারক ইত্যাহ, স্থিরা স্থাবরা চরা জঙ্গমাস্তেষাং বৃজিনং হন্তীতি বৃন্দাবনতরুলতা পক্ষিমৃগাদিতাপত্রয় নিবারক ইত্যর্থঃ। বিলাসবৈদগ্ধ্যালাবণ্যাদিনিরপেক্ষং প্রেমাধীনত্বমাহ, ব্রজেতি, বিষয়ান্তর কামা-পেক্ষয়া কৃষ্ণবিষয়কঃ কামঃ পরমানন্দ-প্রদত্বাৎ দীব্যতীতি দেবঃ ত্বং স্ববিষয় প্রীতি দার্ঢ্যার্থং বর্দ্ধয়ন্। এবং বিশিষ্টঃ কৃষ্ণো জয়তি সর্বোৎকর্ষেণ বর্ততে ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

প্রথমে ভক্ত, ভক্তি ও শ্রীভগবানের চরণ বন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, যেমন শ্রীকবিরাজ গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—

গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ ॥

সদাচারানুমিত ও শ্রুতিবোধিত অভিলষিত শ্রীগ্রন্থের নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির জন্য শ্রীমদ্ভাগবত পদ্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন, যিনি জননিবাস অর্থাৎ অখিল জীব নিচয়ের আশ্রয়, অথবা যিনি অন্তর্য্যামিরূপে জীবগণের হৃদয়ে অবস্থিত, এবং যিনি জন্মরহিত হইয়াও শ্রীদেবকীদেবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া যাঁহার প্রবাদ

২। যৎকীর্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥২।৪।১৫

(টীকা) অথৈতদ্ গ্রন্থপ্রতিপাদ্য নানাবিধ বিষ্ণুভক্তি মহিমানং দর্শয়ন্ নমস্কাররূপং মঙ্গলমাচরতি শুকোক্ত্যা পদ্যত্রয়েণ। ঈক্ষণং জগন্নাথ-প্রতিমাদিষু, অর্হণং পূজা। এতানি সদ্যঃ কল্মষং বিধুন্বন্তি, লোকস্য মনুষ্যমাত্রস্য, প্রাণিমাত্রস্যেতি বা। সুভদ্রং শ্রবো যশো যস্য তস্মৈ, যতোঽন্যেষাং যজ্ঞদেবাদীনাং কীর্তনাদিমাত্রং ন তথা সর্বস্য সদাঃ সুমঙ্গলম্ ॥ ২ ॥

প্রচলিত আছে, যাদব শ্রেষ্ঠগণ যাঁহার সেবকরূপ সভাষদ্, যিনি স্বীয় বাহু দ্বারা অথবা অর্জুনাদি দ্বারা অধর্মকারণ দুষ্টদৈত্যবধাদি পূর্বক অধর্মকে দূরীভূত করিয়া থাকেন, এইরূপ সর্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের পক্ষে মদ্বিঘ্ন-নিবারণ অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। এবং যিনি মৃদুমন্দ মধুর হাস্য সমন্বিত সুশোভন মুখকমল দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনস্থিত স্থাবর জঙ্গম তরুলতা ও পক্ষিমৃগাদির স্বীয় অদর্শন জনিত দুঃখরাশি হরণ করিয়া থাকেন এবং শ্রীব্রজ বনিতা ও দ্বারকামথুরাস্থ পুরবনিতাদিগের পরম প্রেমরূপ কাম উদ্দীপিত করিয়া থাকেন, এবম্বিধ শ্রীকৃষ্ণ সর্বোৎকর্ষে বিরাজিত আছেন ॥ ১ ॥

(অনুবাদ) অনন্তর এই ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থের প্রতিপাদ্য নানাবিধ বিষ্ণুভক্তির মহিমা দেখাইয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখোক্ত পদ্যত্রয়ের দ্বারা নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—যাঁহার নাম কীর্তন, যাঁহার স্মরণ, যাঁহার শ্রীজগন্নাথাদি শ্রীমূর্তির দর্শন, এবং যাঁহার বন্দনা, যাঁহার গুণ শ্রবণ, ও যাঁহার পূজা করিলে সদ্যই মনুষ্যমাত্রের অথবা প্রাণিমাত্রের

৩। ভূয়ো নমঃ সদ্‌বৃজিনচ্ছিদেঽসতা-
মসম্ভবায়াখিল সত্ত্বমূর্তয়ে।
পুংসাং পুনঃ পারমহংস্য আশ্রমে
ব্যবস্থিতানামনুমৃগ্যদাশুষে ॥২।৪।১৩

(টীকা) নমস্কার প্রচয়মভিপ্রেত্যাহ। সতাং ভক্তানাং বৃজিনং পাপং ছিনত্তীতি তথা, অসতামভক্তানামসম্ভবায় বিনাশায়। নন্বয়মেব কিমিতি পুনর্নমস্ক্রিয়তে ইত্যাশঙ্ক্যাহ, অখিল সত্ত্বমূর্ত্তয়ে সর্বাত্মনে, তথা চান্য নমস্কারোঽপ্যেতন্নমস্কারে এবেতি সাক্ষাদেব কিং নায়ং নমস্করণীয়ঃ ? ইতি ভাবঃ। শুদ্ধসত্ত্বগুণাশ্রয়ায় বা, তথাচ জ্ঞানপ্রদাতৃত্বাৎ স এব বন্দ্য ইতি ভাবঃ। অতএব পারমহংস্যে প্রত্যঙ্‌নিষ্ঠারূপে অন্তর্মুখে আশ্রমে ব্যবস্থিতানাম্ অতন্নিরসনেন যদন্বেষণীয়ং তস্য দাশুষে দাত্রে ॥ ৩ ॥

পাপ সমূহ সমূলে নষ্ট হয়। এবং যাঁহার সুমঙ্গল যশঃ শ্রবণ করিলে লোকে পুণ্যলাভ করে সেই শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। যেহেতু যজ্ঞ পুরুষাদির কীর্তনাদি মাত্রে সেই প্রকার সকলের সদ্য সুমঙ্গল লাভ হয় না ॥ ২ ॥

(অনুবাদ) অধিকবার নমস্কারের প্রয়োজন বলিতেছেন—যিনি ভক্তগণের পাপ বা দুঃখ ভঞ্জন ও অভক্তগণের বিনাশের জন্য, এবং যিনি সর্বাত্মা, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের আশ্রয় অতএব জ্ঞানপ্রদাতা এবং তিনিই পুনরায় পারমহংস্য আশ্রমে অবস্থিত সাধুদিগের অন্বেষণীয় আত্মতত্ত্ব দান করেন, আমি পুনরায় সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। আচ্ছা তাঁহাকেই পুনঃ পুনঃ কিজন্য নমস্কার করিতেছেন ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন তিনিই সর্বাত্মা অতএব, অন্য নমস্কারও ইহাঁর নমস্কারে অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং সাক্ষাৎভাবে তিনিই কি বন্দনীয় নহে ? তিনি নিশ্চয়ই সকলের বন্দনীয় ॥ ৩ ॥

৪। শ্রিয়ঃপতি র্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতি-
র্ধিয়াং পতি র্লোকপতি র্ধরাপতিঃ।
পতির্গতিশ্চান্ধক-বৃষ্ণি সাত্বতাং
প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ ॥২ ৪।২০

৫। যঃ স্বানুভাবমখিল শ্রুতি-সারমেক-
মধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোহন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাস-সূনুমুপয়ামি গুরুং মুনীনাম্ ॥১।২ ৩

(টীকা) সর্বেশ্বরত্বমনুস্মরন্নাশাস্তে। পতিঃ রক্ষকঃ প্রসীদতাং প্রাপ্সিতকার্য্যসিদ্ধি র্যথা স্যাৎ তথা ॥৪॥

(টীকা) অথ শ্রীভাগবতাচার্য্যং শ্রীশুকদেবং স্তৌতি। স্বো নিজোহসাধারণঃ, সন্তো ভগবদ্ভক্তি প্রদত্বাদিরূপোহনুভাবো মহিমা যস্য তৎ। ত এবাখিল শ্রুতিসারম্ অতএব একং শ্রেষ্ঠম্ অতঃ পুরাণানাং মধ্যে গুহ্যং

(অনুবাদ) গ্রন্থকার বন্দনীয় শ্রীকৃষ্ণের সর্বেশ্বরত্ব স্মরণ করিয়া স্বকার্য্য সিদ্ধিবিষয়ে আশাবদ্ধ হইয়াছেন—যিনি লক্ষ্মীর পতি, যজ্ঞের পতি, সৃষ্টির পতি, বুদ্ধির পতি, লোকের পতি, ও পৃথিবীর পতি এবং যিনি অন্ধক বৃষ্ণি সাত্বতগণের পতি ও গতি এবং সাধুগণের রক্ষক, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। অর্থাৎ মদভিলষিত গ্রন্থ নির্বিঘ্নে যাহাতে পরিসমাপ্তি হইতে পারে সেইরূপ আমার প্রতি শুভদৃষ্টি করুন ॥ ৪ ॥

(অনুবাদ) অনন্তর গ্রন্থারম্ভে শ্রীসূতবাক্যে শ্রীভাগবতাচার্য্য শ্রীলশুকদেব গোস্বামীকে প্রণাম করিতেছেন—যিনি অসাধারণ প্রভাব সম্পন্ন নিখিল বেদের সার স্বরূপ এবং অতি দুর্বিজ্ঞেয় সংসাররূপ গাঢ় অন্ধকারকে অতিক্রম করিতে ইচ্ছু বিশিষ্ট সর্বজীবের পক্ষে যাহা সাক্ষাৎ

গ্রন্থকৃতঃ প্রতিজ্ঞা, গ্রন্থস্য প্রয়োজনাদি নির্দ্দেশশ্চ—

৬। দূরান্নিশম্য মহিমানমুপেত্য পার্শ্ব-
মন্তঃ প্রবিশ্য শুভভাগবতামৃতাব্ধেঃ।
পশ্যামি কৃষ্ণকরুণাঞ্জননির্মলেন
হৃল্লোচনেন ভগবদ্ভজনং হি রত্নম্ ॥

গোপনীয়ং শ্রীভাগবতং সংসারিণাম্ অন্ধং তমোঽতিদুর্বিজ্ঞেয়ং সংসারাখ্যম্ অতিতিতীর্ষতাম্ উত্তরীতুমিচ্ছতাং কৃতেঽধ্যাত্মদীপং সাক্ষাদাত্মপ্রকাশকং কৃপয়া য আহ, অতএব মুনীনাং গুরুং তম্ উপয়ামি আশ্রয়ামি ॥ ৫ ॥

(টীকা) ইহ সংসারে খলু সকল-পুরুষার্থমর্থয়মানানাং তদুপায়মনুসরতাং ভগবদ্ভক্তিমেব পরমোপায়ত্বেন স্বতঃ পুরুষার্থত্বেন চ শ্রীভাগবতে ভগবান্ বেদব্যাস উপনিববন্ধ, অন্য নিরূপণন্তু ভক্তিনিরূপণোপকরণমেবেত্যাশয়েন তৎপরশ্লোক-সংগ্রহগ্রহিলঃ স্বয়ং চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ প্রতিজানীতে। তত্র স্বজ্ঞানমাহ—পার্শ্বমুপেত্য অধীত্যেত্যর্থঃ অন্তঃ প্রবিশ্য সরহস্যং বুদ্ধা ॥ ৬ ॥

আত্মপ্রকাশক প্রদীপ স্বরূপ পরম গোপনীয় শ্রীভাগবত পুরাণকে সংসরণশীল প্রাণিগণের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া প্রকাশ করিয়াছেন. মুনিগণের উপদেষ্টা সেই ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৫ ॥

গ্রন্থকারের প্রতিজ্ঞা ও গ্রন্থের প্রয়োজনাদি নির্দ্দেশ—

(অনুবাদ) এই সংসারে ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি সমস্ত পুরুষার্থ আকাঙ্ক্ষা করিয়া তাহার উপায় অনুসন্ধানকারীগণের পরমোপায়-রূপে এবং স্বতঃ পুরুষার্থ স্বরূপে শ্রীভগবদ্ভক্তিকেই শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অন্য সৃষ্টি আদির নিরূপণগুলি কিন্তু সেই ভক্তিরই উপকরণ স্বরূপ। এই আশয়টির শ্লোক সংগ্রহে আগ্রহী শ্রীপাদ-

৭। তদিদমতিমহার্ঘং ভক্তিরত্নং মুরারে-
রহমধিকসযত্নঃ প্রীতয়ে বৈষ্ণবানাম্।
হৃদি গতজগদীশাদেশমাসাদ্য মাদ্য-
ন্নিধিবরমিব তস্মাদ্বারিধেরুদ্ধরামি ॥

৮। কণ্ঠে কৃতা কুলমশেষমলঙ্করোতি
বেশ্মস্থিতা নিখিলমেব তমো নিহন্তি।

(টীকা) প্রতিজানীতে—অন্তর্য্যামি প্রেরণং দর্শয়ন্নৌদ্ধত্যং পরিহরতি, হৃদি গতেতি। তস্মাদ্ভাগবতাখ্যাৎ ॥ ৭ ॥

(টীকা) স্বগ্রন্থ প্রয়োজনং কৈমুতিক-ন্যায়েনাহ। গুণবতীং, গুণো ভগবতি প্রেমপ্রদত্বাদিরূপস্তদ্যুক্তাং, পক্ষে গুণ: সূত্রম্। যস্যাঃ কণ্ঠবেশ্ম-

গ্রন্থকার নিজের চারিটি শ্লোকের দ্বারা বিজ্ঞাপিত করিতেছেন পরম-মঙ্গল স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতামৃত সমুদ্রের মহিমা দূর হইতে শ্রবণ করিয়া নিকটে আগমন অর্থাৎ অধ্যয়ন করতঃ, তাহাতে নিমগ্ন অর্থাৎ রহস্য অবগত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকরুণারূপ অঞ্জনলিপ্ত নির্মল হৃদয়রূপনেত্রের দ্বারা আমি দেখিতেছি একমাত্র ভগবদ্ভজনই রত্ন ॥ ৬ ॥

অনুবাদ) গ্রন্থকারের প্রতিজ্ঞা ও অন্তর্য্যামি শ্রীনীলাচলপতির কৃপা প্রেরণা জানাইয়া গ্রন্থ সঙ্কলন বিষয়ে নিজের ঔদ্ধত্য পরিহার করিতেছেন, শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রীতির নিমিত্ত অধিক যত্ন সহকারে শ্রেষ্ঠ নিধির ন্যায় মহামূল্য শ্রীভগবদ্ভক্তিরত্ন উত্তোলনে ইচ্ছুকহৃদয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আদেশ প্রাপ্ত উন্মত্ত আমি শ্রীভাগবতামৃত রত্নাকর হইতে ভক্তিরত্নাবলী আহরণ করিতেছি ॥ ৭ ॥

(অনুবাদ) কৈমুতিকন্যায়ে নিজকৃত গ্রন্থের আশয়টি ব্যক্ত করিতেছেন—এই রত্নাবলী কণ্ঠে ধারণ করিলে সমস্ত কুলকে পবিত্র

তামুজ্জ্বলাং গুণবতীং জগদীশভক্তি-
রত্নাবলীং সুকৃতিনঃ পরিশীলয়ন্তু ॥

৯। নিখিল ভাগবতশ্রবণালসা
বহু-কথাভিরথানবকাশিনঃ।
অয়ময়ং ননু তাননু সার্থকো
ভবতু বিষ্ণুপুরী-গ্রথন-গ্রহঃ ॥

ধারণেনাপি তাদৃশং হিতং তত্র শ্রবণবিচারণাদিনা পরিশীলনেন হিতং ভবতীতি কিং বাচ্যম্ ॥ ৮ ॥

(টীকা) ননু শ্রীভাগবতমেবাস্তি, কৃতং তৎ প্রযত্নেন কিম্? তত্রাহ অনলসা অপি আবশ্যক কুটুম্ব ভরণপোষণব্যবসায়াদি কথাভিরনবকাশিনঃ অবকাশাভাবো যেষাম্ অস্তি তেঽনবকাশিন স্তাননুলক্ষীকৃত্য। অয়ময়মিতি বর্তমান সামীপ্যং দর্শয়তি। বিষ্ণুপুরী তৈরভুক্তঃ সন্ন্যাসী। অয়মেব তস্য গ্রথন গ্রহঃ, নানাপ্রকরণস্থ, শ্লোকানামেকবাক্যতয়া লিখন প্রযত্নঃ সার্থকো ভবতু ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

করিয়া থাকেন, এবং গৃহে রক্ষিত হইলে গৃহস্থিত সমস্ত অমঙ্গলকে নাশ করিয়া থাকেন, যদি কণ্ঠে বা গৃহে রক্ষিত হইলে এইরূপ মঙ্গলাদি দান করিতে পারেন, তাহা হইলে শ্রবণ ও বিচারাদি দ্বারা পরিশীলন করিলে যে কি পরিমাণ মঙ্গল হয় ইহা আর কি বলিব। ভগবৎ প্রেমদাত্রী জগদীশের এই ভক্তিরত্নাবলীকে সাধুগণ বা বৈষ্ণবগণ আপনারা অনুশীলন করুন ॥ ৮ ॥

(অনুবাদ) যদি বল, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও তোমার এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য এরূপ আগ্রহ কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন —যাঁহারা সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শ্রবণে অক্ষম, এবং বহু কথা বলিয়া

"ভক্তি সামান্য নিরূপনম্"

১০। সর্বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্য প্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ১।২।৬

(টীকা) এবং স্বয়ং চতুঃশ্লোক্যা অভিধেয় প্রয়োজন সম্বন্ধান্ দর্শয়িত্বা সামান্যতো বিশেষতশ্চ সসাধনাং ভক্তিং নিরূপয়িষ্যন্ প্রথমং তাবদ্ ভগবদ্ভক্তি সামান্য বিরচনমবতারয়িতুং সর্বে স্বধর্মা ভক্তিমুখ নিরীক্ষকা ইত্যহ সূতবাক্যেন। অহৈতুকী ফলাভিসন্ধানরহিতা। অপ্রতিহতা নিরন্তরা, আত্মা মনঃ, সুপ্রসীদতি সত্ত্বপ্রধানং ভবতি। ততশ্চতত্ত্বজ্ঞানোদয় ইতি ভাবঃ অতএব আহ পর ইতি ॥ ১০ ॥

শ্রবণের অবকাশ ঘটে না, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমার এই 'ভক্তি রত্নাবলী' গ্রন্থ সঙ্কলনের প্রচেষ্টা। অর্থাৎ যাঁহারা আবশ্যকীয় সাংসারিক কুটুম্ব ভরণাদি কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন, শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র সমুদ্র স্বরূপ সৃষ্টি প্রকরণ, বংশবর্ণন, প্রভৃতি বহু আখ্যানাদিতে পরিপূর্ণ, সুতরাং তাদৃশ জনের পক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের শ্রবণাদি আদৌ সম্ভব হয় না, তাঁহাদিগের সুখবোধের বা অনায়াস সাধ্যের জন্য ত্রিহুত নিবাসী সন্ন্যাসী বিষ্ণুপুরী আমি শ্রীমদ্ভাগবত বারিধির নানা প্রকরণ হইতে শ্লোক সমূহ আহরণ করিয়া পরস্পর সঙ্গতি পূর্বক মহামূল্যবান্ রত্ন উঠাইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম, তাঁহারা অধ্যয়ন করিলেই আমার লিখন শ্রম বা লিখন আগ্রহ সার্থক হইবে ॥ ৯ ॥

সামান্য ভক্তি নিরূপণ

(অনুবাদ) এইরূপে নিজের চতুঃশ্লোকীদ্বারা অভিধেয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধকে দেখাইয়া সামান্য ও বিশেষরূপে সাধন সহিত ভক্তিকে নিরূপণ করিতে গিয়া প্রথমে ভক্তি সামান্য বিরচন প্রকাশ মানসে সমস্ত

১১। বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ ১।২।৭

১২। সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতগুর্ণৈস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃনাং স্যুঃ। ১।২।২৩

(টীকা) তদেবাহ ভক্তিরেব যোগঃ প্রয়োজিতঃ কৃতঃ বৈরাগ্যং বিষয়েষু, জ্ঞানমাত্মতত্ত্ববিষয়ম্ অহৈতুকং হেতুশূন্যং শুষ্কতর্কাদ্যগোচরম্ ঔপনিষদমিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রেয়োঽর্থিভির্বাসুদেব ভজনম্ এব কৃত্যমিতি ॥ ১১ ॥

স্বধর্ম্মই ভক্তিমুখ নিরীক্ষক ইহাই সূতবাক্যের দ্বারা অভিব্যক্ত করিতেছেন শৌনকাদি ঋষিবৃন্দের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূতমুনি বলিলেন—হে মুনিগণ! শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণ ফলাভি সন্ধান রহিত এবং বিঘ্নাদি দ্বারা অপ্রতিহতা বা নিরন্তরা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিই পুরুষের একমাত্র পরম ধর্ম্ম, এই ভক্তির আচরণেই মনঃ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে, অনন্তর শ্রীভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে ॥ ১০ ।

(অনুবাদ) পুনরায় সেই কথাই বলিতেছেন—ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে ভক্তি যোগ প্রয়োজিত অর্থাৎ দাস্য সখ্যাদি সম্বন্ধে অন্বিত হইলে শীঘ্রই সর্ব বিষয়ে বিতৃষ্ণা কারক বৈরাগ্য ও আত্মতত্ত্বের সহিত ভগবানের রূপগুণাদির অনুভবময় জ্ঞান উৎপাদিত হয়, সুতরাং জ্ঞান ও বৈরাগ্যের জন্য ভক্তের পৃথক্ চেষ্টার প্রয়োজন নাই। সেই জ্ঞানটিও আবার অহৈতুক অর্থাৎ শুস্কতর্কাদির অগোচর। সুতরাং জ্ঞানফল সাযুজ্যাদি মোক্ষের ন্যায় না হইয়া শ্রীভগবানের রূপগুণলীলাদির মাধুর্য্যানুভবময় উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য জ্ঞানই ফলরূপে পরিণত হয়, অতএব মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষিগণ কর্ত্তৃক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ভজনই কর্ত্তব্য ॥ ১১ ॥

১৩। অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্বন্ত্যাত্ম প্রসাদনীম্ ॥ ১।২।২২

(টীকা) নন্থ বাস্থদেব এব কিমিত্তি ভজনীয় ইত্যত আহ যদ্যপীহ ভজনমার্গে এক এব হর্য্যাদি সংজ্ঞাত্রয়ং ধত্তে ইতি ত্রয়োঽপি তুল্যমুপাস্তাস্তথাপি নৃণাং শ্রেয়াংসি সত্ত্বতনোঃ কেবল সত্ত্বশরীরাদ্ বাস্থদেবাদেব স্যুঃ। শ্রেয়সো জ্ঞানসাধ্যত্বাৎ জ্ঞানস্য চ সত্ত্বসাধ্যত্বাৎ, 'সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্'। ইতি হি ভগবদ্গীতা। বিরিঞ্চি হরয়োরপি সত্ত্বসম্বন্ধিসত্ত্বাৎ। অত্র সত্ত্বস্যৈব কৈবল্যম্ অব্ভক্ষো বায়ুভক্ষ ইতিবৎ দ্রষ্টব্যম্। তস্মাৎ সাধু নিয়মিতং বাস্থদেবে ভগবতীতি ॥ ১২ ॥

(টীকা) অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি দ্বাভ্যাম্। যতো বাস্থদেবাদেব শ্রেয়ো ভবতি। অতঃ বৈ নিশ্চয়ে ॥ ১ ॥

(অনুবাদ) যদি বল বাসুদেবই ভজনীয় কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—যদিও এই ভজনমার্গে একই পরতত্ত্ব পরমপুরুষ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্যের জন্য প্রাকৃতগুণত্রয় স্বীকার করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন নাম ধারণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনমূর্ত্তিই সমানরূপে উপাস্য, তথাপি মানবের যত কিছু প্রকৃত মঙ্গল শুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি বাসুদেব শ্রীবিষ্ণু হইতেই লাভ হইয়া থাকে। যেহেতু মঙ্গল জ্ঞানের দ্বারা লভ্য, আবার সেই জ্ঞানও সত্ত্বগুণ হইতেই লাভ হইয়া থাকে। যথা শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে 'সত্ত্বগুণ হইতেই জ্ঞানের উদয় হয়।' ব্রহ্মা ও মহেশ্বর বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরমপুরুষ হইতেই আবির্ভূত বলিয়া সত্ত্বগুণ সম্বন্ধ, তথাপি রজ ও তমোগুণ যুক্ত হইয়া কার্য্য করেন। পরন্তু শ্রীহরিতে কেবল সত্ত্বগুনেরই পরিপূর্ণতা। যেমন জলপানকারী তপস্বী ও বায়ুভক্ষণকারী তপস্বীর মধ্যে পার্থক্য অর্থাৎ যিনি জলপান করিয়া

১৪। মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণ কলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥ ১।২।২৬

(টীকা) তথা ঘোররূপান্ পিতৃভূতাদীন্, অথ লোকপালানপি শ্রাদ্ধ বলি-পূজাদ্যকরণেঽনিষ্টকারিত্বাৎ, বহবায়াসেঽপ্যল্পফলদাতৃত্বাচ্চ ঘোররূপাস্তে। কলা অবতারান্। অনসূয়বঃ দেবতান্তরানিন্দকাঃ। মুমুক্ষব ইত্যনেন চ ভক্তি সাধ্যস্য জ্ঞানস্য ফলং মোক্ষো দর্শিতঃ। অত্র মুমুক্ষব ইত্যুপলক্ষণম্ এবং ভক্তিরসিকা অপি ব্যবহরিষ্যন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

থাকেন তিনি বায়ুও ভক্ষণ করেন, কিন্তু যিনি কেবল বায়ু ভক্ষণ করেন, তিনি আর কিছুই ভক্ষণ করেন না। সেইরূপ ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের মধ্যে সূক্ষ্মতঃ সত্ত্বগুণ সম্বন্ধ থাকিলেও রজ ও তমোগুণের কার্য্য করেন, পরন্তু শ্রীহরি বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ হইয়াও পালনরূপ কেবল সত্ত্বগুনেরই কার্য্য করেন। সুতরাং পূর্ব্বশ্লোকে ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে ভক্তিযোগ বিধান ইহা যথার্থই নির্ধারিত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

(অনুবাদ) এই বিষয়ে মহদ্গণের আচরণ দ্বারা সূতগোস্বামীর শ্লোকদ্বয়ে প্রমাণ করিতেছেন—যেহেতু ভগবান্ শ্রীবাসুদেব হইতেই সকলে মঙ্গল বা কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন, এই কারণে পাণ্ডতগণ পরমানন্দে ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে মনোবিশোধিনী ও আত্মতোষণী ভক্তির সর্ব্বদাই সাধকও সিদ্ধাবস্থায় অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

(অনুবাদ) যেহেতু শ্রাদ্ধ, বলি ও পূজাদি প্রদান না করিলে অনিষ্টাচরণ করেন, এবং বহু সাধন শ্রমেও অল্পফল দান করেন এইরূপ ভয়ঙ্কর আকার ও স্বভাব বিশিষ্ট পিতৃ, ভূতপতি একাদশ-রুদ্রাদি এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সেইহেতু কোন কোন সকাম ব্যক্তিরা পূজা

১৫। অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ২।৩।১০

১৬। বাসুদেব পরা বেদা বাসুদেব পরা মখাঃ
বাসুদেব পরা যোগা বাসুদেব পরাঃ ক্রিয়া ॥ ১।২।২৮

১৭। বাসুদেব পরং জ্ঞানং বাসুদের পরং তপঃ
বাসুদেব পরো ধর্ম্মো বাসুদেব পরা গতিঃ ॥ ১।২।২৯

(টীকা) তস্মাৎ সকামোঽকামো বা বিবেকী তমেব ভজেতেত্যাহ শুক-বাক্যেন। অকামো ভক্তিকাম: তীব্রেণ ব্যভিচারাদি দোষরহিতেন ॥ ১৫ ॥

করিয়া থাকেন। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা পিতৃ, প্রজাপতি, ভৈরবাদি দেবগণের উপাসনা ত্যাগ করিয়াই অসূয়াশূন্যচিত্তে অর্থাৎ অন্যদেবাদির নিন্দা না করিয়া শান্ত শ্রীনারায়ণের অবতার সমূহের ভজনা করেন। মুমুক্ষুগণের আচরণ প্রদর্শন দ্বারা ভক্তি ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান এবং সংসার মুক্তিরূপ যে মোক্ষলাভ হয় না ইহাই এখানে বলা হইয়াছে, মুক্তিকামীগণও ইষ্টফল লাভের জন্য যখন ভক্তি আশ্রয় করেন, তখন ভক্তিরসিকগণও নিশ্চয়ই ভগবদ্ উপাসনাই করেন ইহাই প্রদর্শিত হইল ॥ ১৪ ॥

(অনুবাদ) অতএব সকাম হোক আর অকাম অর্থাৎ ভক্তি মাত্র কামই হোক বিবেকী ব্যক্তি কিন্তু তাঁহাকেই ভজনা করিবেন, ইহাই শ্রীশুক বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন শুকমুনি বলিলেন সুবুদ্ধিজন একান্ত ভক্তই হউন, সর্বপ্রকার কামনা যুক্তই হউন, অথবা মোক্ষকামীই হউন, তিনিই তীব্র অর্থাৎ ব্যভিচারাদি দোষরহিত ভক্তিযোগে পূর্ণ নিরূপাধি পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেন ॥ ১৫ ॥

১৮। যমাদিভি র্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥ ১।৬।৩৬

(টীকা) শ্রেয়োমার্গান্তরমপি বাসুদেব পরমেবেত্যাহ দ্বাভ্যাং সূতবচনেন। মখানাং বাসুদেবার্পনার্থত্বেন বাসুদেবপরত্বে তৎপ্রতিপাদকা বেদা বাসুদেব তাৎপর্যকা এব। তথাচ গীতাসু বেদৈশ্চসর্বৈরহমেব বেদ্যঃ ইতি আসনপ্রাণায়ামাদি ক্রিয়ানাং তজ্‌জ্ঞানোপায়ত্বেন তৎপরত্বে যোগশাস্ত্রমপি তৎপরমেব। জ্ঞানস্য তদ্বিষয়ত্বেন তৎপরত্বে জ্ঞানশাস্ত্রমপি তৎপরম্। তপঃ পদমত্র জ্ঞান পরং প্রকরণাৎ, তপোবৎ জ্ঞানস্যাপি শুদ্ধিহেতুত্বাৎ। স্বর্গাদীনাং তদানন্দাংশরূপত্বাৎ তৎপরত্বে তদর্থক ধর্ম্মশাস্ত্রমপি তৎপরমেব। গম্যতে ইতি গতিঃ স্বর্গাদিঃ যদ্বা বেদানাং তৎপরত্বে তৎপ্রতিপাদ্যানাং মখযোগাদীনাং তৎপরত্বম্। অত্রতপস্তপ এব ॥ ১৬।১৭ ॥

(টীকা) অত্রাতৎপরাণামেতেষাম্ অসামর্থ্যহেতুং দর্শয়তি নারদবাক্যেন। আত্মা মনঃ যদ্বৎ যথা মুকুন্দসেবয়া, তথা যমাদিভির্যোগপথৈ র্ন শাম্যতি। অদ্ধা সাক্ষাৎ। যমাদীনাং মনঃশোধকত্বেঽপি ভক্তিমুখনিরীক্ষকত্বাদিতি ভাবঃ। যোগপথৈরিত্যুপলক্ষণং কর্ম্মাদিপথৈরিত্যপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৮ ॥

(অনুবাদ) অন্যান্য মঙ্গলের পথ সমূহও বাসুদেব তাৎপর্য্যপর শ্লোকদ্বয়ে ইহাই দেখাইতেছেন শ্রীসূত গোস্বামীবলিলেন—কি বেদ; কি যজ্ঞ কি যোগ, কি ক্রিয়া কি জ্ঞান, কি তপস্যা, কি ধর্ম্ম, একমাত্র শ্রীবাসুদেবই এই সকলের তাৎপর্য্য, শ্রীবাসুদেব ভিন্ন কোন গতি নাই। অর্থাৎ সকল বেদ বাসুদেবের উদ্দেশে রচিত, সকল যজ্ঞ বাসুদেবের উদ্দেশে বিহিত, সকল যোগ বাসুদেব তাৎপর্য্যময়, এবং সকল ক্রিয়া বাসুদেবেই প্রতিষ্ঠিত, সমস্ত জ্ঞান শাস্ত্র বাসুদেবেরই সেবাতাৎপর্য্যময়। বাসুদেবই নিখিল তপস্যার ফল বা উদ্দেশ্য। সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বাসুদেবকেই

১৯। ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥ ১।৭।৪ ॥

উত্তমা ভক্তি লক্ষণম্

২০। দেবানাং গুণলিঙ্গানামানু-শ্রবিক কর্ম্মনাম্।
সত্ত্বএবৈক মনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা ॥ ৩।২৫।৩২

২১। অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধে র্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা ॥ ৩।২৫।৩৩

(টীকা) অত্রাপি ফলমেব প্রমাণমিতি সূতবাক্যেনাহ। ভক্তিযোগেনামলে শুদ্ধে, অতএব প্রণিহিতে নিশ্চলে, অপশ্যদিতি বেদব্যাসঃ॥ ১৯ ॥

উদ্দেশ করে, অথবা বেদসমূহ বাসুদেব পর হওয়ায় বেদপ্রতিপাদ্য যজ্ঞ ও অষ্টাঙ্গ যোগাদিও বাসুদেব পর জানিতে হইবে ॥ ১৬।১৭ ॥

(অনুবাদ) এখানে বাসুদেব তাৎপর্য্য বিহীন সাধন সমূহের অসামর্থ্যের কারণ নারদবাক্যের দ্বারা দেখাইতেছেন—নিরন্তর কামে ও লোভে আহতচিত্ত ব্যক্তি মুকুন্দ সেবা দ্বারা যেরূপ সাক্ষাৎ শাম্য প্রাপ্ত হন, যম নিয়মাদি যোগপথে বিচরণ করিয়াও তদ্রূপ শাম্য প্রাপ্তি করিতে পারে না কারণ ভক্তির সহায়তা ব্যতীত যমনিয়মাদি ও তাদৃশ মনশোধক হয় না ॥ ১৮ ॥

(অনুবাদ) এ বিষয়ে ফলই অর্থাৎ ভক্তিফল সতত্ত্ব ভগবৎসাক্ষাৎকারই প্রমাণ ইহাই সূতবাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন শৌনকাদি ঋষি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূতগোস্বামী বলিলেন ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান দ্বারা নির্ম্মল হইয়া মন নিশ্চল হইলে পর শ্রীব্যাসদেব সর্বপ্রথম পূর্ণপুরুষ শ্রীভগবানকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অধীনা মায়াকেও দেখিতে পাইলেন। ১৯ ॥

(টীকা) ন কেবলং সাক্ষাৎ ফলাভক্তিঃ, কিন্তু শীঘ্র ফলাপীতি উত্তমাং ভক্তিং লক্ষয়ন্নাহ দ্বাভ্যাম। একং শুদ্ধং মনোযস্ত পুংসঃ তস্ত দেবানাম্ ইন্দ্রিয়ানাং তদ্দেবতানাঞ্চ, যা সত্ত্বে বিষ্ণাবেব স্বাভাবিকী বৃত্তিরন্যবিষয়েষ্বিবাযত্নসিদ্ধা, অনিমিত্তা নিষ্কামা, সা ভাগবতীভক্তিরিত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতানাং দেবানাম্? আনুশ্রবিক কর্ম্মণাং, গুরোরুচ্চারণমনুশ্রূয়তে ইতি অনুশ্রবো বেদস্তেনোক্তান্যেব কর্ম্মাণি যেষাম্। তথা গুণলিঙ্গানাং গুণা রূপাদয়স্ত এব লিঙ্গানি জ্ঞাপকানি যেষাং রূপাদ্যুপলব্ধিকরণত্বেন তজ্ জ্ঞানাৎ। এতদুক্তং ভবতি বিষয়াভিমুখানামপীন্দ্রিয়ানাং বেদোক্তবিষয়মাত্রগ্রহণাৎ তদুক্ত ভগবদারাধনার্থক্রিয়াকরণাচ্চ সা বৃত্তি-র্ভাগবতীতি হেতুকথনম্। সত্ত্বে বিষ্ণৌ সা বৃত্তি ভক্তিরিতি লক্ষণম্। সা চ বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াম্ ইত্যাদি বক্ষ্যমানক্রমেণ দ্রষ্টব্যা। সিদ্ধেঃ মোক্ষাদপি। মোক্ষস্য সুখরূপত্বেঽপি ভক্তৌ তদনুভবাদ্ গরীয়স্ত্বং, শর্করা—তস্তোজিনোরিব। জরয়তি শোধয়তি, কোষং লিঙ্গশরীরম্, আত্মাবরণমজ্ঞানং বা। নিগীর্ণং ভুক্তমন্নাদি যথানলো জঠরাগ্নিঃ জরয়তি। ভুক্তপরিণামবৎ। ভক্তস্যাসাধারণং-প্রযত্নং বিনৈব মোক্ষো ভবতীত্যর্থঃ॥ ২০। ২১॥

উত্তমা ভক্তির লক্ষণ

(অনুবাদ) ভক্তি কেবল সাক্ষাৎ ফলপ্রদা নহেন, পরন্তু শীঘ্র ফলপ্রদা ও বটে ইহা দেখাইতে গিয়া শ্লোকদ্বয়ে উত্তমা ভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন - ভগবান্ শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহুতিকে বলিলেন একমাত্র শুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সমূহের এবং তদধিষ্টাতৃ দেবতাগণেরও শুদ্ধসত্ব মূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুতেই স্বাভাবিকী অর্থাৎ অযত্নসিদ্ধা নিস্কামা যে বৃত্তি, তাহাই ভাগবতী ভক্তি। কিরূপ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি? যে সকল ইন্দ্রিয়ে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের নিকট হইতে বেদাদি শাস্ত্র শ্রবণের পর সেই শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম সমূহ অনুষ্ঠিত হয়, সেই হস্তাদি কর্ম্মে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি এবং রূপাদির অনুভবকারী চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়েরও বৃত্তি। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে

২২। নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ-
ম্মৎপাদ-সেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি॥ ৩।২৫।৩৪

(টীকা) তস্মাদ্ ভক্তের্গরীয়স্ত্বং শ্রীকপিলবচনেন দ্রঢ়য়তি পঞ্চভিঃ। একাত্মতাং সাযুজ্যং মোক্ষং ন স্পৃহয়ন্তি, ভক্তিবিরোধিত্বাৎ। যতো মৎপাদ-সেবায়ামভি সর্ব্বতোভাবেন রতাঃ, অতএব মদীহা মদর্থা ঈহা চেষ্টা যেষাং তে। তর্হি প্রাধান্যেন কিং কুর্বন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ যেঽন্যোন্যত ইতি। প্রসজ্য প্রকর্ষেণাসক্তিং কৃত্বা, সভাজয়ন্তে শ্রবণকীর্ত্তনাদিনা মামভিনন্দন্তি॥ ২২॥

বিষয়াবিষ্ট বহির্মুখ ইন্দ্রিয় সমূহ ও যদি বেদোক্ত বিষয় সমূহই মাত্র গ্রহণ করে অথবা বেদোক্ত ভগবদারাধনা নিমিত্ত কর্ম করে সেই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি ভাগবতী হইলেও ভক্তি হইবে না। কিন্তু বিশুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুতে অনন্যা একনিষ্ঠা হইলে সেই ভাগবতী বৃত্তিই 'ভক্তি'লক্ষণান্বিত হইবে, তাহাই দশম স্কন্দে "বাণী গুনানুকথনে" নলকুবের ও মনিগ্রীবের প্রার্থনায় দ্রষ্টব্যা। এবম্বিধা ভক্তি মোক্ষপদ হইতেও শ্রেষ্ঠা মোক্ষসুখস্বরূপ হইলেও তথায় সুখের অনুভব নাই। কিন্তু ভক্তিতে মোক্ষসুখের অনুভব বিদ্যমান অতএব শ্রেষ্ঠা, শর্করা ও শর্করা সেবীর ন্যায়। সেই ভক্তি লিঙ্গ অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরকে অথবা আত্মার আবরক অজ্ঞানকে শোধন করেন, ভুক্ত অন্নাদিকে যেমন উদরাগ্নি অযত্নেই রসাদিরূপে পরিপাক করে। ভক্তের বিশেষত্ব এই যে প্রযত্ন ব্যতীতই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে॥ ২০॥ ২১॥

(অনুবাদ) অতএব ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠত্ব শ্রীকপিলদেবের শ্রীমুখোক্ত পঞ্চ

২৩। পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ
প্রসন্ন-বক্ত্রারুণ লোচনানি।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি
সাকং বাচং স্পৃহনীয়াং বদন্তি ॥ ৩।২৫।৩৫

২৪। তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদার-
বিলাস হাসেক্ষিত বামসূক্তৈঃ।
হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তি-
রনিচ্ছতো মে গতিমন্বীং প্রযুঙ্‌ক্তে ॥ ৩।২৫।৩৬

(টীকা) নম্বু তৎপৌরুষসভাজনৈঃ কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ। প্রসন্নানি বক্ত্রানি অরুণানি লোচনানি যেষু। তৈঃ মদ্রূপৈঃ সাকং সহ। এবং পরমেশ্বর সাক্ষাদ্দর্শনানন্দো মুক্তৌ নাস্তীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ২৩ ॥

(টীকা) মুক্তি সুখন্বনায়াসেনৈব ভবতীত্যাহ। তৈঃ রূপৈর্হেতুভির্হৃতাত্মনো হৃতান্তঃকরনান্, হৃতপ্রাণান্ হৃতবহিরিন্দ্রিয়ান্, অনিচ্ছতো ভক্তান্ মম ভক্তিরন্বীং সূক্ষ্মাং মোক্ষলক্ষণাং গতিং দশাম্ অপৃথগায়াসলভ্যত্বাল্লঘুতরামিতি বা গতিং মুক্তিং, ভক্তিসুখাপেক্ষয়া অন্বীমিতি বা. ভারঃ গ্রামং প্রাপয়তীতিবৎ প্রযুঙ্‌ক্তে প্রাপয়তীত্যর্থঃ। কিন্তুতৈরবয়বৈঃ? উদারো বিলাসো লীলা তথা হাসঃ তথেক্ষণং, তৈর্বামং মনোহরং সূক্তং যেষু তৈঃ ॥ ২৪ ॥

শ্লোকের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন—যাঁহারা আমার পাদ-পদ্মের সেবায় একান্ত অনুরক্ত, আমার জন্যই যাঁহাদের যাবতীয় কর্মের অনুষ্ঠান, বিশেষতঃ তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া আমার লীলা বিনোদাদি অত্যন্ত আসক্তি পূর্বক শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারা আমাকে আনন্দিত করেন। এবম্বিধ কোনও কোনও ভক্ত ভক্তিবিরোধি বলিয়া আমার সহিত একাত্মতা অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তির স্পৃহা ও করেন না ॥ ২২ ॥

(অনুবাদ) আচ্ছা তোমার লীলাবিনোদাদির দ্বারা কি লাভ

২৫। অথো বিভূতিং মম মায়য়াচিতা-
মৈশ্বর্য্যমষ্টাঙ্গ-মনুপ্রবৃত্তম্ ।
শ্রিয়ং ভাগবতীং বা স্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং
পরস্য মে তেঽশ্নুবতে নু লোকে ॥৩।২৫।৩৭

(টীকা) এবং বিভূত্যাদিকমপি ভক্তাবযত্নসাধ্যমিত্যাহ। **অথো** বিদ্যানিবৃত্ত্যনন্তরং তাং বিভূতিং সত্যলোকাদিগতাং ভোগসম্পত্তিম্ আনিমাদ্যষ্টাঙ্গমৈশ্বর্য্যঞ্চ অনুপ্রবৃত্তং ভক্তিমনু স্বতঃ এব প্রবৃত্তং ভাগবতীং বৈকুণ্ঠস্থাং শ্রিয়ং সম্পত্তিম্ অস্পৃহয়ন্তি, তে ন স্পৃহয়ন্তি নু তথাপি মে লোকে বৈকুণ্ঠাখ্যে অশ্নুবত এব প্রাপ্নুবন্ত্যেব ॥ ২৫ ॥

হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে কপিলদেবের বাক্য দেখাইতেছেন হে মাতঃ সাযুজ্য মুক্তিতে ও স্পৃহা রহিত এবম্বিধ নিস্কাম সাধু ভক্তগণ আমার মূর্ত্তির প্রসন্ন বদন এবং অরুণবর্ণলোচন, তাঁহারা দিব্য ও বরপ্রদ মূর্ত্তিসকল দর্শন করিতে অভিলাষ করেন, এবং সেই সকল মূর্ত্তির সহিত স্পৃহনীয় বাক্যও বলিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীভগবানের মনোরস শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাৎ দর্শনে যে আনন্দ উহা মুক্তিতেও নাই ॥ ২৩ ॥

মুক্তি সুখ ত ভক্তগণের অনায়াসেই লাভ হইয়া থাকে ইহাই এখানে বিবৃত করিতেছেন—হে মাতঃ আমার মনোজ্ঞ মুখনেত্রাদি অবয়বযুক্ত ঐ সমস্ত মূর্ত্তির ভক্তাভীষ্টপ্রদলীলা হাস্যসম্বলিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং মনোহর ভাষণাদির দ্বারা ভক্তগণের মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি আকৃষ্ট হইয়া থাকে, ভক্তগণের ইচ্ছা না থাকিলেও আমার ভক্তি তাহাদিগকে পার্ষদত্ব-লক্ষণা মুক্তি দান করেন। ঐ মুক্তি ভক্তগণের পৃথক ভাবে সাধন শ্রম দ্বারা লাভ করিতে হয় না, অতএব উহা ভক্তিসুখ হইতে লঘু, সুতরাং ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলমুক্তি ॥ ২৪ ॥

২৬। ন কর্হিচিন্মৎপরা শান্তরূপে-
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ।
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥৩।২৫।৩৭

(টিকা) নন্বেবং তর্হি লোকত্বাবিশেষাৎ স্বর্গাদিবৎ ভোগ্যানাং কদাচিদ্বিনাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ। হে শান্তরূপে দেবহূতি মাতঃ শান্তং শুদ্ধং যৎ সত্ত্বং তদ্রূপে বৈকুণ্ঠে বা মৎপরাঃ কদাচিদপি ন নঙ্ক্ষ্যন্তি, নষ্টা ভোগহীনা ন ভবিষ্যন্তি ন ভবন্তীত্যর্থঃ। যতস্তত্র কালোঽপি ন প্রভবতীত্যাহ। অনির্মিষো নিমেষঃশূন্যঃ পরগ্রাসে সদা জাগ্রদ্রূপো মে মম হেতিরস্ত্রং কালচক্রমিত্যর্থঃ। তান্ নো লেঢ়ি ন গ্রসতি। কানিত্যাহ, যেষামিতি প্রিয়ো বিষয়বৎ, আত্মা দেহস্তদ্বৎ, নতু আত্মা স্বরূপং, সাধারণ্যাৎ তদভিমানস্য চাত্রাবিবক্ষিতত্বাৎ, সুত ইব স্নেহবিষয়ঃ সখেব বিশ্বাসাস্পদং, গুরুরিব হিতোপদেষ্টা, যতঃ সুহৃদিব হিতকারী। অত ইষ্টং দৈবম্, ইষ্টদেবতেব পূজ্যো মতঃ। এবং সর্বভাবেন যে মাং ভজন্তি, তান্ কালচক্রং ন গ্রসতীত্যর্থঃ। অয়ং প্রকরণার্থঃ যঃ সকামো ভক্তৌ প্রবৃত্তঃ পশ্চাৎ স্বাদং লব্ধা তান্ কামান্ বিহায় ভক্তিমেবেচ্ছতি করোতি চ, তস্য পূর্বান্ কামান্ কদাচিৎ ভগবান্ পূরয়ত্যেব, ভক্তিকামিতার্থপ্রদাতৃত্ব, স্বভাবাৎ, তদিদমুক্তম্, অনিচ্ছতোঽপীতি। যস্তু শ্রদ্ধাবান্ সতাং প্রসঙ্গাদনুভূয় বা ভক্তিস্বাদং, নিষ্কাম এব ভগবন্তং ভজতে, তস্য ভক্তিসুখং সদা ভবত্যেব, অধিকন্তু বৈকুণ্ঠলোকে ঐশ্বর্য্যাদি সুখমসাধারণমিতি ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা সিদ্ধেরপ্যধিকেতিদিক্ ॥ ২৬ ॥

অতএব অনিমাদি বিভূতি প্রভৃতিও যে ভক্তিতে অনায়াস সাধ্য হইয়া থাকে তাহাও দেখাইতেছেন—মুক্তপুরুষ অবিদ্যা নিবৃত্তির পর আমার মায়া রচিত সত্যলোকাদিগত ভোগ সম্পত্তি এবং ভক্তিতে স্বতঃ উপস্থিত অনিমাদি অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্য এবং বৈকুণ্ঠস্থ ঐশ্বর্য্য সমূহ

২৭। ইমং লোকং তথৈবামুমাত্মানমুভয়ায়িনম্ ।
আত্মানমনু যে চেহ যে রায়ঃ পশবো গৃহাঃ ॥ ৩।২৫।৩৮

২৮। বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেকং সর্ব্বতোমুখম্ ।
ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যুরতি-পারয়ে ॥ ৩।২৫।৩৯

(টিকা) এবম্ভূতাঞ্চ ভক্তিমেকান্ত ভক্তেভ্যো দদাতি, নান্যেভ্য ইতি তদ্বাক্যেনাহ দ্বাভ্যাম। উভয়ায়িনং লোকদ্বয়গামিনম্ আত্মানং সোপাধিকম্, আত্মানমনু যে পুত্র কলত্রাদয়ঃ যে চ পশ্বাদয়ঃ রায়ো ধনানি, অন্যাংশ্চ পরিগ্রহান্ বিসৃজ্য যে মাং ভজন্তি তান্ মৃত্যোঃ সংসারাদতিপারয়ে অতিপারং নয়ামি, তাদৃশভক্তিদানেন সংসারপারং নয়ামীত্যতিপদস্যার্থঃ। অন্যস্য তু নির্বাণাদি দদামি ইতি ভাবঃ। অতো ন কেবল ভক্ত মুমুক্ষু ভক্তয়োরপ্যবিশেষ ইতি স্বতঃ পুরুষার্থতা ভক্তেরিতি দ্রষ্টব্যম্। ২৭॥ ২৮॥

ভোগ যদিও স্পৃহা না করেন, তথাপি তাঁহারা বৈকুণ্ঠ লোকে গিয়া অনায়াসে তাহা পাইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে অন্যান্য লোকের সহিত একরূপতা হেতু স্বর্গাদির ন্যায় বৈকুণ্ঠের ভোগ্য বস্তুর ও কোন দিন বিনাশ হইতে পারে? এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য বলিতেছেন—হে শান্তরূপে মাতঃ যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়াছেন কোন কালেও তাঁহারা বা তাঁহাদের ভোগ্যবস্তুর বিনাশ হয় না। এবং পরগ্রাসে সদা জাগরুক নিমেষ শূন্য আমার কালচক্র তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। ফলতঃ আমি প্রেয়সী ভাববিশিষ্ট ভক্তের প্রিয়, আত্মা, পুত্রবৎ স্নেহাস্পদ বিশ্বাস ভাজন সখা, গুরুতুল্য উপদেষ্টা সুহৃৎ সমহিতকারী এবং ইষ্ট-দেববৎ পূজ্য যাঁহারা এইরূপে সর্ব্বতোভাবে আমারই ভজন করেন

২৯। নান্যত্র মদ্ভগবতঃ প্রধান পুরুষেশ্বরাৎ।
আত্মনঃ সর্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ত্ততে ॥ ৩।২৫।৪০

(টিকা) অভক্তানাস্তু ন কথঞ্চন মোক্ষ ইত্যাহ তদ্বাক্যেনৈব দ্বাভ্যাম্। মন্মত্তো ভগবতোঽন্যত্র মাং বিনা। সর্ব্বভূতানামাত্মনো ভগবত ইতি ঐশ্বর্য্যম্। প্রধানপুরুষয়োরীশ্বরাদিতি নিরপেক্ষত্বম্। আত্মন ইতি হিতকারিত্বম্। তীব্রং সংসারলক্ষণম ॥ ২৯ ॥

তাঁহাদিগকে কি আমার কাল চক্র গ্রাস করিতে পারে? এই প্রকরণের ভাবার্থ এই যে যিনি সকাম অথচ ভক্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং পরে ভক্তি পথের আস্বাদ লাভ করিয়া পূর্ব্ব বাঞ্ছিত কামনা সমূহ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিকেই ইচ্ছা করেন, এবং অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার পূর্ব্ব বঞ্ছিত কামনা সমূহ শ্রীভগবান কোন সময় বিশেষে পূরণ করেন আর যিনি শ্রদ্ধালু সাধুসঙ্গ ফলে ভক্তির আস্বাদন লাভ করিয়া প্রথম হইতেই নিস্কাম ভাবে শ্রীভগবানের ভজন করেন, তাঁহার ভক্তিসুখ সর্ব্বদাই লাভ হয়। অধিকন্তু বৈকুণ্ঠলোকের ঐশ্বর্য্যাদি সুখ যাহা অসাধারণ এবং প্রসিদ্ধ সিদ্ধি বা মোক্ষ হইতে অধিক তাহাই লাভ হয় ॥ ২৬ ॥

এই প্রকারের ভক্তি যে একমাত্র একান্ত ভক্তিকেই দান করেন অন্যকে নয়, ভগবান্ শ্রীকপিলদেব নিজমুখে শ্লোকদ্বয়ে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহলোকে ও পরলোকে উভয়লোকগামী আত্মা, এই আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত পুত্র কলত্রাদি ও ধন, পশু, গৃহাদি এবং অন্যান্য যে সব পরিগ্রহ আছে, তৎ সমস্তই বিসর্জ্জন করতঃ যাঁহারা অনন্য ভক্তি যোগে বিশ্বতোমুখ আমার ভজনা করেন, তাঁহাদিগকেই আমি সংসাররূপ মৃত্যুর পর পারে নিয়া থাকি। অন্যকে আমি

৩০। তস্মাত্ত্বং সর্ব্বভাবেন ভজস্ব পরমেষ্ঠিনম্।
তদ্‌গুণাশ্রয়য়া ভক্ত্যা ভজনীয় পদাম্বুজম্ ॥৩।৩২।২২

৩১। তমেব বৎসাশ্রয় ভৃত্যবৎসলং
মুমুক্ষুভি র্মৃগ্য পদাব্জ পদ্ধতিম্।
অনন্যভাবে নিজধর্ম্ম ভাবিতে
মনস্যবস্থাপ্য ভজস্ব পুরুষম্ ॥৪।৮।২২

(টীকা) পরমেষ্ঠিনং মামেব! তাংস্তান গুণান্ ভক্তবাৎসল্যাদীন্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তয়া। ৩০।

(টীকা) এবং কপিলবাক্যমুপসংহৃত্য নান্যত্র অত্রৈবেত্যর্থে ধ্রবং প্রতি সুনীতিবাক্যমাহ দ্বাভ্যাম। মৃগ্যা অন্বেষণীয়া পদাব্জয়োঃ পদ্ধতির্মার্গো যস্য তমেব আশ্রয় শরণং ব্রজ ততো ভজস্বেত্যন্বয়ঃ, যথা লোকেঽপি ভীতঃ শরণং প্রবিশ্য পশ্চাৎ সেবাং করোতি। ন বিদ্যতেঽন্যস্মিন্ দেহাদৌ দেবতান্তরে বা ভাবো ভক্তির্যস্য তস্মিন্, নিজধর্মৈর্ভাবিতে শোধিতে মনসি সংস্থাপ্য নিত্যং স্মরণ্ ভজস্ব। নান্যতো হিতসিদ্ধিরিতি বাক্যার্থঃ॥ ৩১ ॥

নির্ব্বাণাদি মুক্তি দিলেও দিতে পারি কিন্তু সেই ভক্তকে আমি নিজ চরণ কমলের সেবা দিয়া কৃতার্থ করি। অতএব শুদ্ধ ভক্ত ও মুমুক্ষু ভক্ত এই উভয়বিধ ভক্তের মধ্যে তারতম্য রহিয়াছে, এই জন্য ভক্তিরই স্বতঃ পুরুষার্থতা ইহা অবশ্যই জানা উচিত॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

কিন্তু অভক্তগণের যে কোন প্রকারেই মুক্তিলাভ ঘটে না, তাহাই ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের দুইটি শ্লোকের দ্বারা দেখাইতেছেন হে মাতঃ আমিই ভগবান্ আমিই প্রকৃতি পুরুষের ঈশ্বর, আমিই সর্বপ্রাণীর আত্মা অর্থাৎ হিতকারী, আমা ভিন্ন অন্য কোনও স্বরূপ হইতেই তীব্র সংসার ভয় নিবৃত্তি হয় না॥ ২৯ ॥

৩২। নান্যৎ ততঃ পদ্ম-পলাশলোচনাৎ
দুঃখচ্ছিদং তে মৃগয়ামি কঞ্চন।
যো মৃগ্যতে হস্ত গৃহীত পদ্মযা
শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমৃগ্য-মানয়া ॥৪।৮।২৩

তমেবেত্যনেন সূচিতং সর্বোত্তমত্বং প্রপঞ্চয়তি। হস্তেন তদ্বিরহতাপশান্ত্যর্থং তৎ পূজার্থং বা গৃহীতং পদ্মং যয়া, অঙ্গ হে ধ্রুব! ইতরৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ ॥ ৩২ ॥

অতএব হে মাতঃ আপনি অত্যন্ত প্রীতিসহকারে, এবং সেই সেই ভক্তবাৎসল্যাদি গুণাশ্রিতা ভক্তিসহকারে পরমেশ্বর আমাকে ভজনা করুন। যেহেতু তাঁহার পদ কমলই জীবের একমাত্র ভজনীয় ॥ ৩০ ॥

এইরূপে ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের বচন উপসংহার করিয়া একমাত্র শ্রীভগবৎ স্বরূপেই যে ভক্তবাৎসল্যাদি গুণাতিশয্যের অভিব্যক্তি অন্যত্র নহে ইহাই ধ্রুবের প্রতি সুনীতিদেবীর কথিত শ্লোকদ্বয়ে প্রকাশ করিতেছন—হে বৎস ধ্রুব! তুমি তাঁহারই চরণে শরণ গ্রহণ কর, যেমন ইহ জগতেও ভয় পাইয়া লোকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির শরণাগত হইয়া পরে সেবা করে, তিনি ভক্তবৎসল মুমুক্ষুগণ তাঁহারই পাদ পদ্মের চিহ্নরূপ পথের অন্বেষণ করেন। তুমি দেহগেহ ও অন্য দেবাদিতে আসক্তি ত্যাগ করতঃ পঞ্চবর্ষ বালক তোমার কর্মে অধিকার নাই এই কারনে স্বীয় ভক্তি ধর্মেই শোধিত চিত্তে সেই পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে স্থাপনা পূর্ব্বক নিত্য ভজন করিতে থাক, তদ্ভিন্ন আমি আর অন্য কোন মঙ্গলের পথ দেখিতেছিনা ॥৩১॥

পূর্বশ্লোকে ভৃত্য বৎসল শ্রীভগবানকেই আশ্রয় কর এই বাক্যে

৩৩। অথাভজে ত্বাখিলপুরুষোত্তমং
গুণালয়ং পদ্ম-করেব লালসঃ।
অপ্যাবয়োরেকপতিস্পৃধোঃ কলি-
র্ন স্যাৎ কৃতত্বচ্চরনৈকতানয়োঃ ॥ ৪।২০।২৭

নন্বু লক্ষ্মীরপি কথং ত্বমেব ভজতে? সকল পৌরুষশালিত্বেন সর্বোত্তমত্বাদিতি পৃথুবচনেনাহ দ্বাভ্যাম্। অথ স্বপ্রকরণোক্ত হেতোস্ত্বা ত্বামেবাভজে ইতি সাধারণম্। এতদ্দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি পদ্মকরেব লক্ষ্মীরিব, যথান্যবরত্যাগেন লক্ষ্মীস্ত্বাং ভজতে তদ্বৎ। নন্বেবং তর্হি তয়া সহ কলহঃ স্যাৎ? তত্রাহ একস্মিন্ পত্যৌ ত্বয়ি স্পৃধাবতোরাবয়োঃ কর্মিনামিন্দ্রাদিনেব কলির্ন স্যাৎ। তত্র হেতুঃ কৃত-ত্বচ্চরণয়োরেবৈকতানো মনোবিস্তারো যাভ্যাং ত্বচ্চরণমহিম্না কলি র্ন স্যাৎ ইতি ভাবঃ, যদ্বা অপি শব্দ বিতর্কার্থঃ, তয়া সহ কলিঃ কিং ন স্যাদিতি বিতর্কয়তি, কলিহেতুরেকেতি। নন্বু পর্য্যায়েন সেবায়াং কলি র্ন স্যাৎ? নেত্যাহ, কৃতেতি অবিশেষাদ্ যুগপদিতি শেষঃ॥ ৩৩॥

শ্রীভগবানের সর্ব্বোত্তমতা এখানে বিস্তার হইতেছে—সেই পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীহরি ব্যতীত আমি তোমার দুঃখ নাশের কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। অতএব হে বৎস ধ্রুব! ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ও যে কমলার অন্বেষণ করেন সেই কমলাদেবীও তাঁহার বিরহ তাপের শান্তির জন্য বা তাঁহার পূজার নিমিত্ত আপনার হস্তে দীপতুল্য পদ্ম লইয়া সেই শ্রীহরির অন্বেষণে ব্যাপৃতা আছেন ॥ ৩২ ॥

যদি বল লক্ষ্মীদেবীও তাঁহাকে ভজন করেন কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে ভক্তবাৎসল্যাদি সর্ব্ববিধগুণযুক্ত এবং সর্ব্বোত্তম বলিয়াই, পৃথুমহারাজের শ্লোকদ্বয়ে তাহা স্পষ্ট করিতেছেন—আমি লক্ষ্মীর ন্যায় অন্যবর পরিত্যাগ

৩৪। জগজ্জনন্যাং জগদীশ বৈশসং
স্যাদেব যৎ কর্ম্মনি নঃ সমীহিতম্।
করোষি ফল্গ্বপ্যুরুদীন-বৎসলঃ
স্ব এব ধিষ্ণেঽভিরতস্য কিং তয়া ॥ ৪।২০।২৮

তথাপি মে ভয়ং নাস্তীত্যাহ। যৎ কর্মনি যস্যাঃ কর্ম্মনি ত্বং সেবারূপে নোঽস্মাকং সমীহিতম্ ইচ্ছা ভবতি। অভয়হেতুমাহ ফল্গু তুচ্ছমপি উরু করোষি, যতো দীনবৎসলঃ, নিস্পৃহশ্চেত্যাহ, স্বেধিষ্ণে স্বস্বরূপ এব অভিরতস্য কিং তয়া প্রয়োজনং, তাং নাদ্রিয়সে ইত্যর্থঃ এবং প্রকৃতেভর্গবতো ভক্তবাৎসল্যাদি দর্শিতং, বস্তুতস্তু তদুক্তং মাতেব অনুগৃহ্নাত্যেব লক্ষ্মীঃ। তদুক্তং জগজ্জনন্যামিতি ॥ ৩৪ ॥

করিয়া লালসান্বিত হইয়া গুণালয় নিখিল পুরুষের উত্তম আপনাকে ভজন করিব। হে প্রভো! দুইজনেরই এক স্বামী হইলে লক্ষ্মীদেবীর সহিত কলহ হইবে না, যেহেতু আমরা উভয়েই আপনার চরণানুরক্ত বলিয়া কর্ম্মিগণের ন্যায় ইন্দ্রাদিদেবগণের সহিত কলহের কোন সম্ভাবনা নাই, তোমার শ্রীচরণ মহিমাতে কোন কলহ হইতে পারে না, তথাপি পর্য্যায়ক্রমে সেবায় ত কলহের সম্ভাবনা উজ্জ্বল দেখা যায়? না এ কথাও বলিতে পার না কারণ একতান সেবায় অর্থাৎ অবিশেষ একই কালে সেবায় কোন কলহ হইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

আর কলহ হইলেও তথাপি আমার ভয়ের কোন কারণ নাই, যেহেতু জগজ্জননী লক্ষ্মীর সহিত যদিই বা উভয়ের একই কর্ম্মে প্রবৃত্তি বলিয়া বিরোধ হইতে পারে তথাপি আমার ভয় নাই কেননা আপনি দীনবৎসল, দীনকৃত তুচ্ছ সেবাকেও আপনি বহু করিয়া মা নন, এবং

৩৫। যঃ পরং রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে ॥ ৪।২৪।২৮

৩৬। অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা।
ন মদ্ভাগবতানাঞ্চ প্রেয়ানন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ ॥ ৪।২৪।৩০

এবং বিষ্ণুভক্তোরুদ্রস্যাপি প্রিয় স্যাদিত্যত্র প্রচেতসঃ প্রতি রুদ্রোক্তিমাহ দ্বাভ্যাম্। যঃ সাক্ষাদ্ বাসুদেবং প্রপন্নঃ স হি স এব মে প্রিয়:, প্রিয় এব মদপরাধেরপি নাপ্রিয় ইতি বা। কথম্ভূতম্? রহসঃ সূক্ষ্মাৎ ত্রিগুণাৎ প্রধানাৎ জীবসংজ্ঞিতাৎ পুরুষাচ্চ পরং. প্রকৃতি পুরুষয়োর্নিয়ন্তারমিত্যর্থ ॥ ৩৫ ॥

অতএব যূয়ং মে প্রিয়া ইত্যাহ। ভবদ্ভিরপি ময়ি প্রীতিঃ কার্য্যা ইত্যাশয়েনাহ মন্মত্তোঽন্য: ॥ ৩৬ ॥

আপনি আত্মারাম ও আপ্তকাম, শ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রতিও স্পৃহা শূন্য। এই প্রকারে ভগবৎস্বরূপে ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীলক্ষ্মীদেবী ভগবদ্ভক্তকে মাতৃবৎ স্নেহ করেন, এই জন্য শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে জগৎ জননী বলা হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

এবং বিষ্ণু ভক্ত রুদ্রেরও প্রিয় ইহা প্রচেতাগণের প্রতি শ্রীরুদ্রদেবের শ্রীমুখোক্ত শ্লোকদ্বয়ে ব্যক্ত করিতেছেন—শিব প্রচেতাদিগের প্রতি প্রীত হইয়া বলিলেন হে বৎসগণ! যে ব্যক্তি প্রকৃতি পুরুষের নিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের শরণাপন্ন, সেই ব্যক্তি আমার অতিশয় প্রিয়, এমন কি বিষ্ণুভক্ত আমার নিকট অপরাধী হইলেও আমার প্রিয় ॥ ৩৫ ॥

অতএব হে রাজনন্দনগণ! তোমরা ভাগবত এজন্য শ্রীভবানের ন্যায় আমারও প্রিয়পাত্র, অতএব তোমাদের দিক্ হইতেও আমার প্রতি প্রিয়তা আচারণ করা উচিত। যেহেতু ভগবদ্ভক্তগণের আমা ব্যতীত অন্য কেহ প্রিয়তম নাই ॥ ৩৬ ॥

৩৭। তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সাবিদ্যা তন্মতির্যয়া।
হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ ॥ ৪।২৯।৪৯

৩৮। যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৫।১৮।১২

এবং রুদ্রবচনমুদাহৃত্য 'সবৈ পুংসামিত্যনেনোক্তং সর্ব্বোপায়ানাং ভগবৎ পরত্বং যুক্তমেবেত্যাহ। হরেস্তোষো যেন তত্তথা। তস্মিংশ্চ হরৌ মতির্যয়া। তত্র হেতুঃ হরিরিতি হরির্দেহভৃতামাত্মা ঈশ্বরশ্চ। তত্র হেতুঃ স্বয়ং স্বাতন্ত্র্যেন প্রকৃতিঃ কারণম্ ॥ ৩৭ ॥

অতএব দেবতান্তরোপাসনমপি হরিভক্তাবন্তর্ভবতি, ইত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামাহ প্রহ্লাদবাক্যেন। অকিঞ্চনা নিষ্কামা মনঃশুদ্ধৌ হরৌ ভক্তিঃ স্যাৎ, ততশ্চ তৎপ্রসাদেন সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বগুণৈর্ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ তত্র সম্যগাসতে নিত্যং বসন্তি। গৃহাদ্যাসক্তস্য তু হরিভক্ত্যসম্ভবাৎ কুতো মহতাং গুণা জ্ঞান-বৈরাগ্যদয়ো ভবন্তি, অসতি বিষয়সুখে মনোরথেন বহির্ধাবতঃ ॥ ৩৮ ॥

এইরূপে শ্রীরুদ্রদেবের বাক্যে উদাহরণ দেখাইয়া "ফলাভি সন্ধান রহিতা শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিই পুরুষের একমাত্র পরম ধর্ম্ম।" উক্ত হওয়ায় সর্ব উপায়ের মধ্যে ভগবৎ পরত্বই হইল যুক্তিযুক্ত এই মর্ম্মে প্রচীনবর্হির প্রতি শ্রীনারদ বাক্য দেখাইতেছেন—যে কর্ম্মে শ্রীহরি সন্তুষ্টি লাভ করেন তাহাই প্রকৃত কর্ম, এবং যাহা দ্বারা শ্রীহরিতে মতি হয় তাহাই যথার্থ বিদ্যা, যেহেতু শ্রীহরিই দেহধারী জীবগণের আত্মা ও ঈশ্বর। এবং স্বয়ং স্বতন্ত্ররূপে সর্ব জগতের কারণ ॥ ৩৭ ॥

অতএব অন্য দেবতার উপাসনাও শ্রীহরিভক্তিরই অন্তর্গত ইহাই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন

৩৯। হরির্হি সাক্ষাদ্ভগবাঞ্ছরীণা-
মাত্মা ঝষাণামিব তোয়মীপ্সিতম্ ।
হিত্বা মহাংস্তং যদি সজ্জতে গৃহে
তদা মহত্বং বয়সা দম্পতীনাম্ ॥ ৫।১৮।১৩

ননু ভক্তিরহিতস্য গৃহাদ্যাসক্তস্যাপি লোকে মহত্ত্বং দৃশ্যতে? তত্রাহ যথা ঝষানাং মীনানামীপ্সিতং তোয়মেবাত্মা, তেন বিনা জীবনাভাবাৎ, মহানপি নিখিলগুণ প্রসিদ্ধোঽপি হরিমীদৃশং হিত্বা যদি গৃহে সজ্জতে, তদা দম্পতীনাং মিথুনানাং শূদ্রাদিষ্বপি প্রসিদ্ধং বয়সৈব কেবলং যন্মহত্ত্বং তদেব তস্য ভবতি, নতু জ্ঞানাদিনা, মিথুনেষু পূজ্যমানেষু স্ত্রীভ্যঃ পুংসাং মহত্ত্বং বালমিথুনেভ্যো বৃদ্ধমিথুনস্য যথেত্যর্থঃ। তন্মহত্ত্বমুপহাসাস্পদমিতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবানের প্রতি নিষ্কামা সাধন ভক্তির যাজনে যাঁহাদের মনঃশুদ্ধি হইয়াছে, তাঁহাদের শ্রীহরিতে ভাব ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, তদনন্তর শ্রীভগবদ্ভক্তির কৃপায় তাঁহাদের দেহে সকল দেবতা সমস্ত সদ্গুণ, ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদির সহিত নিত্যই বাস করেন। পক্ষান্তরে গৃহাদিতে আসক্ত বিষয়ী জনের হরিভক্তি লাভ অতীব অসম্ভব। শ্রীহরির সেই অভক্তজনে জ্ঞানবৈরাগ্যাদি মহৎগুণের সম্ভাবনা কোথায়? যেহেতু তাহাদের মন সর্ব্বদা অসৎ বিষয় সুখের বাসনায় কেবল বহির্জগতে ধাবিত হয় ॥ ৩৮ ॥

আচ্ছা ভগবদ্ভক্তি শূন্য অথচ গৃহাদিতে আসক্ত ব্যক্তিরও ত এ জগতে মহত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়? তদুত্তরে শ্রীপ্রহ্লাদ বাক্যে বলিতেছেন— যেরূপ মৎস্য মাত্রেরই অভীপ্সিত জল আত্মা স্বরূপ, মৎস্য যেমন জলবিনা বাহিরের তটাদিতে সুখজন্য বিচরণ করিতে গেলে জীবন্মৃত হয় তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীহরিই নিখিল প্রাণীগণের আত্মা তাঁহার ভজনবিহীন জনও জীবন্মৃত। নিখিল প্রসিদ্ধগুণশালী হইলেও সর্ব্বপ্রাণীর আত্মা শ্রীহরিকে

৪০। সবৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং
সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্।
স এক এবেতরথা মিথো ভয়ং
নৈবাত্মলাভাদধি মন্যতে পরম্ ॥ ৫।১৮।২০

তদেবং সর্বাত্মনা ভগবানের ভজনীয়ঃ নত্বন্যদেবাদয়োঽপি স্বরক্ষয়ামপ্যক্ষমত্বাদিত্যাশয়েনাহ-লক্ষীবাক্যেন। সবৈ এবম্ভূতো ভগবান্ এক এব পরো নান্যঃ, যো ভগবান্ আত্মলাভাৎ পরমন্যদধি অধিকং ন মন্যতে, ইতরথা অন্যাধীনা সুখস্য ন স্বতন্ত্রতা, অস্বতন্ত্রানাং নানাত্বে চ মণ্ডলেশ্বরানামিব মিথোভয়ং স্যাৎ ॥ ৪০ ॥

পরিত্যাগ করিয়া যদি তিনি গৃহাদিতে আসক্ত হন, তবে লোকে তাঁহাকে মহৎ বলিয়া আদর করিলে বুঝিতে হইবে যে জ্ঞানাদি জনিত মহত্ত্ব না থাকিলেও শূদ্রাদি জাতিতে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যেরূপ বয়সের পরিমাণে আধিক্য বিবেচনায় পূজ্যত্ব সূচনা হয়, তদ্রূপ মহত্বই তিনি পাইয়া থাকেন অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত হিসাবে তিনি পূজ্য নহে, তাহার সেই পূজ্যত্ব কেবল উপহাসের বিষয় হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

সুতরাং সর্বতোভাবে শ্রীভগবানকেই ভজনা করা উচিত, অন্য দেবাদিকে নহে, যেহেতু দেবতারা নিজেকেও রক্ষা করিতে অসমর্থ এই মর্মে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বাক্য দেখাইতেছেন শ্রীলক্ষ্মীদেবী বলিলেন যিনি—স্বয়ং নির্ভয় ও ভয়াতুর জনকে সর্ব্বথা রক্ষণে সমর্থবান্ সেই একমাত্র পরম পুরুষ শ্রীভগবানই পতি শব্দ বাচ্য, তদ্ব্যতীত অন্য কেহই পতি হইতে পারে না, যিনি আত্মলাভ অপেক্ষা অন্য কোন বস্তুকেই অধিক বলিয়া মনে করেন না। অতএব তাঁহার সুখ কাহারও অধীন নহে, তিনি যদি অস্বতন্ত্র হইতেন তবে অস্বতন্ত্র বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাজগণের ন্যায় পরস্পরের মধ্যে ভয়ের সম্ভাবনাও থাকিত ॥ ৪০ ॥

৪১। সুরোঽসুরো বাপ্যথবা নরোঽনরঃ
সর্ব্বাত্মনা যঃ সুকৃতজ্ঞমীশ্বরম্।
ভজেত রামং মনুজাকৃতিং হরিং
য উত্তরাননয়ৎ কোশলান্ দিবম্ ॥ ৫।১৯।৮

৪২। ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভগং
ন বাঙ্ন বুদ্ধির্নাকৃতিস্তোষহেতুঃ।
তৈ র্যদ্বিসৃষ্টানপি নো বনৌকস-
শ্চকার সখ্যে বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥ ৫।১৯।৭

অতএব শ্রীভগবানেব সর্বৈঃ সেব্য এব, নতু সৎকুলজন্মাদিকং তস্য তোষহেতুঃ, অত্র হনুমদ্বচনমুদাহরতি দ্বাভ্যাম্, সুরো দেবঃ অসুরো দৈত্যঃ নরো মনুষ্যঃ অনরো মনুষ্যাদন্যো যঃ কশ্চিৎ হরিং ভজেত স এব তত্তোষমাপ্নোতীতি শেষঃ। মনুজাকৃতিমিত্যুপাসনাভিপ্রায়ঃ। সুকৃতজ্ঞম্ অল্পীয়স্যাপি ভজনে বহুমানিনম্। উত্তরান্ কোশলান্ অযোধ্যাবাসিনঃ দিবং বৈকুণ্ঠমনয়ৎ ॥ ৪১ ॥

তত্র আত্মানমেব দৃষ্টান্তয়তি। মহতঃ পুরুষাৎ প্রশস্তং জন্ম সৌভগং সৌন্দর্য্যম্ আকৃতিঃ জাতিঃ মহতো রামস্য বা ন তোষ হেতুঃ। নিরূপাধিকত্বমাহ যদ যস্মাৎ তৈ র্জন্মাদিভিঃ বিসৃষ্টান্ বিরহিতান্ ত্যক্তানপি নো অস্মান্ বনৌকসো বনচরান্ বত অহো লক্ষ্মণাগ্রজোঽপি সখিত্বে কৃতবান্ অনুগৃহীত বানিত্যর্থঃ ॥৪২॥

অতএব শ্রীভগবানই সকলের সেব্য, পরন্ত সৎকুলাদিতে জন্মও তাঁহার সন্তুষ্টির হেতু নহে, এই বিষয়টি শ্রীহনুমানের শ্লোকদ্বয়ে উদাহরণ দেখাইতেছেন – শ্রীহনুমান বলিলেন দেবতা বা দৈত্য, বানর বা নর অথবা মনুষ্য ব্যতীত যে কোনও ব্যক্তিই হউক না কেন সকলেই শ্রীভগবানের প্রীতিভাজন হইতে পারেন, অতএব প্রত্যেকেরই সর্ব প্রযত্নে সেই নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের ভজন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু তিনি অসমোর্দ্ধ গুণবিশিষ্ট ও সুকৃতজ্ঞ অর্থাৎ অল্প ভজনেও বহু মাননকারী, অধিক কি তিনি অযোধ্যাবাসী মাত্রকেই সশরীরে বৈকুণ্ঠে নিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

৪৩। সত্যং দিশত্যর্থিত-মর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ৫।১৯ ২৭

তেষ্বপি নিষ্কামা এব কৃতার্থা ইত্যাহ। অর্থিতঃ প্রার্থিতঃ সন্ অর্থিতং দদাতীতি সত্যং, তথাপি পরমার্থদো ন ভবতি বিষয়স্যানর্থত্বাৎ যদ্‌স্মাৎ যতো দত্তাদনন্তরং পুনরর্থিতা ভবতি। নমু নার্থিতশ্চেৎ ন কিমপি দদ্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ- যতোঽনিচ্ছতাং নিষ্কামানাস্তু ইচ্ছানাং পিধানম্ আচ্ছাদকং সর্ব্বকামপরিপূরকং নিজপাদপল্লবং স্বয়মেব সম্পাদয়তি। যদ্বা কামেনাপি ভজতাং কৃপয়া পরমহিতমেব বিধত্তে ইত্যাহ, সত্যং দিশতীতি। অর্থিতঃ সন্ অর্থিতং দদাতীতি সত্যং পুনঃ পুনরর্থিতো নৈব দদাতি। কুতঃ? যতোঽর্থদঃ বিষয়াশ্চানর্থাঃ। তর্হি কিং দদাতি ইত্যপেক্ষায়ামাহ, নিজপাদপল্লবম্ অনিচ্ছতামপি তেষাং স্বয়ং বিধত্তে। যতঃ কোঽপি কামো নোদেতি, অনর্থপ্রার্থনেঽপি পরমার্থদ এব-এবং প্রকৃতির্ভগবান্। যথা মাতা বালানাং রুদতাং মুখান্মৃদমপনীয় রুদতামনিচ্ছতাং শর্করাং দদাতি, অনন্তরং জ্ঞাতরসো হি বালো মৃদমপহায় শর্করায়ামনুরজ্যতে, তদ্বদিতি ভাবঃ। তদুক্তম্ ইচ্ছাপিধানমিতি পরমকারুনিকত্বাৎ স্বয়মিতি ॥৪৩॥

সৎকুলাদিতে জন্ম প্রভৃতি শ্রীভগবানের সন্তোষের কারণ নহেন, শ্রীহনুমানজী নিজেই দৃষ্টান্ত ইহাই দেখাইতেছেন—মহৎকুলে প্রশংসনীয় জন্ম, সৌন্দর্য্য, বাক্য, বুদ্ধি ও জাতি প্রভৃতি কিছুই তাঁহার সন্তুষ্টির কারণ নহে। যেহেতু আমরা বনচর বানর হইলেও জন্মাদির কোনটাই আমাদের না থাকিলেও অহো ভক্তিবশ-ভগবান্ লক্ষ্মণাগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের সহিত সখ্য বিধান করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

শ্রীভগবদ্ভজনকারী দেব মনুষ্যাদির মধ্যে নিষ্কাম ব্যক্তিরাই কৃতার্থ

৪৪। তৎসাধু মন্যেঽসুরবর্য্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্ন-ধিয়ামসদ্গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ॥ ৭।৫ ৫

নন্থ মহান্তোঽপি কামভোগার্থং যতন্তে? সত্যং নতে মহান্তঃ। কিন্তু বিষয়ভোগত্যাগেনৈব সাধুকারিত্বমিত্যত্র প্রহলাদবচনমাহ। হে অসুরবর্য্য! অসদ্গ্রহাৎ অহং মমেতি মিথ্যাভিনিবেশাদ্ধেতোঃ সম্যগুদ্বিগ্না ধীর্যেষাম্, বনং গতঃ সন্ হরিমাশ্রয়েত ভজেত ইতি যৎ, তদেব সাধু মন্যে। কিম্ভূতং গৃহং হিত্বা? আত্মনঃ পাতম্ অধঃ পাতনিমিত্তম্ কুতঃ? অন্ধকূপবন্মোহাবহম্ যো হরিমাশ্রয়েত স এব বনং গতঃ অনাসঙ্গ এব গৃহ পরিত্যাগঃ, নতু সর্ব্বোপাদেয়ত্বেন বনগমনমুদ্দেশ্যম্। বনগমনং সঙ্গস্নেহ পরিত্যাগো বোদ্ধব্যঃ ॥ ৪৪ ॥

হইয়া থাকেন। দেবগণ বলিলেন যদিও শ্রীভগবান্ প্রার্থিত হইয়া সকাম ব্যক্তিগণের বাসনা পূরণ করেন, তথাপি বিষয়সমূহ সর্বানর্থের মূল বলিয়া তাহাদিগকে পরমার্থ বস্তু দান করেন না। যেহেতু সকাম ব্যক্তিগণ ঐ প্রকার প্রার্থিত বিষয় পাইয়াও পুনরায় তাহাদিগকে যাচক হইতে হয়, আচ্ছা প্রার্থনা না করিলে যদি কিছুই না দেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—নিষ্কাম ভক্তগণ কোনও বিষয় প্রার্থনা না করিলেও শ্রীভগবান তাঁহাদের সর্বাভিলাষ পরিপূরক নিজ পাদপল্লব স্বয়ং দান করেন। অথবা সকামভাবে ভজনকারীগণকে কৃপাপূর্বক পরম মঙ্গলই বিধান করেন। প্রার্থিত হইয়া প্রার্থিতবস্তু দান করেন ইহা সত্যই কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হইয়া দান করেন না। যেহেতু অর্থদবিষয়-সকল অনর্থ। তাহা হইলে কি দিয়া থাকেন? তদুত্তরে বলিতেছেন —

৪৫। এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ ॥ ৬।৩।২২

তস্মাৎ সাধূক্তং 'সবৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ" ইতি যতো ভক্তিদ্বারা তেষাং পরত্বমুৎকৃষ্টত্বম্। ভক্তেস্তু স্বতএব পরত্বমিত্যাহ যমবাক্যেন। পর উৎকৃষ্টোঽক্ষয়ফলদাতৃত্বাৎ, এতাবানেব, যো ভক্তিযোগঃ ॥ ৪৫ ॥

নিজ শ্রীচরণকমল অনিচ্ছাকারীগণকেও তাঁহাদের ভাগ্যে স্বয়ং বিধান করিয়া থাকেন। যাহাতে পুনরায় কোন কামনা বাসনা উদয় না হইতে পারে। শ্রীভগবচ্চরণে অনর্থ প্রার্থনা করিলেও তিনি পরমার্থই দান করিয়া থাকেন ইহাই শ্রীভগবানের স্বভাব। যেমন মাতা ক্রন্দনরত বালকের মুখ হইতে মৃত্তিকা ফেলিয়া দিয়া না চাহিলেও মিছরি মুখে অর্পণ করেন। অনন্তর বালক মিছরির আস্বাদ জানিয়া মৃত্তিকা ত্যাগ করিয়া মিছরিতেই আসক্ত হয়, তদ্রূপ পরমকৃপালু শ্রীভগবানও ভক্ত না চাহিলেও সর্বাভীষ্ট পরিপূরক স্বীয় শ্রীচরণকমলের সেবা দানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

আচ্ছা মহৎ ব্যক্তিগণও ত কামভোগের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন? সত্য কিন্তু তাহারা মহৎ নহেন, বাস্তবিক বিষয় ভোগ ত্যাগের দ্বারাই মহত্ত্বের প্রকাশ পায় ইহার দৃষ্টান্তরূপে প্রহ্লাদের বাক্য দেখাইতেছেন— হে অসুরবর্য্যপিত! জীবগণের বুদ্ধি আমি ও আমার ইত্যাদি মিথ্যাভিনিবেশ বশতঃ সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকে, অতএব আত্মার অধঃ পতনের কারণ স্বরূপ অন্ধকূপতুল্য মোহজনক গৃহ ত্যাগ করতঃ বনে গমন পূর্বক অর্থাৎ আসক্তি ও স্নেহ শূন্য হইয়া শ্রীহরির চরণাশ্রয়রূপ ভজনকেই আমি উত্তম কার্য্য বলিয়া মনে করি। এস্থলে শ্রীহরির চরণাশ্রয়কেই

৪৬। নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গ-নরকেষ্বপি তুল্যার্থ-দর্শিনঃ ॥ ৬।১৭।২৮

নন্বেবং দেবপিত্রাদ্যভজনে তেভ্যো ভয়ং স্যাৎ? নেত্যাহ রুদ্রবাক্যেন। সর্ব্বে স্ত্রীশূদ্রাদয়োঽপি কুতশ্চন কস্মাদপি ন বিভ্যতি ন কাপ্যনুরজ্যন্তে চেতি ভাবঃ। যতঃ স্বর্গাদাবেবং তুল্যোঽর্থঃ প্রয়োজনমিতি দ্রষ্টুং শীলং যেষাম্ ॥ ৪৬ ॥

বনবাস এবং আসক্তি শূন্যতাকেই গৃহত্যাগ বলা হইয়াছে, পরন্তু বনবাসই চরম প্রয়োজন নহে, চরম প্রয়োজন শ্রীহরি চরণাশ্রয়ে ভজন ॥৪৪॥

সুতরাং ফলাভিসন্ধানরহিতা "শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিই জীবের একমাত্র পরম ধর্ম্ম" ইহা যথার্থই বলা হইয়াছে—যেহেতু ভক্তির আবির্ভাব দ্বারাই অন্যান্য ধর্ম্ম সমূহের পরত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ হয়। ভক্তির স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠতা অজামিলোপাখ্যানে দূতগণের প্রতি শ্রীযমরাজ বাক্যে বলিতেছেন হে দূতগণ! অক্ষয় ফল দান করেন বলিয়া এই ধরা ধামে শ্রীভগবানে ভক্তি যোগই জীবনিচয়ের পরম ধর্ম্ম ইহা মহাজন স্বীকৃত, যে ভক্তিযোগ শ্রীভগবন্নাম গ্রহণকে আদি করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন তাহাই প্রাণীমাত্রেরই পরম ধর্ম্ম যাহা হইতে প্রেমলক্ষণা ভক্তি হয়। অতএব শ্রীভগবন্নাম গ্রহণাদিরূপ ভক্তিযোগই শ্রীভাগবত ধর্ম, পরম ধর্ম সার্ব্বভৌম ধর্ম। তাহাই সাধন ভক্তি, তাহা হইতেই প্রেমভক্তি উদয় হয়। কেবল পক্কাপক্ক মাত্র বিচার বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই ॥৪৫॥

যদি বল এইরূপে দেবতাও পিত্রাদির ভজন না করিলে তাহা হইতে ত ভয় হইবে? তদুত্তরে না—ইহাই রুদ্রবাক্যে বলিতেছেন মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিলেন শ্রীনারায়ণ পরায়ণ স্ত্রী শূদ্রাদি ব্যক্তি সকলেই কাহারও নিকট হইতে ভীত হন না, শ্রীনারায়ণ ব্যতীত অন্য দেবাদির কিছুরই প্রতি আসক্ত হন না। যেহেতু স্বর্গ, মোক্ষ ও নরকে তাঁহাদের

৪৭। বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাম্।
জ্ঞানবৈরাগ্যবার্য্যাণাং নেহ কশ্চিদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ৬।১৭।৩১

৪৮। মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পনশ্চর্বিবত চর্ব্বণানাম্ ॥ ৭।৫।৩০

অতো ভাগবতানাং নিস্পৃহত্বং সূচিতমিত্যাহ গৌরীং প্রতি রুদ্রবাক্যেন। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োঃবীর্য্যং বলং যেষাং তেষাং ব্যপাশ্রয়ঃ বিশিষ্ট বুদ্ধ্যাশ্রয়নীয়োঽর্থ নাস্তি ॥ ৪৭ ॥

তর্হি সর্ব্বে ভগবানেব কিমিতি ন সেব্যতে, তত্রাহ প্রহলাদ বাক্যেন। পরতো গুরোঃ স্বতো বা মিথোঽন্যোন্যতো বা নাভিপদ্যেত ন সম্পদ্যতে। কেষাম্? গৃহ এব ব্রতং সঙ্কল্প ইতি কৃত্যচিন্তা যেষাম্। অতএব অদান্তৈরবশপরতৈঃ গোভিরিন্দ্রিয়ৈর্হেতুভূতৈস্তমিস্রং সংসাররূপং বিশতাম্। তত্র চর্ব্বিতস্যৈব চর্বণং যেষাম্। তস্মাদ্বিষয়াসঙ্গদোষাৎ সর্বে তং ন ভজন্তে ইতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

তুল্যদৃষ্টি। অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ ভজন ব্যতীত অন্যত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই বলিয়া তাঁহারা স্বর্গাদিতে সর্বত্র সমান প্রয়োজন মনে করেন ॥ ৪৬ ॥

অতএব ভগবদ্ভক্তগণের নিস্পৃহত্ব সূচিত হইল। গৌরীর প্রতি রুদ্রের বাক্যে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে—জ্ঞান ও বৈরাগ্য বিষয়ে যাঁহাদের বল আছে, এবং যাঁহারা ভগবান শ্রীবাসুদেবের প্রতি সতত ভক্তি সম্পন্ন তাদৃশ মনুষ্যদিগের সুখাদি প্রাপ্তি বা দুঃখাদি নিবৃত্তির জন্য ভগবান্ ভিন্ন অপর কেহই আশ্রয়ণীয় নাই, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন নাই ॥ ৪৭ ॥

৪৯। ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নিবদ্ধাঃ ॥ ৭।৫।৩১

ননু কৃষ্ণস্য পরমানন্দরূপত্বাৎ তেঽপি তন্নিষ্ঠা এব কিং ন ভবন্তি? তদজ্ঞানাদিত্যাহ। যে দুরাশয়া বিষয়বাসিতান্তঃকরণাস্তে হি বিষ্ণুং ন বিদুঃ। তত্র হেতুঃ স্বস্মিন্নেবার্থঃ প্রয়োজনং যেষাং তেষাং গতির্গম্যস্তম্। ননু তেঽপি-গুরূপদেশাৎ বিষ্ণুং জ্ঞাস্যন্তি? তত্রাহ বহির্বিষয়েষ্বেবার্থ যেষাং তে বহিরর্থাস্তানেব গুরুত্বেন মন্তুং শীলং যেষাং তে তথা নিত্যং বিষয়াসক্তচরিত্র-শ্রদ্ধালব ইত্যর্থঃ। অতোঽন্ধৈরুপনীয়মানা অন্ধা যথা পন্থানং ন বিদুঃ, কিন্তু গর্ত্তে পতন্তি, তথা তেঽ-পীশস্য তন্ত্র্যাং দীর্ঘরজ্জ্বাং বেদলক্ষণায়ামুরূণি দামানি ব্রাহ্মণাদিনামানি যস্যাং তস্যাং কাম্যৈঃ কর্ম্মভির্বদ্ধা এব ভবন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং "বিষয়াবিষ্ট চিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশ সুদূরতঃ। বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ॥ (ভাঃ স্বামীটীকায়াম্) তস্মাৎ যাবৎ বিষয়বাসনা নাতিক্রামতি তাবদারভ্য সর্বাস্ববস্থাসু ভগবানেব ভজনীয় ইতি সমুদায়ার্থঃ॥ ৪৯ ॥

তাহা হইলে সকলে শ্রীভগবানকেই সেবা করে না কেন? তদুত্তরে শ্রীপ্রহলাদের বাক্য দেখাইতেছেন—হে পিত! গৃহকেই যাহারা ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছে এইরূপ ব্যক্তিদের শ্রীকৃষ্ণে মতি গুরু হইতে, আপনা হইতে অথবা পরস্পর আলাপাদি হইতে কোন প্রকারেই উৎপন্ন হইতে পারে না যেহেতু গৃহাসক্ত বহির্মুখ ব্যক্তিরা অসংযত ইন্দ্রিয় সমূহের প্রেরণায় পুনঃ পুনঃ সংসাররূপ উচ্চ নীচ গতি প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি বিষয় সমূহ বারংবার আস্বাদন করিয়াও তৃপ্তি লাভ না করায় চর্ব্বিত চর্ব্বনই হইয়া থাকে। সুতরাং এই বিষয়-

৫০। কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥ ৭।৬।১

তদেবাহ প্রহলাদবাক্যেন। ইহৈব মানুষ জন্মনি ধর্ম্মানাচরেৎ। যতোঽর্থদমেতৎ। তত্র চ কৌমার এব, যতস্তদপ্যধ্রুবম্। নচৈবম্ভূতে জন্মান্তরে যতো দুর্লভম্। তত্র চ ধর্ম্মানেবাচরেৎ নতু সুখার্থে প্রয়াসান্। তত্রাপি ভাগবতানেব নতু কাম্যান্ কৌমার এব কৌমারমারভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

আসক্তি দোষের নিমিত্ত সকলে শ্রীভগবানকে সেবা করিতে পারে না ॥ ৪৮ ॥

আচ্ছা শ্রীকৃষ্ণ যদি পরমানন্দ স্বরূপ হন তাহা হইলে বিষয়িগণ কেন তাঁহাতে আসক্ত হয় না? তদুত্তরে অজ্ঞতা জন্য। ইহাই শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের বাক্যে অভিব্যক্ত করিতেছেন—দুষ্টান্তঃকরণ ব্যক্তিগণ বিষয়সুখরূপ অনর্থকেই প্রয়োজন মনে করে। এই কারণে তাহারা নিজের পরমার্থরূপা গতি শ্রীবিষ্ণুকে জানিতে পারে না। আচ্ছা সেই বহির্মুখ ব্যক্তিগণ শ্রীগুরু উপদেশ হইতে শ্রীভগবানকে জানিতে পারিবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—যাহারা নিত্যই পার্থিব বিষয়ে আসক্তি যুক্ত এবং তাহাতেই শ্রদ্ধালেশ যুক্ত এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান-হীন গুরুর উপদেশে শিষ্যগণ শ্রীবিষ্ণুকে কিরূপে জানিবে? এজন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতেছেন এক অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্য অন্ধ যেমন প্রকৃত পথ না জানিয়া উভয়ে গর্ত্তে পতিত হয়, সেইরূপ তাহারাও ঈশ্বর প্রদত্ত বেদলক্ষণ কর্মকাণ্ডীয় ব্রাহ্মণাদি শাখায় বিভক্ত দীর্ঘরজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছেন বিষয়ারিষ্ট চিত্ত ব্যক্তিদের শ্রীভগবানে আবেশ অত্যন্ত দুর্লভ। যেমন পশ্চিম দিকে অবস্থিত বস্তুকে পূর্ব্বদিকে খুঁজিলে পাওয়া যায় না তদ্রূপই জানিতে

৫১। নহ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্বতঃ॥ ৭।৬।১৯

ন চ বাল বৃদ্ধানাং ভগবদ্ভজনমশক্যমিতি অত্র প্রহ্লাদ বচনমাহ হে অসুরাত্মজাঃ নহি আত্মভজনে প্রয়াসো ভবতি ন চ দুর্লভ ইত্যাহ সিদ্ধত্ত্বাৎ ॥৫১॥

হইবে। অতএব যতদিন পর্য্যন্ত বিষয় বাসনা সমূলে নষ্ট না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সর্বাবস্থাতে সর্বদার জন্য সকলেরই শ্রীভগবদ্ভজন একান্ত করণীয় ॥ ৪৯ ॥

পুনরায় ইহাই শ্রীপ্রহ্লাদ বাক্যে বালিতেছেন। হে বয়স্যগণ! এই ভারতভূমিতে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া কৌমার কাল হইতেই ধর্ম আচরণ করিবে, সুখের নিমিত্ত প্রয়াস করিবে না, তাহাতে আবার ভাগবত ধর্মের শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরই আচরণ করিবে। পরন্তু স্বসুখ কাম্য কর্ম্মের জন্য নহে। আর কৌমার কাল অর্থাৎ পাঁচ বৎসর বয়স কাল হইতে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে যদি কৌমার কাল মধ্যেই মৃত্যু হয় তাহা হইলে আর ভগবদ্ভজন হইল না, জন্মান্তরে ও যে ভগবদ্ভজন হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, যেহেতু মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন দেহে ভগবদ্ভজন হয় না, দেবাদিদেহে মহাবিষয়াবেশ বশতঃ এবং পশু প্রভৃতি দেহে বিবেকের অভাব বশতঃ ভগবদ্ভজনের সম্ভাবনা নাই, ভাগ্যবশতঃ নরদেহ পাইলেও তাহার স্থায়িত্বে নিশ্চয়তা নাই, অতএব এই জন্মেই এই কালই পুরুষার্থ প্রদ হইবে॥ ৫০ ॥

বালক ও বৃদ্ধ কেহই শ্রীভগবদ্ভজনে অসমর্থ নহে, প্রমাণস্বরূপে প্রহ্লাদ বাক্য দেখাইতেছেন—প্রহ্লাদ বলিলেন হে অসুর বালকগণ! ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব প্রাণীর আত্মা, অতএব তাঁহার ভজনে কোন প্রকার

৫২। কোঽতি প্রয়াসোঽসুরবালকা হরে-
রুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ।
স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষ-দেহিনাং
সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ ॥ ৭।৭।৩৮

৫৩। রায়ঃ কলত্রং পশবঃ সুতাদয়ো
গৃহা মহী কুঞ্জর-কোষভূতয়ঃ।
সর্বেঽর্থকামাঃ ক্ষণভঙ্গুরায়ুষঃ
কুর্বন্তি মর্ত্ত্যস্য কিয়ৎ প্রিয়ং চলাঃ ॥ ৭।৭।৩৯

তথা হেত্বন্তরমাহ প্রহলাদ বাক্যেন। ছিদ্রবৎ আকাশবৎ সতো বর্ত্তমানস্য। বিষয়ানামুপপাদনৈরর্জ্জনৈঃ কিম্? তত্র হেতুঃ সর্বদেহিনাং সামান্যতঃ। সামান্যং সাম্যম্ ॥ ৫২ ॥

কষ্ট নাই, এবং দুর্লভও নহে, যেহেতু তিনি সর্বপ্রকারে সিদ্ধ অর্থাৎ উৎপাদ্য বা জন্য নহে, সুতরাং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা অতি সহজ সাধ্য, বহু কষ্ট সাধ্য নহে ॥ ৫১ ॥

পূর্বোক্ত বিষয়টি অন্যযুক্তিতে আরও স্পষ্ট করিতেছেন—হে অসুর-বালকগণ! ভগবান্ শ্রীহরি হৃদয় মধ্যে আকাশবৎ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তিনি জীবাত্মার সখা তাঁহার উপাসনায় কি অধিক কষ্ট পাইতে হয়? অর্থাৎ উপাস্য বস্তুর স্বতঃ বিদ্যমান থাকায় শ্রবণ কীর্ত্তনাদি উপাসনার এবং উহার সাধনেও শ্রোত্রাদির স্বতঃ বর্ত্তমানতায় কোথা হইতেও কোন বিষয় সামগ্রীর আহরণ বা অর্জ্জন করিতে হয় না বলিয়াই এই উপাসনামার্গ অনায়াস সাধ্য। পক্ষান্তরে নরকসাধন বিষয়াদির অর্জ্জনেও বহু পরিশ্রম অনিবার্য্য ইহা দেখাইয়া বৈষয়িক সুখে প্রবৃত্তির নিন্দা করতঃ বলিতেছেন স্রক্ চন্দন বনিতাদির উপার্জ্জনে

৫৪ । এবং হি লোকাঃ ক্রতুভিঃ কৃতা অমী
ক্ষয়িষ্ণবঃ সাতিশয়া ন নির্ম্মলাঃ ।
তস্মাদদৃষ্ট-শ্রুত-দূষণং পরং
ভক্ত্যোক্তয়েশং ভজতাত্মলব্ধয়ে ॥ ৭।৭।৪০

তস্মাদ্বিষয়াণাং শূকরাদিসাধারণত্বাত্তন্নিষ্ঠত্বেস্তৈরবিশেষাপত্তের্নিষ্ফলঞ্চ বিষয়ার্জ্জনমিত্যাহ। রায়োঽর্থাঃ। ক্ষণভঙ্গুরমায়ুর্যস্য যেষামর্থাদীনাং বা, অতএব তে চলাঃ। তদুক্তমিতিহাসে—"ধনং হি পুরুষো লোকে পুরুষং ধনমেব বা। অবশ্যমেকং ত্যজতি কিংতস্মাৎ ধনতৃষ্ণয়া" ॥ ৫৩ ॥

এবমক্ষয্যং হবৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতীত্যাদিনা শ্রুতাঃ স্বর্গাদয়োঽপি ন সেবার্হা ইত্যাহ। অমী লোকাঃ স্বর্গাদয়ঃ। ক্ষয়িষ্ণুত্বে হেতুঃ ক্রতুভিঃ কৃতা যজ্ঞৈরুপার্জ্জিতা ইতি। "তদ্ যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইতি শ্রুতেঃ। অতএব পুণ্যতারতম্যেন সাতিশয়া-ন্যূনাধিকভাবাপন্নাঃ ন চ নির্মলাঃ স্পর্দ্ধাদিমত্ত্বাৎ। ন বিদ্যতে দৃষ্টং শ্রুতঞ্চ দূষণং যস্মিন্ তমীশমুক্তয়া নববিধয়া ভক্ত্যা ভজত আশ্রয়ত ॥৫৪॥

কি লাভ? কেন না মনুষ্য দেহধারী জীব যদি বিষয়নিষ্ঠ হয় তবে শূকরাদি জীবে ও মনুষ্যে পার্থক্য থাকে কোথায় ॥৫২॥

সুতরাং বিষয় সুখ শূকরাদি জন্মেও পাওয়া যায় বলিয়া বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরাও শূকরাদিতুল্য, অতএব সেই বিষয় অর্জ্জন নিতান্ত নিস্ফল ইহাই দেখাইতেছেন— অর্থ, স্ত্রী, পশু, পুত্রাদি, গৃহ, ভূমি, হস্তী, ধনাগার, ঐশ্বর্য্য এবং অর্থকামাদি সকলই চঞ্চল অর্থাৎ অনিত্য এই সকল বস্তু অতি অল্প পরমায়ু বিশিষ্ট মনুষ্যের কত প্রিয়ই হইতে পারে? ইহাই মহাভারতে উক্ত হইয়াছে এই জগতে ধনই অর্থাৎ সম্পদই মনুষ্য, তথাপি ধন মনুষ্যকে অথবা মনুষ্য ধনকে অবশ্যই ত্যাগ করিয়া যায়, সুতরাং সেই ধনতৃষ্ণায় কি প্রয়োজন ॥

৫৫। তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্ম্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ।
ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্ ॥ ৭।৭।৪৮

৫৬। নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥ ৭।৭।৫১

৫৭। ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ ॥৭।৭।৫২

ন চ ধর্মাদ্যর্থমপি পৃথক্ যতেতেত্যাহ। যদপাশ্রয়া যদধীনাঃ অনীহয়া ভোগানিচ্ছয়া ॥৫৫॥

নন্বেবমপি দৈত্যানামস্মাকং কথং ব্রাহ্মণাদিকৃত্যে ভগবদ্ভজনেঽধিকার ইতি চেন্ন, ভগবদ্ভজনেঽধিকারিনিয়মাভাবাদিত্যাহ দ্বাভ্যাম্ অমলয়া নির্মলয়া নিষ্কাময়া বিড়ম্বনং নটনমাত্রম্ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

চাতুর্মাস্য যাজীর সুকৃতি অক্ষয় হয় ইত্যাদি বেদোক্ত স্বর্গাদিও যে সেব্য নহে তাহাই দেখাইতেছেন—স্বর্গাদি লোকসমূহ পুণ্য তারতম্যে অপেক্ষাকৃত উত্তরোত্তর উত্তম হইলেও মাৎসর্য্য যুক্ত হওযায় নির্ম্মল নহে আবার যাগাদি জনিত পুণ্যোপার্জ্জিত বলিয়া ক্ষয়িষ্ণুও বটে, সুতরাং এই সকল স্বর্গাদিলোক প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়াই ভক্তিশাস্ত্রোক্ত নববিধা ভক্তিযোগে সর্ব্বদোষবর্জিত শ্রীহরিরই আরাধনা কর, তাহাতে কোনও দোষ দৃষ্ট ও শ্রুত হয় না। বরং তাঁহার সেবায় আত্মলাভ অর্থাৎ শ্রীহরি প্রাপ্তি ঘটিবে, অতএব নিরুপাধি নববিধা ভক্তি সহকারে শ্রীহরি চরণ আশ্রয় করা একান্ত প্রয়োজন ॥ ৫৪ ॥

সুতরাং ধর্মাদির জন্য আর পৃথকরূপে প্রযত্নের প্রয়োজন নাই। যেহেতু অর্থ, কাম, ও ধর্ম্ম যাঁহার অধীন। অতএব কামনাশূন্য হইয়া পরমপ্রিয়তম নিরূপাধি কৃপাকারী সেই সর্বশক্তিমান্ শ্রীহরির ভজন কর ॥ ৫৫ ॥

৫৮। মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃ শ্রুতৌজ-
স্তেজঃ প্রভাব-বল-পৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥ ৭।৯।৯

ইমমেবার্থং সদৃষ্টান্তমাহ। **অভিজনঃ সৎকুলে জন্ম**, রূপং সৌন্দর্য্যং, শ্রুতং পাণ্ডিত্যম্ **ওজঃ** ইন্দ্রিয়নৈপুণ্যং, **তেজঃ** কান্তিঃ, প্রভাবঃ প্রতাপঃ, বলং শারীরং, **পৌরুষমুদ্যমঃ, বুদ্ধিঃ** প্রজ্ঞা, **যোগোঽষ্টাঙ্গঃ**। এতে ধনাদয়ো দ্বাদশাপি **গুণাঃ** পরস্য পুংসঃ আরাধনায় ন ভবন্তি। হি যতঃ কেবলয়া ভক্ত্যৈব গজেন্দ্রায় উক্ত ধর্ম্ম হীনায়াপি ভগবাংস্তুষ্টোঽভবৎ। তস্মাৎ সাধূক্তং কৌমার আচরেদিত্যাদি ॥ ৫৮ ॥

তাহা হইলেও আমরা দৈত্যকুলেজাত আমাদের পক্ষে ব্রাহ্মণাদির কার্য্য শ্রীভগবদ্ভজনে* কেমন করিয়া অধিকার হইতে পারে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন না তাহা নহে কারণ ভগবদ্ভজনে অধিকারীর কোন নিয়ম নাই ইহাই শ্লোকদ্বয়ে ব্যক্ত করিতেছেন—প্রহ্লাদ বলিলেন হে অসুর বালকগণ! দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সচ্চরিত্রতা, কিম্বা বহুজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের প্রীতির কারণ নহে। অধিকন্তু দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, ব্রতাদিও শ্রীহরির প্রীতির কারণও নহে। কেবলমাত্র বিশুদ্ধা ভক্তিতেই শ্রীহরি প্রীত হন, ভক্তি ব্যতীত অন্য দ্বিজত্বাদি সমূহ সদ্‌গুণাবলী পুরুষের তিরস্কারক বা প্রহসন মূলক হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

পুনরায় পূর্ব্বোক্ত বিষয়কে দৃষ্টান্তসহকারে স্পষ্ট করিতেছেন—প্রহ্লাদ বলিলেন হে বয়স্যগণ! আমার মনে হয় যে ধন, সৎকুলে জন্ম, শরীরের সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়পটুতা, কান্তি, প্রতাপ,

৫৭। চিত্রং তবেহিতমহোঽমিতযোগমায়া
লীলাবিসৃষ্ট-ভুবনস্য বিশারদস্য।
সর্বাত্মনঃ সমদৃশো বিষমঃ স্বভাবো
ভক্তপ্রিয়ো যদসি কল্পতরুস্বভাবঃ ॥ ৮।২৩।৮

নম্বভিজনাদিমতো যোগ্যান্ বিহায় তদ্রহিতে ভক্তমাত্রে গজে কথং তুতোষেতিচেৎ, ভক্তিমাত্রগ্রাহ্যস্বভাবত্বাদ্ভগবত ইত্যত্র বামনং প্রতি প্রহ্লাদবচনমাহ। তব ঈহিতম্ অহো চিত্রম্। কিং তৎ? সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বভাবো বিষম ইতি যৎ। সর্ব্বাত্মত্বে বিচিত্রচরিত্রত্বে চ হেতুঃ—অমিতা অবিচিন্ত্যা যা যোগমায়া তয়া যা লীলা তয়া বিসৃষ্টানি রচিতানি ভুবনানি যেন তস্য। অহো ইত্যত্র সন্ধিরার্ষঃ। সমদৃক্ত্বে হেতুঃ বিশারদস্য সর্ব্বজ্ঞস্য। অথবা ভক্তপ্রিয়ত্বেঽপি তব বৈষম্যং নাস্ত্যেব, যতঃ কল্পতরুস্বভাবঃ সন্ ভক্তপ্রিয়োঽসি, নহি কল্পতরুরাশ্রিতানামেব কামান্ পূরয়ন্নপিবিষমো ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাদ্ ভগবদ্ভক্তৌ সর্ব্বেঽধিকারিণস্তৎপ্রসাদে চ ভক্তিরেব কারণং ন ত্বভিজনাদীতি সিদ্ধম্ ॥ ৫৭ ॥

শরীরের বল, উদ্যম, বুদ্ধি, ও অষ্টাঙ্গযোগ এই সকল ধনাদি এবং শম দমাদি দ্বাদশগুণাবলীও পুরুষোত্তম শ্রীহরি আরাধনার সাধক কারণ নহে, যেহেতু প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হইয়াছে যে সেই ভগবান্ পূর্ব্বোক্ত ধর্মাদিহীন গজেন্দ্রের প্রতি কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং কৌমার কাল হইতেই শ্রীভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত উচিত ইহা যথার্থই বলা হইয়াছে ॥ ৫৮ ॥

যদি বল আভিজাত্যাদি গুণবিশিষ্ট যোগ্যজনকে পরিত্যাগ করিয়া তৎশূন্য ভক্তমাত্র গজেন্দ্রের প্রতি কি জন্য সন্তুষ্ট হইলেন, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"ভক্তিমাত্র গ্রাহ্য স্বভাব শ্রীভগবান্" ইহাই

৬০। স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়াঃ বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥ ১০।৯।১৮

ন কেবলং ভক্তপ্রিয়ো ভগবান্, ভক্তবশ্যোঽপীত্যাহ শুকোক্ত্যা চতুর্ভিঃ। স্বমাতুর্যশোদায়াঃ রজ্জুসন্ধানেন স্বিন্নগাত্রায়াঃ অতএব বিস্রস্তা বিলুলিতা কবরেভ্যঃ কেশেভ্যঃ স্রক্ যস্যাঃ, বিস্রস্তে কবরস্রজৌ বা যস্যাঃ মদর্থেপরিশ্রাম্যতীতি কৃপয়া স্ববন্ধনে স্ববন্ধনার্থমাসীৎ, উদূখলেন বন্ধনং কারয়ামাসেত্যর্থঃ॥ ৬০॥

বামনদেবের প্রতি প্রহ্লাদ বাক্যে ব্যক্ত করিতেছেন—অহো! তোমার লীলা অতি অদ্ভুত হে অপরিমিত যোগৈশ্বর্য্য! তুমি অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া শক্তির দ্বারা অনায়াসে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছ তুমি সর্বজ্ঞ সর্বচেতয়িতা এবং সমদৃষ্টি হইয়াও যে তোমার বিষম স্বভাব ইহাই বিচিত্র, বৈষম্য কি? সৃষ্ট জীবগণের মধ্যে তুমি যে কেবল ভক্তগণকেই প্রীতিকর ইহাই হইল তোমার পক্ষপাতিত্ব, তবে ইহা কি দোষ হইল? না-না ইহা তোমার মহাগুণ, কল্পতরুর ন্যায় তোমার স্বভাব, অর্থাৎ কল্পতরু যেরূপ-আশ্রিতজনের কামনা পূর্ণ করে, অনাশ্রিতজনের কামনা পূর্ণ করে না তদ্রূপ তুমিও তোমার ভক্তগণকেই প্রীতিকর অভক্তগণকে কর না, অতএব ভগবদ্ভক্তিতে মনুষ্য মাত্র নহে সকলেই অধিকারী, যেহেতু একমাত্র ভক্তিই শ্রীভগবানের সন্তুষ্টির কারণ আভিজাত্যাদিগুণে শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হননা॥ ৫৯॥

শ্রীভগবান্ কেবলমাত্র ভক্তপ্রিয় নহেন পরন্তু ভক্তবশ্যও বটে ইহাই শুকোক্ত শ্লোক চতুষ্টয়ে দেখাইতেছেন—বন্ধনের নিমিত্ত প্রয়াসী নিজমাতা শ্রীমতী যশোদার রজ্জু সন্ধানে কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইল, এবং কেশপাশ হইতে পুষ্পমালা বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল অথবা কবরী ও মালা উভয়ই

৬১। এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভক্তবশ্যতা।
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে ॥১০।৯।১৯

৬২। নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥ ১০।৯।২০

অঙ্গেতি রাজ সম্বোধনম্। স্ববশেন স্বতন্ত্রেন। ইদং জগৎ সেশ্বরং ব্রহ্মাদি সহিতং যস্য বশে বর্ত্ততে ॥ ৬১ ॥

নম্ন ভগবৎপ্রসাদমন্যেঽপি লভন্তে? ইদন্ত্বতিবিচিত্রমিত্যাহ! বিরিঞ্চঃ পুত্রোঽপি, ভবঃ আত্মাপি, শ্রীর্জায়াপি এতে ন লেভিরে, গোপী যশোদা যৎ প্রসাদ-রূপং প্রাপ। তৎ পূর্ব্বোক্তং বন্ধনং, তৎ ততঃ কৃষ্ণাদ্বা ॥ ৬২ ॥

মুক্ত হইয়াছিল। জননী আমার বন্ধনের নিমিত্ত এত পরিশ্রম করিতেছেন, এই ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং বন্ধন স্বীকার করিলেন, অর্থাৎ মাতা কর্ত্তৃক উতূখলে বন্ধন প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬০ ॥

হে মহারাজ পরীক্ষিত! ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণের সহিত এই বিশ্ব যাঁহার বশবর্ত্তী, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বাধীন হইয়াও ঐরূপে ভক্তবশ্যতা প্রকট করিয়া দেখাইলেন ॥ ৬১ ॥

যদিবল অন্যেও ত শ্রীভগবৎ কৃপা লাভ করিয়া থাকে? তথাপি ইহা কিন্তু অতি বিচিত্র, এই জন্যই বলিয়াছেন—হে মহারাজ! অন্যান্য ভক্তগণ ও শ্রীভগবানের প্রসাদ প্রাপ্তি করেন একথা সত্যই কিন্তু প্রেমদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে যশোদা যে প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, তাহা পুত্র হইলেও ব্রহ্মা, আত্মা হইলেও শিব, ভার্য্যা হইলেও অঙ্গাশ্রিতা লক্ষ্মী পূর্বোক্ত বন্ধনরূপ-প্রসাদ অথবা শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ কখনও লাভ করিতে পারেন নাই ॥ ৬২ ॥

৬৩। নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ১০।৯।২১

৬৪। শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥১০।১৪।৪

ননু কথমেবম্ ? ভক্তবশ্যত্বাদিত্যাহ। দেহিনাং দেহাভিমানিনাং তাপসাদীনাং. জ্ঞানিনাং নিবৃত্তাভিমানানামপি ন সুখাপঃ ॥ ৬৩ ॥

নন্বস্তু জ্ঞানিনাং সুখাপঃ, কিং তাবতা জ্ঞানেনৈব তেষামুদ্ধারঃ স্যাদিতিচেন্ন, ভক্তিং বিনা জ্ঞানস্যৈবাসিদ্ধেরিতি ব্রহ্মবাক্যেনাহ। শ্রেয়সামভ্যুদয়াপবর্গাদিলক্ষণানাং সৃতিঃ সরণং প্রবাহো যস্যাঃ, "সরস ইব নির্ঝরাণাং" তাং তে তব ভক্তিমেতাদৃশীমুদস্য ত্যক্ত্বা। শ্রেয়সাং মার্গভূতামিতি বা। তেষাং ক্লেশলঃএবাবশিষ্যতে। অয়ং ভাবঃ—যথাল্প প্রমাণং ধান্যং ত্যক্ত্বা অন্তঃকণহীনান্ ধান্যাভাসান্ স্থূলতুষান্ যেঽবঘ্নন্তি তেষাং ন কিঞ্চিৎ ফলম্, এবং ভক্তিং তুচ্ছীকৃত্য যে কেবলবোধায় যতন্তে তেষামপীতি ॥ ৬৪ ।

আচ্ছা মাতা শ্রীযশোদার প্রতি এই প্রকার প্রসাদ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন —যেহেতু শ্রীভগবান্ ভক্তবশ্য, শ্রীযশোদা নন্দন ভগবান্ এই শ্রীবৃন্দাবনে ভক্তদিগের যেরূপ সুখলভ্য, দেহাভিমানী তপস্বীগণের এবং নিরভিমানী আত্মভূত জ্ঞানিগণেরও তদ্রূপ সুখলভ্য নহেন ॥ ৬৩ ॥

আচ্ছা যশোদানন্দন জ্ঞানিদিগের সুখলভ্য না হয় না হউক, কিন্তু সেই ভক্তিতে কি প্রয়োজন ? কারণ আত্মভূত জ্ঞানের দ্বারা ত তাঁহারা মুক্ত হইবেন ? ইহা বলিতে পারনা—যেহেতু ভক্তির সাতত্য ব্যতীত

৬৫। পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন
স্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্ ॥১০।১৪।৫

অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি। ইহলোকে যে পূর্ব্বং যোগিনোঽপি সন্তো যোগৈর্জ্ঞানমপ্রাপ্য পশ্চাৎ ত্বদর্পিতেহা ত্বয্যেব অর্পিতা ঈহা লৌকিক্যপি চেষ্টা যৈস্তে। নিজকর্ম্মলব্ধয়া ত্বদর্পিতৈর্নিজৈঃ কর্ম্মভির্লব্ধয়া। ত্বদর্পিতা ঈহা চ নিজ-কর্ম্মাণি চ তৈর্লব্ধয়েত্যেকং বা পদম্। কথোপনীতয়া কথয়া ত্বৎ সমীপং প্রাপিতয়া, ত্বৎকথাশ্রবণপ্রসাদাদুৎপন্নয়েত্যর্থঃ। ভক্ত্যৈব বিবুধ্য আত্মানং জ্ঞাত্বা অঞ্জঃ সুখেনৈব তে পরাং গতিং প্রাপ্তাঃ॥ ৬৫ ॥

জ্ঞান সিদ্ধ হয় না ব্রহ্মবাক্যে ইহাই দেখাইতেছেন—অক্ষয় সরোবর হইতে শত শত জল প্রবাহের উদ্ভবের ন্যায় অভ্যুদয় অর্থাৎ জাগতিক কল্যাণ ও মোক্ষ এইরূপ সর্ববিধ মঙ্গলের উৎস স্বরূপ ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যে সকল দুর্ভাগ্য জীব কেবল জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে তাহাদের সেই জ্ঞান পরিনামে ক্লেশেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, যেমন অল্প পরিমাণ ধান্য ত্যাগ করিয়া পরিশ্রম সহকারে পর্ব্বত পরিমাণ স্থূলতুষ-রাশি সঞ্চয় করতঃ সেই অন্তসারশূন্য ধান্যাভাস সমূহকে অবঘাত করিলে যেমন হস্তাদির বেদনামাত্রই সার হয়, তদ্রূপ সহজসাধ্য ভক্তিকে অনাদর করিয়া যাঁহারা কেবল মাত্র অভেদ ব্রহ্ম জ্ঞানের প্রয়াসে কালাতি-পাত করেন তাঁহাদের ক্লেশ মাত্রই হইয়া থাকে অন্য কোনও ফল লাভ হয় না ॥ ৬৪ ॥

এ বিষয়ে মহদ্‌গণের আচরণ ব্রহ্মবাক্যে প্রমাণ দিতেছেন—হে প্রভো অচ্যুত! এই জগতে পূর্বকালে বহু সাধুযোগীগণও যোগপথে

৬৬। তস্মিন্ ভবন্তাবখিলাত্মহেতৌ
নারায়ণে কারণ-মর্ত্ত্য-মূর্ত্তৌ।
ভাবং বিধত্তো নিতরাং মহাত্মন্
কিংবাবশিষ্টং যুবয়োঃ স্বকৃত্যম্ ॥১০।৪৬।৩৩

৬৭। দানব্রততপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তি র্হি সাধ্যতে ॥ ১০।৪৭।২৪

এবং ভক্তস্য তু ন কিঞ্চিৎ কৃত্যমবশিষ্যতে ইত্যত্র নন্দযশোদে প্রত্যুদ্ধবেনোক্তমুদাহরতি। অখিলানামাত্মা হেতুশ্চ তস্মিন্ কারণেন মর্ত্ত্যমূর্ত্তৌ। হে মহাত্মন্ নন্দ! যুবয়োর্যশোদায়াস্তব চ ॥ ৬৬ ॥

তত্র হেতুমাহ। ভক্তৌ সিদ্ধায়াং কিং তৎ কারণানুষ্ঠানেন। তস্মাৎ সাধুক্তং সর্বৈ পুংসামিতি ভাবঃ ॥ ৬৭ ॥

আত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া পশ্চাৎ সকল চেষ্টা এমন কি লৌকিক চেষ্টা সমূহও তোমাতে অর্পণ করিয়াছিলেন। এবং তোমাতে অর্পিত নিজ কর্ম্ম সমূহের দ্বারা তোমার শ্রীনামরূপ-গুণলীলাদির কথা শ্রবণ মহিমায় উৎপন্ন ভক্তিতেই আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া সুখে তোমার পরম পদ গোলোক গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬৫ ॥

এই প্রকারে ভগবদ্ভক্তের কোন কৃত্যই অবশিষ্ট থাকেনা। শ্রীনন্দ যশোদার প্রতি উদ্ধব বাক্যে ইহা উদাহরণ দ্বারে স্পষ্ট করিতেছেন—উদ্ধব বলিলেন হে মহাত্মন্ নন্দ! আপনারা দুইজনে অখিলের আত্মা ও কারণ; এবং প্রয়োজনবশে মনুষ্যাকৃতিতে অবতীর্ণ শ্রীনারায়ণে একান্ত ভক্তি করিলেন, সুতরাং আপনাদিগের স্বকার্য্য আর কি অবশিষ্ট আছে অর্থাৎ আপনারা কৃত কৃতার্থ ॥ ৬৬ ॥

৬৮। ক্কেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ
কৃষ্ণেঃ ক্ক চৈষঃ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।
নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাৎ
শ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ ॥১০।৪৭।৫৯

এবং জাতিব্যাপারনৈরপেক্ষ্যেণ ভগবদনুগ্রহে অবিদ্বদ্বিহিতাপি ভক্তিরেব কারণম্ ইত্যুদ্ধববাক্যেনাহ। বনচরী বনচর্য্যো গোপ্যঃ। কৃষ্ণে অধিকরণে। এবঃ গোপীবিষয়ঃ, কৃষ্ণস্য তাসু স্নেহ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, কৃষ্ণে কৃষ্ণবিষয়ে বা এষঃ, যদ্বশাৎ কৃষ্ণোঽপি তাসাং বশ ইত্যর্থঃ। ননু কথমেবম্ ? তত্রাহ সাক্ষাৎ ভজতঃ পুংসঃ। ননু অহো। উপযুক্তঃ সেবিতঃ। অগদরাজ ঔষধশ্রেষ্ঠমমৃতং যথেতি ॥ ৬৮ ॥

এ বিষয়ে কারণ দর্শাইতেছেন— যে ফলরূপা ভক্তি সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ সৌভাগ্যক্রমে লাভ হইলে দানব্রতাদি সাধনানুষ্ঠানের আর কি প্রয়োজন, সুতরাং ফলাভিসন্ধান রহিতা শ্রীকৃষ্ণভক্তিই জীবের একমাত্র পরম ধর্ম্ম ইহা যথার্থই বলা হইয়াছে, যেহেতু বিষ্ণু বৈষ্ণবে দান, একাদশ্যাদি ব্রত, কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগরূপ তপস্যা, বৈষ্ণব হোম, বিষ্ণুমন্ত্র জপ, গোপালতাপন্যাদি পাঠ, ইন্দ্রিয় দমন, এবং অন্যান্য বিবিধ সাধন ভক্তির অঙ্গ যাজন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে প্রেম ভক্তিই সাধিত হয় ॥৬৭॥

এই প্রকারে জাতি কুলাদি ব্যাপারকে অপেক্ষা না করিয়া অজ্ঞজন কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ভক্তিও ভগবদ্ কৃপালাভের কারণ হয় ইহাই শ্রীউদ্ধব বাক্যে দেখাইতেছেন— এই গোপীগণ বনচারিণী ও ব্যভিচার দুষ্টের ন্যায়, সুতরাং স্ত্রীজাতি ও গোপবংশ্যা হিসাবে নিন্দনীয় আবার ইহাদের আচারও অসামাজিক ইহারা বা কোথায় ? আর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে গোপীবিষয়ক

৬৯। নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীত-কণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥১০।৪৭।৬০

ঈশ্বরো ভক্তান্ ভজত ইত্যুক্তম্। তদেবাহ। অঙ্গে বক্ষসি নিতান্তরতেঃ নিতান্তারতির্যস্যাঃ তস্যাঃ শ্রিয়োঽপি নায়ং প্রসাদোঽনুগ্রহোঽস্তি, নলিনস্যেব গন্ধো রুক্ কান্তিশ্চ যাসাং তাসাং স্বর্যোষিতামপি নাস্তি, অন্যাঃ পুনস্তাদৃশপ্রসাদযোগ্যাঃ কুতঃ। কৃষ্ণভুজদণ্ডাভ্যাং গৃহীত আলিঙ্গিত কণ্ঠস্তেন লব্ধা আশিষো যাভিস্তাসাং গোপীনামুদগাদাবির্বভুব। তস্মাদ্ ভক্তিপ্রেমৈকলভ্যো ভগবানিত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

অথবা গোপীগণেরও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রূঢ় ও অধিরূঢ় ভাবই বা কোথায়? যদি শ্রীভগবানে ইঁহাদের এতাদৃশ মহাভাব অসম্ভব, তথাপি মনে হয় যে যাঁহারা অনন্যভাবে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর ভজন করেন তাঁহারা ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলেও সেবিত মহৌষধের বা অমৃতের ন্যায় শ্রীভগবান্ সাক্ষাৎ তাঁহাদিগের মহাকল্যাণ বিস্তার করেন ॥৬৮॥

শ্রীভগবান্ ভক্তকে ভজনা করেন কথিত হইয়াছে, উদ্ধবের বাক্যে পুনরায় তাহাই দেখাইতেছেন— অহো রাসোৎসবকালে ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে কণ্ঠে আলিঙ্গিত গোপীগণের ভাগ্যে যে কৃপা সীমা আবির্ভূত হইয়াছিল তাহা বক্ষবিলাসী একান্ত রতি সম্পন্না শ্রীলক্ষ্মীদেবীও পান নাই। আর যে সকল স্বর্গস্থিতা দেবীর গাত্র পদ্ম গন্ধ ও পদ্মরাগ বিশিষ্ট তাঁহারাও এতাদৃশ প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই, তখন আর অন্যান্য স্ত্রীগণের ভাগ্যে ঐরূপ প্রসাদলাভের কথা কি বলা যায়? অতএব শ্রীভগবান্ একমাত্র প্রেমভক্তি লভ্য অন্য কোন গুণে নয় ॥ ৬৯ ॥

৭০। আসামহো চরণরেণু জুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥ ১০।৪৭।৬১

৭১। ন ব্রহ্মণঃ স্বপরভেদমতিস্তব স্যাৎ
সর্বাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বসুখানুভূতেঃ।
সংসেবতাং সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ
সেবানুরূপমুদয়ো ন বিপর্য্যয়োঽত্র ॥

কিঞ্চ ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়ো দোষেঽপি গুণ এবেতি দর্শয়ন্নেব আস্তাং তাবদ্ গোপীনাং ভাগ্যং মম ত্বেতাবৎ প্রার্থ্যমিত্যাহ। আসাং গোপীনাং যশ্চরণরেণুস্তং ভজতাং গুল্মলতাদীনাং মধ্যেঽহং কিমপি স্যামিত্যাশাস্তে। আসাং কাসামিত্যাহ, যা ইত্যাদি। আর্য্যানাং মার্গং ধর্ম্মঞ্চ হিত্বা ॥ ৭০ ॥

অত্র ভক্তিমাত্রগ্রাহ্যত্বে বিপর্য্যয়শঙ্কাং নিরসিতুং যুধিষ্ঠিরবাক্যেনাহ। স্বঃ পর ইতি ভেদবুদ্ধিরয়মনুগ্রাহ্যো নানুগ্রাহ্য ইতি তব নাস্তি ন ভবতি। কুতঃ? ব্রহ্মণো নিরূপাধেঃ। কিঞ্চ সর্ব্বাত্মনঃ, অতঃ সমদৃশঃ, কিঞ্চ স্বসুখানুভূতেরতএব রাগাদ্যভাবাদিতি ভাবঃ। পরন্তু ভজতাং তে প্রসাদো নান্যেষাং, তত্রাপি সেবানুরূপমুদয়ঃ ফলম্। নত্বত্র ভক্তেষু সেবানুরূপে প্রসাদে বিপর্য্যয়োঽন্যথাভাবঃ। যথা কল্পদ্রুমস্য রাগাদিরাহিত্যেঽপি সেবকেষ্বেব ফলজনকত্বং, নান্যেষু ॥ ৭১ ॥

শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির উপায় শ্রীভাগবতধর্ম্মে অগ্রসর হইবারকালে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম ও আর্য্যপথ লঙ্ঘন জনিত দোষ হইলেও তাহা গুণেই পর্য্যবসিত হয়, ইহা দেখাইয়া গোপীদিগের ভাগ্যের কথা দূরে থাকুক আমারও ইহাই প্রার্থনীয়; উদ্ধব বলিলেন অহো! আমি এই গোপীগণের

৭২। ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ১০।৮২।৪৪

কিঞ্চ ভক্তিমাত্রগ্রাহ্যত্বে ভগবানেব প্রমাণমিতি বুদ্ধ্যা ভগবদ্বচনমাহ। ময়ি ভক্তিঃ হি ভক্তিমাত্রমেব তাবদমৃতত্বায় কল্পতে। যত্তু ভবতীনাং ময়ি স্নেহ আসীৎ, তদ্দিষ্ট্যা অতিসৌভাগ্যেনৈব যতো মদাপনো মৎ প্রাপণ ইতি ॥ ৭২ ॥

চরণরেণু সেবী বৃন্দাবনীয় তৃণগুল্মলতা ঔষধির মধ্যে যেন কোন একটিতে জন্মলাভ করিতে পারি। কেননা—ইঁহারা তুস্ত্যজ্য স্বজন, লোকমার্গ এমন কি আর্য্যপথ বর্ণাশ্রমাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণেরও বিশেষভাবে অন্বেষণীয় শ্রীমুকুন্দের চরণ কমলকে সেবা করিয়াছেন ॥ ৭০ ॥

শ্রীভগবান্ ভক্তিমাত্রেই বশীভূত হন, সুতরাং এই ভক্তিমার্গে কোন বৈপরীত্য আশঙ্কা থাকিলে তাহা নিরাকরণের জন্য যুধিষ্ঠিরের বাক্য দেখাইতেছেন—তোমার পরব্রহ্ম স্বরূপে স্বপর ভেদজ্ঞান নাই, এবং পরমাত্মা স্বরূপেও তুমি সর্বাত্মা অর্থাৎ সকলের অন্তর্য্যামীরূপে অনাদি কর্ম্ম প্রবাহে পতিত সকলকেই স্ব স্ব কর্ম্মে প্রেরণ কর্ত্তা, এবং সমদ্রষ্টা অর্থাৎ ঈশ্বররূপে কর্ম্মানুযায়ী শুভ বা অশুভফলপ্রদ; আরও তোমার স্বসুখানুভূতি স্বরূপে অর্থাৎ জীব নিজ কর্ম ফল ভোগে সুখী বা তুঃখী হইলেও তোমার তাহাতে কোনই কৃত্য নাই যেহেতু তোমার কাহারও প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ নাই। তবে তোমার ভগবৎ স্বরূপে বাৎসল্যাদি গুণ কি অবিষয়ক হইবে? না—তাহা হইতে পারে না কারণ তোমাকে যাঁহারা সম্যক্‌রূপে সেবা করেন তাঁহাদের প্রতিই কল্পতরুর ন্যায় তোমার সেবানুরূপ প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ প্রকাশ পায়, অন্যের প্রতি নয়, ইহাতে কখনই ব্যতিক্রম ঘটে না। যেমন কল্পতরুর কাহারও প্রতি রাগদ্বেষ

৭৩। যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥ ১১।২।৪৩

নন্থ জ্ঞানশাস্ত্রং বিনা ন জ্ঞানং, ন চ তেন বিনা অমৃতত্বম্? সত্যং, জ্ঞানস্য ভক্ত্যাবীষৎকরত্বাদিত্যত্র কবিবচনমাহ চতুর্ভিঃ। মন্বাদি মুখেন বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মানুক্ত্বা অতিরহস্যতয়া স্বমুখেনৈব ভগবতা শাস্ত্রমবিদুষামপি পুংসামঞ্জঃ সুখেনৈবাত্মলব্ধয়ে যে বৈ উপায়াঃ প্রোক্তাস্তান্ ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ বিদ্ধি ॥ ৭৩ ॥

না থাকিলেও তিনি সেবকগণকেই প্রার্থনানুরূপ ফল বিতরণ করেন অন্যকে নহে ।৭১ ॥

এবং আরও বলিতেছেন যে শ্রীভগবান্ ভক্তিমাত্রেই বশীভূত হন এই বিষয়ে ভগবানই প্রমাণ, এই জ্ঞানে শ্রীভগবদ্বাক্যেই প্রমাণ করিতেছেন হে ব্রজদেবিগণ! আমা বিষয়ে নববিধা সাধন ভক্তির মধ্যে যে কোনও একটি ভক্তিঅঙ্গ মাত্রই প্রাণীগণের জন্মমরণ রহিত আমার পার্ষদদেহ প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পাদন করে। সুতরাং আমার প্রতি তোমাদিগের যে স্নেহ ছিল উহাই অতি মঙ্গলের বিষয় হইয়াছে, কেন না তাহা আমারই প্রাপক অর্থাৎ মৎপ্রাপ্তিরূপ ফলজনক ॥ ৭২ ॥

যদি বল জ্ঞান শাস্ত্র ব্যতীত জ্ঞান লাভ হয় না, আবার সেই জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি লাভও হয় না? সত্যই কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে সেই জ্ঞান অতিতুচ্ছ কবি যোগীন্দ্রের শ্লোক চতুষ্টয়ে তাহা স্পষ্ট করিতেছেন মন্বাদি ঋষির মুখে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম বলিয়া অতি রহস্য ভাগবত ধর্ম্ম শ্রীভগবান নিজ মুখেই বলিয়াছেন. শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণও অনায়াসে যাহাতে আমাকে অর্থাৎ শ্রীভগবানকে লাভ করিতে পারেন, ভগবৎ কথিত সেই উপায়গুলিই ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে ॥ ৭৩ ॥

৭৪। যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥১১।২।৩৫

অঞ্জস্থং বিবৃণোতি। যানাস্থায় আশ্রিত্য ন প্রমাদ্যেত যোগাদিম্বিব বিঘ্নৈঃ ন বিহন্যতে. কিঞ্চ নিমীল্য নেত্রে ধাবন্নপি ইহ এষু ভাগবতধর্ম্মেষু ন স্খলেৎ। নিমীলনং নাম অজ্ঞানং, যথাহুঃ "শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতে। একেন বিকলঃ কানো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"॥ ইতি অজ্ঞাত্বাপীত্যর্থঃ। যথা স্বকীয়পাদন্যাসস্থানমতিক্রম্য পরতঃ পাদন্যাসেন গতির্ধাবনং, তদ্বদত্র কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদতিক্রম্য শীঘ্রমাচরণং ধাবনম্। তথা চ চরন্নপি ন স্খলেৎ ন প্রত্যবায়ী স্যাৎ, ন চ পতেৎ ফলান্নভ্রশ্যেৎ। ৭৪ ॥

ভাগবত ধর্ম্মের সুখসাধ্যত্ব বিস্তার করিতেছেন—যে ভাগবত ধর্ম্ম সমূহ আশ্রয় করিয়া মনুষ্যগণ কখনই যোগাদিমার্গের ন্যায় বিঘ্নের দ্বারা অভিভূত হয় না, আবার চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও এই ধর্ম হইতে কেহ পতিত হয় না। চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত অর্থাৎ শাস্ত্র না জানিয়া, যথা প্রাচীন উক্তি ব্রাহ্মণগণের শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র এই দুইটি চক্ষুস্বরূপ। তন্মধ্যে একটিতে জ্ঞান না থাকিলে কানা আর শ্রুতি ও স্মৃতি এই উভয় শাস্ত্রে জ্ঞান না থাকায় অন্ধ বলা হয়। আর ধাবিত শব্দের অর্থ-গমনকালে নিজ পদ স্থাপনের স্থান অতিক্রম করিয়া বহু দূরে পদ স্থাপন, সেইরূপ ভক্তি অনুষ্ঠানকালে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ক্রম লঙ্ঘন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র অনুষ্ঠানে স্খলন অর্থাৎ কর্ম্মমার্গের ন্যায় অকরণ জন্য দোষভাগী হইতে হয় না। এবং পতনও হয় না অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তিতে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে না ॥ ৭৪ ॥

৭৫। কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥ ১১।২।৩৬

ননু কে তে ভাগবতা ধর্ম্মাঃ? ঈশ্বরার্পিতানি সর্ব্বাণ্যপি কর্ম্মাণীত্যাহ। **আত্মনা চিত্তেন অহঙ্কারেণ বা। অনুসৃতো যঃ স্বভাবস্তস্মাৎ। অয়মর্থঃ—ন কেবলং বিধিতঃ কৃতমেবেতি নিয়মঃ, স্বভাবানুসারি লৌকিকমপি কৃতম্।** তথা চ শ্রীভগবদ্ গীতাসু— "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্" ॥ ইতি। যদ্বা, কায়াদীনামেব কর্ম্ম, নাত্মন ইত্যাশঙ্ক্যাহ অধ্যাসেনানুসৃতাৎ ব্রাহ্মণত্বাদিস্বভাবাৎ যৎ যৎ করোতীত্যর্থঃ। তৎ সর্ব্বং পরস্মৈ পরমেশ্বরায় নারায়ণায়েতি নিবেদয়েৎ। তথা চ সতি সকলমপি ভাগবতো ধর্ম্মো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

আচ্ছা তাহা হইলে সেই ভাগবতধর্ম্মগুলি কি? এ আশঙ্কায় বলিতেছেন—ঈশ্বর অর্পিত বৈদিক লৌকিক সমস্ত কর্ম্মই ভাগবত ধর্ম্ম ইহাই শ্রীকবি যোগীন্দ্রের বাক্যে ব্যক্ত করিতেছেন যোগীন্দ্র বলিলেন সামান্যতঃ ভাগবত ধর্ম্ম যথা—শাস্ত্রবিধিমতে শরীর দ্বারা যাহা করিবে, বাক্যে যাহা বলিবে, মনে যাহা ভাবিবে, ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যাহা কৃত হইবে, বুদ্ধিদ্বারা যাহা নিশ্চিত হইবে, চিত্ত দ্বারা যাহা চিন্তা করিবে, তৎ সমুদায়ই ভগবান্ শ্রীনারায়ণে সমর্পণ করিবে, কেবল তাহাই নহে ব্রাহ্মণাদি স্বভাবে যে কোন কায়িকাদি লৌকিকও ব্যাপার সংঘটিত হইবে তাহাও শ্রীভগবানে সমর্পণ করিবে। শ্রীগীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা করিতেছ, যাহা ভোজন করিতেছ, যাহা হোম করিতেছ, যাহা দান করিতেছ, যাহা তপস্যা করিতেছ, তৎ

৭৬। ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্ ॥১১।৩।২৮

তদপি প্রপঞ্চয়তি প্রবুদ্ধস্য বাক্যেন। ইষ্টমিত্যাদিষু ভাবে নিষ্ঠা। বৃত্তং সদাচারঃ। আত্মনঃ প্রিয়ং গন্ধপুষ্পাদি। দারাদীনপ্যালক্ষ্য পরস্মৈ পরমেশ্বরায় নিবেদনং তৎসেবকতয়া সমর্পণম্, এতৎ শিক্ষেদিতি শেষঃ। তস্মাদেবম্ভূতয়া ভক্ত্যা জ্ঞানং স্যাদেবেতি ন কিঞ্চিদনুপপন্নমিতি ভাবঃ ॥ ৭৬ ॥

সমস্তই আমাতে অর্পণ কর"। অথবা এই স্থানে আশঙ্কা হয় কায়, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়সকল এবং বুদ্ধি দ্বারাই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু আত্মার ত কোন কর্ম্ম নাই ইহার উত্তরে বলিতেছেন—দেহকে আমি অর্থাৎ আত্মা মনে করাই অধ্যাস এবং এই অধ্যাসের ফলে আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, বা আমি ব্রহ্মচারী, আমি গৃহস্থ ইত্যাদি অভিমান-ভরে কর্ত্তব্যবোধে যাহা যাহা মানুষে করিয়া থাকে তৎ সমুদায়ই যদি পরমেশ্বর শ্রীনারায়ণকে নিবেদন করে তাহাহইলে সেই সকল কর্ম্মই ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয় ॥ ৭৫ ॥

পুনরায় তাহাই প্রবুদ্ধ যোগীন্দ্রের বাক্যে বলিতেছেন শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সমুদায় কর্ম্মের অর্পণ যেমন যজ্ঞ, দান, তপস্যা, জপ, সদাচার, যাহা নিজের প্রিয় এমন গন্ধপুষ্পাদি উপহার এই সকল পরমেশ্বরকে নিবেদন আর স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ও প্রাণকে পরমেশ্বরের সেবকরূপে নিবেদন এই সমস্ত ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা" এই শ্লোকে যে আশঙ্কা করা হইয়াছিল জ্ঞান ব্যতীত অমৃতত্ব লাভ হয় না ইহার উত্তরের উপসংহারে বলিতেছেন—এই প্রকার ভক্তি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান সুসম্পন্ন হওয়ায় পূর্ব সিদ্ধান্তে কোন বিরোধ ঘটিল না ॥ ৭৬ ॥

৭৭। ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥১১।২।৩৭

অত্র যুক্তিমাহ। যতো ভয়ং সংসাররূপং তন্মায়য়া ভবেদতো বুধ বুদ্ধিমান্ তমেব আভজেৎ। নমু ভয়ং দেহাভিনিবেশতো ভবতি, সচ দেহাহঙ্কারতঃ, স চাহঙ্কার স্বরূপাস্মরণাৎ, কিমত্র তন্মায়া করোতি? অত আহ, ঈশাদপেতস্যেতি। ঈশাদ্বিমুখস্য তন্মায়য়া অস্মৃতির্ভগবদ্রূপাস্ফূর্ত্তিঃ, ততো বিপর্য্যয়ো দেহোঽস্মীতি, ততো দ্বিতীয়াভিনিবেশাৎ ভয়ং ভবতি। এবং হি প্রসিদ্ধং লৌকিকীষপি মায়াসু। উক্তঞ্চ ভগবদ্ গীতাসু—দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ইতি। একয়া অব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা আভজেৎ কিঞ্চ গুরুদেবতাত্মা গুরুরেব দেবতা ঈশ্বর আত্মা প্রেষ্ঠশ্চ যস্য তথাদৃষ্টিঃ সন্নিত্যর্থঃ। তস্মাৎ সাধুক্তং "যে বৈ ভগবতা" ইতি ॥ ৭৭ ॥

তত্ত্বজ্ঞান ভক্তিরই আনুষঙ্গিকফল এ বিষয়ে যুক্তি দেখাইতেছেন—যেহেতু সংসার ভয় ঈশ্বরের মায়া দ্বারা হয়, সেই হেতু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঈশ্বরেরই ভজন করিবে। আচ্ছা ভয় দেহেন্দ্রয়াদিতে অভিনিবেশ বশতঃ হয় এবং সেই অভিনিবেশও দেহেন্দ্রয়াদিতে আমি ও আমার এই বুদ্ধি হইতে জন্মে, এই দেহাত্মবুদ্ধিও জীবের নিজ স্বরূপের অস্মৃতি হইতে হইয়া থাকে। এখানে ঈশ্বরের মায়ার কি কার্য্য আছে? এই জন্যই বলিতেছেন—ভগবদ্‌বিমুখ জীবের ঈশ্বরের মায়া কর্ত্তৃক ভগবৎস্বরূপের অস্ফূর্ত্তি হওয়ায় তাহা হইতে জড় দেহে আমি ও আমার বুদ্ধিরূপ বিপর্য্যয় ঘটে, এবং সেই জড় অভিনিবেশ হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। এইরূপই লৌকিক জগতে যাদুবিদ্যাতেও প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীগীতাতেও বল

৭৮। ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ
স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্
ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি ॥১১।৪।১০

যদুক্তং "ন প্রমাদ্যেতেতি" তদুপলক্ষণং ভক্তাস্তু বিঘ্নহেতূনেবাভিভবন্তীতি। অত্র কামাদিবচনমুদাহরতি। ত্বাং সেবতাং সেবমানানাং সুরকৃতা ইন্দ্রাদিকৃতা বহুবিঘ্নাঃ স্যুঃ। কুতঃ? স্বৌকঃ স্বস্থানং স্বর্গমতিক্রম্য পরমং বৈকুণ্ঠরূপং তব স্থানং ব্রজতাম্। নান্যস্য ত্বামসেবমানস্য যজ্ঞাদিপরস্য সুরকৃতা বিঘ্না ভবন্তীত্যর্থঃ। কুতঃ? বর্হিষি যজ্ঞে স্বভাগান পুরোডাশাদীন্ করান্ কৃষকস্যের রাজ্ঞে, ইন্দ্রাদিভ্যো দদতঃ প্রযচ্ছতঃ। তৎ কিং মদ্ভক্তো বিঘ্নৈর্ভ্রশ্যতে? ন যদি ত্বমবিতা তদা বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি পদং ধত্তে, যদীতি নিশ্চয়ে, যতস্ত্বং সর্ব্বসুরাধীশোঽবিতা রক্ষকঃ, অতোঽসৌ বিঘ্নানাং মূর্দ্ধ্নি পদং ধত্তে। তস্মান্মোক্ষার্থেঽন্যোমার্গবিঘ্নদূষিত এবং ভক্তিস্ত্বপ্রতিহতেতি দ্রষ্টব্যম্॥ ৭৮॥

হইয়াছে—এই ত্রিগুণময়ী অঘটন ঘটন পটীয়সী আমার মায়া অন্যের পক্ষে তুর্লঙ্ঘনীয়া। কিন্তু আমাতেই যাহারা শরণাগত হয়, তাহারাই এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। অতএব অনন্যা ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের ভজন করিবে। আরও শ্রীগুরুদেবই দেবতা, ঈশ্বর এবং আত্মা অর্থাৎ প্রিয়তম এই দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া শ্রীভগবানের একান্ত ভক্তি-সহকারে ভজন করিবে। সুতরাং "যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে" ইহা যথার্থ ই বলা হইয়াছে॥ ৭৭॥

ভাগবত ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া কেহ কোনদিন প্রমাদগ্রস্ত হন না। পূর্ব্বোক্ত এই বিষয়টি উপলক্ষণমাত্র কিন্তু ভক্তগণ বিঘ্নহেতু সমূহকে

৭৯। মুখবাহুরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥১১।৫।২

এবং ভক্তানামিষ্টফলপ্রাপ্তিমুক্ত্বা অভক্তানামধোগতিমাহ দ্বাভ্যাং চমসোক্ত্যা। গুণৈ: সত্ত্বেন বিপ্রঃ সত্ত্বোরজোভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ, রজস্তমোভ্যাং বৈশ্যঃ তমসা শূদ্র ইতি ॥ ৭৯ ॥

পরাজয় করিয়া থাকেন। এখানে কামদেব প্রভৃতির বচনই উদাহরণ স্বরূপে দেখাইতেছেন —যাঁহারা শ্রীভগবানের সেবক এবং স্বর্গকে অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিতেছেন তাঁহাদেরই ইন্দ্রাদিদেবকৃত বহু বহু বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আপনি যখন স্বয়ং রক্ষক আছেন, তখন তাঁহারা যাবতীয় বিঘ্নের মস্তকে পদ স্থাপন করিয়া চলিয়া যান। পক্ষান্তরে যাহারা শ্রীভগবানের সেবা করে না, এইরূপ কর্ম্মীগণ তাঁহারাই কিন্তু কৃষকগণ যেমন রাজাকে কর দেয় সেইরূপ যজ্ঞে পুরোডাশাদি ভাগ ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে দেন, অতএব তাঁহাদের দেবাদিকৃত কোন বিঘ্ন হয় না। তবে কি তোমার ভক্তগণ বিঘ্নের দ্বারা অভিভূত হইয়া পথভ্রষ্ট হয়? না নিশ্চয়ই তুমি তাঁহাদের রক্ষক এবং সর্ব্ব দেবাদীশ অতএব তাঁহারা বিঘ্নের মস্তকে পদ স্থাপন করিয়া তোমার ধামে চলিয়া যান। সুতরাং মোক্ষাভিলাষীর পক্ষে ভক্তি ভিন্ন অন্য জ্ঞানযোগাদির পথ বিঘ্ন বা বিপদ সঙ্কুল, কিন্তু ভক্তিমার্গ সম্পূর্ণ বিঘ্ন নির্মুক্ত হওয়ায় একান্তভাবে গ্রহণীয় ॥ ৭৮ ॥

এইরূপে ভক্তগণের অভীষ্ট ফল প্রাপ্তির কথা বলিয়া অভক্তগণের যে অধোগতি প্রাপ্তি তাহা চমসযোগীন্দ্রের শ্লোকদ্বয়ে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—হে রাজন্ পরম পুরুষ শ্রীভগবানের মুখ, বাহু, উরু ও

৮০। য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজনান্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥১১।৫।৩

এষাং মধ্যে অজ্ঞাত্বা যে ন ভজন্তি, যে চ জ্ঞাত্বাপ্যবজানন্তি, তে অধঃপতন্তি, অত্রাজ্ঞানাং সংসারানিবৃত্তিরেবাধঃপাতঃ, অবজানতান্তু মহানরকপাত ইতি বিবেকঃ। আত্মনঃ প্রভবো জন্ম যস্মাৎ, তদভক্তা গুরুদ্রোহিণ ইতি ভাবঃ। ঈশ্বরং পোষকং স্বামিনং তদভক্তাঃ কৃতঘ্না ইতি ভাবঃ। স্থানাদ্ বর্ণাশ্রমাদ্, ভ্রষ্টাঃ, স্বধর্ম্মস্থা অপি অভক্তাঃ ততো ভ্রষ্টা ইত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

চরণ হইতে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের সহিত সত্ত্বগুণ হইতে ব্রাহ্মণ, সত্ত্বরজোগুণ হইতে ক্ষত্রিয়, রজস্তমোগুণ হইতে বৈশ্য এবং তমোগুণ হইতে শূদ্র পৃথক্ পৃথক্ এই চারটি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৭৯ ॥

এই চারিবর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাহারা পরম পুরুষ শ্রীভগবানকে অজ্ঞতা-বশতঃ ভজন করে না, আবার যাহারা জানিয়াও তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, তাহারা স্ব স্ব স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ইহাদের মধ্যে যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ ভজন করে না তাহাদের অধঃপতন বলিতে পুনঃ পুনঃ সংসার চক্রে ভ্রমণ এবং জানিয়াও অবজ্ঞাকারীগণের অধঃপতন বলিতে মহানরকে পতন ইহাই পার্থক্য। যেহেতু নিজের পিতা অর্থাৎ গুরু সেই হেতু তাঁহার ভজন করা জীবের একান্ত কর্তব্য, তাহা না করিলে গুরুদ্রোহী হইতে হয়। সেইরূপ যিনি জীবের ঈশ্বর অর্থাৎ পালন কর্ত্তা তাঁহার ভজন না করিলে কৃতঘ্ন হইতে হয়। সুতরাং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করিয়াও ভগবদ ভজন না করিলে গুরুদ্রোহী ও কৃতঘ্নতা দোষে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী ॥ ৮০ ॥

৮১। ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ।
বাসুদেবপরা মর্ত্ত্যাস্তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥ (বৃহন্নারদীয়ে)

৮২। সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণম্।
গ্রস্তং কালাহিনাত্মানং কোঽন্যস্ত্রাতুমিহেশ্বরঃ॥১১।৮।৪১

৮৩। বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥১১।১৪।১৮

বিশেষতস্তু কলৌ ভক্তা কৃতার্থ ইত্যাহ। কালবশেন সর্ব্বে স্বধর্মভ্রষ্টা অপি যদি কেবলং বাসুদেবপরাঃ স্যুস্তর্হি কৃতার্থা এব॥ ৮১॥

এতদেব স্পষ্টয়তি পিঙ্গলাবচনেন। আত্মানং জীবং ভগবতোঽন্য ইহ কলৌ কঃ ত্রাতুমীশ্বরঃ প্রভুঃ॥ ৮২॥

নন্বু বিষয়াণাং দুর্জ্জয়ত্বাৎ কথং তন্মুষিতেক্ষণো রক্ষণীয়ঃ? উত্তরোত্তর ভক্ত্যৈবেত্যত্র ভগবদ্বচনমাহ প্রগল্‌ভয়া সমর্থয়া বিষয়ৈর্বাধ্যমানোঽপি আকৃষ্যমানোঽপি যতোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ। এবম্ভূতো জনো মম ভক্ত্যা অনুমাত্রয়াপি বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে। কিং পুনঃ প্রগল্‌ভয়া ইত্যর্থঃ। ইত্যত্রপ্রায়োগ্রহণম্।

সত্যাদি সর্ব্ব যুগে ভগবদ্ ভক্তগণই কৃতার্থ সত্যই, কিন্তু বিশেষতঃ এই কলিযুগে ভগবদ্ ভক্তগণই কৃতার্থ হইয়া থাকেন, এই বিষয়টি বৃহন্নারদীয় বচনে স্পষ্ট করিতেছেন—ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে কাল প্রভাবে মনুষ্যগণ সমস্ত ধর্ম্ম বহিষ্কৃত হইয়াও যদি শ্রীবাসুদেবের পরম আশ্রয় জ্ঞানে শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহারা সর্ব্ব পাপাদি হইতে মুক্ত হইয়া কৃতার্থ হইবে ইহাতে আর কোন সংশয় নাই॥ ৮১॥

পিঙ্গলা বচনের দ্বারা উক্ত বিষয়টি আরও স্পষ্ট করিতেছেন—পিঙ্গলা বলিলেন—সংসার কূপে নিপতিত, বিষয়সমূহের দ্বারা অপহৃত দৃষ্টি বা জ্ঞান এবং কালসর্পের দ্বারা গ্রাসিত জীবকে এই কলিযুগে শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্য কে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন॥ ৮২॥

৮৪। পুংশ্চল্যাপহৃতং চিত্তং কোঽন্যো মোচয়িতুং ক্ষমঃ।
আত্মারামেশ্বরমৃতে ভগবন্তমধোক্ষজম্ ॥১১।২৬।১৫

কদাচিৎ কদাচিন্মদ্ধ্যানাদিত আকৃষ্যমানত্বম্, অতঃ অজিতেন্দ্রিয়োঽপি মদ্ভক্ত্যা হেলয়াপি তরতি, কিং পুনঃ পরমভক্ত ইতি ভাবঃ। তথা চ শ্রীভগবদ্ গীতাসু "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৮৩ ॥

যন্ত্রৈণমপি মোচয়তি তস্য বিষয়ান্তরলুব্ধমোচনমীষৎকরমিত্যাহ পুরূরবোবাক্যেন। পুংশ্চল্যা অসাধ্ব্যা একরূপয়া স্ত্রিয়া যদাহ "স্থানং নাস্তি ক্ষণং নাস্তি নাস্তি প্রার্থয়িতা নরঃ। তেন নারদ নারীণাং সতীত্বং নোপজায়তে" ॥ ইত্যাদি ভগবন্তং বিনা কোঽন্যঃ, স এব ক্ষম ইত্যর্থঃ। যতঃ অধোক্ষজম্ অধঃ কৃতমক্ষজমিন্দ্রিয়জং সুখং যেন, জিতেন্দ্রিয়মিতি যাবৎ। এতৎ কুতঃ ? যতঃ আত্মারামম্। যোগিভ্যো বিশেষমাহ, ঈশ্বরং সর্বনিয়ন্তারম্ ॥৮৪

যেহেতু বিষয়সমূহ দুর্জয় সেইহেতু বিষয়ান্ধ ব্যক্তিকে কিভাবে রক্ষা করা যাইবে ? এই আশঙ্কার উত্তরে ভক্তির ক্রমোন্নতিতেই বিষয়ান্ধ ব্যক্তি রক্ষিত হইবে এই বিষয়ে ভগবদ্বাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন—যেহেতু অজিতেন্দ্রিয় অতএব দুর্জয় বিষয়সমূহের দ্বারা প্রায় আকৃষ্ট হইলেও ঐরূপ ব্যক্তি আমার স্বল্প পরিমান ভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হয় না, সুতরাং প্রবলা ভক্তির ফলে যে বিষয়ে অভিভূত হয় না, ইহা আর কি বলিব। এখানে প্রায় শব্দটি প্রয়োগের উদ্দেশ্য কখনও কখনও ভগবদ্ধ্যানাদি হইতে বিষয়ে মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও আমার ভক্তি দ্বারা অনায়াসে সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হয়। আর পরম ভক্তের কথা কি বলিব। এইরূপ শ্রীগীতাতেও

৮৫। ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।

সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্মকারণং মোপযাতি সঃ ॥১১।১৮।৪৫

তস্মাৎ ভক্তিরেব ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায় এবেত্যত্র ভগবদ্বচনমাহাষ্টভিঃ। অনপায়িন্যা অব্যভিচারিণ্যা। সর্ব্বলোকমহেশ্বরমিতি নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতিকারণত্বং দর্শিতম্। সর্ব্বেষামুৎপত্তিরপ্যয়ো বিনাশশ্চ যস্মাৎ। কুতঃ? ব্রহ্মণোঽপি কারণং বেদস্য বা মা মাম্ ॥ ৮৫ ॥

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—সুদুরাচার ব্যক্তিও যদি একান্তভাবে আমাকে ভজন করে, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে, যেহেতু তিনি শোভন অধ্যবসায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে একান্ত নিষ্ঠারূপ শ্রেষ্ঠনিশ্চয়বান্ ॥ ৮৩ ॥

যিনি (ভগবান) স্ত্রৈণ ব্যক্তিকেও মুক্ত করেন, তাঁর পক্ষে রূপরসাদি বিষয়ে লুব্ধ ব্যক্তিকে মুক্ত করা অকিঞ্চিৎকর ইহাই পুরুরবার বাক্যে বলিতেছেন—পুংশ্চলী অর্থাৎ অসাধ্বী, "যাহাদের স্থান, কালও পাত্র বিচার নাই হে নারদ ! এতাদৃশ রমণীগণের চিত্ত একনিষ্ঠ হইতে পারে না" ॥ সুতরাং সেই অসাধ্বী রমণী কর্ত্তৃক যাহার চিত্ত অপহৃত হইয়াছে তাহাকে শ্রীভগবান্ ব্যতীত আর কে মোচন করিতে পারে? অর্থাৎ তিনিই একমাত্র সমর্থ। যেহেতু ভগবান্ অধোক্ষজ অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়জ সুখকে জয় করিয়াছেন, ইহা কিরূপে সম্ভব যেহেতু তিনি আত্মারাম নিজলাভে পূর্ণ মনোরথ। আচ্ছা যোগিগণও ত জিতেন্দ্রিয় ও আত্মারাম হন ইঁহাতে বিশেষ কি? এই জন্যই বলিলেন তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ সকলের নিয়ন্তা অতএব তিনিই একমাত্র সমর্থ ॥ ৮৪ ॥

অতএব ভক্তিই শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, শ্রীভগবতোক্ত শ্লোকাষ্টকের দ্বারা ইহাই দেখাইতেছেন—হে উদ্ধব ! আমার সেই ভক্ত

৮৬। যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥১১।১৪।১৯

৮৭। ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥১১।১৪।২০

কিঞ্চ ভক্তস্য প্রায়শ্চিত্তান্তরাপেক্ষাপি নাস্ত্যেবেত্যাহ। পাকাদ্যর্থমপি প্রজ্বলিতোঽগ্নির্যথা কাষ্ঠানি ভস্মীকরোতি, তথা রাগাদিনাপি কথঞ্চিন্মদ্বিষয়া সতী ভক্তিঃ সমস্ত পাপানীতি, ভগবানপি স্বভক্তিমহিমানং দর্শয়ন্ আশ্চর্য্যং সম্বোধয়তি, উদ্ধবেতি ॥ ৮৬ ॥

অত এবম্ভূতং শ্রেয়ো নান্যদস্তীত্যাহ। ন সাধয়তি ন বশীকরোতি, যথা ভক্তিঃ সাধয়তি, যতঃ সা মমৈব, অতএব উর্জ্জিতা যোগাদিভ্য উৎকৃষ্টা ॥ ৮৭ ॥

অবিনাশী নিত্যা ভক্তির বলেই সর্বলোকের মহেশ্বর, সকলের জন্ম স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ যে ব্রহ্ম বা বেদাদি-শাস্ত্র তাহারও-কারণস্বরূপ আমার সামীপ্য লাভ করে ॥৮৫॥

এবং আরও বলিতেছেন—যে ভগবদ্ভক্তের ভক্তির অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনই হয় না, রন্ধনাদির জন্য প্রজ্বলিত হইয়া অগ্নি যেরূপ আনুষঙ্গিকভাবে কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে তদ্রূপই, শ্রীভগবান্ স্বভক্তি মহিমা খ্যাপনের নিমিত্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—হে উদ্ধব! রাগাদি সকামভাবেও যৎ কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠিতা মদ্বিষয়িনী ভক্তি সমুদায় পাপরাশিকে বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥৮৬॥

অতএব ভক্তির ন্যায় এই প্রকার মঙ্গল অন্য কোন সাধনে নাই এখানে ইহাই দেখাইতেছেন—হে উদ্ধব! যোগ, জ্ঞান, বেদপাঠ, তপস্যা ও দান বা সন্ন্যাসাদি ধর্ম্ম আমাকে তদ্রূপ বশীভূত করিতে পারে না,

৮৮। ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥১১।১৪।২১

৮৯। ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি ॥১১।১৪।২২

সর্ব্বপাবনত্বাচ্চোর্জ্জিতা ইত্যাহ—শ্রদ্ধয়া যা ভক্তিঃ তয়া। সম্ভবাৎ জাতিদোষাৎ। যত্র মদ্ভক্তো জাতি চাণ্ডালত্বং জহাতি, তত্র কর্ম্মচাণ্ডালত্বং জহাতীতি কিং বাচ্যম্ ॥ ৮৮ ॥

ভক্ত্যভাবে ত্বন্যৎসাধনং সুনিষ্ঠিতমপি ব্যর্থমিত্যাহ দ্বাভ্যাম্। বিদ্যা উপাসনা আত্মানম্ অন্তঃকরণং পুণাতি, নতু সম্যক্ সবিশেষমিত্যর্থঃ ॥ ৮৯ ॥

যেরূপ ভক্তি আমাকে বশীভূত করিতে পারে, যেহেতু সেই ভক্তি আমারই "হ্লাদিনী সার সমবেতঃ সম্বিদ্ সাররূপা।" অর্থাৎ মদীয় স্বরূপ শক্তির বৃত্তি প্রেম সম্বলিত কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান স্বরূপা। অতএব ভক্তিই বলবতী অর্থাৎ যোগ, জ্ঞান, বেদপাঠ, তপস্যা ও দান বা সন্ন্যাসাদি ধর্ম্ম হইতে পরম উৎকৃষ্টা ॥৮৭॥

মদ্বিষয়িনী ভক্তি সকলকেই পবিত্র করিতে সমর্থ বলিয়া উর্জ্জিতা অর্থাৎ অত্যন্ত বলবতী ইহাই দেখাইতেছেন— সাধুগণের আত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি শ্রদ্ধা সহকৃত কেবলা ভক্তির দ্বারাই তাহাদের প্রাপ্য হইয়া থাকি। আমাতে নিষ্ঠারূপদৃঢ়া ভক্তিই যখন চণ্ডালকেও জাতি দোষ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে তখন কর্ম্ম চণ্ডালকেও যে পবিত্র করে একথা আর কি বলিব ॥৮৮॥

অন্য সাধন সমূহ নিপুনভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি ভক্তিশূন্য হয়, তাহা হইলে ব্যর্থতায় পরিণত হয়—শ্লোকদ্বয়ে তাহাই বিবৃত করিতেছেন—

৯০। কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥ ১১।১৪।২৩

৯১। বাগ্ গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
হসত্যভীক্ষ্ণং রুদতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥১১।১৪।২৪

প্রসঙ্গাদ্ ভক্তেলিঙ্গং দর্শয়ন্নেতদেবনির্দ্ধারয়িতুমাহ। রোমহর্ষাদিকং বিনা কথং ভক্তির্গম্যতে ভক্ত্যা চ বিনা কথমাশয়ঃ শুধ্যেদিতি ॥ ৯০ ॥

কিঞ্চৈতাদৃশী ভক্তিঃ স্বাশ্রয়ং পুনাতীতি কিং বাচ্যং, যতো গদ্গদবাগাদিলক্ষণভক্তিযুক্তঃ সর্বং লোকং পুনাতীত্যাহ। বাগ্ গদ্গদা প্রেমভরেণ। চিত্তদ্রবস্তন্মহামহিমস্মরনেন। স্বতন্ত্রোঽপি ভক্ত পরাধীন ইতি হসতি। এতাবন্তং কালং তৎসেবাং বিনা বঞ্চিতোঽস্মীতি রোদিতি। অথ জিতং জিতমিতি গায়তি নৃত্যতি চ। বিলজ্জত্বং সর্বত্র বোদ্ধব্যম্। কিন্তু বাগ্ গদ্গদাদিষু কারণারোপণমিত্যুপলক্ষণম্। এবং স্বভাবঃ প্রেমভরস্যেতি ॥ ৯১ ॥

ভক্তির সহযোগিতা ব্যতীত ধর্ম্মাদি অন্য সাধন সমূহ ব্যর্থ, কেননা – সত্য ও দয়া সহকৃত ধর্ম্ম, অথবা তপস্যা সহকৃত উপাসনা ইহারা মদ্ভক্তি শূন্য হইলে চিত্তকে পবিত্র করিতে পারে সত্য, কিন্তু সম্যক্ প্রকারে বাসনার সহিত চিত্তকে পবিত্র করিতে পারে না ॥৮৯॥

প্রসঙ্গক্রমে ভক্তির চিহ্ন সমূহ দেখাইয়া ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান যোগাদি অন্য সাধন সমূহ স্বতন্ত্ররূপে যে ফল দিতে পারে না, ইহাই নিদ্ধারণ করিবার জন্য বলিতেছেন—রোমাঞ্চ চিত্তের দ্রবতা, এবং আনন্দাশ্রু কলা বা বিন্দু ব্যতীত ভক্তির উদয় কিরূপে জানা যায়? আবার ভক্তি ব্যতীতই বা সবাসনা চিত্তশুদ্ধি কিরূপে হইবে? ॥৯০॥

৯২। যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধুন্বন্
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ ।। ১১।১৪।২৫

অপি চ ভক্ত্যৈবাত্মশুদ্ধি র্নান্যত ইত্যাহ সদৃষ্টান্তম্। যথাগ্নিনা ধ্মাতং তাপিতমেব হেম সুবর্ণম্ অন্তর্ম্মলং জহাতি, ন পুনঃ ক্ষালনাদিভিঃ স্বং নিজং রূপঞ্চ ভজতে, তথা আত্মা মনঃ কর্ম্মানুশয়ং কর্ম্মবাসনাং বিধুন্বন্ উন্মূলয়ন্ মাং ভজতে মদ্রূপতামাপদ্যতে ।। ৯২ ।।

আরও বলিতেছেন––যে এতাদৃশী ভক্তি নিজ আশ্রিতব্যক্তিকে পবিত্র করিয়া থাকেন ইহা ত বলাই বাহুল্য যেহেতু গদ গদ বাক্যাদিলক্ষণযুক্ত ভক্তি সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিয়া থাকেন এস্থলে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে— আমার কীর্ত্তনে প্রেমভরে যাঁহার বাক্য গদ গদ হয়, এবং আমার মহামহিমা স্মরণ করিয়া চিত্ত দ্রবীভূত হয়, আবার কখনও ভগবান্ স্বয়ং স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তের অধীন ইহা স্মরণে হাস্য করেন, অনন্তর কতকাল পর্য্যন্ত আমি তাঁহার সেবায় বঞ্চিত ছিলাম এই বলিয়া রোদন করেন। আবার কখনও বা তাঁহার বিভিন্ন লীলা স্মরণে নির্লজ্জ হইয়া আমি জিত হইয়াছি আমি জিত হইয়াছি এই বলিয়া নৃত্য ও গান করেন, এতাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিয়া থাকেন ॥৯১॥

আরও বলিতেছেন––যে ভক্তির দ্বারাই মনঃশুদ্ধি হইয়া থাকে অন্য কোনও উপায়ে নহে যথা শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন––সুবর্ণ অগ্নিতে উত্তপ্ত হইয়া যেরূপ অন্তর্মল ত্যাগ করে, ধৌতাদি দ্বারা নহে, এবং পুনরায় নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মদ্বিষয়ক ভক্তিযোগ দ্বারাই মনঃ ও কর্ম্ম বাসনা সমূলে ত্যাগ করতঃ আমার ভজন দ্বারা মদীয় সারূপ্য লাভ করে ॥৯২॥

৯৩। বরমেকং বৃণেঽথাপি পূর্ণাৎ কামাভিবর্ষণাৎ।
ভগবত্যুত্তমাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা ত্বয়ি ॥১২।১০।৩৪

৯৪। তথাপরে চাত্মসমাধিযোগ-
বলেন জিত্বা প্রকৃতিং বরিষ্ঠাম্।
ত্বামেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি
তেষাং শ্রমঃ স্যান্ন তু সেবয়া তে ॥৩।৫।৪৫

এবং ভগবদ্বচনমুপসংহৃত্য অতএব বিজ্ঞৈ র্ভক্তিরেব প্রার্থ্যতে ইত্যত্র মার্কণ্ডেয়-বচনমুদাহরতি বিশ্বেশ্বরং প্রতি। পূর্ণাৎ কামাভিবর্ষণাৎ সর্ব্বদাতুস্ত্বত্তো বিশ্বেশ্বরাৎ। ভগবতি ত্বয়ি চ বৈষ্ণবত্বাৎ, তৎপরেষু চ ভগবদ্ভক্তেষু। অত্র সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা ভগবৎসম্বন্ধিত্বেন একবরত্বং দ্রষ্টব্যম্। যদ্বা ভগবত্যুত্তমাং ভক্তিমিত্যেকো বরঃ তথা তদ্ভক্তেষু ত্বয়ি চেতি বরদ্বয়ম্। তস্মাৎ সাধূক্তং সর্ব সাধন শ্রেষ্ঠা ভক্তিরিতি ॥ ৯৩ ॥

ননু বহুষু মোক্ষোপায়েষু সৎস্বপি কথং ভক্তিরেব গরীয়সীত্যেবমাশঙ্ক্য দেবব-চনমুদাহরতি। তথাপরে যোগিনোঽপি ত্বামেব বিশন্তি, আত্মনো মনসঃ সমাধিঃ সংযমঃ স এব যোগস্তদ্বলেন তন্নিষ্ঠয়া প্রকৃতিং মায়াং জিত্বা বরিষ্ঠাং দুর্জয়াম্। তর্হি কো বিশেষ ইত্যাহ, তেষাং যোগিনাং ভক্ত্যা বিনা নিস্ফলো যোগাভ্যাসঃ উভয়করণে চ গৌরবং, ভক্তিস্তু নিরপেক্ষ সাধনমিতি ভাবঃ ॥ ৯৪ ।

এইরূপে শ্রীভগবদ্বাক্য উপসংহার করিয়া বিজ্ঞজন কর্ত্তৃক ভক্তিই প্রার্থিত হইয়া থাকেন ইহাই কাশীনাথ বিশ্বেশ্বরের প্রতি শ্রীমার্কণ্ডেয়ের বাক্যে উদাহরণ দিতেছেন শ্রীভগবদ্রূপ দর্শনে যদিও অন্যবরে লিপ্সা হয় না তথাপি পূর্ণ সর্বপ্রদাতা বিশ্বেশ্বর তোমার নিকট হইতে একটি মাত্র এই বরই প্রার্থনা করি যে শ্রীভগবানে ও বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ তোমাতে এবং তাঁহার ভক্তগণে যেন আমার উত্তমা ভক্তি হয়, এখানে শ্রীভগবানে সাক্ষাৎ ভক্তি এবং ভগবদ্ভক্তগণে পরম্পরা সম্বন্ধে ভক্তিযোগ প্রার্থনা করায় ইহা

৯৫। অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানা-মনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্ত্ত-রচনা মুনয়োঽপি দেব
যুস্মৎ-প্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ ৩।৯।১০

তর্হি সর্ব্বে ভগবদ্ভক্তিমেব কিমিতি ন কুর্বন্তীত্যাশঙ্ক্য বিষয়িনামভজনকারণং বক্তুং ব্রহ্মবচনমাহ। অহ্নি আপৃতানি ব্যাপৃতানি চ তানি আর্ত্তানি ক্লিষ্টানি, করণানি ইন্দ্রিয়ানি যেষাম্। নিশি রাত্রৌ বিষয়সুখলবোঽপি নাস্তি যতো নিঃশয়ানাঃ স্বপ্নদর্শনেন চ ক্ষণে ক্ষণে ভগ্ননিদ্রাঃ। দৈবেনাহতাঃ সর্বতঃ প্রতিহতা, অর্থরচনা অর্থার্থ উদ্যমো যেষাম্। অতএব যুস্মদ্ভজন বিমুখাঃ সংসারিণো ভবন্তি মুনয়োঽপি বহুশাস্ত্র মননশীলা অপি ॥ ৯৫ ॥

একটিই বর। অথবা ভগবানে উত্তমা ভক্তি প্রার্থনা এই একটি বর, সেইরূপ ভগবদ্ভক্ত ও তোমাতে এই দ্বিতীয় বর। সুতরাং সর্ব্ব সাধন শ্রেষ্ঠা ভক্তি ইহা যথার্থই বলা হইয়াছে ॥৯৩॥

যদিবল মোক্ষের উপায় বহুবিধ থাকা সত্ত্বেও ভক্তিই কিরূপে শ্রেষ্ঠা হইল? এই আশঙ্কার উত্তরে দেবতাগণের বচনে উদাহরণ দেখাইতেছেন অন্যান্য ধীরব্যক্তিগণ মনঃস্থৈর্য্যরূপ সমাধি যোগবলে বলবতী দুর্জয়া মায়াকে জয় করিয়া সেই পুরুষ তোমাতেই প্রবেশ অর্থাৎ সাযুজ্য লাভ করেন। সুতরাং ভক্তির বৈশিষ্ট্য কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন সেই যোগিগণের ভক্তি ব্যতীত যোগাভ্যাস নিস্ফল হয়, আবার ভক্তির সাহার্য্য লইলে উভয় অনুষ্ঠানে গৌরব অর্থাৎ দুর্গম হয়। কিন্তু কেবল মাত্র ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে উহা নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ অন্য যোগাদি সাধনের সাহার্য্য না লইয়া সর্বফলসহ ভগবৎ সান্নিধ্য দিতে পারেন ইহাই যোগ হইতে ভক্তির বৈশিষ্ট্য ॥ ৯৪ ॥

৯৬। যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্না
জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম্ম যত্র।
নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্যমুষ্য
সম্মোহিতা বিততয়া বত মায়য়া তে ॥ ৩।১৫।২৪

অথ মুমুক্ষু সাধারণং হেতুং বক্তুং দেবান্ প্রতি ব্রহ্মবচনমাহ। নোঽস্মাভি-র্ব্রহ্মাদিভিরভ্যর্থিতাং নৃগতিং মনুষ্যজাতিং প্রপন্নাঃ প্রাপ্তাঃ সন্তোঽপি হরেরারাধনং ভক্তিং ন কুর্ব্বন্তি। কীদৃশীং নৃগতিম্? যত্র যস্যাং ধর্ম্ম সহিতং তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি, তদুভয়সাধকত্বাৎ। তে অমুষ্য ভগবতো বিততয়া বিস্তৃতয়া মায়য়া সম্মোহিতাঃ। বত খেদে ॥ ৯৬ ॥

যোগাদি হইতে যদি ভক্তিই শ্রেষ্ঠা হয় তাহাহইলে সকলে ভগবদ্ভক্তিই কেন করেন না? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বিষয়িগণের ভগবদ্ভক্তি না করিবার কারণ বলিবার জন্য ব্রহ্মার বাক্য দেখাইতেছে হে দেব! দিবসে বিষয়িগণের ইন্দ্রিয়গণ নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্লিষ্ঠ থাকে, আবার রাত্রকালেও নিদ্রাবসরে বিষয় সুখ বিন্দু মাত্রও হয়না, যেহেতু নিদ্রাজন্য যে সুখানুভব স্বপ্নদর্শনে ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায় তাহা লাভ হয় না। অনন্তর দৈব প্রতি কূল হওয়ায় তাঁহাদের অর্থলাভের জন্য উদ্যম ও ব্যাহত হইয়া যায়। অতএব হরিভজনবিমুখ ব্যক্তিগণ সংসারীই হইয়া থাকে; এবং বহু শাস্ত্র মননশীল ঋষিগণও হরিপ্রসঙ্গ বিমুখ হইলে তাঁহারাও সংসারী হইয়া থাকেন ॥ ৯৫ ॥

অনন্তর মুক্তিকামী মনুষ্য মাত্রের মায়া উত্তীর্ণ না হওয়ার কারণ বলিবার জন্য দেবতাদের প্রতি ব্রহ্মার বচন দেখাইতেছেন যে মনুষ্য জন্ম আমাদিগেরও অর্থাৎ ব্রহ্মাদিদেবগণেরও প্রার্থনীয়, এবং যে মনুষ্য

৯৭। বিশ্বস্য যঃ স্থিতিলয়োদ্ভবহেতুরাদ্যো
যোগেশ্বরৈরপি দুরত্যয়-যোগমায়ঃ।
ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশ-
স্তত্রাস্মদীয়-বিমৃশেন কিয়ানিহার্থঃ ॥ ৩।১৬।৩৭

৯৮। যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥ ৪।২৯।৪৬

নন্বেবং ভক্তিং বিনা মায়া ন জীয়েত, তয়া বিমুগ্ধানাঞ্চ ভক্তি দুর্লভেতি কথং নিস্তার:? ভগবৎকৃপয়েত্যত্র ব্রহ্মবচনমাহ। ত্রয়ানাং গুণানামীশস্ত্র্যধীশঃ। বিমৃশেন বিচারেণ ॥ ৯৭ ॥

এবং ভগবদনুগ্রহং প্রার্থয়মানং ত্যক্তাভিমানং ভগবান্ কদাচিদনুগৃহ্ণাতি যেন ভক্তির্ভবতীত্যাহ প্রাচীনবর্হিষং প্রতি নারদবাক্যেন। যস্যায়মনুগৃহ্ণাতি। অনুগ্রহে হেতুঃ আত্মনি মনসি সর্ব্বকর্তৃত্বেন ভাবিতঃ সন্। স তদা লোকে ব্যবহারে, বেদে চ কর্ম্ম মার্গে পরিনিষ্ঠিতাং মতিং ত্যজতি। এবম্বিধস্তৎকৃপয়া সর্বং বিহায় শ্রবণাদিনা তং ভজতে ইতি ভাবঃ। ৯৮ ॥

জন্মে ভগবদ্ধর্ম্মের সহিত ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়, সেই মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও যাহারা ভক্তি যোগে ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করে না, অহো নিশ্চয়ই তাঁহারা শ্রীভগবানের বিশাল মায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়াছেন ॥ ৯৬ ॥

যদিবল ভক্তিব্যতীত মায়াকে জয় করা যায়না, আবার সেই মায়াবিমুগ্ধ জনের ভক্তিলাভও দুর্লভ সুতরাং মায়াবিমুগ্ধজনগণ তাহারা কিরূপে উদ্ধার পাইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে শ্রীভগবৎ কৃপাতেই সম্ভব হয়, ইহাই ব্রহ্মবাক্যে ব্যক্ত করিতেছেন— যিনি আদি পুরুষ, যিনি সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ, যাঁহার যোগমায়া

৯৯। শ্রিয়মনুচরতীং তদর্থিনশ্চ
দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যঃ স্বপূর্ণঃ।
ন ভজতি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ
কথমমুমুদ্বিসৃজেৎ পুমান্ রসজ্ঞঃ ॥ ৪।৩১।২২

এবং প্রসঙ্গমুপসংহৃত্য ভগবতো ভক্তবশ্যতাং দর্শয়ন্ অবশ্যং ভজনীয়ত্বমাহ দশপ্রচেতসঃ প্রতি নারদবাক্যেন। অনুচরতীমনুবর্ত্তমানাং শ্রিয়ং, তদর্থিনঃ সকামান্ দ্বিপদপতীন্ নরেন্দ্রান্, বিবুধান্ দেবান্ অপি যো ন ভজতি নানুবর্ত্ততে, যতঃ স্বেনৈব পূর্ণঃ। তথাপি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ স্বভক্তগোষ্ঠ্যধীনো যস্তমমুম্। অয়ং ভাবঃ—পত্নীত্বেন শ্রিয়ং, রাজত্বেন রাজ্ঞঃ, দেবত্বেন দেবান্ ন ভজতে, অনুগতত্বেন তু সর্বানেব ভজতে ইতি ॥ ৯৯ ॥

যোগেশ্বরদিগেরও অনতিক্রম্য, যিনি সত্ত্বাদি ত্রিগুণের অধীশ্বর সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। এই জন্য আমাদের তাঁহার কৃপা প্রার্থনা ব্যতীত বিচারে কি প্রয়োজন ॥ ৯৭ ॥

এইরূপে ভগবদনুগ্রহ প্রার্থনাকারী ও নিরভিমানীজনের প্রতি শ্রীভগবান্ কখনও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, যে অনুগ্রহের ফলে ভক্তি লাভ হইয়া থাকে, প্রাচীন বর্হিষের প্রতি নারদের বাক্যে ইহা প্রকাশ করিতেছেন—মহতের মুখে উচ্চারিত শ্রীহরি কথা শ্রবণ দ্বারা শুদ্ধচিত্তে শ্রীভগবান্ সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে ভাবিত বা চিন্তিত হইয়া যখন যে ভাগ্যবানকে অনুগ্রহ করেন, তখনই তিনি লৌকিক ব্যবহারে ও বৈদিক কর্মকাণ্ডে পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধিকেও ত্যাগ করেন। সেই ব্যক্তি তখন তোমার কৃপাতে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণাদি ভক্তির দ্বারা তোমাকে ভজন করিয়া থাকেন ॥ ৯৮ ॥

১০০। রাজন্ পতিগুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ ৫।৬।১৮

ভগবতো ভক্তবশ্যতাং প্রপঞ্চয়ন্নেব এতাদৃশভক্তেদুর্লভত্বং দর্শয়িতুং শ্রীশুক-বচনমাহ। রাজন্ হে পরীক্ষিত! পতিঃ, প্রভুঃ, গুরুঃ হিতোপদেষ্টা, ভবতাং পাণ্ডবানাং যদূনাঞ্চ, দৈবমারাধ্যঃ, প্রিয়ঃ সুহৃৎ, কুলপতিঃ কুলরক্ষকঃ। অস্ত্বেবং, তথাপি মুক্তিং দদাতি, পরন্তু প্রেম সহিতং ভক্তিযোগং ন দদাতি। তৎ কৃপাং বিনা সাধনান্তরসহস্রৈরপি ভক্তির্দুর্লভেতি ভাবঃ ॥ ১০০ ॥

এইরূপে এই প্রসঙ্গ উপসংহার করিয়া শ্রীভগবানের ভক্তবশ্যতা দেখাইয়া ভগবদ্ভজন অবশ্য করনীয় ইহাই দশপ্রচেতার প্রতি নারদের বাক্যে দেখাইতেছেন—শ্রীভগবান্ নিজসেবারতা শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে, সম্পৎ-কামী নরেন্দ্রগণকে বা দেবগণকেও ভজন করেন না অর্থাৎ ইঁহাদের অনুবর্ত্তন করেন না, যেহেতু তিনি নিজলাভে স্বয়ংই পরিপূর্ণ, তথাপি যিনি নিজ ভক্তবর্গের অধীন হন, সেই এই ভগবানকে কোন্ রসজ্ঞ বা কৃতজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে ত্যাগ করিতে পারে? অর্থাৎ পত্নীরূপে লক্ষ্মীদেবীকে, নরাধীশরূপে রাজাকে, স্বর্গলোকবাসী বলিয়া দেবগণকে শ্রীভগবান্ অনুগ্রহ করেন না। পরন্তু শরণাগত ব্যক্তিমাত্রকেই তিনি অনুগ্রহ করেন, এমন কি তাঁহাদের অধীনও হন ॥ ৯৯ ॥

শ্রীভগবানের ভক্তবশ্যতা বিস্তৃতরূপে দেখাইতে গিয়া ভক্তির দুর্লভত্ব প্রদর্শনার্থ শ্রীশুকবচনে বলিতেছেন হে মহারাজ পরীক্ষিত! ভগবান্ মুকুন্দ তোমাদের ও যদুবংশের প্রভু, হিতোপদেষ্টা, আরাধ্য,

১০১। সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণ-পরায়ণাঃ ॥ ৬।১।১৭

১০২। তে দেবসিদ্ধ-পরিগীত-পবিত্র-গাথা
যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎ প্রপন্নাঃ।
তন্নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্
নৈষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে ॥ ৬।৩।২৭

তস্মাৎ পর্য্যবসিতমাহ শুকবচনেন। অয়ং পন্থা বিষ্ণুভক্তিমার্গঃ সধ্রীচীনত্বে হেতুঃ—ক্ষেমো নাশরহিতঃ যতোঽকুতোভয়ঃ। যত্র যস্মিন্ পথি সাধবো বর্ত্তন্তে ইতি শেষঃ। নারায়ণপরায়ণাঃ নতু সকামাঃ ॥ ১০১ ॥

অকুতোভয়ত্বং দর্শয়িতুং যমবাক্যমাহ। যে ভগবৎপ্রপন্নাস্তে দেবৈঃ সিদ্ধৈঃ পরিগীত পবিত্রগাথাঃ বর্ণিত পবিত্রকথাঃ। অতস্তান্ নোপসীদত তৎ সমীপমপি ন গচ্ছত। তত্র বয়ং ন প্রভবাম, বয়ঃ কালোঽপি ন প্রভবতি। যত্র যমকালাভ্যামপি ন ভয়ং তত্র কুতোঽন্যস্মাদিত্যকুতোভয়ত্বম্ ॥ ১০২ ॥

সুহৃৎ, কুলরক্ষক, এবং সময় বিশেষে দূতকার্য্যে তোমাদের কিঙ্করও হইয়াছেন, ভগবান্ শ্রীহরি তোমাদের প্রতি এইরূপ হইলেও ভজনকারী অন্যান্য ব্যক্তিকে তিনি মুক্তিই দান করেন, পরন্তু সপ্রেম ভক্তিযোগ-দান করেন না। সুতরাং শ্রীভগবৎকৃপা ব্যতীত সহস্র সহস্র সাধনেও প্রেমভক্তি লাভ করা যায় না, অর্থাৎ প্রেমভক্তি অতীব দুর্লভই জানিতে হইবে ॥ ১০০ ॥

অতএব শুকবচনে প্রতিপাদ্য বিষয়টি সমাপ্তি করিতেছেন এই জগতে, শ্রীবিষ্ণুভক্তি মার্গই সমীচীন পথ কারণ এই ভক্তিমার্গই পরম মঙ্গলস্বরূপ অথচ বিনাশরহিত, যেহেতু সর্ব্বথা ভয়রহিত সেই হেতু নারায়ণ পরায়ণ পরম কৃপালু নিষ্কাম সাধু ভক্তগণ এই ভক্তিমার্গে

১০৩। ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো
ন বা প্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা।
তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা
সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ ॥ ১০।৩৮।২২

নন্বু ভক্তানেব রক্ষতীতি ভগবতো বৈষম্যম্? নেত্যাহ অক্রূরঃ। দয়িতো বল্লভঃ, সুহৃন্নিরপেক্ষোপকারকঃ, প্রিয়ঃ সখা, দ্বেষ্যঃ শত্রুঃ, উপেক্ষ্য উদাসীন, যদ্যপি তস্য কোঽপি নাস্তি, সর্ব্বসমত্বাৎ, তথাপি স্বভাবাৎ যদ্বৎ সুরদ্রুম উপাশ্রিতস্যৈবার্থং দদাতি, তথা ভক্তান্ ভজতে অনুগৃহ্লাতি ইতি ॥ ১০৩ ॥

বিচরণ করেন। কিন্তু সকাম ব্যক্তিরা এই পথে বিচরণ করেন না। সুতরাং জ্ঞান মার্গের ন্যায় এই পথে স্খলন ও পতন নাই, আবার কর্ম্ম-মার্গের ন্যায় মাৎসর্য্যান্বিত ব্যক্তি হইতে কোন ভয়ও নাই ॥ ১০১ ॥

ভগবদ্ভক্তের অকুতোভয়ত্ব দেখাইবার জন্য যমবাক্য দেখাইতেছেন—যে সকল সাধু ভক্তগণ শ্রীভগবানের শরণাপন্ন ও সর্বত্র সমদৃক্ দেবগণ ও সিদ্ধগণ তাঁহাদের পুণ্য কথা প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তন করেন। হে দূতগণ! তোমরা তাঁহাদের নিকটে ও যাইও না। কেননা শ্রীহরির গদা দ্বারা তাঁহারা সর্ব্বথা রক্ষিত হইতেছেন। তাঁহাদের দণ্ড বিধানে আমরাও সমর্থ নহি, স্বয়ং কাল ও নহেন। যেখানে যম ও কাল হইতে কোন ভয় নাই সেই ভক্তগণের আর কোথা হইতে ভয় হইতে পারে? এইরূপে ভগবদ্ভক্তের সর্বথা ভয় রাহিত্যই বলা হইল ॥ ১০২ ॥

যদি বল শ্রীভগবান্ কেবল মাত্র ভক্তকেই রক্ষা করেন ইহা ত ভগবানের ভক্তপক্ষপাত? তাহা নহে—ইহাই অক্রুরের বচনে বলিতেছেন—শ্রীভগবান্ সকলের প্রতি সমানদৃষ্টি সম্পন্ন বলিয়া এই জগতে যদিও

১০৪। কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥ ১১।১২।৮

অত্র ভগবদ্বচনং প্রমাণয়তি। সৎসঙ্গলব্ধেন কেবলেনৈব ভাবেন প্রীত্যা নগা যমলার্জ্জুনাদয়:, নাগাঃ কালিয়াদয়ঃ। যদ্বা তদানীন্তনতরুলতাগুল্মাদীনামপি ভগবতি ভাবো গম্যতে। তদুক্তং ভগবতৈব "অহো অমী দেববরামরার্চ্চিতং পদাম্বুজং তে সুমনঃফলার্হণম্। নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাত্মনস্তমোঽপহত্যৈ তরুজন্ম যৎকৃতম্"। ইত্যাদি সিদ্ধাঃ কৃতার্থাঃ সন্তঃ ঈয়ুঃ প্রাপুঃ। তস্মাৎ সাধূক্তং "তেষাং শ্রমঃ স্যান্নতু সেবয়া তে ইত্যাদি"। ১০৪ ॥

তাঁহার যেমন কেহ অত্যন্ত প্রিয় নাই সেইরূপ কেহ নিরুপাধি হিতকারী, সখা, শত্রু বা উপেক্ষার পাত্র নাই, তথাপি স্বভাবত যেমন কল্পতরু আশ্রিত ব্যক্তিগণেরই প্রার্থণা পূরণ করে, তদ্রূপ শ্রীভগবানও তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত যিনি যেমন ভক্ত তাঁহার প্রতি তিনি তেমনই অনুগ্রহ প্রকাশ করেন ॥ ১০৩ ॥

শ্রীভগবানের ভক্ত পক্ষ পাতিত্ব বিষয়ে ভগবদ্বাক্যে প্রমাণ দিতেছেন সৎসঙ্গলব্ধ বিশুদ্ধা প্রীতিদ্বারাই গোপীগণ, গাভীগণ, যমলার্জ্জুন প্রভৃতি বৃক্ষগণ, বা তৎকালীন তরুলতাগুল্ম প্রভৃতি, মৃগাদি বন্য পশুগণ এবং এতদ্ব্যতীত মূঢ়বুদ্ধি কালিয় প্রভৃতি সর্পগণ সিদ্ধি লাভ করিয়া আমাকে অনায়াসে সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রজের তরুগুল্মাদিরও শ্রীভগবানে যে প্রীতি আছে তাহা শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন — "আশ্চর্য্য এই বৃক্ষ সকল তাহাদের পাপ নাশের জন্য মস্তকস্থিত ফল পুষ্পাদির সহিত দেবশ্রেষ্ঠগণেরও বন্দনীয় আপনার শ্রীচরণ কমলে উপহার প্রদান পূর্বক নমস্কার করিতেছে"। সুতরাং ৯৪ শ্লোকে তথাপরে চাত্মসমাধি ইত্যাদি শ্লোকে যথার্থই বলা হইয়াছে ॥ ১০৪ ॥

১০৫। ভজন্তি যে বিষ্ণুমনন্যচেতস-
স্তথৈব তৎকর্ম্মপরায়ণাঃ পরাঃ।
বিনষ্ট-রাগাদিবিমৎসরা নরা-
স্তরন্তি সংসারসমুদ্রমশ্রমম্ ॥*

১০৬। নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদ ভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥১।৫।১২

তদেবাহ। তথৈবানন্যচেতস্ত্বেনৈব তদর্পণার্থং শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি তৎকর্ম্মপরায়ণাঃ, অতএব বিনষ্টরাগাদিদোষাঃ, অতএব বিমৎসরাঃ। অশ্রমং সন্ন্যাসযোগাদিপরিশ্রমং বিনাপি ॥ ১০৫ ॥

কিঞ্চ ভগবদ্ভক্তিহীনং কর্ম্ম বন্ধনমেবেতি কৈমুতিকন্যায়েনাহ নারদবাক্যেন। নিষ্কর্ম্ম ব্রহ্ম তদেকাকারত্বান্নিষ্কর্ম্মতারূপং নৈষ্কর্ম্ম্যম্। অজ্যতে অনেনেতি অঞ্জনমুপাধিস্তন্নিবর্ত্তকং নিরঞ্জনম্। এবম্ভূতমপি জ্ঞানমচ্যুতভাববর্জ্জিতম্, অচ্যুতে ভাবো ভক্তিস্তদ্বর্জ্জিতং চেদলমত্যর্থং ন শোভতে সম্যক্ অপরোক্ষায় ন কল্পতে ইত্যর্থঃ। যদ্বা জ্ঞানমলং নৈষ্কর্ম্ম্যম্, অথবা অলং মহদজ্ঞানম্। তদা শশ্বৎ সাধনকালে ফলকালে চ অভদ্রং দুঃখরূপং যৎ কাম্যং কর্ম্ম, যদপ্যকারণমকাম্যং, তচ্চেতি চকারস্যান্বয়ঃ। তদপি কর্ম্ম ঈশ্বরে নার্পিতং চেৎ, কুতঃ পুনঃ শোভতে, বহির্মুখত্বেন সত্ত্বশোধকাভাবাৎ ॥ ১০৬ ॥

যাঁহারা অনন্যচিত্তে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে ভজনা করেন, এবং ভগবৎ কর্ম্মাদিতে অত্যন্ত অনুরাগযুক্ত অতএব রাগাদি দোষশূন্য ও মাৎসর্যরহিত, সুতরাং তাঁহারা সন্ন্যাসযোগাদির পরিশ্রম না করিয়াই ভক্তিবলে অনায়াসে সংসার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥১০৫॥

---

*সটীকশ্লোকোঽয়মধিকমিতি মন্যে পূর্ব্বাপর সমন্বয়াভাবাৎ ॥

১০৭। আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥১।৭।১০

এতাবতা নিরপেক্ষসাধনত্বাদিনা ভক্তির্গরীয়সীত্যুক্তম্, ইদানীং মোক্ষাদপি গরীয়স্ত্বং দ্রঢয়তি। নিগ্রন্থা গ্রন্থেভ্যো নির্গতাঃ। যদুক্তং গীতাসু-"যদা তে মোহ কলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ" ॥ ইতি। যদ্বা গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ, নিবৃত্তহৃদয়গ্রন্থয় ইত্যর্থঃ। নহু মুক্তানাং কিং ভক্ত্যেত্যাদিসর্ব্বাক্ষেপপরিহারার্থমাহ ইত্থম্ভূতগুণ ইতি, বস্তু স্বভাব এব তথা যদ্ বিবেকী তদ্ভক্তিমেবাশ্রয়তে ইতি ভাবঃ ॥ ১০৭ ॥

আরও বলিতেছেন—যে ভগবদ্ভক্তি বিহীন কর্ম্মে কেবল বন্ধনই ঘটিয়া থাকে, ইহাই কৈমুতিকন্যায়ে নারদবাক্যে দেখাইতেছেন—ব্রহ্মের সহিত একাকারতা প্রাপ্ত সর্ব্বোপাধি নিবর্ত্তক নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানও যদি ভগবান্ শ্রীঅচ্যুতে ভক্তি বর্জ্জিত হয় তাহাহইলে সেই জ্ঞান অধিকরূপে শোভা পায় না, অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হয় না। অথবা নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানও ভক্তি বর্জ্জিত হইলে মহদ্ অজ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়। তখন সাধনকালে ও ফলকালে দুঃখ বহুল যে কাম্য কর্ম্ম সেও অবাঞ্ছনীয় হইয়া থাকে। আবার সেই কর্ম্মও যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয় তাহাহইলে উহা অধিকরূপে যে শোভা পায় না তাহা আর কি বলিব যেহেতু উহা ভগবদ্-বিমুখতা সম্পাদক ও চিত্তশোধক নয় ॥১০৬॥

এই পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ সাধন বলিয়া ভক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, সম্প্রতি সেই ভক্তি মুক্তি হইতেও যে শ্রেষ্ঠা ইহাই সূতবাক্যে দৃঢ় করিতেছেন—আত্মারামগণ, মুনিগণ, এবং যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের অতীত হইয়াছেন, যেমন শ্রীগীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"হে অর্জ্জন!

১০৮। ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধিরপুর্নভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহর্য্য কাঙ্ক্ষে ॥৬।১১।২৫

১০৯। তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥১১।২০।৩১

এবঞ্চ পুরুষার্থেভ্যোঽপি ভক্তিরুত্তমেত্যাশয়েনাহ বৃত্রাসুরবচনম্। নাকপৃষ্ঠং ধ্রুবপদং ব্রহ্মলোকাদিকঞ্চ। হে সমঞ্জস নিখিলসৌভাগ্যনিধে, ত্বা ত্বাং বিরহষ্য পৃথক্ কৃত্বা ত্বদ্ভক্তিং হিত্বা অন্যং নেচ্ছামি ॥ ১০৮ ॥

তদত্র প্রকরণার্থে ভগবদ্বচনং প্রমানয়ন্নুপসংহরত্যাসমাপ্তেঃ। মদাত্মনঃ ময্যেবাত্মা চিত্তং যস্য। শ্রেয়ঃ শ্রেয়সাধনম ॥ ১০৯ ॥

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ ঘনান্ধকার অতিক্রম করিবে তখনই তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয় হইতে নির্বেদ লাভ করিবে ॥” অথবা নির্গ্রন্থা অর্থাৎ যাঁহারা অবিদ্যা গ্রন্থি মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি আচারণ করেন। যদি বল মুক্তগণের ভক্তিতে কি প্রয়োজন ? ইত্যাদি সর্ববিধ আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন শ্রীহরির গুণাবলীর এই প্রকারই সর্বাকর্ষিনী শক্তি, বস্তু শক্তির স্বভাবই ঐরূপ যে বিবেকী মাত্রই শ্রীহরি ভক্তিকেই আশ্রয় করেন ॥১০৭॥

এবং আরও বলিতেছেন—যে সমস্ত পুরুষার্থ হইতেও ভক্তিই উত্তমা, এই মর্ম্মে বৃত্রাসুরের বাক্য দেখাইতেছেন—হে নিখিল সৌভাগ্য নিধি ভগবন্! তোমাকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গ বা ধ্রুবলোক, ব্রহ্মপদ কিম্বা সর্বভূমির কর্ত্তৃত্ব, রসাতলের আধিপত্য বা যোগসিদ্ধি, অথবা মুক্তি হউক না কেন তোমার ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া আমি অন্য কোন ফলে আকাঙ্খা করি না ॥১০৮॥

১১০। যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥১১।২০।৩২
১১১। সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥১১।২০।৩৩

তত্র হেতুঃ। ইতরৈস্তীর্থযাত্রাদিভিঃ শ্রেয়োভিঃ শ্রেয়সাধনৈর্যদ্ভাব্যং সত্ত্ব-শুদ্ধ্যাদি তৎ। স্বর্গাপবর্গঞ্চ, মদ্ধাম বৈকুণ্ঠং, লভতে এব, বাঞ্ছাতু নাস্তীত্যুক্তং যদি বাঞ্ছতীতি ॥ ১১০ ॥ ১১১ ॥

অতএব এই প্রকরণের উদ্দেশ্য সমাপ্তি পর্য্যন্ত শ্রীভগবদ্বাক্য প্রমাণ দিয়া উপসংহার করিতেছেন—আমাতে সমর্পিত চিত্ত ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণের পক্ষে ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার একত্ব জ্ঞান এবং ফল্গু বৈরাগ্য প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না। কেননা জ্ঞান ও বৈরাগ্য সাত্ত্বিক, আর ভক্তি নির্গুণা, সুতরাং নির্গুণা ভক্তিতে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের মিশ্রনই দোষনীয়, বিশেষতঃ অহৈতুকী ভক্তিবলেই যখন অবিদ্যা গ্রন্থি ছিন্ন হয়, তখন ভগবদ্ভক্তগণ জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে পৃথক্রূপে অবিদ্যানাশের জন্য শ্রেয়স্কর বা উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করেন না ॥১০৯॥

ভগবদ্ভক্তের ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন কামনা না থাকার কারণ দেখাইতেছেন—যজ্ঞাদি কর্ম্ম, কৃচ্ছ্রতপস্যা, অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান, ফল্গুবৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গযোগ ও পুণ্যজনক দান, ধর্ম্ম এবং অপরাপর তীর্থযাত্রাদি মঙ্গলোপায়সমূহ দ্বারা কাম্য যে চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি ফল লাভ করিয়া থাকে। তৎ সমস্তই আমার ভক্তিযোগেই আমার ভক্ত অনায়াসেই লাভ করিয়া থাকেন। যদি কখনও বাঞ্ছা করেন, অর্থাৎ আমার ভক্তগণের অন্য কোন ফলের বাঞ্ছাই নাই, তথাপি যদি তাঁহারা বাঞ্ছা করেন তাহা-

১১২। ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥১১।২০।৩৪

১১৩। নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ ॥১১।২০।৩৫

এতৎ সহেতুকং **স্পষ্টয়তি। ধীরা ধীমন্তো** যতো **মম একান্তিনো ময্যেব প্রীতিযুক্তাঃ অতো ময়া দত্তমপি** ন গৃহ্নন্তি, কিং বক্তব্যং ন **বাঞ্ছন্তীত্যর্থঃ অপুনর্ভবং** কৈবল্যম্ ॥ ১১২ ॥

তদুপপাদয়তি। **নৈরপেক্ষ্যমেব পরমুৎকৃষ্টম্, অনল্পকং মহৎ, নিঃশ্রেয়সং ফলং**, তৎফলসাধনঞ্চ **প্রাহুঃ। মম** ভক্তির্নিরাশিষঃ **প্রার্থনাশূন্যস্য, নিরপেক্ষস্য** প্রার্থনাকারণভূতাপেক্ষারহিতস্য পুংসো ভবেৎ। যদ্বা **মে নিরপেক্ষস্য** যা ভক্তিঃ সা নিরাশিষো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ১১৩ ॥

হইলে স্বর্গ অর্থাৎ পরলোকে ভোগ্য অভিলষিত সুখ, অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষসুখ অথবা চিদানন্দময় আমার বৈকুণ্ঠ ধামও প্রাপ্তি করিতে পারেন ॥ ১১০।১১১ ॥

ভগবদ্ভক্তগণ স্বর্গাদি বাঞ্ছা না করার কারণ কি? শ্রীভগবান্ নিজেই স্পষ্ট করিতেছেন—আমার ভক্ত সাধুগণ ধীর, যেহেতু তাঁহারা আমাতে অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত, অতএব আমা কর্তৃক প্রদত্ত পুনর্জন্মরহিত আত্যন্তিক কৈবল্যও গ্রহণ করেন না, অন্যবস্তু যে বাঞ্ছা করেন না এ কথা আর কি বলিব? ॥১১২॥

পুনরায় তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন—কোন কিছুরই অপেক্ষা না রাখাকেই অর্থাৎ স্বানন্দপূর্ণতাকেই উৎকৃষ্ট মহৎ পারমার্থিক মঙ্গলের ফল ও সাধন বলিয়া বেদ সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন— অতএব আমার ভক্তি

১১৪। ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্ ॥১১।২০।৩৬

১১৫। এবমেতান্ ময়া দিষ্টাননুতিষ্ঠন্তি মে পথঃ।
ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানং যদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ।১১।২০।৩৭

ইতি শ্রীমৎপুরুষোত্তমচরণারবিন্দকৃপামকরন্দ-প্রোন্মীলিতবিবেক-
তৈরভুক্তপরমহংসশ্রীবিষ্ণুপুরীগ্রথিতায়াং শ্রীভাগবতাব্ধিলব্ধ-
শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিরত্নাবল্যাং ভক্তিসামান্যনিরূপনং
নাম প্রথমং বিরচনম্ ॥ ১ ॥

অনেন চ প্রকারেণ সিদ্ধানাং ন গুণদোষা ইতি বিরোধপরিহারমুপসংহরতি। গুণদোষৈর্বিহিত প্রতিষিদ্ধৈরুদ্ভবো যেষাং তে গুণাঃ পুণ্যপাপাদয়ঃ। সাধূনাং নিরস্তরাগাদীনামতএব সমচিত্তানামতঃ বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাং প্রাপ্তানাম্ ॥ ১১৪।

প্রার্থনাশূন্য ব্যক্তিরই হইয়া থাকে, যেহেতু তিনি নিরপেক্ষ অর্থাৎ প্রার্থনার মূলস্বরূপ অন্যের অপেক্ষা রহিত। অথবা নিরপেক্ষ আমার যে ভক্তি তাহা অন্যাভিলাষ রহিত ব্যক্তিরই লাভ হয়। ১১৩॥

এই প্রকারে সিদ্ধভক্তগণের যে কোন গুণ ও দোষ হইতে পারে না, এই বিরোধ পরিহার পূর্ব্বক উপসংহার করিতেছেন—হে উদ্ধব! যাঁহারা আমাতে একান্ত ভক্তিমান্ তাঁহাদের গুণ দোষ জাত অর্থাৎ বিধিপালনে পুণ্য, আবার নিষেধ করনে পাপ প্রভৃতি হয় না। কারণ তাঁহারা সাধু, যেহেতু তাঁহাদের রাগ দ্বেষ নাই, অতএব সমচিত্ত, সুতরাং এই ভাল এই মন্দ এতাদৃশীবুদ্ধির অতীত হইয়াছেন ॥১১৪॥

এই প্রকারে সামান্য ভক্তি প্রকরণ স্বয়ং শ্রীভগবদ্বাক্যে উপসংহার করিতেছেন—এইরূপে আমা কর্ত্তৃক আদিষ্ট মৎপ্রাপ্তির উপায়রূপ মার্গ সমূহ

তদেবমুপসংহরতি ভগবান্। যে মে পথো মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ান্ অনুতিষ্ঠন্তি, তে ক্ষেমং কালমায়াদিরহিতং মৎস্থানং মমলোকং বিন্দতি, যৎ পরমং ব্রহ্ম তচ্চ বিদুঃ ॥ ১১৫ ॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলীটীকায়াং কান্তিমালায়াং প্রথমং বিরচণনম্ ॥১॥

যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কাল ও মায়াদি রহিত পরমমঙ্গলময় চিদানন্দ স্বরূপ অপ্রাকৃত আমার বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হন, এবং পরব্রহ্ম স্বরূপের তত্ত্বজ্ঞানও লাভ করিয়া থাকেন ॥১১৫॥

ইতি শ্রীমৎপুরুষোত্তম চরণকমলের কৃপামধুপানে প্রোদ্ভাষিতবিবেক-
তীরভুক্তনিবাসী পরমহংস শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরীগোস্বামী
কর্তৃক গ্রথিত শ্রীমদ্ভাগবতামৃতরূপসমুদ্র
হইতে লব্ধ শ্রীভগবদ্ভক্তিরত্নাবলী
গ্রন্থে ভক্তি সামান্য নিরূপন
নামক প্রথম বিরচন ॥১॥

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী

দ্বিতীয়ং বিরচনম্

অথ ভক্তিকারণং সৎসঙ্গঃ

১। সতাং প্রসঙ্গান্মম-বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষনাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতি-র্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৩।২৫।২৪

অথ ভক্তিকারণং নিরূপয়িতুং দ্বিতীয়ং বিরচনমারভতে। তত্র পরম কৃপালু শ্রীমন্নারায়ণকরুণাকল্পবল্লীফলং সৎসঙ্গ-প্রধানমিতি শ্রীভাগবতাভিপ্রায়ঃ। অতস্ত-মেব দর্শয়িতুং প্রথমং তাবৎ কপিলবচনমাহ। বীর্য্যস্য সম্যগ্‌বেদনং যাসু তা বীর্য্যসংবিদঃ। হৃৎকর্ণয়ো রসায়নাঃ সুখদাঃ। তাসাং জোষনাৎ সেবনাৎ। অপবর্গোঽবিদ্যানিবৃত্তির্বর্ত্ম যস্মিন্‌, অবিদ্যা নিবৃত্ত্যা যঃ প্রাপ্যতে ইত্যর্থঃ। যদ্বা মোক্ষদো যস্তস্মিন্ হরৌ প্রথমং শ্রদ্ধা ততো রতিস্ততো ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি, অনু-ক্রমেণ ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ।।১।।

অনন্তর ভক্তিকারণ সৎসঙ্গনিরূপণ

অনন্তর ভক্তির কারণ সৎসঙ্গ নিরূপণাভি প্রায়েদ্বিতীয় বিরচন আরম্ভ করিতেছেন পরম কৃপালু শ্রীমন্ নারায়ণের করুণারূপ কল্পলতার ফল সৎসঙ্গই প্রধান, এবং শ্রীমদ্ভাগবতেরও অভিপ্রায় ইহা দেখাইতে গিয়া প্রথমে শ্রীকপিলদেবের বচন উল্লেখ করিলেন। সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার অলোকসামান্য প্রভাবের অনুভূতি মাখা কথার উদয় হইয়া থাকে। যে সকল কথায় হৃদয় ও কর্ণ আপ্যায়িত হয় সেই সকল কথা আসক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ করিলে যে আমার নিকটে আসিতে পথেই

২। সৎসেবয়াদীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়ামতিঃ।
হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামপি ॥ ১৷৬৷২৪

৩। তুলায়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গি সঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥১৷১৮৷১৩

ন কেবলং প্রকৃষ্টঃ সৎসঙ্গ এব তথা, কিন্তু স্বল্পোঽপি সৎসঙ্গো ভক্তিং দত্ত্বা তারয়তীতি নারদং প্রতি ভগবদাকাশবাণ্যা দর্শয়তি। অদীর্ঘয়াপি সতাং সেবয়া অবদ্যং নিন্দ্যং দাসীপ্রসূতত্বাৎ, লোকং দেহং হিত্বা মজ্জনতাং মৎপার্ষদতাং গন্তাসি, মদ্ভক্তো ভবিতাস্যেব, মৎপার্ষদস্তু দিব্যেন নারদরূপেণ ভবিষ্যসীতি ভাবঃ ॥ ২ ।

অতএব স্বর্গাদিভ্যোঽপি সৎসঙ্গঃ শ্রেয়ানিতি শৌনকবাক্যেনাহ-ভগবৎ-সঙ্গিনো বিষ্ণুভক্তাস্তেষাং সঙ্গস্য যো লবোঽত্যল্পকাল স্তেনাপি স্বর্গং ন তুলায়াম ন

মায়াবন্ধন বিমুক্ত হয়, সেই আমাতেই শ্রদ্ধা অর্থাৎ শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া সাধন দশার চরম অবস্থা আসক্তি পর্য্যন্ত লাভ, এবং তৎপরে রতি অর্থাৎ ভাব ভক্তি ও প্রেমভক্তি পর্য্যন্ত একমাত্র সাধুমুখের কথামৃত শ্রবণেই হইয়া থাকে। অথবা সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গে মদীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশক হৃৎকর্ণ সুখপ্রদা কথা শ্রবণে মোক্ষপ্রদ শ্রীহরি আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা, অনন্তর রতি, তৎপর প্রেম ভক্তি ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

কেবলমাত্র প্রকৃষ্ট সৎসঙ্গই ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির কারণ নহে, পরন্তু অতি অল্পও সৎসঙ্গ ভক্তি প্রদান করতঃ সকলকেই উদ্ধার করেন ইহাই শ্রীনারদের প্রতি শ্রীভগবৎ সম্বন্ধী আকাশবাণীতে দেখাইতেছেন— অতি অল্পকাল সাধুসেবা দ্বারা আমাতে তোমার মতি দৃঢ় হইলে দাসী প্রসূত বলিয়া এই নিন্দনীয় দেহ ত্যাগ করিয়া আমার পার্ষদ গতি লাভ করিবে অর্থাৎ আমার অপ্রাকৃত নারদরূপ পার্ষদস্বরূপ লাভ করিবে ॥ ২ ॥

অতএব স্বর্গাদি হইতেও সৎসঙ্গ শ্রেষ্ঠ ইহা শৌনক বাক্যে প্রকাশ

৪। যৎপাদ সংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া ॥ ১।১।১৫

সমং পশ্যাম ন চাপবর্গং, ভক্তি শূন্যত্বাৎ, সম্ভাবনায়াং লোট। মর্ত্ত্যানাং তুচ্ছা আশিষো রাজ্যাদ্যা ন তুলায়ামেতি কিমুত বক্তব্যম্। তস্মাৎ সর্ব্বতঃ সৎসঙ্গঃ শ্রেয়ানিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

অত্র তদ্বাক্যেনৈব হেতুমাহ—যৎপাদো যস্য ভগবতশ্চরণঃ সংশ্রয়ো যেষাম্. অতএব প্রশ্রয়োঽয়নং বর্ত্ম যেষাং তে মুনয় উপপৃষ্টাঃ সন্নিধিমাত্রেণ সেবিতাঃ সদ্যঃ পুনন্তি, ভক্তিপ্রতিবন্ধকং দুরিতং নাশয়ন্তীত্যর্থ। স্বর্ধুনী গঙ্গা তস্যা আপস্তৎ· পাদাম্রিঃস্তাঃ ন তু তত্রৈব তিষ্ঠন্তি, অতস্তৎসম্বন্ধেন পুনন্তোঽপি অনুসেবয়া পুনন্তি, ন তু সদ্যঃ, সন্তস্তু সন্নিধিমাত্রেণ সেবিতাঃ। যতঃ সতাং হৃদি সর্ব্বাত্মনা ভগবান্ বর্ত্ততে ইতি সতামুৎকর্ষঃ। তদ্ যুক্তমুক্তং সৎসেবয়াদীর্ঘয়াপীতি ভাবঃ। সৎসঙ্গস্তু মহাপুণ্যেন লভ্যতে ইতি ॥ ৪ ॥

পাইয়াছে শ্রীবিষ্ণুতে নিত্য আসক্তিমান্ ভক্তগণের সহিত অতি অল্প কাল সঙ্গও কর্ম্মফল স্বর্গের সহিত, এবং ভক্তশূন্য বলিয়া যখন মোক্ষের সহিত সমান মনে করা সঙ্গত হয় না তখন মরণ ধর্ম্ম শীল ব্যক্তির তুচ্ছ রাজ্যাদি সম্পত্তির কথা আর কি বলিব ? অর্থাৎ সাধু সঙ্গে হৃদয়ে পরমাভক্তির অঙ্কুর উদ্ভূত হওয়ায় ভক্তিসাধন এই সাধু সঙ্গের লবমাত্রের সহিত কর্ম্ম-জ্ঞানাদির সম্পূর্ণ ফল ত তুলনা করি না, বহুকালব্যাপী সাধুসঙ্গের সহিত, তৎফলিভূত ভক্তির সহিত কিম্বা ভক্তিফল প্রেমের সহিত তুলনা,ত হইতেই পারে না। অতএব ভগবৎ সঙ্গ হইতেও ভগবৎ সঙ্গির সঙ্গ অতি বন্দনীয় অতি প্রশংসনীয় ও অতিলোভনীয় ॥ ৩ ॥

এ বিষয়ে শৌনক ঋষির বাক্য দ্বারাই কারণ দেখাইতেছেন—হে সূত ! শ্রীহরির পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ভগবন্নিষ্ঠ মুনিগণ সদ্যই অর্থাৎ

৫। নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥১।৩।১৮

এবঞ্চ সদা সৎসঙ্গস্য বিষ্ণুভক্তিপ্রদত্বে ব্যতিরেকশঙ্কাপি নাস্তীত্যাহ। অভক্ত-স্বভাব ম্লেচ্ছাদি শরীরারম্ভকং বিদ্যমানমপি অভদ্রং কর্ম্ম সৎ সঙ্গে সতি ভক্ত্য-প্রতিবন্ধকমিত্যভিপ্রেত্য প্রায়োগ্রহণম্, ভক্তিপ্রতিবন্ধকেষু নষ্টেষ্বিত্যর্থঃ। ভাগ-বতানাং বৈষ্ণবানাং সেবয়া। তদ্‌যুক্তমুক্তং সৎসেবয়াদীর্ঘয়াপীতি ভাবঃ। নৈষ্টিকী নিশ্চলা বিক্ষেপকাভাবাৎ ॥ ৫ ॥

দর্শন সমকালেই জীব নিচয়কে ভক্তি প্রতিবন্ধক অবিদ্যা মালিন্য হইতে শোধন করেন। আর দর্শন, স্পর্শন, সেবনাদি করিলে যে কি করেন তাহা ত বলাই বাহুল্য শ্রীহরির পাদনিঃসৃত সলিল স্পর্শ করিলে পশ্চাৎ পবিত্র করিয়া থাকেন কিন্তু সদ্য নহে, সুতরাং স্পর্শাদি দ্বারা পশ্চাৎ পবিত্র বিধায়িনী গঙ্গা হইতেও দর্শনমাত্রেই পরিত্রকারী সেই ভগবদ্ভক্ত গণই শ্রেষ্ট, যেহেতু ভক্তহৃদয়ে শ্রীভগবানের সতত বিশ্রাম। অতএব অতি অল্পকাল সাধুসেবায় আমাতে তোমার মতি দৃঢ় হইলে এই নিন্দনীয় দেহ ত্যাগ করিয়া তুমি আমার পার্ষদ্ গতি লাভ করিবে ইহা যথার্থই বলা হইয়াছে, সুতরাং সৎসংগ মহা সুকৃতিলভ্য ॥৪॥

এই প্রকারে সর্বদা সৎসংগের বিষ্ণুভক্তি প্রদানবিষয়ে ব্যতিরেক শঙ্কাও নাই ইহাই দেখাইতেছেন -শ্রীহরি কথা প্রভাবে সর্বদা গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্তভাগবত (বৈষ্ণব) সেবা করিলে অভক্তস্বভাব ম্লেচ্ছাদি শরীর বিদ্যমান থাকিলেও প্রারব্ধ কর্ম্মরূপ অশুভ সমূহ বিনষ্ট হওয়ায় উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানে বিক্ষেপরহিত নিশ্চলা উত্তমা ভক্তির উদয় হয় ॥ ৫ ॥

৬। অহো বয়ং জন্মভৃতোহদ্য হাস্ম
বৃদ্ধানুবৃত্ত্যাপি বিলোমজাতাঃ।
দৌষ্কুল্যমাধিং বিধুনোতি শীঘ্রং
মহত্তমানামভিধান-যোগঃ ॥ ১।১৮।১৮

৭ যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শ-পাদ-শৌচাসনাদিভিঃ ॥ ১।১৯।৩৩

সোঽয়ং সৎসঙ্গোঽধমান্ অপ্যুদ্ধরতীত্যাহ সূতবাক্যেন। অহো ইত্যাশ্চর্য্যে। হ ইতি হর্ষে। বয়মিতি শ্লাঘায়াং বহুবচনম্। প্রতিলোমজাতা অপি অদ্য জন্মভৃতঃ সফলজন্মান আস্ম জাতাঃ। বৃদ্ধানাং ভাগবতানাম্ অনুবৃত্ত্যা আদরেণ, জ্ঞানবৃদ্ধঃ শুকস্তস্য সেবয়েতি বা। অতো দুষ্কুলত্বং তন্নিমিত্তকমাধিং মনোদুঃখং মহত্তমানামভিধানযোগঃ লৌকিকোঽপি সম্ভাষণলক্ষণঃ সম্বন্ধো বিধুনোতি অপনয়তি।। ৬।।

আস্তামভিধানযোগাদিসম্বন্ধঃ সতাং স্মরণমপি শুদ্ধিহেতুরিত্যাহ পরীক্ষিদ্বাক্যেন। যেষামিতি কর্ত্তৃত্বেন বিষয়ত্বেন চ স্মরণসম্বন্ধঃ—যান্ সাধবঃ স্মরন্তি, সাধূন্ বা যে, তেষাং পুংসাং গৃহাঃ শুধ্যন্তি, কিং পুনঃ সন্নিহিতং দেহেন্দ্রিয়াদি। পাদশৌচং চরণপ্রক্ষালনম্ ।। ৭ ।।

অতএব সেই সৎসঙ্গ অধমব্যক্তিকেও উদ্ধার করিয়া থাকেন সূতবাক্যে তাহা বলিতেছেন—শ্রীশুকদেবের কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যানে অধিকার পাইয়া আত্মশ্লাঘা করত শ্রীসূত গোস্বামী বলিলেন অহো আমরা বিলোম জাত অর্থাৎ বর্ণশঙ্কর হইয়াও অদ্য বৃদ্ধগণের অর্থাৎ ভাগবতগণের আদরণীয় হইয়াছি, অদ্য জন্ম সফল হইল, যেহেতু মহত্তমজনের সহিত লৌকিক সম্ভাষণাদি সম্বন্ধ হইলেও তাহাতে দুর্জাতিত্ব এবং তন্নিবন্ধন মনঃ পীড়াও দূরীভূত হয় ।। ৬ ।।

সাধুদিগের সহিত বাক্যালাপ বা সংযোগাদির কথা দূরেই থাক,

৮। দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠ-বর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ॥ ৩।৭।২

৯। সৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ॥ ৩।৭।১৯

নহু তর্হি সর্ব্বে কিমিতি সাধূনেব ন ভজন্তে ইত্যত আহ বিদুরবচনেন। অল্প তপসো ভগবতা অনমুগৃহীতস্যেত্যর্থঃ। দুরাপা দুর্লভা। বৈকুণ্ঠস্য বিষ্ণোর্বর্ত্মসু মার্গভূতেষু মহৎসু। যত্র যেষু॥ ৮॥

তৎফলমাহ তদুক্ত্যা। যৎসেবয়া হরিকথাশ্রবণাদিনা। ততো মধুদ্বিষঃ পাদয়ো রতিরাস. প্রেমোৎসবস্তীব্রো দুর্ব্বারঃ। স্বাভাবিকং ব্যসনং সংসারম্ অর্দ্দয়তি নাশয়তীতি তথা॥ ৯॥

তাঁহাদের স্মরণ মাত্রই শুদ্ধির হেতু পরীক্ষিৎ বাক্যে ইহাই দেখাইতেছেন অহো! যাঁহাদিগের স্মরণ মাত্রেই জীবনিচয়ের গৃহ সদ্য পবিত্র হয়; আর তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন ও তাঁহাদের নিকট উপবেশনাদি দ্বারা যে দেহেন্দ্রিয়াদি মহাপবিত্র হইবে তাহাতে কি সন্দেহ আছে?॥ ৭॥

যদি বল তাহা হইলে সকলে সাধুকেই ভজনা করে না কেন? বিদুর বাক্যে ইহার উত্তর প্রদান করিতেছেন—শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির-মার্গ স্বরূপ ভগবদ্ভক্তের সেবা অল্প তপা ব্যক্তিদের পক্ষে দুর্লভ হইয়াই থাকে, এই ভগবদ্ভক্তগণের মুখে দেব দেব জনার্দ্দন শ্রীহরি নিত্যই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, অতএব আজ আমি কৃতার্থ হইলাম দুর্লভ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ করিলাম॥ ৮॥

বিদুর মহাশয়ের উক্তির দ্বারা সাধুসংগের ফল দেখাইতেছেন—ভক্তের সেবায় অর্থাৎ পরিচর্য্যারূপা শ্রীঅঙ্গসেবা এবং প্রসঙ্গরূপা শ্রীহরি কথা

১০। প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ৩।২৫।১৯

১১। তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাত-শত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ৩।২৫।২০

ননু সঙ্গত্বাবিশেষাৎ অসৎসঙ্গবৎ সৎসঙ্গোঽপি শ্রেয়োঽর্থিভি র্হেয় এব? নেত্যাহ কপিলবচনেন। অজরং দুশ্ছেদ্যং পাশং বন্ধনম্ আত্মনো জীবস্য। স এব সঙ্গঃ সাধুবিষয়শ্চেৎ মোক্ষদ্বারমপাবৃতং নিরাবরণং স্যাদেব, সৎসঙ্গো ভক্তিং দত্ত্বা অনায়াসেন মোক্ষপ্রদ ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

প্রসঙ্গাৎ সাধূনাং লক্ষণং দর্শয়ন্ অমুমেবার্থং কপিলবচনেনাহ চতুর্ভিঃ। সাধবঃ শাস্ত্রানুবর্ত্তিনঃ। সাধুঃ সুশীলং ভূষণং যেষাং সাধব এব ভূষণমিতি বা ॥ ১১ ॥

শ্রবণাদি দ্বারায় সর্বকালব্যাপী ভগবান্ শ্রীমধুসূদনের চরণযুগলে প্রেমোৎসব লাভ হইয়া থাকে, এবং আনুষঙ্গিকভাবে দুর্ব্বার সংসারও নাশ হয় ॥৯॥

যদি বল সংগ হিসাবে উভয়ই সমান হইলে অসৎসংগের ন্যায় সৎসংগও মংগলাকাঙ্খী ব্যক্তির ত্যাজ্যই? তদুত্তরে, কপিলবাক্যে বলিতেছেন— না— পণ্ডিতগণ জানেন যে আসক্তিই আত্মার অর্থাৎ জীবের অজর অর্থাৎ দুশ্ছেদ্য বন্ধন, আবার তাহাই যদি সাধুগণবিষয়ে বিহিত হয়, তাহা হইলে নিরাবরণ মোক্ষের দ্বার স্বরূপ হইয়া থাকে, সুতরাং সৎসংগ ভক্তি প্রদান করিয়া অনায়াসে সংসার মুক্ত করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

প্রসঙ্গক্রমে সাধুগণের লক্ষণ প্রদর্শনমুখে এই অর্থই কপিলবচনের চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন—শাস্ত্রীয় আচার সম্পন্ন সাধুগণ তিতিক্ষু (সহিষ্ণু) করুণাময় সর্ব্বজীবের সুহৃৎ, অজাতশত্রু, শান্ত, সাধুভূষণ অর্থাৎ সচ্চরিত্রতাই তাঁহাদের ভূষণ, অথবা সাধুই পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ ॥ ১১ ॥

১২। ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্ত-স্বজন-বান্ধবাঃ ॥৩।২৫।২১

১৩। মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদ্গতচেতসঃ ॥৩।২৫।২২

১৪। ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥৩।২৫।২৩

কিঞ্চ। অনন্যেন নিষ্কামেণ। দৃঢ়ামব্যভিচারিণীম্। মৎকৃতে মৎপ্রীত্যর্থম্ ॥১২॥

কিঞ্চ। এতান্ সাধূন্ আধ্যাত্মিকাদয়স্তাপা ন তপন্তি ন ব্যথয়ন্তি, যতো মদ্গতচিত্তান্। যদ্বা যে তাপৈর্নাভিভূয়ন্তে, তে সাধব ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

এবং সাধূন্ লক্ষয়িত্বা দেবহূতিং মাতরমুপদিশতি। অন্তর্বহিঃ সঙ্গশূন্যাঃ, অতএব প্রার্থ্য ইতি। কারুণিকস্বভাবাৎ তে কৃপয়িষ্যন্তীতি ভাবঃ। তস্মাৎ সঙ্গস্থাবিশেষাদিত্যাদি শূন্যং বচঃ ॥ ১৪ ॥

আরও বলিতেছেন—যে অনন্যভাবে অর্থাৎ নিষ্কামভাবে আমাতে যাঁহারা অব্যভিচারিণী দৃঢ়াভক্তি বহন করেন, তাঁহারা আমার প্রীতির নিমিত্ত সর্ব ধর্ম্ম, কর্ম্মাদি এবং স্বজন বন্ধু বান্ধবাদিও ত্যাগ করেন তাঁহারাই যথার্থ সাধু ॥১২॥

আরও বলিতেছেন—যাঁহারা নিত্য আমার বিশুদ্ধ অমায়িকী কথার শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, মদ্‌গত চিত্ত বলিয়া সেই ভক্তদিগকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ তাপ অভিভূত করিতে পারে না অথবা এই ত্রিবিধ তাপে অভিভূত হন না তাঁহারাই প্রকৃত সাধু ॥১৩॥

এইরূপে সাধুর লক্ষণ বলিয়া মাতা দেবহূতিকে উপদেশ করিতেছেন—এই সাধুগণই অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বসঙ্গবিবর্জিত, এমন কি পুরুষার্থ

১৫। ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বনমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃত-পানমত্তঃ ॥৪ ৯।১১

এবং সৎসঙ্গঃ প্রার্থ্য ইত্যুক্তম্। ইদানীং বিজ্ঞৈঃ প্রার্থিতোঽপীতি ধ্রুববাক্যেনাহ দ্বাভ্যাম্। ত্বয়ি ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং সাতত্যেন কুর্ব্বতাম্। নন্থ মোক্ষং কিমিতি ন যাচসে? অত আহ যেন মহৎসঙ্গেন অঞ্জসা অযত্নত এব উরুণি ব্যসনানি যত্র তং নেষ্যে পারং গমিষ্যামি, ভবদ্গুণকথৈবামৃতং তস্য পানেন মত্তঃ সন্; মোক্ষে তু ত্বৎকথামৃতপানং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

চতুষ্টয়েও আসক্তিশূন্য, ইঁহারাই সংগদোষহর। অতএব ইঁহাদের সংগই তোমার প্রার্থনীয় যেহেতু করুণাশীল অতএব অবশ্যই কৃপা করিবেন! সুতরাং সংগ হিসাবে উভয়ই সমানহেতু অসৎসংগের ন্যায় সৎসংগ ত্যাজ্য এই আশঙ্কা নিরর্থক ॥১৪॥

এই প্রকারে সৎসংগই প্রার্থনীয় ইহা বলা হইল। এক্ষণে বিজ্ঞজনও সৎসংগ প্রার্থনা করিয়াছেন ধ্রুবোক্ত শ্লোকদ্বয়ে তাহা দেখাইতেছেন—হে অনন্ত! আমার এই প্রার্থনা আপনাতে নিয়ত ভক্তিশীল বিমলচিত্ত মহাপুরুষগণের সহিত যেন আমার প্রকৃষ্ট সংগ হয়, আচ্ছা মোক্ষ প্রার্থনা না করিয়া সৎসংগ কেন প্রার্থনা করিতেছ? তদুত্তরে বলিতেছেন মহাপুরুষগণের সংগ হইলেই আমি ভবদীয় গুণকথামৃত পানে মত্ত হইয়া অনায়াসে ভয়ঙ্কর বিপৎ সঙ্কুল ভব সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিব, মোক্ষে কিন্তু তোমার কথামৃতপানের আস্বাদন নাই ॥ ১৫ ॥

১৬। তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং
যে চান্বদঃ সুত-সুহৃদ-গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়-পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ ॥ ৪।৯।১২

১৭। তেষামহং পাদসরোজরেণু-
মার্য্যা বহেয়াধিকিরীটমায়ুঃ
যং নিত্যদা বিভ্রত আশু পাপং
নশ্যত্যমুং সর্বগুণা ভজন্তি ॥ ৪।২১।৪৩

কথামৃতপানস্য মাদকত্বমাহ। তে অতিতরাং প্রিয়মপি মর্ত্ত্যং দেহং ন স্মরন্তি নানুসন্দধতে, যে চ সুতাদয়ঃ অদো মর্ত্ত্যমনুসম্বদ্ধাস্তানপি। কে ন স্মরন্তি? যে কৃতপ্রসঙ্গাঃ কেষু? ভবদীয়পদারবিন্দসৌগন্ধ্যে লুব্ধং হৃদয়ং যেষাং তেষু। তৎসঙ্গেন হরিকথামৃতং পীত্বা মত্তাঃ সন্তো ন স্মরন্তীতি। তু শব্দেনান্যেষাং কেবল-যোগাদিনিষ্ঠানাং দেহাদ্যভিমানিনাং নিবৃত্তিং দর্শয়তি ॥ ১৬ ॥

আস্তাং সৎসঙ্গস্তচ্চরণরেণুরপি শ্লাঘ্য ইত্যাহ পৃথুবচনেন। হে আর্য্যাঃ! আ আয়ুর্যাবজ্জীবম্ অধিকিরীটং মুকুটস্যোপরি বহেয়েতি প্রার্থনায়াং লিঙ। যং রেণুং

শ্রীভগবদ্ কথামৃতপানের মাদকতা দেখাইতেছেন—হে পদ্মনাভ! আপনার পাদপদ্ম সৌরভলুব্ধ চিত্ত ভক্তগণের সহিত যাঁহাদের প্রকৃষ্টরূপে সংগলাভ ঘটে, তৎ সংগে হরিকথামৃত পান করিয়া তাহাদের অতিপ্রিয় এই মনুষ্যদেহ এবং তদনুবর্ত্তী পুত্র, সুহৃৎ, গৃহ, বিত্ত ও কলত্র প্রভৃতির স্মরণই থাকে না ॥ ১৬ ॥

সতের সংগ করা দূরের কথা সতের চরণরেণুও প্রশংসনীয় ইহা পৃথুমহারাজের বাক্যে বলিতেছেন—হে আর্য্যগণ! আমি যেন যাবজ্জীবন

১৮। সঙ্গমঃ খলু সাধূনামুভয়েষাঞ্চ সম্মতঃ।
যৎসম্ভাষণসম্প্রশ্নঃ সর্বেষাং বিতনোতি শম্ ॥ ৪।২২।১৯

১৯। অথানঘাঙেঘ্রস্তব কীর্ত্তিতীর্থয়ো-
রন্তর্বহিঃ স্নানবিধূত পাপ্মনাম্।
ভূতেষ্বনুক্রোশ-সুসত্ত্ব-শীলিনাং
স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব ॥ ৪।২৪ ৫৮

বিভ্রত: পুরুষস্য আশু পাপং নশ্যতি। কিং পুনর্নিত্যদা বিভ্রতঃ! কিঞ্চ অমুং রেণুবাহকং সর্ব্বগুণাশ্রয়ো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

তমিমং সৎসঙ্গমভিনন্দতি সনৎকুমার বচনেন। উভয়েষাং প্রচ্ছকানাং বক্তৃণাঞ্চ। যেষাং সম্ভাষণসহিত: সম্প্রশ্নঃ সর্ব্বেষাং শ্রোতৃণামপি শং সুখং বিস্তারয়তি। সোঽয়ং সৎসঙ্গ: প্রার্থ্য ইত্যুক্তম্ ॥ ১৮ ॥

পরেভ্যোঽপি সৎসঙ্গপ্রার্থনমুপদেষ্টব্যমিতি প্রচেতস: প্রতি রুদ্রোপদেশেনাহ। অথেত্যুপদেশে ভবদ্ভিরেবং পরমেশ্বরাদপি প্রার্থ্যমিত্যর্থঃ। কিং তৎ? অনঘৌ অঘহরৌ অঙ্ঘ্রী যস্য তস্য তব, কীর্ত্তির্যশঃ তীর্থং গঙ্গা, তয়োঃ ক্রমেণান্তর্বহিঃ

সেই সাধুগণের পাদরেণু স্বীয় মুকুটোপরি ধারণ করিতে পারি, যিনি ঐ রেণু শিরোধার্য্য করেন তাঁহার পাপ সমূহ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়, আর যিনি নিত্যকাল ঐ রেণু ধারণ করেন তাঁহার ত কথাই নাই, অধিকন্তু নিখিল কল্যাণগুণ ও তাঁহাকে আশ্রয় করে ॥ ১৭ ॥

এই প্রকারে সৎসঙ্গকে অভিনন্দন করিতেছেন সনৎ কুমার বাক্যে সাধুসঙ্গ প্রশ্নকর্ত্তা ও বক্তা এই উভয়েরই বাঞ্ছিত। কেননা সাধুগণের কৃত সম্ভাষণ সহ সংপ্রশ্ন সকলের তথা শ্রোতাগণের ও মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাকে, ইহাতে সৎসঙ্গই একান্ত প্রার্থনীয় ইহাই বলা হইল ॥১৮॥

অন্যান্য প্রার্থনা হইতেও সৎসঙ্গ প্রার্থনাই উপদেশের যোগ্য বিষয়

২০। যত্রেড্যন্তে কথা মৃষ্টাস্তৃষ্ণায়াঃ প্রশমো যতঃ।
নির্বৈরং যত্র ভূতেষু নোদ্বেগো যত্র কশ্চন ॥ ৪।৩০।৩৫

স্নানাভ্যাং বিধুতাঃ পাপ্মানো যেষাম্, অতএব ভূতেষু অনুক্রোশঃ কৃপা, সুসত্ত্বঞ্চ রাগাদিশূন্যং চিত্তং, শীলঞ্চার্জবাদি বিদ্যতে যেষাং তেষাং সঙ্গোঽস্মাকং স্যাৎ, এষ এব নস্ত্বদনুগ্রহ ইতি ॥ ১৯ ॥

তস্মাদ্ যুক্তমুক্তং সঙ্গদোষহরঃ সৎসঙ্গঃ প্রার্থনীয় ইতি প্রচেতসাং বাক্যেন সপ্রপঞ্চমাহ ত্রিভিঃ যত্র যেষু। যতো যাভ্যঃ কথাভ্যঃ। নির্বৈরং বৈরাভাবঃ। স্বাভাবিকমপি তৃষ্ণাদি অসৎ সঙ্গাদ্ বর্দ্ধতে, সৎসঙ্গাচ্চ ক্ষীয়তে ইতি ॥ ২০ ॥

ইহা প্রচেতাগণের প্রতি রুদ্র উপদেশে বলিতেছেন —প্রচেতাগণ প্রার্থনা করিতেছেন হে প্রভো! তোমার চরণজাবের পাপহারী, তোমার যশঃ ও তীর্থ অর্থাৎ গঙ্গা এই দুইয়ের যথাক্রমে অন্তঃ বহিঃ স্নান দ্বারা যে সকল জীবের পাপ বিধূত হইয়াছে, এবং তাহাতে যাহাদের জীবে দয়া, রাগাদি রহিত চিত্ত এবং সরলতাদিগুণ বিদ্যমান্ সেই সকল সাধুর সহিত আমাদের সঙ্গ হউক, তাহাহইলেই আমাদের প্রতি তোমার কৃপা অনুভব করিব ॥ ১৯ ॥

সুতরাং সৎসঙ্গ সঙ্গদোষ হরণ করে ইহা যথাযথই বলা হইয়াছে, অতএব সৎসঙ্গই প্রার্থনীয় ইহাই প্রচেতাগণের শ্লোকত্রয়ে বিস্তার করিতেছেন সাধুসঙ্গে পবিত্র হরিকথা আলোচনা হইয়া থাকে, স্বাভাবিকী বিষয়তৃষ্ণাদি অসৎসঙ্গ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে আর সাধুমুখে শ্রীহরিকথার প্রসঙ্গ হইতে বিষয় তৃষ্ণা তিরোহিত হয়, তাহাতে প্রাণীসমূহের প্রতি বৈরভাব ও কোন প্রকার ভয় থাকে না ॥ ২০ ॥

২১। যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্ন্যাসিনাং পরমা গতিঃ।
প্রস্তূয়তে সৎকথাসু মুক্তসঙ্গৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥৪।৩০।৩৬

২২। তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া।
ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ ॥৪।৩০।৩৭

২৩। মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥৫।৫।২

তথা। সাক্ষাৎ প্রস্তূয়তে, অতএব তাঃ সৎকথাঃ ॥ ২১ ॥

পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া। সৎপাদস্পর্শাৎ তীর্থান্যপি শুধ্যন্তীত্যর্থঃ। ভীতস্য সংসারাৎ, তস্মাৎ সৎসঙ্গং বিনা ন সংসারাৎ নিস্তার ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

নন্বেবং সৎসঙ্গঃ শ্রেয়ানস্তু, অসৎসঙ্গস্তু কথং ত্যাজ্য ইত্যত্র উভয়োঃ ফলং দর্শয়ন্ পরিচয়ার্থং সাধূন্ লক্ষয়তি ভগবদুক্ত্যা দ্বাভ্যাম্। তমসঃ সংসারস্য দ্বারং যোষিতাং যে সঙ্গিনস্তেষাং সঙ্গম্। মহতাং লক্ষণমাহ। সাধবঃ সদাচারাঃ।

তাহাই দেখাইতেছেন—মুক্তসঙ্গ ভক্তগণ সৎকথার অবসরে সন্ন্যাসিগণের একমাত্র গতি সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীনারায়ণের পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন ॥২১॥

হে ভগবন্! আপনার ভক্তগণ তীর্থ সমূহের পবিত্রতা সম্পাদনের ইচ্ছায় পদব্রজে তীর্থ সমূহে বিচরণ করিয়া থাকেন, যেহেতু সাধুগণের পাদস্পর্শে তীর্থ সমূহ পবিত্র হইয়া থাকেন, তাদৃশ সাধুগণের সমাগম সংসার ভয়ে ভীত কোন্ ব্যক্তির রুচিকর না হয়। সুতরাং সৎসঙ্গ ব্যতীত সংসার ভয় নিবৃত্তি হয় না ইহাই ভাবার্থ ॥২২॥

যদি এই প্রকারে সৎসঙ্গ শ্রেয় হয় হউক; কিন্তু অসৎসঙ্গ কেন ত্যাজ্য

২৪। যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভর-বার্ত্তিকেষু।
গেহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥৫।৫।৩

২৫। গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ।
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্ন
মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥৫।৫।১৮

ঈশে ময়ি কৃতং সৌহৃদমেবার্থঃ পুরুষার্থো যেষাম্। বা শব্দেনান্যনিরপেক্ষস্যৈব গ্রহঃ। অস্য লক্ষণং দর্শয়তি। দেহং বিভর্ত্তীতি দেহম্ভরা বিষয়বার্ত্তৈব ন ধর্ম্মবিষয়া যেষু তেষু জনেষু। জায়াদিযুক্তেষু গৃহেষু। রাতির্মিত্রং ধনং বা। যাবদর্থমেবার্থো যেষামিতি মধ্যপদলোপী সমাসঃ দেহনির্বাহাধিকস্পৃহাশূন্যা ইতি ভাবঃ ॥২৩।২৪॥

যত্র গৃহাদিষ্বনুপকারকত্বমপ্রীতি বীজমাহ তদ্বচনেন। সমুপেতঃ সম্প্রাপ্তো মৃত্যুঃ সংসারো যেন তম্, ততো ভক্তিমার্গোপদেশেন যো ন মোচয়েৎ, স গুর্ব্বাদি র্ন

হইবে? এ বিষয়ে অসৎসঙ্গ সৎসঙ্গ উভয়ের ফল দেখাইয়া পরিচয়ের জন্য ভগবান্ শ্রীঋষভদেবের কথিত শ্লোকদ্বয়ে সাধুর লক্ষণ করিতেছেন—পণ্ডিতগণ মহৎ সেবাকে বিমুক্তির দ্বার এবং যোষিত সঙ্গি সঙ্গকে তমঃ অর্থাৎ সংসারের দ্বার বলেন, সর্ব্বত্র সমচিত্ত, প্রশান্ত, ক্রোধশূন্য, সকলের সুহৃৎ সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তিগণই মহৎপদবাচ্য ॥২৩॥

এবং যাঁহারা ঈশ্বর আমাতে সৌহার্দ্দ স্থাপনেই পুরুষার্থ বোধ করেন, যাঁহারা ভোজন পানাদি ব্যতীত অন্যত্র অনাসক্ত লোকে ও পুত্রকলত্র ধনাদিযুক্ত গৃহে প্রীতিযুক্ত নহেন, এবং দেহ যাত্রা নির্ব্বাহের অধিক ধনে স্পৃহাশূন্য তাঁহারাও মহৎ, কিন্তু শেষোক্ত মহৎগণই অন্যনিরপেক্ষ ॥২৪॥

ভগবান্ শ্রীঋষভদেবের বাক্যে গৃহাদির অনুপকারকত্বরূপ-অপ্রীতিকারণ

২৬। মাগারদারাত্মজবিত্ত-বন্ধুষু
সঙ্গো যদি স্যাদ্ভগবৎপ্রিয়েষু নঃ।
যঃ প্রাণবৃত্ত্যা পরিতুষ্ট আত্মবান্
সিধ্যত্যদূরান্ন তথেন্দ্রিয়প্রিয়ঃ ॥৫।১৮।১০

ভবতীত্যর্থ:। যদ্বা যস্তং মোচয়িতুং ন শক্নুয়াৎ, অতস্তস্য গুর্ব্বাদিত্বনিষেধঃ, তেন গুরুণা ন ভাব্যমিতি ভাবঃ। ততশ্চ পিতা ন স স্যাদিতি তেন পুত্রোৎপত্তৌ যত্নো ন কার্য্য ইত্যর্থ:। দৈবং দেবতা ন স্যাদিতি তেন তস্য পূজা ন গ্রাহ্য ইত্যর্থঃ। এবমন্যদপি দ্রষ্টব্যম্। ভগবদ্ভক্ত্যনুপযুক্তং গৃহাদি সুতরামনুপকারকমিতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

অত্রৈবার্থে প্রহ্লাদবচনমাহ। যদি ভাগ্যযোগেন ভগবৎপ্রিয়েষ্বেব সঙ্গঃ স্যান্নান্যত্র। যতো যো ভগবৎপ্রিয়সঙ্গী প্রাণধারণমাত্রেণ পরিতুষ্টো যথা অদূরাৎ শীঘ্রং সিধ্যতি, ন তথেন্দ্রিয়প্রিয়ো গৃহাদ্যাসক্তঃ সিধ্যত্যেবেতি ভাব: ॥ ২৬ ॥

বলিতেছেন—সংসার প্রাপ্ত জীবকে যিনি ভক্তিমার্গের উপদেশ দানে মোচন করিতে অক্ষম, মন্ত্র প্রদান করিলেও তিনি গুরু পদবাচ্য নহেন, সেই স্বজন, স্বজন নহেন, সেই পিতা, পিতা নহেন অর্থাৎ সেই পিতা কর্ত্তৃক পুত্রোৎপাদনে যত্ন করা উচিৎ নহে। সেই জননী, জননী নহেন, সেই দেবতা, দেবতা নহেন, এবং সেই পতি, পতি নহেন, সুতরাং ভগবদ্ভক্তি অনুপযুক্ত গৃহাদি অতীব অনুপকারক ইহাই পাওয়া যায় ॥২৫॥

এই অর্থই প্রহ্লাদের বাক্যে প্রমাণ দিতেছেন—আমাদের যদি ভাগ্যবশে ভগবৎ প্রিয় সাধু সঙ্গ লাভই হয় তবে আর গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত ও বন্ধুর যেন সঙ্গ না হয়, যেহেতু ধৈর্য্যশীলব্যক্তি ভিক্ষান্নাদির দ্বারা উদর পূর্ত্তিতেই শীঘ্র যেরূপ সিদ্ধিলাভ করেন, গৃহাদিতে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি নিয়ত ইন্দ্রিয়াদি চরিতার্থ করিয়াও তদ্রূপ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না ॥২৬॥

২৭। অহো নৃজন্মাখিলজন্মশোভনং
কিং জন্মভিস্ত্বপরৈরপ্যমুষ্মিন্ ।
ন যদ্ধৃষীকেশযশঃকৃতাত্মনাং
মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ ॥৫।১৩।২১

২৮। নহ্যদ্ভুতং ত্বচ্চরণাব্জরেণুভি-
হতাংহসো ভক্তিরধোক্ষজেঽমলা ।
মৌহূর্ত্তিকাদ্ যস্য সমাগমাচ্চ মে
দুস্তর্কমূলোঽপহতোঽবিবেকঃ ॥৫।১৩।২২

নন্বসম্ভাবনাদিকুতর্কশতসঙ্কুলে মনসি কথং সৎসঙ্গঃ প্রভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্য কিং বহুনা স্বল্পোঽপি সৎসঙ্গঃ শ্রেয়ানিতি রহূগণবচনেনাহদ্বাভ্যাম্। অখিলজন্মসু শোভনং নৃজন্মৈব। ন বিদ্যতে পরং শ্রেষ্ঠং যেভ্যো দেবাদিজন্মেভ্যস্তৈরপি কিম্? অমুষ্মিন্ স্বর্গেঽপি জন্মভিঃ কিম্? ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ। যদ্ যেষু জন্মসু, যত্র স্বর্গে বা, মহাত্মনাং সমাগমঃ প্রচুরো ন ভবতি। হৃষীকেশস্য যশসা কৃতঃ শোধিত আত্মা যৈস্তেষাং বো যুষ্মাকং জড়ভরতাদীনামপি ॥ ২৭ ॥

সৎসঙ্গফলমাহ। সততমুপাসিতৈস্ত্বৎপাদরেণুভির্হতমংহো যস্য তস্য অধোক্ষজে

যদি বল অসম্ভাবনা বিপরীত ভাবনা প্রভৃতি কুতর্ক সঙ্কুল মনে কি প্রকারে সৎসঙ্গ প্রভাব বিস্তার করিবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—অল্পমাত্র সৎসঙ্গও মঙ্গলজনক হইয়া থাকে এ বিষয়ে রহূগণের বাক্য প্রমাণ দিতেছেন—অহো! সকল জন্মাপেক্ষা মানব জন্মই শোভন, অর্থাৎ দুর্লভ স্বর্গলোকেও অতিশ্রেষ্ঠ দেবাদিজন্মে কি লাভ? কেন না শ্রীহরির যশেই যাঁহাদের আত্মা (দেহ, মন, বুদ্ধি, প্রযত্ন ও জীবাত্মা) শোধিত হইয়াছে সেই সকল ভবাদৃশ ভাগবতগণের প্রচুর সমাগম ত ঐ স্বর্গে জন্ম হইলে দর্শন পাওয়া যাইবে না ॥২৭॥

সৎসঙ্গের ফল দেখাইতেছেন—রহূগণ রাজা বলিলেন আপনাদের

২৮ক। রহুগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্প্বনাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥৫।১২।১২

২৯। নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥৭।৫।৩২

নির্ম্মলা ভক্তি র্ভবতীতি নৈবাদ্ভুতং। যস্য তব মুহূর্ত্তমাত্রভবাৎ সংসর্গাদপি দুস্তর্কেন বদ্ধমূলোঽপি মমাবিবেকো নষ্টঃ ॥ ২৮ ॥

তদেব জড়ভরতবাক্যেনাহ। মহৎসঙ্গং বিনা অন্যোপায়ৈ র্ন সমর্থঃ। অতো মহৎসঙ্গঃ পরমফলরূপঃ ॥ ২৮ক ॥

তস্মাৎ সচ্চরণরেণুপ্রসাদাদেব ভগবদ্ভক্তি র্নান্যথা ইত্যাহ প্রহ্লাদবাক্যেন। এষাং ভগবদ্ভক্তিমভীপ্সতাম্ অনর্থাপগমো দুঃখনিবৃত্তিঃ যদর্থঃ, যস্য ভগবচ্চরণস্পর্শস্যার্থঃ ফলম্। ন বৃণীত নাশাস্তে ॥ ২৯ ॥

চরণকমলের রেণু সতত সেবনে কল্মষ নাশ হইয়া অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে বিমলা ভক্তির উদয় হয় এত আশ্চর্য্য নহে, কেননা মুহূর্ত্তমাত্র আপনার সঙ্গ পাইয়াই আমার দুস্তর্ক বদ্ধমূলও অবিবেক বিনষ্ট হইল ।২৮॥

জড়ভরতের বাক্যে পুনরায় সেই সাধুসঙ্গের কথাই বলিতেছেন – হে রহুগণ ! এই তত্ত্বের উপলব্ধি কিন্তু মহাপুরুষগণের চরণরজের অভিষেক ব্যতিরেকে তপস্যা, যজ্ঞ, অন্নাদিসংবিভাগ, গৃহ ধর্ম্মোপযোগী পরোপকার, বেদাভ্যাস, কিম্বা জল, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা প্রভৃতি কিছুতেই লাভ হয় না। অতএব সাধুসঙ্গই পরম ফলস্বরূপ ॥২৮ক॥

অতএব সাধুগণের চরণরেণু প্রসাদেই ভগবদ্ভক্তি লাভ হইয়া থাকে,

৩০। তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষো জ্ঞঃ
আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মাবিরিঞ্চ্যাৎ।
নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ-
কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্ ॥৭।৯।২৪

এবং প্রকরণার্থং প্রহ্লাদবচনেনোপসংহরতি দ্বাভ্যাম্। যত এবং তস্মাদা-শিষো ভোগান্ জ্ঞস্তৎপরিপাকং বিদ্বান্ অহমৈন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়ৈর্ভোগ্যং ব্রহ্মনো ভোগ্যমভিব্যাপ্য কিমপি নেচ্ছামি, তে ত্বয়া কালাত্মনা উরুবিক্রমেণ বিলুলিতান্ বিধ্বস্তান্ অনিমাদীনপীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে নয় ইহাই প্রহ্লাদ বাক্যে দেখাইতেছেন—নিষ্কিঞ্চন মহত্তমভাগবতগণের চরণ রজ দ্বারা যতদিন পর্য্যন্ত মস্তক অভিসিক্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্তই গৃহাসক্ত জীবগণের মতি শ্রীহরির চরণ স্পর্শ করিতে পারে না। বরং অসম্ভাবনা বিপরীত ভাবনা সংশয় প্রভৃতি দ্বারা ব্যাহতই হয়, এবং তাহাদের সংসার নাশও হয় না। সুতরাং দেখা গেল মহদনুগ্রহ ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞানও হয় না সংসারও দুরীভূত হয় না ইহাই এখানে ভাবার্থ ॥২৯॥

এইরূপে প্রকরণলব্ধ অর্থ প্রহ্লাদোক্ত শ্লোকদ্বয়ে উপসংহার করিতেছেনন শরীরিগণের ভোগ পরিনামে যাহা হয়, তাহা আমি উত্তম-রূপে জানি, এই জন্যই আয়ু, শ্রী, বৈভব, বা ব্রহ্মার ভোগ পর্য্যন্ত যাবতীয় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর বাঞ্ছা করি না, অনিমাদি সিদ্ধির বাঞ্ছাও করি না, কেন না—মহাবিক্রমশালী কালরূপী তুমি ঐ সমস্ত দ্রব্যই বিনাশ করিয়া থাক, এক্ষনে আমার এইমাত্র প্রার্থনা আমাকে তোমার ভৃত্যপার্শ্বে স্থান দাও ॥৩০॥

৩১। এবং জনং নিপতিতং প্রভবাহি কূপে
কামাভিকামমনু যঃ প্রপতন্ প্রসঙ্গাৎ
কৃত্বাত্মসাৎ সুরর্ষিনা ভগবন্ গৃহীতঃ
সোঽহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবাম্ ॥৭।৯।২৮

৩২। যৎ সঙ্গলব্ধং নিজবীর্যবৈভবং
তীর্থং মুহুঃ সংস্পৃশতাং হি মানসম্
হরত্যজোঽন্তঃ শ্রুতিভির্গতোঽঙ্গজং
কো বৈ ন সেবেত মুকুন্দবিক্রমম্ ॥৫।১৮।১১

যথা ত্বয়ানুকম্পিতোঽস্মি এবং নারদেনাত্মসাৎ কৃত্বা পূর্ব্বমনুগৃহীতঃ। সোঽহং কথং নু ত্বদ্‌ভৃত্য সেবাং বিসৃজামি। কথম্ভূতোঽহমনুগৃহীতোঽস্মি? প্রভব এবাহিযুক্তঃ কূপস্তস্মিন্ কামানভিতঃ কাময়মানং জনং নিপতিতমনু তৎপ্রসঙ্গাৎ প্রপতন্ যোঽহম্। তদেবং ত্বদ্‌ভৃত্যস্য শ্রীনারদস্যানুগ্রহেণ ত্বয়া অত্যন্তমনুকম্পিতোঽস্মি, অয়মেব মে পরমোঽনুগ্রহঃ, ন পুনরিদমতিতুচ্ছং মৎ প্রাণরক্ষণাদি ॥ ৩১ ॥

তস্মাৎ ফলিতমাহ তদ্বচনেন। যেষাং ভগবৎপ্রিয়াণাং সঙ্গাল্লব্ধং মুকুন্দবিক্রমং শ্রুতিভিঃ শ্রবণাদিভিঃ সংস্পৃশতাং সেবমানানাং পুংসামন্তর্গতোঽজো বিষ্ণুর্মানসং

প্রহ্লাদ বলিলেন—হে ভগবন্! সর্ব্বথা কামাভিলাষী লোক জন্মরূপ সর্প সঙ্কুল সংসার কূপে পতিত হইতেছে, আমিও সেই প্রসঙ্গে পতিত হইতে হইতেই নারদ কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া তাঁহারই সেবক হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। এক্ষনে আমি যাঁহার কৃপাতে আপনার করুণা লাভ করিয়াছি সেই শ্রীগুরুদেব আপনার ভৃত্যের সেবা কি প্রকারে ত্যাগ করিব? অতএব আমাকে নিজভৃত্য পার্শ্বে থাকিতে আজ্ঞা করুন, মহৎ সঙ্গ লাভই আমার প্রতি আপনার পরম কৃপা, অতি তুচ্ছ আমার প্রাণরক্ষাদি আপনার পরম কৃপা নহে ॥৩১॥

অতএব সাধুসঙ্গের ফল তাঁর বাক্যের দ্বারাই দেখাইতেছেন যাঁহারা

৩৩। অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ৯।৪।৬৩

মলং দুর্ব্বাসনাং হরতি। কিন্তূতং বিক্রমম্? নিজমসাধারণং বীর্য্যবৈভবং প্রভাবাতিশয়ো যস্য। তীর্থন্তু গঙ্গাদি মূহুঃ সংস্পৃশতাম্ অঙ্গজং কেবলং পাপং হরতি। তান্ ভাগবতান্ কো বৈ ন সেবেতেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩২ ॥

নন্থ কিমন্তরা সাধুসেবয়া ভগবানেব কিমিতি সাক্ষান্ন সেব্যতে, স্বতন্ত্রো হি স ইতি চেন্ন, তস্য ভক্তপরাধীনত্বাৎ ভক্তানুগ্রহৈকলভ্যত্বাদিতি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ-বচনমাহ ষড়্ভিঃ। হে দ্বিজ দুর্বাসঃ! পরাধীনঃ কায়েন তদধীনক্রিয় ইতি। বচসা অস্বতন্ত্রস্তদধীনো বরদানাদিভিঃ। গ্রস্তহৃদয়ো বশীকৃতচিত্তস্তদনুরুদ্ধ-সঙ্কল্পাদিভিঃ। সাধুভির্ভক্তৈঃ যে ভক্তাস্ত এব সাধব ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

নিত্য বৈষ্ণবগণের সঙ্গে মুকুন্দের অমিত বীর্য্যসম্পত্তির বার্ত্তা কর্ণগোচর করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাদের অন্তরস্থ হইয়া মানসিক মল হরণ করিয়া থাকেন, অহো! মুহুর্মূহুঃ তীর্থাদির অর্থাৎ গঙ্গাদির সেবায় দৈহিক পাপ বিনষ্ট হইলেও মানসমল দুর্বাসনা বিনষ্ট হয় না, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণাদি লীলা বিক্রমের বার্ত্তাবাহক সেই ভাগবতগণকে কে না সেবা করিবেন? ॥ ৩২ ॥

আচ্ছা এর মধ্যে আবার সাধু সেবার কি প্রয়োজন? ভগবানই সাক্ষাৎভাবে সেবিত হইতেছেন না কেন? যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন—এ কথা বলিতে পার না, কারণ ভক্তের অধীন শ্রীভগবান্ সুতরাং ভক্তানুগ্রহই একমাত্র তাঁহার প্রাপ্তির কারণ ইহাই দুর্বাসার প্রতি বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণোক্ত ছয়টি শ্লোকে বিবৃত করিতেছেন—হে দ্বিজ দুর্বাসা! আমি ভক্তের অধীন সুতরাং কায়িকচেষ্টাদিও আমার ভক্তের

৩৪। নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥ ৯।৪।৬৪

৩৫। যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রানান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে ॥ ৯।৪।৬৫

নাশাসে ন স্পৃহয়ামি ॥ ৩৪ ॥

স্বয়মেতৎ স্পষ্টয়তি ভগবান্। ইমং পরঞ্চ লোকং হিত্বা ॥ ৩৫ ॥

ইচ্ছানুরূপ। আমি অস্বতন্ত্রের ন্যায় অন্যকে বরদানাদি ব্যাপারে বাচিক সামর্থহীন। সালোক্যাদি মোক্ষ পর্য্যন্ত কামনারহিত উত্তম ভক্তগণ আমার হৃদয়কে বশীকৃত করিয়াছেন, অতএব মানসিক সঙ্কল্পাদিও রহিত। সুতরাং ভক্তগণের জনগণ পর্য্যন্ত যখন আমার প্রিয় তখন ভক্তজন সম্বন্ধে আমার প্রিয়তার কথা আর কি বলিব ? সাধুগণই ভক্ত নামে অভিহিত ॥ ৩৩ ॥

হে দুর্বাসা ! আমি যাঁহাদের একমাত্র পরমাগতি, সেই সাধু ভক্তগণ ব্যতীত আমি আমার আত্মাকে এবং আত্যন্তিকী নিত্যা ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পত্তিকেও বা তদধিষ্ঠাতৃ লক্ষ্মীকেও আকাঙ্খা করি না। অর্থাৎ তাদৃশ প্রীত্যাস্পদ বলিয়া মনে করি না ॥ ৩৪ ॥

ভগবান্ স্বয়ংই ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—যাঁহারা পুত্র, কলত্র, গৃহ, স্বজন, ধন, প্রাণ, ইহলোক ও পরলোক সকল পরিত্যাগ করিয়া আমার চরণে শরণাপন্ন হইয়াছেন হে ব্রহ্মন্ ! আমি কি কখনও তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে উৎসাহী হইতে পারি ? ॥ ৩৫ ॥

৩৬। ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥ ৯।৪।৬৬

৩৭। মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ৯।৪।৬৭

নন্থ স্বহিতার্থং শরণমাগতানাং কথং ত্বং বশ্য? ইত্যত্র সদৃষ্টান্তমাহ। স্বার্থে প্রবৃত্তা অপি সৎস্ত্রিয়: সৎপতিমিব, অন্যথা তু তস্যাপি কুপতিত্বপ্রসঙ্গ: স্যাদিত্যর্থ: ॥ ৩৬ ॥

কিঞ্চ নিষ্কামা এব তে ইত্যাহ। প্রতীতং প্রাপ্তমপি। অন্যৎ স্বর্গাদি ॥ ৩৭ ॥

আচ্ছা নিজের হিতের জন্য শরণাগত এমন ব্যক্তির তুমি কি প্রকারে তাহার বশ্য হও? দৃষ্টান্ত সহকারে ইহার উত্তর দিতেছেন—সেই ভক্তগণ আমাতেই তাঁহাদের হৃদয় নিবদ্ধ করতঃ সাধু অর্থাৎ প্রোজ্ঝিত কৈতব ও সমদর্শন অর্থাৎ স্বীয় ও পারকীয় দুঃখাদির সমান ভাবেই দ্রষ্টা হইয়াছেন। সৎস্ত্রী যেরূপ সৎস্বামীকে বশীভূত করেন, তদ্রূপ তাঁহারাও আমাকে ভক্তিবলে বশীভূত করিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

আরও সেই ভক্তগণ যে নিষ্কাম ইহাই দেখাইতেছেন—ভগবান্ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শ্রীদুর্ব্বাসার প্রতি বলিলেন হে ঋষিবর! আমার সেই সকল নিষ্কাম ভক্তগণ আমার ভক্তির প্রভাবে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য নামক চারিটি মুক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইলেও সেই চারিটি মুক্তির মধ্যে একটির প্রতিও ইচ্ছা করেন না। যেহেতু তাঁহারা আমার সেবানন্দে বিভোর থাকেন বলিয়া ঐ মুক্তি সকলের প্রতি সততই তাঁহাদের তুচ্ছ বুদ্ধি হইয়া থাকে, যখন তাঁহারা পরমানন্দস্বরূপ মুক্তির প্রতিও আকাঙ্খা করেন না, তখন কালবিনষ্ট পদার্থের প্রতি যে আকাঙ্খা থাকে না ইহা বলাই বাহুল্য মাত্র ॥ ৩৭ ॥

৩৮। সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্ ।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৯।৪।৬৮

৩৯। ভবদ্বিধা মহাভাগা নিষেব্যা অর্হসত্তমাঃ ।
শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ ॥ ১০।৪৮।৩০

কিং বহুনা। মহ্যং মম। তস্মাৎ সাধূনামনুগ্রহং বিনা ভগবান্ দুর্লভ ইতি সমুদায়ার্থঃ ।। ৩৮ ।।

ননু দেবতান্তরমারাধ্যৈব ভগবান্ প্রাপ্তব্যঃ কিং মনুষ্যৈরিতি ? ন, ইত্যত্রাক্রূরং প্রতি শ্রীভগবদ্বচনমাহ। শ্রেয়স্কামৈর্ভক্তিকামৈঃ। স্বার্থাঃ স্বকার্য্যসাধনপরা-দেবাঃ, সাধবস্তু কেবলং পরানুগ্রহপরাঃ। পরমার্থতস্তু সাধব এব সেব্যাস্ত এব দেবা ইতি ।। ৩৯ ।।

অধিক কি বলিব। সাধুগণই আমার হৃদয়, সাধুগণের হৃদয়ই আমি, তাঁহারা আমা ব্যতীত অন্য কিছুই জানেন না, আমিও তাঁহাদের ছাড়া বিন্দু মাত্রও জানি না, অতএব সাধুগণের কৃপা ব্যতীত ভগবৎ প্রাপ্তি দুর্লভ ইহাই সারার্থ ॥ ৩৮ ॥

আচ্ছা দেবতান্তরের আরাধনা করিয়া ত ভগবানকে পাইতে পারে, তবে মনুষ্য অর্থাৎ সাধু আরাধনা করার কি প্রয়োজন? এ বিষয়ে অক্রূরের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যে উত্তর দিতেছেন—না, ভক্তিকামী মানবগণের পক্ষে মহাভাগ্যবান্ পূজ্যতম ভক্তগণের নিত্য সেবাই বিধেয়, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে দেবগণের সেবা অবিধেয়। যেহেতু দেবতারা স্বকার্য্য সাধন-তৎপর, আর সাধুগণ পরকার্য্য সাধনকুশল। পরমার্থতঃ সাধুগণই সেবনীয় এবং তাঁহারাই দেবতা ॥ ৩৯ ॥

৪০। ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতি॥ ১০৫১।৫৩

৪১। নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুণন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ ১০।৪৮।৩১

নিত্যং সদ্ভক্তৌ প্রাপ্তায়ামপি দেবতারাধনাপেক্ষয়া সদ্যঃফলত্বাচ্চ সৎসঙ্গ এব শ্রেয়ানিতি মুচুকুন্দবচনেনাহ। ভো অচ্যুত, ভ্রমতা সংসরতো জনস্য ত্বদনুগ্রহেণ যদা ভবস্য বন্ধস্যাপবর্গোঽন্তো ভবেৎ, প্রাপ্তকালঃ স্যাৎ, তদা সতাং সঙ্গমো ভবেৎ। যদা চ সৎসঙ্গমো ভবেৎ। তদৈব নতু বিলম্বেন, সর্ব্বসঙ্গ নিবৃত্ত্যা কার্য্যকারণ-নিয়ন্তরি ত্বয়ি ভক্তি র্ভবতি, ততো মুমুক্ষুর্ম্মুচ্যতে। তস্মাৎ সৎসঙ্গং বিনা ন সদ্যো ভক্তিরিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৪০ ॥

অতএব সদ্যঃ ফলত্বং স্পষ্টয়তি ভগবদ্বচনেন। অম্ময়ানি তীর্থানি কিং নহি অপি তু ভবন্ত্যেব। তথা দেবা অপি। কিন্তু বিলম্ব শীঘ্রত্বে বিশেষ ইত্যর্থঃ। পুনন্তীতি তথা চ ক্ষীণপাপস্য কৃষ্ণে ভক্তিঃ সুলভৈবেতি ॥ ৪১ ॥

ভক্তি নিত্য প্রাপ্ত হইলেও দেবতা আরাধনা অপেক্ষা সদ্য ফলপ্রদ বলিয়া সৎসঙ্গই শ্রেষ্ঠ, ইহাই মুচুকুন্দ বাক্যে দেখাইতেছেন—হে অচ্যুত! আপনার কৃপায় যখন জীবের সংসার নাশোন্মুখ হয় তখনই জীবের সাধু-সঙ্গ ঘটে, এবং সাধুসঙ্গ হইলে সদ্যই অন্যসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুগণের একান্ত আশ্রয় কার্য্যকারণ-নিয়ন্তা আপনাতে তাহার ভাবভক্তি জন্মে, সুতরাং সাধুসঙ্গ ব্যতীত সদ্য ভক্তিলাভ হয় না ইহাই তাৎপর্য্যার্থ ॥৪০॥

অতএব ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ সদ্য ফলপ্রদ ভগবদ্বচনে তাহা স্পষ্ট

৪২। অহো বয়ং জন্মভৃতো লব্ধং কার্ৎস্ন্যেন তৎফলম্।
দেবানামাপি দুষ্প্রাপং যদ্যোগেশ্বরদর্শনম্ ॥ ২০।৮৪।৯

৪৩। কিং স্বল্পতপসাং নৃণামর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষা।
দর্শন-স্পর্শন-প্রশ্ন-প্রহ্বপাদার্চ্চনাদিকম্ ॥ ১০।৮৪।১০

কিঞ্চালং দেবসৎসঙ্গয়োঃ কথমপি সাম্যশঙ্কয়াপি, যতো দেবানামপি দুর্লভঃ সৎসঙ্গ ইতি শ্রীকৃষ্ণবচনেনাহ দ্বাভ্যাম্ জন্মভৃতঃ সফলজন্মানঃ। তৎফলম জন্মফলং। কিং তৎ? যৎ যোগেশ্বরাণাং সতাং যুষ্মাকং দর্শনাদিকম্। যতো যুষ্মাকং দর্শনমেব তাবদ্দেবানামপি দুষ্প্রাপম্। অস্মাকন্তু স্বল্পতপসাং তীর্থস্নানাদি-মাত্রেণ তপোবুদ্ধিমতাং, তথার্চ্চায়াং প্রতিমায়াং দেবচক্ষুষাং স্পর্শনাদিকমপি ঘটিতমিত্যহোভাগ্যম্ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥

করিতেছেন জলময়তীর্থ, মৃন্ময় ও শিলাময় দেবমূর্ত্তি ইহাঁদের বহুকাল সেবা করিলে তবেই চিত্তমল শোধন করেন, আর সাধুগণ কিন্তু দর্শন-মাত্রেই চিত্তমল শোধন করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ।

আরও বলিতেছেন যে দেবতা সঙ্গ ও সৎসঙ্গ এই উভয়ের মধ্যে সাম্য হইতে পারে এ আশঙ্কা কোন প্রকারেই করা যাইতে পারে না, কেন না দেবতাদেরও সৎসঙ্গ দুর্লভ ইহাই শ্রীকৃষ্ণোক্ত শ্লোকদ্বয়ে দেখাইতেছেন তীর্থযাত্রায় সমাগত মুনিগণকে শ্রীভগবান্ বলিলেন অহো! অদ্য আমাদের জন্ম সফল হইল; জন্মধারণের সমগ্র ফলও লাভ হইল, যেহেতু আমরা অদ্য দেবগণেরও দুষ্প্রাপ্য যোগেশ্বরগণ আপনাদের দর্শন পাইলাম। কিন্তু তীর্থস্নানাদি মাত্রেই তপোবুদ্ধিবিশিষ্ট ও দেববুদ্ধি সম্পন্ন মাদৃশজনগণের পক্ষে ভবাদৃশ যোগেশ্বরগণের দর্শন, স্পর্শন, প্রণাম, ও পাদার্চ্চনাদি কি সম্ভবপর হইতে পারে? ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥

৪৪। নাগ্নির্ন সূর্য্যো ন চ চন্দ্রতারকা
ন ভূর্জলং খং শ্বসনোঽথ বাঙ্‌মনঃ।
উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্ত্যঘং
বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্ত্তসেবয়া॥ ১০।৮৪।১২

৪৫। যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।

ননু পাপং ভক্তিপ্রতিবন্ধকং পাপনাশকাশ্চাগ্ন্যাদয়ো দেবাঃ প্রসিদ্ধা ইতি তত্রাহ। বাঙ্‌মনসয়োরুপাসনাবিষয়ত্ব "যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে," "যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" (ছাঃ) ইতি ব্রহ্মত্বেন শ্রৌতম্। অঘং ভক্তিপ্রতিবন্ধকং সর্বং বা পাপং তত্র হেতুভেদকৃতঃ স্বার্থপরত্বাৎ কালভেদকর্ত্তারঃ স্বপরভেদদর্শিনো বা। বিপশ্চিতস্তু সর্বমাত্মীয়ত্বেন পশ্যন্তো নিরস্তভেদা মুহূর্ত্তমাত্রসেবয়ৈব পাপং ঘ্নন্তীত্যতোঽপি ত এব শ্রেষ্ঠাঃ ॥ ৪৪ ॥

কিঞ্চ তান্ বিহায় অন্যত্র আত্মাদিবুদ্ধ্যা সজ্জমানোঽতিমন্দ ইত্যাহ। আত্মবুদ্ধিরহমিতি বুদ্ধিঃ ত্রয়ো ধাতবো বাতপিত্ত শ্লেষ্মাণঃ প্রকৃতয়ো যস্য তস্মিন্ কুণপে শরীরে। স্বধীঃ স্বীয়মিতি বুদ্ধিঃ। ভৌমে ভূবিকারে ইজ্যধীর্দেবতাবুদ্ধিঃ। সলিলে

যদি বল পাপরাশি ভক্তির প্রতিবন্ধক আর সেই পাপ নাশের জন্য অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণই প্রসিদ্ধ, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন অগ্নি সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু, বাক্য ও মন ইহারা ভেদবুদ্ধিতে উপাসিত হইয়া অজ্ঞান নাশ করিতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বরৈকদ্রষ্টা ভক্তগণ সকলকে আত্মীয়রূপে দর্শন করায় ভেদবুদ্ধি শূন্য অতএব মুহূর্ত্তমাত্র সেবা দ্বারাই সর্ব্বত্র অভিন্ন ঈশ্বরকে জানাইয়া অজ্ঞানের মূল অপরাধকে পর্য্যন্ত নাশ করেন, সুতরাং দেবতা অপেক্ষা ভক্তগণই শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৪ ॥

আরও বলিতেছেন যে তাদৃশ সাধুসঙ্গকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র

যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥ ১০।৮৪।১৩

৪৬। সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাৎ তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ। ৯।৯।৬

যৎ যস্য তীর্থবুদ্ধিঃ। অভিজ্ঞেষু তত্ত্ববিৎসু যস্যৈতা বুদ্ধয়ো ন সন্তি স এব গোষ্বপি খরঃ দারুণোঽত্যবিবেকী, গবাং তৃণাদিভারবাহকঃ খরো গর্দ্দভ ইতি বা ॥৪৫॥

ননু সতাং পাপনাশকত্বে কিং সামর্থ্যম্? তত্র গঙ্গাং প্রতি ভগীরথবচনমাহ। তে ত্বদাঘং হরন্তি অঙ্গসঙ্গাদ্ধরিষ্যন্তীত্যর্থঃ। হি যতঃ তৎসঙ্গিনামপি অঘভিদ্ধরিস্তেষু ভক্ত্যা শুদ্ধান্তঃকরণেষু প্রকট আস্তে ॥ ৪৬ ॥

দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন, ঐরূপ দেহাত্মভিমানী ব্যক্তি অতীব নিন্দনীয় কেন-না-বাত, পিত্ত, ও শ্লেষ্মা এই ত্রিধাতুময় শরীরে যাহার আত্মজ্ঞান, পুত্র কলত্রাদিতে যাহার আত্মীয়জ্ঞান, মৃন্ময় ও শিলাময়াদি অধিষ্ঠানে যাহার দেবতাবুদ্ধি, নদীজলে যাহার তীর্থবুদ্ধি অথচ অভিজ্ঞ ভগবৎ তত্ত্ববিদ্ মহৎগণে এতাদৃশী বুদ্ধি হয় না। তাহারাই গোখর অর্থাৎ অতি অবিবেকী গোগণের তৃণাদিবাহী গর্দ্দভ স্বরূপ ॥ ৪৫ ॥

যদি বল সাধুগণের পাপ নাশনে কি সামর্থ্য আছে? তদুত্তরে গঙ্গার প্রতি ভগীরথের বাক্য দেখাইতেছেন—হে মাতঃ। সন্ন্যাসী, ব্রহ্ম-নিষ্ঠ, শান্ত সাধুগণ লোকপাবন, তাঁহারাই অঙ্গ সঙ্গ দ্বারা তোমার অপবিত্রতা হরণ করিবেন, কেন না তাঁহাদের ভক্তি বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অঘনাশন শ্রীহরি সদা বিরাজমান আছেন, মাতঃ! তাঁহাদের স্পর্শে আপনি শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারের সুখানুভব করিবেন ॥৪৬॥

৪৭। ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্ ॥ ১১।২।৫

৪৮। ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥ ১১।২।৬

কিঞ্চ দেবা দুঃখহেতবোঽপি, সাধবস্তু কেবলং সুখহেতবঃ। অতোঽপি দুর্লভঃ সৎসঙ্গ ইতি নারদং প্রতি বসুদেববচনেনাহ দ্বাভ্যাম্। ভূতানাং প্রাণিনাং দেবতানাং চরিতং প্রবৃত্তিঃ। ত্বাদৃশাং নারদাদীনাম্ ॥ ৪৭ ॥

অত্রহেতুঃ। দেবা অপি তথৈব ভজন্তি, ফলং প্রযচ্ছন্তীত্যর্থঃ। অনুকরণে দৃষ্টান্তঃ—ছায়েব। যতস্তে কর্ম্মসচিবাঃ ভক্তিকর্ম্মানুরোধিনঃ। সাধবস্তু দীনমাত্রে বৎসলাস্তদ্দুঃখং পরিজিহীর্ষবঃ ॥ ৪৮ ॥

আরও বলিতেছেন—যে দেবগণের আচরণ জীবের পক্ষে কখনও সুখ কখনও বা দুঃখের কারণ হইয়া থাকে, আর সাধুগণের আচরণ কিন্তু কেবলমাত্র সুখের কারণই হয়, এই হেতু সৎসঙ্গই দুর্লভ, নারদের প্রতি শ্রীবসুদেবোক্ত শ্লোকদ্বয়ে তাহা দেখাইতেছেন—দেবগণের আচরণ অতিবৃষ্টি সুবৃষ্টি দ্বারা কখনও জীবগণের দুঃখের ও কখনও বা সুখের নিমিত্ত হয়। কিন্তু আপনাদের মত অচ্যুতাত্মা সাধুগণের আচরণ সর্ব্বথাই সর্ব্বজীবের সুখের নিমিত্তই হইয়া থাকে ॥৪৭॥

এ বিষয়ে কারণ দেখাইতেছেন—যে ব্যক্তি যেরূপে দেবগণের ভজনা করে, দেবতারাও ছায়ার ন্যায় ভক্তের ভক্তি ও কর্ম্মানুসারে তদনুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধুগণ কর্ম্মানুগত নহেন প্রত্যুত দীনবৎসল অর্থাৎ পর দুঃখ মোচনে তৎপর ॥ ৪৮ ॥

৪৯। দুর্লভো মানুষো দেহ দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥ ১১।২।২৯

৫০। ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধবঃ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥ ১১।১২।১

তস্মাদ্দেবভজনাপেক্ষয়া নিরুপাধিকারুনিকত্বেনোপাদেয়ত্বে সাধুভজনং শ্রেয় ইতি জনকবচনেনোপসংহরতি। বহবো দেহা যেষাং ভবন্তি তে দেহিনো জীবাঃ, তেষাং ক্ষণভঙ্গুরোঽপি মানুষো দেহো দুর্লভঃ, পরমপুরুষার্থসাধনত্বাৎ। বৈকুণ্ঠঃ প্রিয়ো যেষাং, বৈকুণ্ঠস্য বা প্রিয়া যে, তেষাং দর্শনম্। তথাচ যো মানুষ্যং প্রাপ্য সাধ্বুপাসনয়া ভগবদ্ভক্তিং ন সাধয়তি, স দুর্ম্মতিরিতিভাবঃ ॥ ৪৯ ॥

অপি চ অধিকারিনিয়মাভাবাৎ সর্ব্বসাধনেভ্যঃ শ্রেয়ান্ সৎসঙ্গ ইতি সদৃষ্টান্তমুদ্ধবং প্রতি ভগবদ্বচনেনাহ সপ্তভিঃ। ন রোধয়তি ন বশীকরোতি। যোগ আসনাদিঃ। সাঙ্খ্যং তত্ত্বানাং বিবেকঃ। ধর্ম্ম সামান্যতোঽহিংসাদিঃ। স্বাধ্যায়ো বেদজপঃ। তপঃ কৃচ্ছ্রাদি। ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ। ইষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চ, তত্র ইষ্টমগ্নিহোত্রাদি, পূর্ত্তং কূপারামাদিনির্ম্মাণম্। দক্ষিণাশব্দেন সামান্যতো দানং লক্ষ্যতে ॥ ৫০ ॥

অতএব দেবগণের ভজন অপেক্ষা নিরূপাধি কারুণিক বলিয়া গ্রহণীয়রূপে সাধুগণের ভজন করাই একমাত্র মঙ্গলপ্রদ ইহাই জনকবাক্যে উপসংহার করিতেছেন—চুরাশী লক্ষের ফেরে ভ্রমণকারী জীবগণের মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর হইলেও পরমপুরুষার্থ সাধক এই মানবদেহই দুর্লভ, তাহাও আবার বৈকুণ্ঠ শ্রীভগবানের প্রিয় ব্যক্তির অথবা শ্রীবৈকুণ্ঠের প্রিয় যাঁহারা সেই সাধুর দর্শন পাওয়া অতিশয় দুর্লভ বলিয়া মনে করি। অতএব যাহারা মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ সেবা না করে, তাহারাই দুর্ম্মতি ॥ ৪৯ ॥

আরও বলিতেছেন যে এই সাধুসঙ্গের অধিকারীর কোন নিয়ম না

৫১। ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥ ১১।১২।২

৫২। সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানাঃ খগা মৃগাঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ ॥ ১১।১২।৩

৫৩। বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃ প্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে ॥ ১১ ১২।৪

কিঞ্চ ব্রতান্যেকাদশ্যুপবাসাদীনি। যজ্ঞো দেবপূজা। ছন্দাংসি রহস্যমন্ত্রাঃ অবরুন্ধে বশীকরোতি ॥ ৫১ ॥

যাতুধানা রাক্ষসাঃ ॥ ৫২।৫৩ ॥

থাকায় সর্ব্ব সাধন হইতেও সৎসঙ্গের শ্রেষ্ঠতা দৃষ্টান্ত সহ উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবতোক্ত সপ্তশ্লোকে বিবৃত করিতেছেন শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে উদ্ধব! আসন প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গযোগ, তত্ত্ববিবেক সাংখ্য, অহিংসাদি ধর্ম্ম, বেদপাঠ, কৃচ্ছ্রতপস্যা, সন্ন্যাস, ইষ্টঅগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, পূর্ত্ত কূপারামাদি নির্ম্মাণ এবং দান ইহারা আমাকে বশীভূত করিতে পারে না ॥ ৫০ ॥

আরও বলিতেছেন যে ব্রত একাদশ্যাদি উপবাস, দেবপূজা, সরহস্য-মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম, ও যম প্রভৃতিও তাদৃশ বশ করিতে পারে না, যেমন সার্বত্রিক আসক্তি নাশন সাধুসঙ্গ আমাকে বশীভূত করে ॥ ৫ ॥

যোগাদিবিরহিত সংস্কারাদি শূন্য দৈত্য, তির্য্যক্ যোনিগত জীবেরও সাধুসঙ্গ প্রভাবে শ্রীভগবানের বশ্যতা স্বীকার দেখাইতেছেন—সাধুসঙ্গ-বলে দৈত্য, রাক্ষস, খগ, মৃগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর, এবং মনুষ্যগণ মধ্যে রজস্তমঃ ভাবাপন্ন বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজ,

৫৪। বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ ॥ ১১।১২।৫

৫৫। সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বনিক্‌পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥ ১১।১২।৬

৫৬। তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥১১।১২।৭

ত্বাষ্ট্রো বৃত্রঃ। কায়াধবঃ কয়াধুপুত্র প্রহ্লাদঃ ॥ ৫৪ ॥

ঋক্ষো জাম্ববান্। গৃধ্রো জটায়ুঃ। বণিকপথস্তুলাধরঃ। ব্যাধঃ ধর্ম্মব্যাধঃ। যজ্ঞপত্ন্যো দীক্ষিতভার্য্যাঃ ॥ ৫৫ ॥

তেষাং সাধনান্তরাভাবমাহ ন অধীতা শ্রুতিগণা যৈস্তদর্থঞ্চ নোপাসিতা মহত্তমা অধ্যাপকা যৈস্তে তথা। কিঞ্চাব্রতাতপ্ততপসঃ নবিদ্যন্তে ব্রতানি যেষাং,

প্রভৃতি জীবগণ এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগেও বহু ব্যক্তি সাধুসঙ্গ প্রভাবে আমার চরণ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৫২।৫৩ ॥

বৃত্রাসুর পূর্বজন্মে শ্রীনারদ-সঙ্গ প্রভাবে, অঙ্গিরা শ্রীসঙ্কর্ষনের সঙ্গে, প্রহ্লাদ গর্ভাবস্থায় শ্রীনারদের সঙ্গে, বৃষপর্ব্বা দৈত্য জন্ম মাত্রই মাতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মুনি প্রভৃতি বৈষ্ণব সঙ্গে, বলি শ্রীবামনদেবের সঙ্গে, বান বলি মহেশ সঙ্গে, ময়দানব সভানির্ম্মাণবসরে পাণ্ডবদের সঙ্গে, বিভীষন হনুমানের সঙ্গে, এইভাবে বহু বহু ব্যক্তি সৎসঙ্গ প্রভাবে আমার চরণ প্রাপ্তি করিয়াছে ॥৫৪॥

এবং সুগ্রীব, হনুমান্, জাম্বুমান্, গজেন্দ্র, জটায়ু বনিকপথ অর্থাৎ তুলাধারা, ধর্ম্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজগোপীগণ যজ্ঞপত্নীগণ এবং আরও অনেকে সৎসঙ্গ প্রভাবে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে ॥৫৫॥

ইহাদের যে আর অন্য কোন সাধন ছিল না ইহাই দেখাইতেছেন—

৫৭। ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥১২।২৬।২৬

৫৮। যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ববৎ ॥৩।৩১।৩২

ন তপ্তানি তপাংসি যৈঃ, তে চ তে চ তথা। সৎসঙ্গাদিতি সদ্ভিঃ সঙ্গো নাম মমৈব সঙ্গ ইতি তত্র তত্রাস্তদৃষ্টান্তুসন্ধেয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

এবং সৎসঙ্গমভিষ্টুয় প্রসঙ্গাৎ অসৎসঙ্গং নিন্দন্নুপসংহরতি চতুর্ভির্ভগবদ্বচনেন। মনোব্যাসঙ্গং ভক্তিপ্রতিবন্ধিকাং বাসনাম্ উক্তিভিঃ ভক্তিমহিমাপ্রতিপাদকৈর্বচনৈঃ ॥ ৫৭ ॥

তত্র কপিলবচনেনাহ। অসদ্ভিঃ সহ তেষাং পথি আস্থিতো বিষয়েষু রমতে। তমঃ সংসারং বিশতি ॥ ৫৮ ॥

ইহারা বেদাধ্যয়ন করে নাই, এজন্য মহত্তম অধ্যাপকগণের উপাসনাও করে নাই এবং অন্য কোন ব্রতের আচরণও করেন নাই কেবলমাত্র সৎসঙ্গের দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে সঙ্গসঙ্গ অর্থাৎ আমারই সঙ্গ ॥৫৬॥

এইরূপে সৎসঙ্গের প্রশংসা করতঃ প্রসঙ্গক্রমে অসৎসঙ্গের নিন্দা করিয়া ভগবতোক্ত শ্লোকচতুষ্টয়ে এই বিচরনের উপসংহার করিতেছেন—অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ সাধুসঙ্গেই আসক্ত হইবেন, সাধুগণই জীবের ভক্তি প্রতিবন্ধক বাসনা সমূহকে ভক্তির মহিমা প্রতিপাদক হিতোপদেশ দ্বারা ছেদন করিবেন, সুতরাং সৎসঙ্গই একান্ত করণীয় ॥৫৭॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগ বিষয়ে কপিলদেবের বাক্য দেখাইতেছেন—জীব যদি শিশ্ন ও উদর পরায়ণ অসৎলোকের সহিত পুনরায় মিলিত হইয়া

৫৯। সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধি হ্রীঃ শ্রীর্যশঃক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাৎ যাতি সংক্ষয়ম্ ॥৩।৩২'৩

৬০। তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু, ॥৩।৩১।৩৪

৬১। যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্
শীতং ভয়ং তমোহপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা ॥১১।২৬।৩১

সত্যাদিযুক্তোহপি নাসৎসঙ্গং কুর্য্যাৎ, যতঃ ভগো ভাগ্যম্। যেষামসতাং সঙ্গাৎ ॥ ৫৯ ॥

অতঃ। অশান্তেষু ক্রোধাদিবশেষু, শোচ্যেষু পাপবুদ্ধিষু, খণ্ডিতাত্মসু দেহাভিমানিষু। সর্ব্বৈশ্চৈতৎ প্রত্যেকমসাধুলক্ষণং তারতম্যেন ন জ্ঞেয়ম্ ॥ ৬০ ॥

এবং প্রসঙ্গাৎ অসৎসঙ্গং নিন্দিত্বা সতামুপদেশাপেক্ষাপি তথা নাস্তি, কেবলং তৎসন্নিধিরেব তারয়তীত্যাহ শ্রীভগদ্ববচনেন। বিভাবসুমগ্নিং সেবমানস্য। অপ্যেতি নশ্যতি। তথা কর্মাদিজাড্যম্, আগামিসংসারভয়ং তন্মূলমজ্ঞানঞ্চ ভক্তিপ্রাপ্ত্যা নশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

তাহাদের পথে অর্থাৎ দুরাচারে আসক্ত হয় তবে সেই জীব পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সংসার যাতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৫৮॥

সত্যধর্ম্মাদিযুক্ত ব্যক্তিরও অসৎসঙ্গ কখনও করা উচিৎ নয়, যেহেতু সত্য, পবিত্রতা, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, কীর্ত্তি, ক্ষমা, শম, দম, এবং সৌভাগ্য এইসকল অসতের সঙ্গ বশতঃ সম্যক্ প্রকারে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥৫৯॥

অতএব ক্রোধাদি অভিভূত অশান্ত, মূঢ়, দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন ও রমণীগণের ক্রীড়ামৃগ পশু স্বরূপ পাপমতি অসাধুগণের সহিত কখনও সঙ্গ করা উচিত নয় ॥৬০॥

এইরূপে প্রসঙ্গক্রমে অসৎসঙ্গের নিন্দা করিয়া সাধুগণের উপদেশেরও

৬২। নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্ ॥১১ ২৬।৩২
৬৩। অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণন্ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্ ॥১১।২৬।৩৩

কিং বহুনা। নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাম্ উচ্চাবচযোনীর্গচ্ছতাং পরমায়ণং পরমাশ্রয়ঃ ॥৬২॥

এবমুক্তং প্রকরণার্থং ভগবদ্বচনেনোপসংহরতি দ্বাভ্যাম্। যথা অন্নমেব প্রাণো জীবনম্ অহমেবার্ত্তানাং যথা শরণং, ধর্ম এব যথা প্রেত্য পরলোকে বিত্তং, তথা সন্তএব অর্ব্বাক্ সংসারপতনাদ্বিভ্যতঃ পুংসোঽরণং শরণম্ ॥৬৩॥

প্রয়োজন হয় না, কেবলমাত্র তাঁহাদের সান্নিধ্যলাভেই জীব উদ্ধার হইয়া থাকে ইহাই শ্রীভগবদ্বাক্যে বলিতেছেন—ভগবান্ অগ্নির সেবা করিলে যেমম শীত, ভয় ও অন্ধকার দূরে যায়, তদ্রূপ সাধুর সেবারত ব্যক্তির কর্মাদিজড়তা, আগামী সংসারভয় ও তন্মূলীভূত অজ্ঞানাদি নাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৬১॥

অধিক আর কি বলিব—জলমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে দৃঢ়া নৌকার ন্যায়, এই ঘোর সংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া উচ্চনীচ যোনিতে যাতায়াত-কারী ব্যক্তিগণের পক্ষে শান্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধুগণই একমাত্র পরম আশ্রয় স্বরূপ হইয়া থাকেন ॥৬২॥

এই প্রকারে উক্ত প্রকরণোক্ত অর্থ ভগবদ্বচনের দ্বারা দুইটি শ্লোকে উপসংহার করিতেছেন—অন্ন যেমন প্রাণীগণের জীবন, আমি যেমন আর্ত্তগণের শরণ্য, ধর্ম্ম যেমন মানবের পরকালের ধন, সেই প্রকার সাধুগণই সংসার পতন ভয়ে ভীত জীবগণের একমাত্র রক্ষক ॥৬৩॥

৬৪। সন্তো দিশন্তি চক্ষুংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।

দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥১১।২৬।৩৪

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবল্যাং ভক্তিকারণং সাধুসঙ্গ

নাম দ্বিতীয়ং বিরচনম্ ॥ ২ ॥

কিঞ্চ। চক্ষুংষি দুর্লভানি স্থূলসূক্ষ্মাণি মদ্ভক্তিকর্ত্তব্যতাজ্ঞানানি সন্তো দিশন্তি উপদিশন্তি। অর্কঃ পুনঃ সম্যগুত্থিত এব বহিঃ স্থূলঘটাদিজ্ঞানং জনয়তীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সৎসেবৈব ভগবদ্ভক্তিপ্রাপ্তৌ মূলকারণমিতি ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলীটীকায়াং কান্তিমালায়াং

দ্বিতীয়ং বিরচনম্ ॥ ২ ॥

আর বলিতেছেন—যে সৎমার্গে বিচরনেচ্ছু জীবগণের সর্বনির্বাহক একমাত্র সাধুগণই। সাধুরাই আমাকে সাক্ষাৎভাবে দেখাইবার জন্য চক্ষু স্বরূপ নববিধ ভজন উপদেশ দান করেন, এবং সাধুগণই বাহিরে স্থিত সম্যগ্ উদিত সূর্য্য অর্থাৎ ভজন চক্ষুর প্রকাশক, সুতরাং ভক্তি-মার্গাবলম্বনকারিদের পক্ষে সাধুরাই দেবতা, ইন্দ্রাদি দেবতা নহেন, সাধুরাই বান্ধব, কিন্তু পিতৃব্য বা মাতুলাদিবান্ধব নহেন, সাধুরাই আত্মা অর্থাৎ প্রেমাস্পদ কিন্তু দেহ বা জীবাত্মা আত্মা নহেন, এবং সাধুরাই আমি অর্থাৎ ইষ্ট, সাধু ব্যতীত প্রতিমারূপী আমিও ইষ্ট নহি, অতএব সাধুসেবাই ভগবদ্ভক্তি লাভের মূল কারণ ॥৬৪॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলীর ভক্তিকারণ সাধুসঙ্গ

নামক দ্বিতীয় বিরচন ॥২॥

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী

তৃতীয়ং বিরচনম্

“অথ নববিধা ভক্তিঃ”

১। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥৭।৫।২৩

২। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥৭।৫।২৪

অথ ভক্তের্বিশেষান্ বক্তুং বিরচনমারভতে। তত্র নববিধানাং ভক্তীনাং প্রাধান্যমভিপ্রেত্য তা এব দর্শয়িতুং প্রথমং প্রহ্লাদবচনমাহ দ্বাভ্যাম্। শ্রবণং তন্নামাদিশব্দানাং পরোক্তানাং স্বোক্তানাং বা শ্রোত্রেণ গ্রহণম্। কীর্ত্তনং তেষাং স্বয়মুচ্চারণম্। স্মরণং তন্নামরূপাদীনাং চিন্তনম্। পাদসেবনং পরিচর্য্যা প্রতিমাদৌ সাধারণম্। অর্চ্চনং পূজা জলাদিষু। বন্দনং নমস্কারঃ। দাস্যং কর্ম্মার্পণম্। সখ্যং তদ্বিশ্বাসাদি। আত্মনিবেদনং দেহসমর্পণং, যথা বিক্রীতস্য দত্তস্য বা গবাশ্বাদের্ভরণপালনাদিচিন্তা ন ক্রিয়তে, তথা তস্মৈ দেহং সমর্প্য তচ্চিন্তাবর্জ্জনমিতি ভাবঃ। ইতি নব লক্ষণানি যস্যাঃ সা। অধীতেন চেদ্ ভগবতি ভক্তিঃ ক্রিয়েত, সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত, ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত, তদুত্তমধীতং মন্যে, ন ত্বস্মদ্গুরোরধীতং শিক্ষিতং বা তথাবিধংকিঞ্চিদস্তীতি ভাবঃ ॥ ১।২ ॥

“অনন্তর নববিধভক্ত্যঙ্গ নিরূপণ”

অনন্তর ভক্তির বিশেষ বলিবার অভিপ্রায়ে এই বিরচন আরম্ভ করিতেছেন। তন্মধ্যে নববিধা ভক্তির প্রাধান্যাভিপ্রায়ে সেই নববিধা

৩। স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দির-মার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে ॥ ৯।৪।১৮

অত্র শিষ্টাচারোঽপ্যেবমেবেতি শুকবচনেনাহ ত্রিভিঃ। শ্রুতিং শ্রোত্রম্ অচ্যুতস্য সৎকথানামুদয়ে শ্রবণে। চকারেত্যস্য সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ ॥ ৩ ॥

ভক্তিই দেখাইবার জন্য প্রথমে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের দুইটি শ্লোক উট্টঙ্কন করিলেন—শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ শ্রীভগবন্নামাদি শব্দসমূহ অন্যের উক্ত হউক অথবা নিজের উক্তই হউক কর্ণের দ্বারা গ্রহণ। কীর্ত্তন—শ্রীভগবন্নামাদি শব্দ সমূহ নিজের উচ্চারণ। স্মরণ—শ্রীভগবন্নাম-রূপাদির চিন্তন। পাদসেবন—প্রতিমাদি উদ্দেশ্যে ছত্র চামরাদির দ্বারা সেবা। অর্চ্চন—জলাধারাদিতে পূজা। বন্দন নমস্কার। দাস্য—শ্রীভগবানে কর্ম্মার্পণ। সখ্য—শ্রীভগবানে বিশ্বাসাদি স্থাপন। আত্ম-নিবেদন—দেহ সমর্পণ যেমন গৃহস্থের বিক্রীত বা দানকরা গো অশ্বাদির ভরণ বা পালনাদির চিন্তা থাকে না, তদ্রূপ ভক্তের দেহ শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া সেই দেহের ভরণ বা পালনাদির চিন্তা না করাই আত্ম-নিবেদন, এই নয় প্রকারের ভক্তি সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে সমর্পণ পূর্ব্বক যদি অনুষ্ঠিত হয়, পরন্তু অনুষ্ঠিত হইয়া পশ্চাদ্ অর্পিত হইলে নহে, আমি তাহাকেই উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া মনে করি। হে পিতঃ আমি কিন্তু এই উত্তম বিদ্যা আমাদের গুরু শণ্ডামর্ক হইতে অধ্যয়ন বা শিক্ষা করি নাই। কারণ তাঁহাদের শিক্ষায় এবম্বিধ উত্তমতা কিছুই নাই ॥১।২॥

এ বিষয়ে শিষ্টাচারও এই প্রকারই শ্রীশুকোক্ত শ্লোকত্রয়ে তাহা ব্যক্ত হইতেছে—মহারাজ অম্বরীষ স্বীয় মনকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মধ্যানে, বাক্য

৪। মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্‌ভৃত্য-গাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥ ৯।৪।১৯

৫। পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ৯।৪।২০

তথা। মুকুন্দস্য লিঙ্গানামালয়ানি স্থানানি তেষাং দর্শনে দৃশৌ নেত্রে। শ্রীমত্যা তুলস্যাস্তৎপাদসরোজেন যৎ সৌরভং তস্মিন্। তদর্পিতে তস্মৈ নিবেদিতে অন্নাদৌ ॥৪॥

তথা। কামং স্রক্‌চন্দনাদিসেবাং দাস্যে নিমিত্তে তৎপ্রসাদস্বীকারায়, ন তু কামকাম্যয়া বিষয়ভোগেচ্ছয়া। কথং চকার? উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতি র্যথা ভবেৎ, তথা। অনেন চ তদ্ভক্তেষু পরমং ভাবং প্রাপ্ত ইতি স্ফুটীকৃতম্ ॥৫॥

সমূহকে বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তনে, করদ্বয়কে শ্রীহরি মন্দির মার্জ্জনাদি সেবা কার্য্যে, এবং ভগবান্ শ্রীঅচ্যুতের কর্ণপাবনী কথার শ্রবণে কর্ণদ্বয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

এবং আরও বলিতেছেন—মহারাজ অম্বরীষ চক্ষুদ্বয়কে শ্রীমুকুন্দ মন্দির অর্থাৎ শ্রীমন্দির ও বৈষ্ণব দর্শনে, ত্বগিন্দ্রিয়কে ভগবদ্ভক্তের অঙ্গ সংস্পর্শে, নাসিকাকে ভগবচ্চরণ কমলে অর্পিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌরভ বিশিষ্ট শ্রীযুক্ত তুলসীর গন্ধ গ্রহণে, এবং জিহ্বাকে শ্রীভগবানে নিবেদিত অন্নাদি আস্বাদনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

আরও বলিতেছেন যে মহারাজ অম্বরীষ তাঁহার চরণদ্বয়কে মথুরাদি ক্ষেত্রে এবং অন্যত্রস্থিত মন্দিরেও পুনঃ পুনঃ গমনে, মস্তককে শ্রীহরি-

৬। শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্ ॥ ৭।১১।১১

৭। শ্রুতঃ সঙ্কীর্ত্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতশ্চাদৃতোঽপি বা।
নৃণাং ধুনোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভম্ ॥ ১২।৩।৪৬

অত্র মন্দিরমার্জ্জনাদিকং প্রসঙ্গাদুক্তং, শ্রবণাদিকমেব প্রাধান্যেন বিবক্ষিতমিত্যভিপ্রেত্যাহ যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদবচনেন। ইজ্যা পূজা। এতৎ সর্ব্বং কর্ত্তব্যমিতি শেষ: ॥ ৬ ॥

এষাং ফলমাহ শুকবচনেন। অযুতপদমুপলক্ষণং দ্রষ্টব্যম্। বা শব্দাৎ শ্রবণাদীনাং প্রত্যেকং পাপনাশে সামর্থ্যং দর্শিতম্ ॥ ৭ ॥

চরণে বা শ্রীহরি ভক্তদেরও চরণে প্রণামে এবং কামনাকে বিষয় ভোগের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত না করিয়া ভগবদ্দাস্য প্রাপ্তির জন্যই প্রসাদী মালা চন্দনাদি সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এই সকল ইন্দ্রিয়গণকে তিনি এইরূপে যথাযথস্থানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যাহাতে ভগবদ্ভক্তাশ্রয় রতি জন্মিতে পারে। ইহাতে শ্রীভগবদ্ভক্তে তাঁহার পরম ভক্তি জাত হইয়াছিল সহজেই অনুমেয় ॥ ৫ ॥

এখানে শ্রীমন্দির মার্জ্জনাদি প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থকারের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রবণাদি নববিধা ভক্তিই এই প্রকরণে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদ বাক্যে তাহা দেখাইতেছেন মহৎব্যক্তিগণের একমাত্র গতি শ্রীবিষ্ণুর নামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবন অর্থাৎ পরিচর্য্যা পূজা, প্রণাম, দাস্য, সখ্য, এবং তাঁহাতে আত্মনিবেদন এখানে শ্রবণ হইতে আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত সমস্ত ভক্তি অঙ্গই অনুষ্ঠানরূপে করনীয় ইহাই অনুমিত ॥ ৬ ॥

শুকবচনে শ্রবণাদি ভক্তি অঙ্গের ফল বলিতেছেন— শ্রীভগবান্

৮। শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভিক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভব প্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ॥ ১।৮।৩৬

৯। অহং হরে তব পাদৈকমূল-
দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতের্গুণানাং
গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ ॥৬।১১।২৪

এবং পাপে নষ্টে যদ্ভবতি, তদাহ কুন্তীবাক্যেন। ঈহিতং লীলাম্। ভব-প্রবাহস্য উপরমো যস্মাৎ তৎ ॥ ৮ ॥

কিঞ্চ শ্রবণাদিপরানাং সংসারোঽপি ন দুঃখায়েতি বৃত্রবাক্যেনাহ। তব পাদাবেবৈকং মূলমাশ্রয়ো যেষাং তেষাং দাসানামনুদাসো দাসদাসোভূয়ঃ পুনঃ-

মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক শ্রুত, সংকীর্ত্তিত, চিন্তিত, পূজিত, অথবা আদৃত হইলে ভগবান্ সেই সমস্ত মনুষ্যদিগের হৃদয়ে অবস্থান করতঃ তাঁহাদিগের দশ সহস্র জন্মের অশুভ অর্থাৎ পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন। শ্লোকে বা শব্দ গ্রহনে শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি প্রত্যেকটিরই পাপ নাশে সমান সামর্থ্যই দেখাইয়াছেন ॥ ৭ ॥

এইরূপে শ্রবণাদি ভক্তির অনুষ্ঠানে পাপাদি বিনষ্ট হইলে যে কি হয় তাহা কুন্তীস্তবে বলিতেছেন হে শ্রীকৃষ্ণ! যাঁহারা তোমার লীলা-কথা নিয়ত শ্রবণ, কীর্ত্তন, উচ্চারণ, স্মরণ, করেন অথবা অন্যমুখে শুনিয়া আনন্দলাভ করেন, তাঁহারাই অতি অল্পকালের মধ্যে জন্ম পরম্পরার নিবারক তোমার চরণ পদ্ম দর্শন পান ॥ ৮ ॥

আরও বলিতেছেন—যে শ্রবণাদি নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানরত জনের

১০। অশেষসংক্লেশ-শমং বিধত্তে
গুণানুবাদশ্রবণং মুরারেঃ।
কিং বা পুনস্তচ্চরণারবিন্দ-
পরাগসেবা-রতিরাত্মলব্ধা ॥৩।৭।১৪

পুনর্ভবিতাস্মি ভবিষ্যামি ভবেয়মিতি প্রার্থনম্। **অসুপতেঃ** প্রাণনাথস্য তব গুণানাং **গুণান্** মম মনঃ **স্মরতু,** বাগপি তানেব কীর্ত্তয়তু, কায়স্তবৈব কর্ম্ম করোতু ॥ ৯ ॥

নন্বসংসারদুঃখং বৃত্রস্যাপি সম্ভাব্যত এব? নৈতি কৈমুত্যিকন্যায়েনাহ মৈত্রেয়োক্ত্যা। **অশেষাণামৈহিকামুষ্মিকাণাং** ক্লেশানাং **শমং** নাশম্। আত্মনি **লব্ধা** মনসি উৎপন্না তৎসেবারতিঃ ক্লেশং হরতীতি কিং বক্তব্যম্ ॥ ১০ ॥

সংসার ও দুঃখের কারণ হয় না ইহাই বৃত্রাসুরের বাক্যে জানাইতেছেন— হে হরে! আপনার চরণমূলই যাঁহাদের একমাত্র আশ্রয় আমি তোমার সেই দাসগণের অনুদাসই পুনরায় হইবে আপনি আমার প্রাণনাথ আপনারই গুণরাজীই আমার মন নিয়ত স্মরণ করুক, বাক্য সততই কীর্ত্তন করুক, অ্যার আমার এই দেহ আপনার পরিচর্য্যায় সদানিযুক্ত থাকুক ॥৯॥

যদিবল বৃত্রাসুরেরও ত সংসার দুঃখ দেখা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন না—মৈত্রেয় ঋষির উক্তির দ্বারা কৈমুতিক ন্যায়ে দেখাইতেছেন— মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বলিলেন—শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন এবং উঁহার শ্রবণ নিখিল ক্লেশ নাশ করিয়া থাকে। অধিক কি বলিব? যদি শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম পরাগ সেবা বিষয়িনী রতি মনে স্বয়ংই উৎপন্ন হন বা ভাগ্যবান্ ভক্তে উদিত হন, তাহাহইলে যে দুঃখ নাশ হইবে তাহা ত বলাই বাহুল্য ॥১০॥

১১। নোত্তমঃশ্লোকবার্ত্তানাং জুষতাং তৎকথামৃতম্।
স্যাৎ সম্ভ্রমোঽন্তকালেঽপি স্মরতাং তৎপদাম্বুজম্ ॥১।১৮।৪

১২। মর্ত্ত্যস্তয়া ননু সমেধিতয়া মুকুন্দ-
শ্রীমৎকথা-শ্রবণকীর্ত্তনচিন্তয়ৈতি।
তদ্ধাম দুস্তজ-কৃতান্তজবাপবর্গং
গ্রামাদ্বনং ক্ষিতিভুজোঽপি যযুর্যদর্থাঃ ॥১০ ৯০।৫০

তত্রাপি কৈমুতিকন্যায়েনাহ সূতবাক্যেন। উত্তমঃশ্লোকস্য বার্ত্তা কীর্ত্তনং যেষাং তেষাং সম্ভ্রমো ভয়মুদ্বেগো বা অন্তকালেঽপি ন ভবতি, কিং পুনঃ সুস্থাবস্থায়াম্ ॥ ১১ ॥

এবং জীবন্মুক্তি পরমমুক্তিফলে অভিধায় ফলান্তরমপ্যাহ শুকবাক্যেন। শ্রীমত্যাঃ কথায়াঃ শ্রবণকীর্ত্তনযুক্তয়া চিন্তয়া সংবর্দ্ধিতয়া তয়া অনুবৃত্ত্যা তন্নিষ্ঠত্বেন তস্য ধাম লোকমেতি। লোকত্বেঽপি কালানাকলিতত্বমিত্যাহ, দুস্ত্যজেতি। দুর্লভ পুরুষার্থত্বমাহ, গ্রামাদিতি ॥ ১২ ॥

তাহাহইলেও সূতবাক্যের দ্বারা কৈমুতিক ন্যায়ে আরও স্পষ্ট করিতেছেন— যাঁহারা ভগবান্ উত্তমঃ শ্লোক শ্রীবিষ্ণুর কীর্ত্তন করেন এবং সর্বদা তাঁহার কথামৃত পান ও চরণকমলের স্মরণ করেন; তাঁহাদের অন্তিমকালেও কোন ভয় বা উদ্বেগ থাকে না, আর সুস্থাবস্থার ত কথাই নাই ॥১১ ॥

এই প্রকারে জীবন্মুক্তি ও পরমমুক্তি ফলের কথা বলিয়া শুকবাক্য-দ্বারা অন্য ফলের কথাও বলিতেছেন— হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! নৃপতিগণও যে ভগবৎ সেবার নিমিত্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছেন, ভগবান্ মুকুন্দের পরম রমণীয় লীলা কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, ও চিন্তনের দ্বারা অনুক্ষণ সংবর্দ্ধিত সেই সেই ভগবৎসেবার ফলে মনুষ্য দুরন্তমৃত্যুর প্রভাব রহিত সেই ভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন ॥১২॥

১৩। যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্ভববৃত্তিহেতু
কর্ম্মান্যনন্তবিষয়াণি হরিশ্চকার।
যস্ত্বঙ্গ গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা
ভক্তির্ভবেদ্ ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে ॥১০।৬৯।৪৫

১৪। কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তা-
চ্চেতোঽলিবদ্ যদি নু তে পদয়ো রমেত।

কিঞ্চ অস্তু শ্রবণাদিমহিমা, তদনুমোদনমপি তত্তুল্যমিত্যাহ শুকবচনেন। বৃত্তিঃ স্থিতিঃ। বিলয়াদিহেতুনি কর্ম্মাণি। অনন্তবিষয়াণি বিচিত্রাণীত্যর্থঃ। অঙ্গ হে পরীক্ষিৎ! তস্যৈব ভক্তির্ভবতি অপবর্গস্য মার্গে প্রাপকে। তস্মাৎ সাধূক্তং, ন তেষাং সংসারদুঃখমিতি ॥ ১৩ ॥

এবঞ্চ শ্রবণাদিপরাণাং নিরয়াদিযাতনাপি নোদ্বেগায়েতি। অতএব জ্ঞানিভি-রপি প্রার্থ্যমানত্বাৎ জ্ঞানাদিভ্যোঽপি শ্রবণাদিকমুত্তমমিতি সনকাদিবাক্যেনাহ।

আরও বলিতেছেন যে শ্রবণাদি ভক্তির মহিমা বাদই দিলাম, শ্রবণাদি ভক্তির অনুমোদনকারী ব্যক্তিরও তত্তুল্য অর্থাৎ শ্রবণাদি ভক্তি অনুষ্ঠানকারী ন্যায় শ্রীভগবানে ভক্তি লাভ হইয়া থাকে, ইহা শুকবাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন—হে পরীক্ষিৎ! বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কর্ত্তা ভগবান্ শ্রীহরি যে সকল অনন্তবিষয় বিচিত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যিনি তৎসমুদয়ের কীর্ত্তন, শ্রবণ, অথবা অনুমোদন করেন, তাঁহার অপবর্গমার্গস্বরূপ শ্রীভগবানে ভক্তি হইয়া থাকে, অতএব শ্রবণাদি নববিধা ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানরত জনের কোনই সংসার দুঃখ নাই, ইহা যথাযথই বলা হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

আরও বলিতেছেন যে শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি অনুষ্ঠানরত জনের নরক যন্ত্রনা হইতেও কোন ভয়ের কারণ নাই বলিয়া জ্ঞানিগণও এই শ্রবণাদি ভক্তিকে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, এইহেতু জ্ঞানাদি হইতেও

বাচশ্চ নস্তুলসিবদ্‌যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ
পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ ॥ ৩।১৫।৪৯

হে ভগবন্! ইতঃ পূর্ব্বমস্মাকং বৃজিনং নাভবৎ, **ইদানীন্তু সর্ব্বাণ্যপি জাতানি, যতস্তুত্তক্তৌ শপ্তৌ। অতস্তৈঃ** স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নিরয়তুল্যেষু **শুকরাদিযোনিষু নরকেষ্বেব বা কামং নোঽস্মাকং** ভবো **জন্ম স্যাৎ। স্ম** বিতর্কে। যদি তু **ন চেতস্তে পদয়ো রমেত অলিবৎ,** অলি যথা কণ্টকৈরাবিধ্যমানোঽপি **পুষ্পেষু রমতে, তদ্বদ্বিঘ্নান্ অবিগণয্য** যদি রমেত। অঙ্ঘ্রিভ্যাং শোভা যাসাং, **যথা তুলসী স্বগুণনৈরপেক্ষ্যেণ ত্বদঙ্ঘ্রি সম্বন্ধেনৈব শোভতে** তথা যদি নো বাচঃ **শোভেরন্। যদি চ** তে গুণগণৈঃ পূর্য্যেত **কর্ণরন্ধ্র ইত্যল্পস্য** পুরণমিব যাচক**রীত্যা প্রার্থয়ন্তে। অয়ন্তু** গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ—কর্ণরন্ধ্রস্য আকাশত্বাৎ গুণগণানাঞ্চামূর্ত্তত্বাৎ ন কদাচিৎ **পূরণমতো** নিত্যমেব শ্রবণং ফলিষ্যতীতি ॥ ১৪ ॥

শ্রবণাদি ভক্তি অঙ্গই উত্তম ইহাই সনকাদির বাক্যের দ্বারা জানাইতেছেন, হে ভগবন্! স্বীয় অশুভ **কর্ম্ম** সমূহ পাপাদি দ্বারা নরকতুল্য শুকরাদি-যোনিতে অথবা নরকযোনিতে আমাদের যথেষ্ট জন্ম ধারণই হউক, তবে যদি আমাদের চিত্ত ভ্রমরবৎ অর্থাৎ ভ্রমর যেরূপ কণ্টকবিদ্ধ হইলেও পুষ্পসমূহে রমণ করিয়া বিচরণ করে তদ্রূপ যাবতীয় বিঘ্ন স্বীকার করিয়াও যদি আমাদের মন তদীয় পদকমলে রত থাকে, আমাদের বাক্য যদি আত্মগুণ নিরপেক্ষ হইয়া তোমার চরণ সংস্পর্শে শোভমানা তুলসীর ন্যায় তোমার গুণগানে পূরিত হয়। গূঢ় অভিপ্রায় এই যে কর্নরন্ধ্র যেহেতু আকাশ এবং তোমার গুণাবলীও অমূর্ত্ত, সুতরাং কখনও পূর্ত্তির সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে নিত্যই শ্রবণ হইবে। ফলতঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এই তিন সাধনের আনন্দ মুক্তিতে নাইই, পৃথিবীতে জন্ম হইলে তাহা ত পাওয়াই যাইবে, অতএব নিকৃষ্ট জন্মই প্রার্থিত হইল, মোক্ষেও অনাদর হইল ॥ ১৪ ॥

১৫। মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ
বাচোঽভির্ধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥ ১০।৪৭।৬৬

১৬। শৃণ্বতাং গৃণতাং বীর্য্যান্যুদ্দামানি হরের্মুহুঃ।
যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুধ্যেন্নাত্মা ব্রতাদিভিঃ ॥ ৬।৩।৩২

১৭। যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ।

অতএব বিজ্ঞৈঃ শ্রবণাদিকমেব প্রার্থ্যত ইতি নন্দবচনেনাহ। নাম্নামভিধায়িনী-রভিধায়িন্যস্তৎপরাঃ ॥ ১৫ ॥

নন্বেবমপি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভং ধুনোতি, তথাপি শ্রবণাদীনাম্ অসাধারণ্যং ন ব্রতাদিনাপি শুদ্ধিশ্রবণাৎ? নেত্যাহ যমবচনেন। সুজাতয়া ভক্ত্যা শুদ্ধয়া কীর্ত্তনাদিরূপয়ৈব যথা আত্মা মনঃ শুধ্যতি, তথা ব্রতাদিনা ন ॥ ১৬ ॥

অতএব বিজ্ঞব্যক্তি ও যে শ্রবণাদি ভক্তিকে প্রার্থনা করেন, ইহা নন্দ-মহারাজের বাক্যে বলিতেছেন—আমাদের মনের সকলবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মাশ্রয়া হউক, আমাদের বাক্য তাঁহার নামকীর্ত্তনে রত থাকুক, এবং দেহ তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণামাদিতে রত থাকুক ॥ ১৫ ॥

যদি বল শ্রীভগবান্ এইরূপে হৃদয়স্থ হইয়া দশ সহস্র জন্মের পাপ-রাশি বিনষ্ট করেন, তাহা হইলে শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গ অসাধারণ নয়, অর্থাৎ ব্রতাদি ও শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গ সমানই যেহেতু ব্রতাদির দ্বারাও ত শুদ্ধির কথা শোনা যায়? তদুত্তরে-না-ইহাই যমবাক্যে দেখাইতেছেন-শ্রীহরির উদ্দাম পরাক্রম গাথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও কীর্ত্তনকারীগণের উপজাত উত্তমভক্তিযোগের দ্বারা মন যেরূপ পরিশুদ্ধ হয়, কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি ব্রত ও যজ্ঞাদি দ্বারা তদ্রূপ শুদ্ধি হয় না ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবদ্বাক্যে মনঃ শুদ্ধির ফল বলিতেছেন—চক্ষুতে দিব্য অঞ্জন

তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন সংপ্রযুক্তম্ ॥ ১১।১৪।২৬

১৮। শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি। ২।৮।৪

১৯। সঙ্কীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।

মনঃ শুদ্ধিফলমাহ শ্রীভগবদ্বাক্যেন। পরিমৃজ্যতে শোধ্যতে। বস্তু মৎস্বরূপম্। দিব্যাঞ্জনেন সংপ্রযুক্তং চক্ষুর্যথা সূক্ষ্মং ত্রসরেণ্বাদি পশ্যতি॥ ১৭॥

যথা যথা তথা তথৈবেত্যত্র ফলাব্যভিচারং বদতা সদ্যঃফলত্বমুক্তং স্পষ্টয়তি পরীক্ষিদ্বচনেন। নাতিদীর্ঘেণ অল্পেন। বিশতে প্রকাশতে ইত্যর্থঃ। এবঞ্চ উপায়ান্তরেভ্যোঽপ্যেষামুৎকর্ষো দ্রষ্টব্যঃ॥ ১৮॥

এতৎফলমাহ সূতবাক্যেন। চিত্তং প্রবিশ্যাশেষং ব্যসনং দুঃখং তদপি

সংযুক্ত হইলে যেরূপ সূক্ষ্মবস্তু ত্রসরেণু আদি দেখিতে পায়, তদ্রূপ, এই আত্মাও (চিত্ত) আমার পুণ্য গাথার শ্রবণ কীর্ত্তনে পরিশুদ্ধ হইয়া সূক্ষ্মবস্তু মৎস্বরূপভূত রূপগুণলীলাদির যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারে॥ ১৭॥

যেমন যেমন ভক্তি ফলও তদ্রূপ ইহা বলিয়া শ্রবণাদি ভক্ত্যাঙ্গের সদ্য ফলপ্রদত্ব পরীক্ষিদ্বাক্যে স্পষ্ট করিতেছেন—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিত্য শ্রীহরির রূপ, গুণ, ও লীলাদির শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন শ্রীভগবান্ অতি অল্পকালের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ে স্বয়ংই প্রকাশিত হন, এইরূপে অন্যান্য উপায় সমূহ হইতেও এই শ্রবণাদি ভক্তি অঙ্গের উৎকর্ষ দেখান হইল॥ ১৮॥

প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতি বাতঃ ॥১২।১২।৪৮

২০। তস্মাদ্ ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥২।১।৫

২১। যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।

সবাসনং বিধুনোতি নাশয়তি। যথোদিতোঽর্কস্তমোঽন্ধকারমিতি প্রকাশসন্নিধিমাত্রে দৃষ্টান্তঃ। ব্যাপারে তু অতিবাতঃ প্রবলবায়ুরভ্রং মেঘমিবেতি॥ ১৯॥

অন্যথা তু ব্যসনশান্তির্নাস্তীত্যাশয়েন পুরুষার্থান্তরহেতুত্বমেষাং শুকবাক্যেনোদাহরতি। হে ভারত পরীক্ষিৎ! অভয়ং সর্ব্বতো ব্যসনশান্তিমিচ্ছতা পুরুষেণ ॥ ২০ ॥

বস্তুতস্তু মোক্ষাদপি শ্রবণাদিসুখং গরীয় ইতি স্বতঃপুরুষার্থত্বমেবৈষাং যুক্তমিতি ধ্রুববচনেনাহ। নির্বৃতিঃ সুখম্। ভবজ্জনৈঃ কথ্যমানায়াস্ত্বৎকথায়াঃ

সূতবাক্যে ইহার ফল বলিতেছেন—সূর্য্যের উদয়মাত্রেই চেষ্টাব্যতীত যেমন সমূহ অন্ধকার নষ্ট হইয়া যায়, এবং প্রবলবায়ু চেষ্টা দ্বারা যেমন মেঘ সমূহকে দূর করিয়া দেয় তদ্রূপ শ্রুত প্রভাব সম্পন্ন শ্রীঅনন্ত সংকীর্ত্তিত হওয়া মাত্রই পুরুষের চিত্তে প্রবেশ করিয়া অশেষ বাসনার সহিত তাঁহার দুঃখ রাশিকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে দুঃখরাশি প্রশমিত হয়না, এই মর্ম্মে শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গ যে অন্য পুরুষার্থেরও হেতু শুকবাক্যে ইহার উদাহরণ দিতেছেন—অতএব হে পরীক্ষিৎ! সর্ব্বভয়নিবারক সর্ব্বানন্দময় পুরুষার্থ লাভে ইচ্ছা থাকিলে সেই সর্ব্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর অর্থাৎ সর্ব্ব পুরুষার্থ দাতা ও সর্ব্ববন্ধন মোচক শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন, ও স্মরণই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য ॥ ২০ ॥

বাস্তবিক মোক্ষসুখ হইতে ও শ্রবণাদি ভক্তি সুখই শ্রেষ্ঠ, অতএব

সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ
কিম্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥৪।৯।১০

২২। শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥১১।২।৩৯

শ্রবণেন। স্বমহিমনি স্বে স্বরূপভূতে ব্রহ্মণি মোক্ষাবস্থায়ামপীত্যর্থঃ। সা নির্বৃতির্মা ভূন্ন ভবতি যদি, তদান্তক কাল এবাসিঃ খড়্গস্তেন লুলিতাৎ উপদ্রুতাদ্ বিমানাৎ স্বর্গাদেঃ পততাং তৎ সুখং ন ভবতীতি কিমু বাচ্যমিতি ॥ ২১ ॥

অতস্তত্রবাত্র লজ্জাদিকমপি ন কর্ত্তব্যমিত্যাহ কবিবচনেন। সুভদ্রাণি যশাংসি। জন্মাদীনি বা সুভদ্রাণ্যুৎকৃষ্টানি। তদর্থকানি জন্মাদ্যনুবন্ধীনি বাসুদেবকংসারী-ত্যাদীনি। গায়ন্ শৃণ্বংশ্চ বিচরেদ্ব্যবহরেৎ, যথা সুখং তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ। স চ বিলজ্জোঽসঙ্গোঽভয়শ্চ সন্নিত্যাদি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২২ ॥

শ্রবণাদি ভক্তি অঙ্গের স্বতঃ পুরুষার্থত্ব বলা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ধ্রুববাক্যে ইহাই বলিতেছেন—হে নাথ! তোমার পাদ পদ্মের ধ্যান প্রভৃতিতে বা ভক্তগণের কথা শ্রবণে জীবের যে পরমানন্দ লাভ হয়, আত্মানন্দরূপ ব্রহ্মানন্দলাভেও তাহা যখন নাই তখন যাঁহারা অন্তকের (যমের) কালরূপ অসির দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া স্বর্গীয় বিমান হইতে পতিত হইতেছে তাহাদের ঐ সুখলাভের সম্ভাবনাই হয় না ॥ ২১ ॥

এই শ্রবণাদি ভক্তিধর্ম্মে লজ্জাদিও পরিহার করা উচিৎ ইহা কবি যোগীন্দ্রের বাক্যে বলিতেছেন—চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্র ও সৎ পরম্পরা প্রসিদ্ধ মঙ্গলময় যে সব জন্ম কর্ম্মাদি এবং লোকমাত্রে গীত, অপভ্রংশ-

২৩। ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি ॥১০।৬।৩

২৪। জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃত-বিষ্ণুকৃত্যান্ ॥৬।৩।২৮

ব্যতিরেকেঽনিষ্টফলমাহ। যত্র গৃহে সাত্বতাং ভর্ত্তুঃ কৃষ্ণস্য শ্রবণাদীনি ন সন্তি তত্র যাতুধান্যো রাক্ষস্যঃ, চকারাদন্যোঽপি বিঘ্নহেতবঃ স্বকর্ম্মসু কুর্ব্বন্তি প্রভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

এবঞ্চ ন কেবলম্ এতন্মাত্রং, কিন্তু পরলোকেঽপি ভয়মিতি যমবচনেনাহ। যৎ যেষাং জিহ্বা, যেষাং মনঃ, যেষাং শির একদাপীতি সবত্রান্বেতি। অকৃতানি বিষ্ণুকৃত্যানি বিষ্ণু বিষয়াণি পূজাদীন্যপি যৈস্তান্ আনয়ধ্বং নরকায়েতি শেষঃ। কীর্ত্তনাদিপরাস্তু ন দ্রষ্টব্যা অপীতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

ভাষায় নিবদ্ধ গীতাবলী এবং জন্ম কর্ম্মাদি প্রতিপাদক বাসুদেব, কংসারি প্রভৃতি নামাবলীর নানাদেশীয় ভাষায় নির্ম্মিত সমানার্থদ্যোতক কাহ্না, কানড়, কান প্রভৃতি শ্রবণ ও নির্লজ্জচিত্তে বা অন্য বস্তুতে আসক্তিশূন্য এবং ভয়শূন্য হইয়া গান করিতে করিতে বিচরণ করিবেন ॥২২॥

ব্যতিরেকমুখে অনিষ্ট ফল দেখাইতেছেন—শ্রীশুকদেব বলিলেন— হে রাজন্! নন্দগোকুলে বিঘ্ন ঘটাইবার মত সামর্থ্য রাক্ষসী পুতনার নাই, কারণ যে গৃহে ভক্তপালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাক্ষস নাশক নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি বিদ্যমান নাই, সেই গৃহেই রাক্ষসীদের প্রাদুর্ভাব এবং অন্যান্য বিঘ্ন হইতে পারে, কিন্তু নন্দগোকুলে শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন ও শ্রবণাদি বিদ্যমান্ আছে, সুতরাং সেখানে বিঘ্নের আশঙ্কা নাই ॥২৩॥

এইরূপে শ্রবণাদি বিমুখজনের ইহলোকে যে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে

২৫। বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত।
ন চোপগায়ত্যুরু-গায়গাথাঃ ॥২।৩।২০

কিঞ্চ শ্রবণাদিবিমুখস্য দেহেন্দ্রিয়াদি সর্ব্বং ব্যর্থমিত্যাহ শৌনকবাক্যেন চতুর্ভিঃ। বতেতি খেদে। ন শৃণ্বতোঽশৃণ্বতো নরস্য যে কর্ণপুটে তে বিলে বৃথারন্ধ্রে। ন চেদুপগায়তি তস্য জিহ্বা অসতী দুষ্টা, দর্দ্দুরো ভেকস্তদীয়া জিহ্বেব। যদ্বা স্বার্থে অন্, দার্দ্দুরিকা ভেকীবেত্যর্থঃ। যদ্বা হৃষীকেশং ন বদতীত্যসতী ব্যাভিচারিণী। উরুভির্গীয়তে ইতি উরুগায়ো ভগবান্ তস্য গাথা লৌকিকীরপি বার্ত্তাঃ ॥ ২৫ ॥

কেবল তাহা নয়, পরন্তু পরলোকেও তাহাদের ভয় আছে, ইহা যমবাক্যে বলিতেছেন—হে দূতগণ ! যাহাদের জিহ্বা একদিনও একবারও শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তন বা নামোচ্চারণ করে নাই, যাহাদের চিত্ত শ্রীভগবানের চরণকমল স্মরণ করে নাই, যাহাদের মস্তক কখনও শ্রীকৃষ্ণচরণ কমলে প্রণত হয় নাই, অথবা যাহারা জন্মাবধি একটিবারও শ্রীভগবদ্বিষয়িণী পূজা বা ব্রতাদির আচরণ করে নাই, সেই সমস্ত অসৎ ব্যক্তিগণকেই আনায়ন করিবে, আর শ্রীনামকীর্ত্তনাদি পরায়ণ ব্যক্তিকে আনা ত দূরের কথা তাঁহাদিগকে চোখেও দেখিবে না ॥২৪॥

আরও বলিতেছেন—যে শ্রবণাদিবিমুখজনের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই ব্যর্থ, শৌনকঋষির শ্লোক চতুষ্টয়ে তাহা দেখাইতেছেন—যে ব্যক্তি শ্রীহরির লীলা কথা শ্রবণ করে না তাহার কর্ণরন্ধ্রদ্বয় বৃথা ছিদ্র মাত্র, যে জিহ্বা শ্রীহরিগুণনামাদি কীর্ত্তন করে না তাহার সেই দুষ্টা জিহ্বা ভেক-জিহ্বার তুল্য ॥ ২৫ ॥

২৬। ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরের্লসৎকাঞ্চন-কঙ্কণৌ বা ॥২।৩।২১

২৭। বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ ॥২।৩।২২

কিঞ্চ পট্টবস্ত্রোষ্ণীষেণ কিরীটেন চ জুষ্টমপি উত্তমাঙ্গং শিরো যদি মুকুন্দং ন নমেৎ, তর্হি কেবলং ভার এব। শবো মৃতকস্তৎকরতুল্যৌ। লসতী কাঞ্চন-কঙ্কণে যয়োঃ। বা শব্দোঽপ্যর্থে ॥ ২৬ ॥

কিঞ্চ যে নয়নে বিষ্ণোর্লিঙ্গানি শ্রীজগন্নাথাদিমূর্ত্তীর্ন নিরীক্ষতো ন নিরীক্ষেতে, তে নয়নে বর্হায়িতে ময়ূরপিচ্ছচন্দ্রকতুল্যে। তৌ পাদৌ দ্রুমজন্ম ভজেতে ইতি তথা, বৃক্ষমূলতুল্যাবিত্যর্থঃ। অতএব শরীরকাণ্ডস্য বৃক্ষত্বারোপণেন অবস্তুধিয়া কাষ্ঠময়ত্বং দর্শিতম্ ॥ ২৭ ॥

আরও বলিতেছেন—যে মস্তক ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের চরণে প্রণত হয় নাই, সেই মস্তক যদি পট্টবস্ত্রে বা কিরীটে সুসজ্জিত হয় তাহা হইলেও কেবল ভার মাত্রই সার, যে হস্তদ্বয় শ্রীমুকুন্দের সেবা করে না সেই হস্ত দ্বয় স্বর্ণকঙ্কণে ভূষিত হইলেও তাহা মৃত ব্যক্তির হস্ত সদৃশ ॥ ২৬ ॥

আরও বলিতেছেন যে নয়ন শ্রীজগন্নাথাদি মূর্ত্তি দর্শন করে নাই সেইনয়ন ময়ুর পুচ্ছের চন্দ্রকতুল্য, এবং যে দুই পদ শ্রীহরি ক্ষেত্রে গমন করে নাই তাহাও বৃক্ষমূলতুল্য নিরর্থক। অতএব শরীররূপ কাণ্ডের বৃক্ষত্ব প্রতিপাদনে অবস্তু বলিয়া কাষ্ঠসদৃশ বলা হইয়াছ ॥ ২৭ ॥

২৮। জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রি রেণূন্
ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্ ॥২।৩।২৩

২৯। সা বাগ্‌যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে
করৌ চ তৎকর্ম্মকরৌ মনশ্চ
স্মরেদ্ বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু
শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ ॥ ১০।৮০।৩

কিঞ্চ। নাভিলভেত অভিতো ন স্পৃশেৎ, ন ধারযেৎ। শ্রীবিষ্ণুপদ্যাঃ শ্রীবিষ্ণুপদলগ্নায়াস্তুলস্যা যো মনুজো মনুষ্যো গন্ধং ন বেদ ন জিঘ্রতি, প্রসঙ্গাচ্চাবঘ্রায় অনভিনন্দেদিত্যর্থঃ। ন কেবলমেতানি তস্য ব্যর্থানি, অসদ্বিষয়ত্বাৎ, সর্ব্বাণি প্রতিকূলান্যপীতিভাবঃ ॥ ২৮ ॥

কথং তর্হি সার্থকানীত্যাহ পরীক্ষিদ্বচনেন। যৌ তৎকর্ম্মকরৌ তৌ করৌ সার্থকাবিতি সর্ব্বত্র বোদ্ধব্যম্। যন্মনঃ স্থিরজঙ্গমেষু বসন্তং তং স্মরেৎ, তদেব মনঃ। যস্তস্য পুণ্যাঃ কথাঃ শৃণোতি স এব কর্ণ ইতি ॥ ২৯ ॥

আরও যে ব্যক্তি জীবনে কখনও ভক্তগণের চরণরেণু ধারণ করে নাই, সেই জীবঞ্ছব অর্থাৎ জীবন্মৃত, আর যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর পদলগ্না তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ করে নাই সেও জীবন্মৃত অর্থাৎ সেই ব্যক্তির দেহেন্দ্রিয়াদি অসদ্বিষয়গ্রহণ করে বলিয়াই কেবল যে ব্যর্থ তাহাই নহে, পরন্তু তাঁহার সব কিছুই প্রতিকূল হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

তাহা হইলে কি প্রকারে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সার্থক হইবে? পরীক্ষিদ্বাক্যে তাহা বলিতেছেন—যে বাক্য দ্বারা শ্রীভগবানের গুণ কীর্ত্তিত হয়,

৩০। শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানয়েৎ
তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং
পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্ ॥ ১০।৮০।৪

৩১। একান্তলাভং বচসো নু পুংসাং
সুশ্লোকমৌলেগুর্ণবাদমাহুঃ।
শ্রুতেশ্চ বিদ্বদ্ভিরুপাকৃতায়াং
কথাসুধায়ামভি-সম্প্রয়োগম্ ॥৩।৬।৩৩

অপি চ। যৎ শির উভয়লিঙ্গং ভক্তরূপং প্রতিমাদিরূপঞ্চানমেৎ, তদেব শিরঃ। তদেবোভয়লিঙ্গং যৎ পশ্যতি, তদেব চক্ষুঃ। যান্যঙ্গানি বিষ্ণোঃ পাদোদকম্ অথবা তজ্জনানাং পাদোদকং ভজন্তি নিত্যং, তান্যেব ॥ ৩০ ॥

কিঞ্চ। সুশ্লোকমৌলেঃ পুণ্যযশসাং শিরোভূতস্য মুকুটভূতস্য বা গুণানুবাদং গুণানুকীর্ত্তনং বচস একান্তলাভং পরমং লাভমাহুঃ। তস্য কথাসুধায়ামভি সম্প্রয়োগং বিনিয়োগং শ্রুতেশ্চ লাভমাহুঃ। উপাকৃতায়াং কথ্যমানায়াম্ ॥ ৩১ ॥

সেই বাক্যই সার্থক, আর যে হস্তদ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করা হয় সেই হস্ত দ্বয় ধন্য আর যে মনের দ্বারা স্থাবর জঙ্গমে অবস্থিত শ্রীভগবানের স্মরণ হয় সেই মনই সার্থক, এবং যে কর্ণদ্বারা তাঁহার পুণ্য কথার শ্রবণ হয় সেই কর্ণও ধন্য ॥ ২৯ ॥

পুনরায় বলিতেছেন- যে মস্তক দ্বারা ভক্ত ও প্রতিমাদিরূপী শ্রীভগবানের এই উভয় মূর্ত্তিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করা হয় সেই মস্তকই ধন্য, আর সেই চক্ষুই ধন্য যাহা দ্বারা শ্রীভগবান্ ও ভক্তের দর্শন করা যায় এবং সেই অঙ্গই সার্থক যাহা দ্বারা শ্রীবিষ্ণু ও তদীয় ভক্তগণের পাদজল নিত্য সেবিত হয় ॥ ৩০ ॥

আরও বলিতেছেন—হে বিদুর! পুণ্যশ্লোকগণের মুকুটমণি শ্রীভগ-

৩২। তস্মাদ্ গোবিন্দমাহাত্ম্যমানন্দরস সুন্দরম্।
শৃণুয়াৎ কীর্ত্তয়েন্নিত্যং স কৃতার্থো ন সংশয়॥ হঃ ভঃ সু ৮।৬

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবল্যাং নববিধভক্তি নাম
তৃতীয়ং বিরচনম্ ।।৩।।

এবং প্রকরণার্থমুপসংহরতি। আনন্দরসময়ত্বাৎ সুন্দরম্। শৃণুয়াৎ কীর্ত্তয়েদিতি বিধিঃ। যস্তু শৃণোতি কীর্ত্তয়তি স কৃতার্থ ইত্যত্র সংশয়ো নাস্তীতি ।। ৩২ ।।

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলী টীকায়াং কান্তিমালায়াং
তৃতীয়ং বিরচনম্ ।। ৩ ।।

বানের গুনানুকীর্ত্তনই জীবের বাক্যোচ্চারণের মহালাভ বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে, আবার পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত শ্রীহরি কথা সুধায় শ্রোত্রেন্দ্রিয় সংযোগকেই কর্ণের সার্থকতা বলা হয়॥ ৩১ ॥

এইরূপে প্রকরণের উদ্দেশ্য এই শ্লোকে উপসংহার করিতেছেন, অতএব আনন্দরসে পরিপূর্ণ পরম রমনীয় শ্রীগোবিন্দের মাহাত্ম্য রূপগুণাদি নিত্য শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবেন, যিনি নিত্যই শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন তিনি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইবেন। এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ॥৩২॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলীর নববিধভক্ত্যঙ্গ
নিরূপণ নামক তৃতীয় বিরচন ।।৩।।

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী

চতুর্থং বিরচনম্

"অথ শ্রবণম্"

১। শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥১।২।১৭

অথ শ্রবণং কীর্ত্তনমিত্যুদ্দেশক্রমেণৈকৈকশো ভক্তিনিরূপণায় বিরচনমারভতে। তত্র দুর্বাসনামূল এব সর্বোঽপ্যনর্থঃ, সা চ কৃষ্ণকথাশ্রবনেনৈব নিবর্ত্ততে ইত্যভিপ্রেত্যাহ সূতবাক্যেন। শৃণ্বতাং জনানাম্। স্বস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব কথা বার্ত্তাঃ। পুণ্যে শ্রবণকীর্ত্তনে যস্য স শ্রীকৃষ্ণো হৃদি স্থিতানি অভদ্রানি দুর্বাসনারূপাণি বিধুনোতি নাশয়তি। যতোঽন্তঃস্থ, সতাং ভক্তানাং সুহৃৎ হিতকারী চ॥ ১॥

"অনন্তর শ্রবণাঙ্গভক্তি নিরূপণ"

অনন্তর শ্রবণ কীর্ত্তন ইত্যাদি উদ্দেশক্রমানুসারে একে একে ভক্তি নিরূপণ করিবার নিমিত্ত এই বিরচন আরম্ভ করিতেছেন; তন্মধ্যে সর্ব্ব অনর্থের মূলই দুর্বাসনা, আর সেই দুর্বাসনা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবণের দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়ে শ্রীসূতবাক্য দেখাইতেছেন —শ্রীভগবৎ কথায় রুচি হইলে ভক্তগণের হিতকারী শ্রীকৃষ্ণ কথার শ্রবণ হয়, এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজ কথা শ্রবণকারীর হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া অনাদি বহির্ম্মুখতারূপ কামাদি দুর্বাসনা সমূহ বিনাশ করেন। অর্থাৎ জীবের ক্রম পন্থায় শ্রবণফলে কীর্ত্তন, আর কীর্ত্তনফলে অনর্থ নিবৃত্তি, এবং অনর্থ নিবৃত্তি হইলে তখন শ্রীভগবান্ স্মরণীয় বস্তুরূপে সেই হৃদয়ে প্রতিভাত হয়েন॥ ১॥

২। পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ।২।২।৩৭

৩। ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ১।২।৮

অতোহভদ্রনাশফলমাহ শুকবাক্যেন। সতামাত্মন আত্মত্বেন প্রকাশমানস্ত। যদ্বা আত্মনঃ সর্বস্বরূপস্য সতাং মুখাৎ কথাম্বেবামৃতং যে পিবন্তি, তে বিষয়ৈর্বিদূষিতং তদ্বাসনামলিনীকৃতম্ আশয়ং মনঃ পুনন্তি শোধয়ন্তি। ততস্তস্যাচিরেণ চরণ-পদ্মান্তিকং শ্রীবিষ্ণুপদং ব্রজন্তি ॥ ২ ॥

নন্থ স্বধর্ম্মেণাপ্যেতৎ সাধ্যতে, কিং কথাভিঃ? সত্যং, তদপ্যেতদ্দ্বারৈবে-বেত্যাহ শ্রীসূতবাক্যেন। যো ধর্ম্ম ইতি প্রসিদ্ধঃ স যদি বিষ্বক্‌সেন কথাসু রতিং নোৎপাদয়েৎ, তর্হি স্বনুষ্ঠিতোহপি সন্ শ্রমো জ্ঞেয়ঃ। নন্থ মোক্ষার্থস্যাপি ধর্ম্মস্য শ্রমত্বমস্ত্যেবেতি কিং সোহপ্যশ্লাঘ্যঃ স্যাদিত্যতোহবধারয়তি, কেবলং শ্রমঃ।

সেইহেতু অমঙ্গলনাশের ফল শ্রীশুকদেব বাক্যে বলিতেছেন—যাঁহারা স্বীয় উপাস্য সর্বস্বরূপ শ্রীভগবানের অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণের স্ব স্ব ভাবানুসারে তাঁহার ভক্তদের নারদাদি, হনুমানাদি, নন্দাদি, শ্রীদামাদি ও গোপীদের শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত বাল্য, পৌগণ্ড ও কৌশোরকালের কথামৃত শ্রবণপুটে অত্যাদরে ধারণ পূর্বক পান করেন, তাঁহাদের বিষয় বাসনায় মলিন মনের ক্ষালন হয়, অনন্তর অচিরেই তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুচরণকমল প্রাপ্তি করেন ॥২

আচ্ছা স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারাও ত দুর্বাসনারূপচিত্ত মল ক্ষালন হইতে পারে, তবে শ্রীভগবত কথার শ্রবণে প্রয়োজন কি? সত্য, তথাপিও

৪। জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্।

অয়মর্থঃ—ভগবৎকথারতি দ্বারা মোক্ষফলপর্য্যবসায়িত্বাৎ স ধর্ম্মো ন শ্রমঃ, অয়ন্তু ন তথেতি কেবলং শ্রমঃ। নন্থ তথাপি স্বর্গাদিসাধনধর্ম্মাংশে সফলত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য এবকারঃ, ক্ষয়িষ্ণুত্বাৎ, ন তৎ ফলমিত্যর্থঃ নন্থ কাপ্যক্ষয়ং স্বর্গাদি? ন উৎপাদ্যত্বাদিতি হি শব্দেন সাধয়তি॥ ৩॥

অতঃত্রবোৎপন্নভগবৎকথারতিনা পুংসা সসাধনেঽপি জ্ঞানে প্রযত্নমুৎসৃজ্য

শ্রীভগবত কথা শ্রবণের দ্বারাই স্বধর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে ইহাই শ্রীসূত বাক্যে বলিতেছেন—বর্ণাশ্রমাচার লক্ষণ প্রসিদ্ধ যে ধর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তৃক সুষ্টুরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি শ্রীহরি কথায় রতি উৎপন্ন না হয়, তবে তাহাতে কেবল পরিশ্রম মাত্র ফল (সার) হইয়া থাকে। যদি বল মোক্ষার্থসাধক ধর্ম্মেও ত শ্রম দেখা যায় তবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কি জন্য নিন্দনীয় হইল? এই আশঙ্কার উত্তরে জানাইতেছেন যে বর্ণাশ্রম ধর্মের ফল কেবল শ্রমই মাত্র সার, আর শ্রীভগবত কথায় রতির ফলে মোক্ষও তার করতলগত হইয়া যায় এইজন্যই শ্রবণাঙ্গ ভক্তিতে কোন পরিশ্রম নাই, কিন্তু ভগবত কথা রতিশূন্য বর্ণাশ্রম ধর্মে মোক্ষ প্রাপ্তি দূরের কথা কেবল পরিশ্রমই ফল হইয়া থাকে। আর যদি বল যে স্বধর্ম ত স্বর্গাদির সাধক এই অংশে সফল হউক? এতদুত্তরে বলিতেছেন না—যেহেতু শ্রমই এই শব্দ দ্বারা জানাইতেছেন যে স্বর্গাদি লাভ সেও ক্ষয়শীল অতএব তাহাও ফলীভূত নয়। আর যদি বল শাস্ত্রে কোথায় অক্ষয় স্বর্গলাভ শুনিতে পাই, এই মর্ম্মে বলিতেছেন—না-হি-নিশ্চয় এই শব্দ দ্বারা অক্ষয় স্বর্গও কর্ম জন্য অতএব অনিত্য, সুতরাং ভগবৎ কথারতি শূন্য স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কেবল শ্রমই ফল হইয়া থাকে॥ ৩॥

স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥১০।১৪।৩

৫। নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।

কথৈব ভগবদ্বশীকরণী শ্রোতব্যেতি ব্রহ্মবচনেনাহ। উদপাস্য ঈষদপ্যকৃত্বা, সন্মুখরিতাং সদ্ভির্গীয়মানাং ভবদীয়াং বার্ত্তাং কথাং শ্রুতৌ কর্ণেগতাং নমন্তঃ সংকুর্ব্বন্ত এব যে জীবন্তি, ত্বৎকথা শ্রবণমেব যেষাং জীবনমিত্যর্থঃ। যদ্বা শ্রুতিগতাং বেদ-প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যাং সন্মুখরিতাং সন্তো মৌনশীলা অপি মুখরিতা বাচালীকৃতা যয়া তামিত্যর্থঃ। কথং নমন্তি? স্থানস্থিতাস্তীর্থাদিভ্রমণক্লেশরহিতাঃ। যদ্বা কুরুক্ষেত্র-কাশীপ্রয়াগাদিষু স্থিতাঃ। যদ্বা স্বধর্ম্মস্থিতা অপি। হে ত্রিলোক্যামজিত, স্বতন্ত্রোঽপি তৈর্জিতো বশীকৃতোঽসি, প্রায়শঃ সর্ব্বাত্মনা ॥ ৪ ॥

নন্থ সদ্যো মোক্ষফলেঽপি জ্ঞানে কিমিতি প্রয়াসত্যাগঃ? মোক্ষাদপি শ্রবণ-

অতএব শ্রীভগবৎ কথায় জাতরতিপুরুষের পক্ষে "সাধনের সহিত জ্ঞান বিষয়ে" অর্থাৎ জ্ঞানমার্গীয় সাধনে বা ফলে প্রযত্ন পরিত্যাগ করতঃ ভগবৎকথাই শ্রীভগবানকে বশীভূত করে বলিয়া শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ করাই উচিৎ। ইহাই ব্রহ্মবাক্যে বলিতেছেন—যে সকল ব্যক্তি জ্ঞান-বিষয়ে অতি অল্পও যত্ন না করিয়া এবং তীর্থাদিভ্রমণ ক্লেশ না করিয়া কেবলমাত্র সৎস্থানে অবস্থিত হইয়াই মহাজনের মুখোচ্চারিত কর্ণপথে আগত বেদপ্রসিদ্ধ ভবদীয় বার্ত্তাকেই জীবাতু করতঃ অর্থাৎ মহৎ সন্নিধানে থাকার ফলে স্বতঃই কর্ণপথে আগত শ্রীহরি কথাকে কায়মনোবাক্যে অত্যাদর পূর্ব্বক জীবনধারণ করেন, অন্য কোন কর্ম্ম না করিলেও হে অজিত! ত্রিভুবনে তুমি স্বতন্ত্র হইলেও তাঁহারা তোমাকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করিয়া থাকেন ॥৪॥

যদি বল সদ্য মোক্ষফল জনক জ্ঞানবিষয়ে যত্ন ত্যাগ করিব কেন?

যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥৩।১৫।৪৮

৬। কো বা ভগবতস্তস্য পুণ্যশ্লোকেড্যকর্ম্মণঃ।
শুদ্ধিকামো ন শৃণুয়াদ্ যশঃ কলিমলাপহম্ ॥১।১।১৬

সুখস্যাধিক্যাদিত্যাহ সনকাদিবাক্যেন। আত্যন্তিকং মোক্ষাখ্যমপি ত্বৎপ্রসাদং ন বিগণয়ন্তি নাদ্রিয়ন্তে, কিমু অন্যদিন্দ্রাদিপদম্। তে তব ভ্রুব উন্নয়ৈরুজ্জৃম্ভ-শৈরর্পিতং নিহিতং ভয়ং যত্র তৎ। অঙ্গ হে ভগবন্ যে ত্বৎকথায়া রসজ্ঞা রসং জানন্তি, ত এব কুশলাঃ। কথম্ভূতস্য ভবতঃ? রমণীয়ত্বেন পাবনত্বেন কীর্ত্তন্যং কীর্ত্তনার্হং তীর্থং যশো যস্য ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ সর্ব্বপাপপ্রায়শ্চিত্তমপি ভগবৎকথাশ্রবণমেবেত্যাহ শৌনকাদিবচনেন। পুণ্যশ্লোকৈরীড্যানি কর্ম্মাণি যস্য তস্য যশঃ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বপাপশুদ্ধিকামো ন শৃণুয়াৎ কো বা, স কতমো বা অনাত্মনীন ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তদুত্তরে বলিতেছেন— যে মোক্ষসুখ হইতেও শ্রবণাঙ্গ ভক্তি সুখইশ্রেষ্ঠ ইহা সনকাদির বাক্যে জানাইতেছেন—হে ভগবন্! তোমার যশঃ পরমরমনীয় ও অতি পবিত্র, সুতরাং কীর্ত্তনযোগ্য ও তীর্থস্বরূপ, অতএব কথারসে রসিক ও কুশল তোমার পাদৈকশরণ ভক্তগণ তোমারই আত্যন্তিক প্রসাদরূপ মোক্ষপদকেও যখন আদর করেন না, তখন কি তোমার ভ্রূভঙ্গিমাত্রেই প্রাপ্তভয় ইন্দ্রাদি পদে তাঁহাদের আকাঙ্খা থাকিতে পারে? ॥৫॥

আরও জানাইতেছেন—যে সর্ব্বপ্রকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত একমাত্র শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ, শৌনকাদি ঋষিবৃন্দের বাক্যে ইহাই দেখাইতেছেন— পুণ্যচরিত্র মানবগণ যাঁহার লীলাবিনোদাদির সতত স্তুতি করেন সেই শ্রীভগবানের কলি কল্মষ নাশন যশঃ সর্ব্বপাপশুদ্ধিকামী কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে শ্রবণ-না-করিবেন? ॥৬॥

৭। প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।

ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ ॥২।৮।৫

এতদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি পরীক্ষিদ্বচনেন। ভাবসরোরুহং হৃদয়কমলং স্বানাং স্বকীয়ানাং জনানাং কর্ণরন্ধ্রেণ প্রবিষ্টঃ, শ্রুত ইত্যর্থঃ, শমলং তদ্গতং সর্ব্বং মলং ধুনোতি. সলিলস্যেতি। দ্রব্যান্তরমিশ্রণাদিনা কুম্ভস্থে জলে শোধিতেঽপি তদেব কেবলং শুধ্যতি, ন তু নদীতড়াগাদিগতং, স চ মলঃ কুম্ভস্যান্তস্তিষ্ঠত্যেব, নতু সর্ব্বথা বিলীয়তে, অতএব কিঞ্চিচ্চালনেন পুনঃ ক্ষুভ্যতি, এবং তপো দানাদি প্রায়শ্চিত্তমপি ন সর্ব্বথা সর্ব্বেষাং সর্ব্বপাপং ধুনোতি, কিন্তু সাবশেষং, তচ্চ কস্যচিদেব কিঞ্চিদেব। হৃদিপ্রবিষ্টমাত্রস্তু শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বং পাপং নিঃশেষমেব হরতীত্যনেন দৃষ্টান্তেনোক্তং সলিলস্য মলং যথা শরদিতি ॥ ৭ ॥

পুনরায় ইহাই পরীক্ষিত মহারাজের দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন — শরৎকালে যেরূপ নদীতড়াগাদির জল নির্ম্মল হয় তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও নিজ ভক্তগণের হৃদয় কমলে প্রবিষ্ঠ হইয়া তত্রত্য কামক্রোধাদি মালিন্য দূর করেন। তাৎপর্য্য এই যে নির্মলী বা ফিটকারী প্রভৃতি মিশ্রণে কলসস্থিত জল নির্মল হইলেও তাহা সামান্যরূপে নির্ম্মল হয় মাত্র, কিন্তু শরৎকালীয় নদীতড়াদির ন্যায় নহে, আর নির্মলী প্রভৃতির মিশ্রনে জল নির্মল হইলেও সেই জলগত মল কুম্ভের নিম্নে পড়িয়া থাকে, কোন প্রকারে কুম্ভ চালিত হইলে আবার পূর্ব্বের স্বরূপ ধারণ করে, এইরূপে তপস্যা এবং দানাদি প্রায়শ্চিত্তও সর্বপ্রকারেব পাপরাশি নাশ করিতে পারে না আংশিকরূপে নাশপ্রাপ্ত হয় মাত্র, আর শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবণের ফলে শ্রীভগবান্ নিজ ভক্তগণের হৃদয় কমলে প্রবিষ্ট হইবার মাত্রই সমূহ পাপরাশি সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। এই অভিপ্রায়ে শরৎকালীয় নদীতড়াগাদির জল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ॥৭॥

৮। শুদ্ধি র্নৃণাং নতু তথেড্য দুরাশয়ানাং।
বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানঃ তপঃ ক্রিয়াভিঃ ॥
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ ॥ ১১।৬।৯

৯। নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয় মানাদ্-
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্র মনোঽভিরামাৎ।

এতদেব দৃষ্টান্ততাৎপর্য্যং স্পষ্টয়তি দেববাক্যেন। হে ঈড্য! হে ঋষভ! দুরাশয়ানাং রাগিণাং বিদ্যা উপাসনা, বিদ্যাদিভিস্তথা শুদ্ধির্ন ভবতি, যথা সত্ত্বাত্মনাং সতাং 'তে যশসি শ্রবণেন সম্ভৃতয়া পরিপুষ্টয়া অতিবৃদ্ধয়া সচ্ছ্রদ্ধয়া স্যাৎ। তস্মাদযুক্তমুক্তং কো বা ন শৃনুয়াদিতি ॥৮॥

নন্বেবমপি শুদ্ধিকামঃ শৃণোতু, নতু জীবন্মুক্তঃ কৃতার্থত্বাৎ, ন বা মুমুক্ষর্যোগাদি-পরত্বাৎ। ন চ রাগী বিষয়াসঙ্গরঙ্গিত্বাৎ? নেতি সর্বং সঙ্কলয়ন্নাহ পরীক্ষিদ্বচনেন। নিবৃত্ততর্ষৈঃ বিগততৃষ্ণৈঃ জীবন্মুক্তৈরপি উপগীয়মানাৎ। এবং মুক্তশ্লাঘ্যত্বমুক্তা মুমুক্ষুশ্লাঘ্যত্বমাহ। ভবস্য সংসারস্য ব্যাধেরৌষধাৎ নিবর্ত্তকাৎ। এবং রাগিশ্লা-

---

ইহাই আবার দৃষ্টান্ত তাৎপর্য্যের দ্বারা দেববাক্যে স্পষ্ট করিতেছেন—হে ঈড্য! হে ঋষভ! তোমার যশোরাশি শ্রবণে পরিপুষ্ট সৎশ্রদ্ধা দ্বারা সাধুগণের চিত্ত যেরূপ পরিশুদ্ধি হয়, উপাসনা, বেদপাঠ, দান ও তপস্যাদি দ্বারাও কিন্তু বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের চিত্ত তদ্রূপ শুদ্ধি হয় না। সুতরাং সেই শ্রীভগবানের কলিকল্মষ নাশন যশঃরাশি সর্ব পাপ শুদ্ধিকামী কোন্ ব্যক্তি না শ্রবণ করিবেন? ইহা যথার্থই বলা হইয়াছে ॥ ৮ ॥

যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে শুদ্ধিকামী ব্যক্তিই শ্রবণ করুক, আর জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ কৃতার্থ বলিয়া, তথা মুমুক্ষুগণ যোগাদিপর

ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনাপশুঘ্নাৎ ॥ ১০।১।৪

ঘ্যত্বমাহ, শ্রোত্রে বিচিত্রত্বাৎ মনসি রসদত্বাৎ অভিরামাৎ। উত্তমঃশ্লোকস্য গুণানুবাদাৎ কথাতঃ কো বিরজ্যেত, কস্তৎকথাং ন শৃণুয়াদিত্যর্থঃ। পশুঘ্নাৎ চাণ্ডালাদ্ বিনা, তথাচ যে বিরজ্যন্তে ত এব চাণ্ডালা জ্ঞেয়া ইতি ভাবঃ। যদ্বা অপগতা শুক্ যস্মাৎ সোঽপশুক্, বস্তুতো নিঃশোক আত্মা, তং হন্তি সংসারে পাতয়তি যঃ সঃ, আত্মদ্রোহীতি ভাবঃ। যদ্বা অপশুক্ পরমাত্মা তং হন্তি বিষ্ণুদ্রোহীত্যর্থঃ। যদ্বা অপশুচ ঋষয়স্তান্ হন্তি, রাক্ষস ইত্যর্থঃ। যদ্বা নাত্রাকারপ্রশ্লেষঃ। তথাচ পশুঘ্নাৎ যজ্ঞপুরুষমনারাধ্য স্বর্গাদ্যর্থং যজ্ঞে পশূন্ হন্তি যস্তস্মাৎ বৃথাবধভাগিনো বিনা বা অন্যেঽপ্যশ্রোতারস্তদ্বধভাগিন ইতি ভাবঃ। যদ্বা পশবো হন্যন্তে অনেনেতি পশুঘ্নো লোষ্ট্রলগুড়াদিস্তস্মাৎ, স লোষ্ট্রাদিবৎ অচেতনত্বাৎ পুরুষার্থশূন্য ইতি ভাবঃ ॥৯॥

বলিয়া। এবং বিষয়ী ব্যক্তিগণ বিষয়ের সঙ্গেই আনন্দ অনুভব করে বলিয়া ইহাদের শ্রীহরি কথা শ্রবণে কি প্রয়োজন ? এই প্রকার সর্ববিধ শঙ্কার নিরাকরণের জন্য শ্রীপরীক্ষিৎ বাক্যে উত্তর প্রদান করিতেছেন - শ্রীহরি কথা শ্রবণ শুদ্ধিকামী প্রভৃতি সকলেরই একান্ত প্রয়োজন. যেহেতু উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণ কীর্ত্তন জীবন্মুক্তগণ কর্তৃক সর্বদাই পরিগীত, সংসাররূপ ব্যাধির মহৌষধ বলিয়া মুমুক্ষুগণেরও মোক্ষসাধক, এবং কর্ণ,মন রসায়ন বলিয়া বিষয়ীদেরও পরম বিষয়, তবে পশুঘ্ন— চণ্ডাল, অথবা অপশুঘ্ন—আত্মদ্রোহী, বিষ্ণুদ্রোহী, রাক্ষস, অথবা পশুঘ্ন— বৃথাবধভাগী, কাষ্ঠ পাষাণবৎ অচেতন পুরুষার্থত্যাগী ব্যক্তি ব্যতিরেকে কেহ কি শ্রীহরির গুণ-কীর্ত্তন শ্রবণ হইতে বিরত হইতে পারে ? সুতরাং কি মুক্ত, কি মুমুক্ষু কি শুদ্ধিকামী কি বিষয়ী প্রত্যেকেরই শ্রীহরি-কথার শ্রবণ একান্ত প্রয়োজন ॥ ৯ ॥

১০। কো নাম তৃপ্যেদ্রসবিৎ কথায়াং
মহত্তমৈকান্ত-পরায়ণস্য।
নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মু-
র্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ ॥ ১।১৮।১৪

১১। জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।

নন্থ মুমুক্ষুরাগিণৌ শৃণুতাং নাম, জীবন্মুক্তস্য নিত্যতৃপ্তত্বাৎ তস্য কিং কথয়েতি? ন, রসাতিশয়ত্বাৎ জীবন্মুক্তস্যাপি তৎকথা শ্রবণৌচিত্যদিত্যাহ শৌনকবচনেন। রসবিদ্রসজ্ঞো মহত্তমানামেকান্তেন পরায়ণং পরময়নম্ আশ্রয়ো যস্তস্য কথায়াম্। অগুণস্য প্রাকৃতগুণরহিতস্য সত্ত্বাদিগুণত্রয়াতীতস্য বা গুণানাং কল্যাণমূলমহিমরূপাণামন্তং যে যেগেশ্বরাস্তেঽপি ন জগ্মুঃ, এতাবন্ত ইতি ন পরিগণয়াঞ্চক্রুঃ। ভবঃ শিবঃ পাদ্মো ব্রহ্মা চ মুখ্যোযেষাং তে ॥১০॥

এবমন্যানপি শ্রবণগুণান্ দর্শয়ন্নুক্তমর্থং স্পষ্টয়তি শুকবচনেন। যৎ যাসু কথাসু

আচ্ছা মুক্তিকামী ও বিষয়াসক্ত ব্যক্তি না হয় শ্রবণ করুক; কিন্তু নিত্য তৃপ্তহেতু জীবন্মুক্তগণের তাঁহাদের আবার কথায় কি প্রয়োজন? একথা বলিতে পার না, কারণ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিও ভগবৎ কথাতে অতিশয় রসানুভব করেন এইহেতু জীবন্মুক্তগণেরও শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণ করা উচিৎ, ইহাই শৌনকবাক্যে বলিতেছেন যাঁহার কল্যাণময় গুণরাজি যোগেশ্বরগণেরও মুখ্য শিব ব্রহ্মাদিও অন্ত পান নাই, মহত্তমগণের একান্ত আশ্রয় এবং প্রাকৃতগুণরহিত বা সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের অতীত সেই শ্রীভগবানের কথাতে কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে? ॥ ১০ ॥

এইরূপে শ্রবণাঙ্গভক্তির অন্যান্য গুণসমূহ দেখাইয়া শ্রীশুকবচনে এই

কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কোনির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্যাৎ ॥২।৩।১২

১২। আয়ু র্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া ॥২।৩।১৭

জ্ঞানং ভবতি। কীদৃশম্? আ সর্ব্বতঃ স্বষুপ্ত্যাদি বৈলক্ষণ্যেন প্রতিনিবৃত্তমুপরতং গুণোর্ম্মীণাং রাগাদীনাং চক্রং সমূহো যস্মাত্তৎ। উত তদ্ধেতুরাত্মপ্রসাদশ্চ, যত্র যাসু। মনঃ প্রসাদে হেতুঃ—গুণেষু বিষয়েষু অসঙ্গো বৈরাগ্যঞ্চ। উভয়ত্রেতি পাঠে ইহামুত্র চ গুণেষসঙ্গ ইত্যর্থঃ। কৈবল্যমিত্যেব সম্মত পন্থা যো ভক্তিযোগঃ। এতে ভক্তিযোগাখ্যা যতো ভবন্তীত্যর্থঃ নির্বৃতঃ শ্রবণসুখেন, অনির্বৃতো বা সংসার-তাপেন, তাসু হরিকথাসু কো রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥১১॥

ব্যতিরেকেণ নিন্দামাহ ত্রিভিঃ শৌনকবাক্যেন। অসৌ সূর্য্য উদ্যন্ উদ্গচ্ছন্ অস্তঞ্চ যন্ গচ্ছন্ যৎ যেনোত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া শ্রূয়মাণয়া ক্ষণোঽপি নীতঃ, তস্য আয়ুঃ ঋতে বর্জ্জয়িত্বা বৃথৈব পুংসামায়ুর্হরতি। যদ্বা 'যঃ ক্ষণ' ইতি পাঠে, তস্য ঋতে তং ক্ষণং বিনা অবশিষ্টমায়ুর্হরতীত্যর্থঃ ॥১২॥

অর্থকেই আরও স্পষ্ট করিতেছেন— শ্রীহরি কথা শ্রবণ করিতে করিতে এরূপ জ্ঞান হয় যাহাতে রাগাদিগুণসমূহ নিবৃত্ত হইয়া যায়, ও মনঃ প্রসন্ন হয়, বিষয় বৈরাগ্য এবং কৈবল্যস্বরূপ পথ যে ভক্তিযোগ (প্রেম) তাহাই লাভ হয়, সুতরাং শ্রবণসুখে নিমগ্নচিত্ত বা সংসার তাপে তাপিত কোন্ ব্যক্তি হরি কথায় রতি করিবে না? ॥১১॥

ব্যতিরেক দৃষ্টান্তেও শৌনকাদির শ্লোকত্রয়ে নিন্দা করিতেছেন—এই সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদিত ও অস্তগত হইয়া হরি কথা শ্রবণবিহীন মানবগণের আয়ু বৃথা হরণ করিতেছেন, তবে কেবল উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরিকথার

১৩। তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে ॥২।৩।১৮

১৪। শ্ববিড্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥২।৩।১৯

নন্বু জীবনাদিকমেবৈতেষাং শ্রবণাদিবিমুখানামায়ুঃফলমস্তি ? তত্রাহ ভস্ত্রাশ্চর্ম্ম-কোষাঃ। নন্বু তাসামাহারাদি নাস্তি ? তত্রাহ, ন খাদন্তি ন মেহন্তি, মেহনং রেতঃসেকঃ, মৈথুনং ন কুর্ব্বন্তি কিম্ ? যথা তর্ব্বাদয়স্তথা অপরে অশ্রোতারঃ পশব এবেতি ভাবঃ ॥১৩॥

তদেবাহ। শ্বাদিভিঃ সংস্তুতঃ সদৃশো নিরূপিতঃ। যস্য কর্ণপথং কদাচিদপি ভগবান্ ন গতঃ সোঽবজ্ঞাস্পদত্বাৎ শ্বভিঃ, কশ্মলবিষয়াসক্তত্বাৎ বিড্‌বরাহৈঃ গ্রাম্য-শূকরৈঃ, কণ্টকবদ্দুঃখদবিষয়াসক্তত্বাৎ উষ্ট্রৈঃ পরার্থভারবাহিত্বাৎ খরৈস্তুল্য ইত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু অধিকারিত্বাৎ হরিভক্তিপ্রচ্যুত ইতি তেভ্যোঽপ্যধম ইতি ভাবঃ ॥১৪॥

শ্রবণে যাহাদের একটি ক্ষণও অতিবাহিত হয়, তাঁহাদের আয়ু তিনি হরণ করেন না। অথবা শ্রীহরিকথা শ্রবণে যে সময় অতিবাহিত হয় সেই সময়কে বাদ দিয়া অবশিষ্ট সময়ের আয়ুকে হরণ করেন ॥১২॥

জীবিত থাকাই শ্রীহরিকথা শ্রবণ বিমুখজন আয়ুর ফল বলিয়া মনে করে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, যেহেতু কেবল জীবন ধারণ নিঃশ্বাস বা আহার বিহার করাতেই মর্ত্তলোকের আয়ুর সার্থকতা হয় না, তাহা হইলে বৃক্ষগুলি কি জীবিত নহে ? ভস্ত্রা (হাঁপর) হইতে কি শ্বাস নির্গত হয় না ? গ্রাম্য পশুগণ কি ভোজন ও স্ত্রীসঙ্গ করে না ? তাহাদের জীবনে কি ফল ? শ্রীহরি কথা শ্রবণই মনুষ্য দেহের সুপক্ক ফল, সুতরাং শ্রীহরিকথা শ্রবণ বিমুখ জনই পশু তুল্য ইহাই ভাবার্থ ॥১৩॥

পুনরায় শ্রবণ বিমুখ জনের কথাই বলিতেছেন—যাহার কর্ণকুহরে

১৫। তান্ শোচ্যশোচ্যানবিদোঽনুশোচে
হরেঃ কথায়াং বিমুখানঘেন।
ক্ষিণোতি দেবোঽনিমিষস্তু যেষা-
মায়ুর্বৃথাবাদ-গতিস্মৃতীনাম্ ॥৩।৫।১৪

তস্মাৎ কথাবিমুখাঃ শোচ্যাদপি শোচ্যা ইতি বিদুরবচনেনাহ। হরেঃ কথায়াং যে বিমুখা ন রমন্তে তান্, শোচ্যা যে তেষামপি শোচ্যান্ অহমনুশোচে। কথম্ভূতান্? অবিদঃ সর্ব্বশাস্ত্রাভিপ্রায়ানভিজ্ঞান্। যেঽপি জ্ঞাত্বা অঘেন দুরদৃষ্টেন বিমুখাস্তানপি। কথম্? যেঽনিমিষো দেবঃ কালঃ স তেষামায়ুঃ ক্ষিণোতি। অত্রহেতুঃ বৃথৈব বাদগতি স্মৃতয়ো বাগ্‌দেহমনোব্যপারা যেষাম্ ॥১৫॥

কখনও কৃষ্ণনাম প্রবেশ করে নাই সেই মানব কুক্কুর, শূকর, উষ্ট্র, ও গর্দ্দভ তুল্য পশু বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, অর্থাৎ সে ব্যক্তি কুক্কুরের ন্যায় অকারণ ক্রোধযুক্ত বলিয়া নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র, এবং গ্রাম্য শুকরের ন্যায় ঘৃণ্যবিষয়বিষ্টাভোজী, উষ্ট্রের ন্যায় কণ্টকতুল্য দুঃখদ বিষয়ভোগে আসক্ত এবং পরের জন্য মহাভারবাহী গর্দ্দভের ন্যায় স্ত্রীপাদতাড়িত, সুতরাং ভজনোপযোগী সুযোগ্য নরদেহ লাভ করিয়াও শ্রীহরিভক্তিবিহীন হইলে কুক্কুরাদি হইতেও অধম ॥১৪॥

অতএব শ্রীহরি কথা বিমুখ ব্যক্তিরাই জগতে অধিকতর শোকের পাত্র ইহাই বিদুর বাক্যে বলিতেছেন—হে মুনে! যে সকল ব্যক্তি শ্রীহরি কথায় আনন্দলাভ করে না তাহারাই সর্বশাস্ত্রাভিপ্রায় গ্রহণে অনভিজ্ঞ এবং জানিয়াও দুরদৃষ্টবশতঃ বিমুখ তাহারা শোচ্য জনগণেরও শোচনীয় তাহাদের নিমিত্ত আমিও শোক করিতেছি, আহা! কাল তাহাদের আয়ু বৃথা ক্ষয় করিতেছে, এবং তাহাদের বাক্য, দেহ ও মনের চেষ্টাদিও বৃথা যাইতেছে ॥১৫॥

১৬। যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদা-
চ্ছৃণ্বন্তি যেঽন্যবিষয়াঃ কুকথা মতিঘ্নীঃ।
যাস্তু শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিরাত্তসারা-
স্তাংস্তান্ ক্ষিপন্ত্যশরণেষু তমঃসু হন্ত ॥৩।১৫।২৩

১৭। পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।

ন কেবলং তেষাং বৃথায়ুর্হানিঃ, অধোগতিশ্চেত্যাহ ব্রহ্মবচনেন। যে কুকথাঃ শৃণ্বন্তি। কাস্তাঃ? অঘং ভিনত্তীতি অঘভিৎ তস্য হরেঃ রচনা সৃষ্ট্যাদিলীলা তস্যা অনুবাদাৎ, অন্যবিষয়া অর্থকামাদিবার্ত্তাঃ, অতএব মতিঘ্নীর্মতিভ্রংশিকাঃ। তে যৎ প্রসিদ্ধং বৈকুণ্ঠং ন ব্রজন্তি তেষামব্রজনে হেতুঃ— যাস্তু হতভগৈর্নরৈঃশ্রুতাঃ সত্যঃ তাংস্তান্ শ্রোতৄন্ অশরণেষু নিরাশ্রয়েষু তমঃসু নরকেষু ক্ষিপন্তি। হন্ত খেদে। কথম্ভূতাঃ? আত্তঃ সারোঽর্থো নৃণাং পুণ্যং যাভিস্তাঃ। অতঃ শ্রোতারো বৈকুণ্ঠং ব্রজন্তীতি ভাবঃ ।।১৬।।

এবমশ্রোতৄন্ নিন্দিত্বা তমেব ভাবং স্পষ্টয়তি দেবানাং বচনেন। বৈরাগ্যং

শ্রীহরিকথা শ্রবণ বিমুখজনের আয়ু যে কেবল বৃথা ক্ষয় হয় তাহা নয় অধোগতিও হইয়া থাকে ব্রহ্মবাক্যে ইহা দেখাইতেছেন—যিনি স্মরণমাত্রই নিখিল পাপ হরণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীহরির সৃষ্ট্যাদি লীলা কীর্ত্তন শ্রবণ না করিয়া অর্থকামাদি বিষয় ভোগে অসক্ত হইয়া কেবল বুদ্ধিনাশক কুকথা শ্রবণ করিয়া থাকে, সেই সকল কুকথা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া হতভাগ্য মানবগণকে নিরাশ্রয় নরক সমূহে পাতিত করে, তাহারা পরম পবিত্র বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পারে না। পরন্তু শ্রীহরিকথা শ্রবণরত ব্যক্তিরা পরমপদ শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন ॥১৬॥

এইরূপে শ্রীভগবৎ কথা বিমুখজনকে নিন্দা করিয়া ভগবৎকথা শ্রবণ

বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং
যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্ ॥৩।৫।৪৪

১৮। যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোষগন্ধং
জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্ ॥৩।৯।৫

সারো বলং যস্য বোধস্য তং যথা যথাবল্লব্ধা, অণ্বীয়ুঃ প্রাপ্নুয়ুঃ, অকুণ্ঠধিষ্ণ্যং বৈকুণ্ঠম্ অঞ্জসা অনায়াসেন ॥১৭॥

কিঞ্চ তেষাং নিত্যং ভগবৎসান্নিধ্যাৎ অত্রাপি বৈকুণ্ঠসুখমিতি ব্রহ্মবাক্যেনাহ। ত্বদীয়ৌ চরণাবেবাম্বুজকোষৌ তয়োর্গন্ধং যশো যে কর্ণবিবরৈর্জিঘ্রন্তি শৃণ্বন্তীত্যর্থঃ। শ্রুতির্বেদঃ, শ্রূয়তে ইতি শ্রুতিঃ শব্দসামান্যং বা, স এব বাতস্তেন নীতং প্রাপিতম্। নাপৈষি নাপযাসি। যে ত্বৎকথাশ্রবণমত্যাদরেণ কুর্ব্বন্তি, তেষাং হৃদি নিত্যং প্রকাশসে ইত্যর্থঃ। তথা চ কিং তেষামপেক্ষিতমিতি ভাবঃ ॥১৮॥

যে সর্ব্বার্থপ্রদ দেবগণের বাক্যে তাহা স্পষ্ট করিতেছেন—হে ভগবন্ তোমার কথা সুধাপানে প্রবৃদ্ধা ভক্তি দ্বারা যাঁহাদের অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়াছে তাঁহারা বৈরাগ্য সার অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্যের উপরিও বলশালী এইরূপ প্রবৃদ্ধ ভক্ত্যুত্থ ভগবন্মাধুর্য্যানুভব পাইয়া অনায়াসে বৈকুণ্ঠলোক-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥১৭॥

আরও বলিতেছেন—যে শ্রীভগবৎকথা শ্রবণকারিগণের নিত্য ভগবৎ সান্নিধ্য হেতু লৌকিক জগৎও তাঁহাদের নিকট বৈকুণ্ঠ সুখতুল্য ইহা ব্রহ্মবাক্যে দেখাইতেছে—হে নাথ! যে সকল ব্যক্তি তোমার চরণ পদ্মের সৌরভ অর্থাৎ যশঃ বেদরূপবায়ু দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া কর্ণবিবর দ্বারা আঘ্রাণ

১৯। অয়ং ত্বৎকথামৃষ্টপীযূষনদ্যাং
মনোবারণঃ ক্লেশদাবাগ্নিদগ্ধঃ।
তৃষার্ত্তোঽবগাঢ়ো ন সস্মার দাবং
ন নিষ্ক্রামতি ব্রহ্মসম্পন্নবন্নঃ ॥৪।৭।৩২

এতদেব শ্রোতৃকৃতার্থত্বং সিদ্ধানামনুভবেনাহ। অয়ং মনোরূপো বারণো মহামদোন্মত্তো গজস্ত্বংকথৈব মৃষ্টং শুদ্ধমমৃতং তন্ময়ী যা নদী তস্যামবগাঢ়ঃ প্রবিষ্টো দাবাগ্নিতুল্যং সংসারতাপং ন স্মরতি স্ম, ন চ ততো নিষ্ক্রামতি নির্গচ্ছতি! ব্রহ্মসম্পন্নবৎ ব্রহ্মৈক্যং প্রাপ্তো ইব; ব্রহ্মৈক্যং প্রাপ্ত যথা ব্রহ্মণো ন পৃথগ্ ভবতি, তথা নো মনোঽপি ত্বৎকথা শ্রবণপরমানন্দমগ্নং শ্রোতুং ন বিরমতীত্যর্থঃ। এতাবতা মুক্তিতুল্যং শ্রবণসুখমিতি দর্শিতম্॥ ১৯ ॥

অর্থাৎ শ্রবণ করেন, এবং পরম ভক্তিযোগে তোমার চরণ পদ্মকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন, তুমি সেই সকল নিজজনগণের হৃদয় কমল হইতে দূরে যাইতে পার না, অর্থাৎ যাঁহারা অত্যন্ত আদরের সহিত তোমার কথা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে তুমি নিত্যই প্রকাশিত, তাহাতে তাঁহাদের আর কিছুরই অপেক্ষা থাকে না ॥১৮॥

শ্রীভগবৎকথা শ্রবণে শ্রোতৃগণ কৃতার্থ হন, সিদ্ধগণের অনুভব বাক্যে পুনরায় দেখাইতেছেন—দক্ষ যজ্ঞ ভঙ্গাবসরে সিদ্ধগণ বলিলেন—হে প্রভো! আমাদের এই মনরূপ মহা মদোন্মত্ত হস্তি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ভবদীয় কথারূপ বিশুদ্ধ অমৃতময়ী নদীতে অবগাহণ পূর্ব্বক দাবাগ্নিতুল্য সংসার তাপ বিস্মৃত হইয়াছে, আপনার সেই কথামৃত হইতে মন আর নির্গত হইতে পারিতেছে না, ব্রহ্মের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইলে যদ্রূপ জীব আর পৃথক্ হইতে পারে না, তদ্রূপ আমাদের মনও আপনার কথা-শ্রবণরূপ পরমানন্দে মগ্ন হইয়া শ্রবণ হইতে আর বিরত হইতেছে না।

—২০

২০। বরান্ বিভো ত্বদ্বরদেশ্বরাদ্ বুধঃ
কথং বৃণীতে গুণবিক্রিয়াত্মনাম্।
যে নারকাণামপি সন্তি দেহিনাং
তানীশ কৈবল্যপতে বৃণে ন চ॥ ৪ ২০।২৩

২১। তদপ্যহং নাথ ন কাময়ে ক্বচি-
ন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।

বস্তুতস্তু ততোঽপ্যধিকমিতি পৃথুপ্রার্থনেনাহ চতুর্ভিঃ। হে বিভো! বরদানাং ব্রহ্মাদীনামীশ্বরাৎ বরপ্রদাৎ ত্বত্তো বরং দাতুমুদ্যতাদপি সকাশাদ্ বুধঃ কথং বরান্ বৃণীতে। কীদৃশান্? গুণৈর্বিক্রিয়তে ইতি গুণবিক্রিয়োঽহঙ্কারঃ স এব আত্মা যেষাং তেষাং ব্রহ্মাদীনাং সম্বন্ধিন ইত্যর্থঃ। দেহাভিমানিনাং যোগ্যান্ ইতি বা তথা চেদ্ বুধ এব ন ভবতীত্যর্থঃ। স্থূলভত্বাৎ জুগুপ্সিতত্বাদপীত্যাহ যে ইতি। বুধ এবাহমপি ন বৃণে ইতি সমুচ্চয়ার্থ চকারঃ। ২০॥

কৈবল্যপতে ইতি সম্বোধনাৎ কৈবল্যমেব বরিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ। মহত্তমানামন্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো মুখদ্বারেণ নির্গতো ভবৎপদাম্ভোজ মকরন্দো যশঃ শ্রবণসুখঃ

এই পর্য্যন্ত সিদ্ধগণের অনুভবে শ্রবণসুখ মুক্তি সুখের সমান ইহাই দেখান হইল॥ ১৯॥

বাস্তবিক পক্ষে 'শ্রবণ সুখ কিন্তু মোক্ষসুখ হইতেও অধিক' ইহা পৃথু-প্রার্থনার শ্লোক চতুষ্টয়ে ব্যক্ত করিতেছেন হে ঈশ! হে কৈবল্যপতে! হে বরদেশ্বর। আপনার নিকট হইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি অহঙ্কারময় ব্রহ্মাদিদেবগণের অথবা দেহাভিমানী জীবগণের ভোগ্যবর যাঞ্চা করিতে পারে? যাহা নিন্দনীয় নারকীগণেরও আছে, ঐ সকলের আমি প্রার্থনা করি না॥ ২০॥

কৈবল্যপতে এই সম্বোধন হেতু কৈবল্যই প্রার্থনীয় হইতে পারে এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—মহত্তমভক্তগণের হৃদয়াভ্যান্তর হইতে

মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥ ৪।২০।২৪

২২। স উত্তমঃশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো
ভবৎ পদাম্ভোজ-সুধাকণানিলঃ।

যত্র নাস্তি, তাদৃশঞ্চেৎ কৈবল্যং তর্হি তৎ ক্বচিৎ কদাচিদপি ন কাময়ে। তর্হি কিং কাময়সে? তদাহ, যশঃ শ্রবণায় কর্ণাযুতং বিধৎস্ব। নন্থ কেঽপ্যেবং ন বৃতবান্? কিমন্যচিন্তয়া, মম ত্বেষ এব বর ইতি ॥ ২১ ॥

নন্থ তর্হি কৈবল্যাভাবে রাগদ্বেষাদ্যাকুলানাং শ্রবণসুখমপি ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ। হে উত্তমঃশ্লোক! ভবৎপদাম্ভোজসুধায়াঃ কণো লেশস্তৎসম্বন্ধী যোঽনিলো মহাজনমুখান্নিঃসৃতঃ স এব দূরাদপি কিঞ্চিদ্‌যশঃশ্রবণমাত্রমিত্যর্থঃ। বিস্মৃতং

মুখকমল দ্বারা নির্গত ভবদীয় চরণ কমল মকরন্দের যশোগাথা শ্রবণের সুখ তাহা মোক্ষ পদে নাই। আর সেই কৈবল্য পদ অর্থাথ যদি সেইরূপই হয় তাহা হইলে সেই মোক্ষ পদে আমার কোনই প্রয়োজন নাই, এই কথা শুনিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন রাজন্ তাহা হইলে কি তোমার প্রার্থনা? তদুত্তরে বলেন প্রভো! আমার এই মাত্রই অভীপ্সিত বর যে আপনার যশোরূপী লীলা কাহিনী শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন। মহারাজ পৃথুর প্রার্থনা শুনিয়া কৈবল্যপতি বলিলেন মহারাজ! তোমার ন্যায় এই প্রকারের বর অন্য কেহ ত প্রার্থনা করে নাই, তদুত্তরে—প্রভো! অন্য চিন্তা আমার কি প্রয়োজন, আমার কিন্তু ইহাই একমাত্র অভিলষিতবর, অন্যবরে আমার কোনই প্রয়োজন নাই। ২১ ॥

আচ্ছা তাহা হইলে কৈবল্যমুক্তির অভাবে রাগদ্বেষাদি দ্বারা ব্যাকুলিত চিত্ত জনের শ্রবণ সুখও ত হইবে না এই আশঙ্কার উত্তরে

স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃত তত্ত্ববর্ত্মনাং
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ ॥ ৪।২০।২৫

২৩। যশঃ শিবং সুশ্রব আর্য্যসঙ্গমে
যদৃচ্ছয়া চোপশৃণোতি তে সকৃৎ।
কথং গুণজ্ঞো বিরমেদ্ বিনা পশুং
শ্রীর্যৎ প্রবব্রে গুণসংগ্রহেচ্ছয়া ॥ ৪।২০।২৬

তত্ত্ববর্ত্ম যৈঃ কুযোগিভিস্তেষামপি পুনঃ স্মৃতিমাত্মজ্ঞানং বিতরতি। অতো ন খলু ভক্তানাং রাগাদিসম্ভবঃ অতো নোঽস্মাকং সারগ্রাহিণামন্যৈর্বরৈরলং, শ্রবণ-সুখেষ্বেব মোক্ষাদিসর্ব্বসুখান্তর্ভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

নন্বু শ্রবণং মুক্তিফলমেব, অতঃ ফলং বিহায় সাধনে ভবতঃ কোঽয়মাগ্রহঃ? তত্রাহ। হে সুশ্রবো মঙ্গলকীর্ত্তে, তব শিবং যশঃ সতাং সঙ্গমে যঃ সকৃদপি যদৃচ্ছয়াপি উপশৃণোতি, গুণজ্ঞশ্চেৎ স পশুং বিনা অন্যঃ কথং বিরমেৎ। গুণাতিশয়ং সূচয়তি, শ্রী র্যশ এব প্রকর্ষেণ বব্রে বৃতবতী, গুণানাং সর্বপুরুষার্থানাং সংগ্রহঃ স্বস্মিন্ সমাহারস্তদিচ্ছয়া ॥ ২৩ ॥

বলিতেছেন—হে উত্তমঃশ্লোক! মহতের মুখবিগলিত ভবদীয় চরণ কমল সুধা লেশ সংপৃক্ত বায়ু দূর হইতে ও যৎসামান্য শ্রীভগবল্লীলাদির শ্রবণ মাত্রেই বিস্মৃত আত্মতত্ত্ব কুযোগিগণকেও আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। সুতরাং শ্রবণাদি পরায়ণ ভক্তগণের রাগদ্বেষাদির উদ্ভব কোথায়? অতএব সারগ্রাহী আমাদের অন্য কোন বরে প্রয়োজন নাই, যেহেতু মোক্ষাদি সমস্ত সুখই শ্রবণ সুখের অন্তর্গত ॥ ২২ ॥

আচ্ছা শ্রবণের ফল যদি মুক্তিই হয় তবে, মুক্তিরূপ ফল ত্যাগ করতঃ সাধনে এই প্রকার আগ্রহ কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন হে মঙ্গলকীর্ত্তে! আপনার যশঃ পরম মঙ্গলস্বরূপ, সাধুসঙ্গে যে ব্যক্তি

২৪। তস্মিন্ মহন্মুখরিতা-মধুভিচ্চরিত্র
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপগাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড্ভয়শোকমোহাঃ॥ ৪।২৯।৪০

নন্থ তথাপি ক্ষুৎপিপাসাদিকং প্রাণিমাত্রধর্ম্মঃ, তৎ কথম্ অমুং ভক্তং ন বাধেত, তথা সতি কুতঃ শ্রবণস্থখং, তস্মান্মোক্ষ এব নিরুপদ্রবঃ শ্রেয়ানিতি? নেত্যাহ নারদবচনেন। তস্মিন্ সাধুসঙ্গমে মহদ্ভির্মুখরিতাঃ কীর্ত্তিতা মধুভিচ্চরিত্রমেব পীযূষং তদেব শিষ্যতে ইতি শেষো যাস্থ তা অসারাংশরহিতাঃ শুদ্ধামৃতবাহিন্য ইত্যর্থঃ। অবিতৃষোঽলম্বুদ্ধিশূন্যাঃ সন্তঃ গাঢ়ৈঃ সাবধানৈঃ কর্ণৈর্যে তাঃ সরিতঃ পিবন্তি সেবন্তে, অশনশব্দেন ক্ষুল্লক্ষ্যতে, অশনাদয়স্তান্ন স্পৃশন্তি শ্রবণরসিকান্ন বাধন্তে ইত্যর্থঃ॥ ২৪॥

সৌভাগ্যক্রমে একটি বারও তাহা শ্রবণ করে, সে গুণজ্ঞ হইলে নিশ্চয়ই তাহাতে বিরত হইবে না, ফলতঃ পশু ব্যতীত অন্য কেহই শ্রীহরিকথা শ্রবণ হইতে বিরত হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্মাদি সর্ব্বজগৎ পূজ্যা কমলাও তদীয় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি ও লীলালাবণ্য কারুণ্যাদি সর্ব-পুরুষার্থসার গুণরাজির আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করতঃ তাহাই প্রকৃষ্ট-রূপে প্রার্থনা করিয়াছেন॥ ২৩॥

আচ্ছা তাহা হইলেও ক্ষুধাপিপসাদি প্রাণীমাত্রেরই ধর্ম্ম তবে এই শ্রবণ পরায়ণ ভক্তকে বাধাপ্রদান কেন করিবে না? আর তাহাই হইলে তবে শ্রবণ সুখ কোথায়? অতএব নিরূপদ্রব মোক্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, না—একথা বলিতে পারনা নারদবাক্যে ইহার উত্তর দিতেছেন—মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক সতত পরিকীর্ত্তিত শ্রীমধুসূদনের চরিতামৃতরূপ অসারাংশ রহিত বিশুদ্ধ অমৃত বাহিনী নদী সমূহ চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হয়,

২৫। এতৈরুপদ্রুতো নিত্যং জীবলোকঃ স্বভাবজৈঃ ।
ন করোতি হরের্নূনং কথামৃতনিধৌ রতিম্ ॥৪।২৯।৪১

২৬। নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্ ॥১০।১।১৩

তর্হি সর্বে কিমিতি তৎ কথামেব ন শৃণ্বন্তি ? তত্রাহ এতৈঃ ক্ষুৎপিপাসাদিভিরুপদ্রুতঃ পীড়িতঃ। কথামৃতমেবাক্ষয়ত্বাৎ দুর্লভত্বাদ্বা নিধিঃ। অয়মর্থঃ—যাবৎ কুতশ্চিৎ কথামহিমানং জ্ঞাত্বা কথঞ্চিদপি ন শৃণোতি তাবৎ ক্ষুধাদিভির্বাধ্যতে এব, শ্রবণাভ্যাসেনাপি জ্ঞাতরসো জ্ঞাতরতিঃ পশ্চান্ন বাধ্যতে ॥ ২৫ ॥

তদেব পরীক্ষিদনুভবেনাহ। ত্যক্তোদকস্যাপি মম হরিকথামৃতপাননিমিত্তমেব জীবনং তদুপরমে সদ্য এব জীবনং ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

সেই সকল কথামৃত যাঁহারা অলংবুদ্ধি শূন্য হইয়া অর্থাৎ অত্যন্ত প্রীতিবুদ্ধিতে সাবধান সহকারে পান করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়, শোক ও মোহ প্রভৃতি স্পর্শ করিতে পারে না। অর্থাৎ শ্রীভগবৎকথা শ্রবণপরায়ণ রসিকভক্তগণকে ক্ষুধাদি কোন বিঘ্নে অভিভূত করিতে পারে না ॥ ২৪ ॥

তাহা হইলে সকলেই শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ করেন না কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—যে এই সকল স্বাভাবিক ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়, শোক ও মোহ প্রভৃতি দ্বারা নিত্য পীড়িত ব্যক্তিগণ কখনও শ্রীহরিকথামৃতরূপ সমুদ্রে অর্থাৎ শ্রীহরিকথামৃত অক্ষয় ও দুর্লভ বলিয়াই তাহাতে রতিলাভ করিতে পারে না, শ্রীভগবৎকথার মহিমা জানিয়া যে পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ ও শ্রবণ করে না, সেই পর্য্যন্তই ক্ষুৎপিপাসাদি পীড়া দিয়া থাকে, পরন্তু পুনঃ পুনঃ শ্রবণকারী আস্বাদন প্রাপ্ত জাতরতি ভক্তকে ক্ষুৎপিপাসাদি পীড়ায় অভিভূত করিতে পারে না ॥২৫॥

পুনরায় শ্রীপরাক্ষিতের অনুভব বাক্য দেখাইতেছেন, প্রায়োপবেশনার্থ

২৭। তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥১।১৯।১৫

২৮। অন্যেষাং পুণ্যশ্লোকানামুদ্দামযশসাং সতাম্।
উপশ্রুত্য ভবেন্মোদঃ শ্রীবৎসাঙ্কস্য কিং পুনঃ ॥৩।১৯।৩২

কিঞ্চ। কথারসিকস্য মরণাদপি ভয়ং ন ভবতীতি পরীক্ষিৎপ্রার্থনেনাহ। তং মা মাম্ উপাযাতং শরণং গতং বিপ্রা ভবন্তঃ প্রতিযন্তু জানন্তু দেবী দেবতারূপা গঙ্গা চ প্রত্যেতু। দ্বিজোপসৃষ্টো দ্বিজপ্রেরিতঃ কুহকো মায়াবী বা তক্ষকো দশতু। বা শব্দঃ প্রতিক্রিয়ানাদরে। গাথাঃ কথাঃ ॥ ২৭ ॥

ন চৈতদসম্ভাবিতমিতি কৈমুতিকন্যায়েনাহ সূত বাক্যেন। অন্যেষাং তদ্ভক্তানামেব, উপশ্রুত্য কথামিতি প্রকরণার্থঃ, মোদঃ সর্ব্বতাপোপরতি পূর্বক আনন্দঃ ॥ ২৮ ॥

জল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেও আমাকে এই দুঃসহ ক্ষুধাদি কিঞ্চিৎমাত্রও পীড়া দিতেছে না, কেনন। আমি আপনার মুখপদ্মবিনিসৃত শ্রীহরিকথামৃত পান করিতেছি অতএব শ্রীহরিকথামৃত পান নিমিত্তই আমার জীবন, সেই কথামৃত পানের বিরতি ঘটিলে সদ্যই আমার জীবনেরও অবসান ঘটিবে॥২৬॥

আরও বলিতেছেন—যে শ্রীভগবৎকথায় রসানুভবী ব্যক্তি মরণ হইতেও ভয় করেন না, ইহা পরীক্ষিতের প্রার্থনায় ব্যক্ত হইতেছে, হে বিপ্রগণ! আপনারা আমাকে শরণাগত বলিয়া জানুন। শ্রীগঙ্গাদেবীও এই জন্য আমাকে পরমেশ্বরে ধৃতচিত্ত বলিয়া অঙ্গীকার করুন, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রেরিত কুহক অথবা মায়াবী তক্ষক আসিয়া আমাকে যথেষ্ট দংশন করুক, আপনারা শ্রীকৃষ্ণকথা গান করুন॥২৭॥

ইহা যে বিন্দুমাত্রও অসম্ভব নয়, তাহা কৈমুতিক ন্যায়ে সূতবাক্যে

২৯। তস্মাদীশকথাং পুণ্যাং গোবিন্দচরিতাশ্রিতাম্।
মহাপুণ্যপ্রদাং যস্মাৎ শৃণুম্ব নৃপসত্তম॥

৩০। নানুতৃপ্যে জুষন্ যুষ্মদ্বচো হরিকথামৃতম্।
সংসারতাপনিস্তপ্তো মর্ত্ত্যস্তত্তাপভেষজম্॥ ১১।৩।২

তদেব শুকবাক্যেনোপসংহরতি। যস্মাৎ সংসারতাপনিবর্ত্তকং পুণ্যং প্রদদাতীতি মহাপুণ্যপ্রদাং তস্মাৎ তাং কথাং শৃণুম্ব নৃপসত্তম পরীক্ষিৎ॥ ২৯॥

তদেব মহাপুণ্যপ্রদত্বং জনকবাক্যেন স্পষ্টয়তি। সংসারতাপৈর্নিতরাং তপ্তোঽহং তস্য তাপস্য ভেষজং হরিকথামৃতরূপং যুষ্মদ্বচো জুষমাণো নানুতৃপ্যামি সংসারতাপতরণকারণান্তরাভাবাদিতি ভাবঃ॥ ৩০॥

বলিতেছেন। অন্যান্য পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠিরাদি মহাযশস্বী সাধুদিগের কথার শ্রবণেও যখন আনন্দলাভ হয়, তখন শ্রীবৎসাঙ্ক শ্রীভগবানের কথায় সর্ব্বতাপের নিবৃত্তি পূর্ব্বক প্রচুরতর আনন্দ হইবে তাহাও আবার কি বলিতে হইবে? ॥২৮॥

পুনরায় সেই শ্রবণের কথাই শ্রীশুকবাক্যে উপসংহার করিতেছেন—যেহেতু শ্রীগোবিন্দের চরিতবিষয়ক পবিত্র কথা সংসার দুঃখের বিনাশক মহাপুণ্যদানকরী, অতএব হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! আপনি সেই শ্রীভগবৎ-কথাই শ্রবণ করুন ॥২৯॥

শ্রীহরিকথামৃত শ্রবণ যে মহাপুণ্যপ্রদ তাহা জনকবাক্যে আরও স্পষ্ট করিতেছেন—আমি মনুষ্য, সংসারতাপে সাতিশয় তাপিত, সেই তাপের মহৌষধস্বরূপ শ্রীহরিকথমৃতবর্ষী আপনাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না, যেহেতু সংসার তাপ দূরীকরণের আর অন্য কোন উপায় নাই। ৩০॥

৩১। সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারস-নিষেবণ-মন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্ বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥ ১২।৪।৪০

৩২ কুতোঽশিবং ত্বচ্চরণাম্বুজাসবং
মহন্মনস্তো মুখনিঃসৃতং ক্বচিৎ।
পিবন্তি যে কর্ণপুটৈরলং প্রভো
দেহংভৃতাং দেহকৃদস্মৃতিচ্ছিদম্ ॥ ১০।৮৩।৩

তদেবাহ শুকবচনেন। বিবিধদুঃখমেবদবো দাবানলস্তেনার্দ্দিতস্য পীড়িতস্য অত উত্তিতীর্ষোঃ পুংসো ভগবতো যা লীলাস্তাসাং যাঃ কথাস্তাসাং যো রসস্তন্নিষেবণমন্তরেণ অন্যঃ প্লব উত্তরণসাধনং ন ভবেৎ, উপায়ান্তরাসম্ভবাৎ। তথা চ তৎকথাশ্রবণমেব যথাশক্তি নিষেব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

নন্বজ্ঞাননিবৃত্ত্যা হি সংসারনিবৃত্তির্ভবতি, তৎ কথং কথাশ্রবণমাত্রেণ? সত্যম্, অজ্ঞাননিবৃত্ত্যুপায়ান্তরাণাং বহুবিঘ্নগ্রস্তত্বাৎ সাপি শ্রবণেনৈব সিধ্যতীতি যুধিষ্ঠিরবচনেনাহ। মহতাং মনস্তঃ সকাশাৎ মুখদ্বারতো নিঃসৃতম্। ক্বচিৎ কদাচিৎ। দেহভৃতাং দেহধারিণাং দেহকৃচ্চাসাবস্মৃতিশ্চেতি অবিদ্যা তাং ছিনত্তীতি তথা তং, দেহকৃদীশ্বরস্তদ্বিষয়াজ্ঞানচ্ছিদং বা ॥ ৩২ ॥

শ্রীশুকবাক্যের দ্বারাও পুনঃ তাহাই বলিতেছেন—বিবিধদুঃখরূপ দাবানলে প্রপীড়িত অথচ অতিদুস্তর সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তমের লীলাকথারস শ্রবণ ব্যতীত আর অন্য প্লব অর্থাৎ নৌকা নাই, অতএব সেই শ্রীভগবৎকথা মনুষ্যমাত্রেরই যথাশক্তি শ্রবণ করা উচিত ॥ ৩১ ॥

আচ্ছা অজ্ঞাননিবৃত্তির দ্বারাই যদি সংসার নিবৃত্তি হয়, তাহা

৩৩। বিভ্ব্যস্তবামৃতকথোদবহাস্ত্রিলোক্যাঃ
পাদাবনেজসরিতঃ শমলানি হন্তুম্।
আনুশ্রবং শ্রুতিভিরঙ্ঘ্রিজমঙ্গসঙ্গৈ-
স্তীর্থদ্বয়ং শুচিষদস্ত উপস্পৃশন্তি॥ ১১।৬।১৯

নন্বজ্ঞাননিবৃত্তির্জ্ঞানসাধ্যা কথং কথাতঃ স্যাৎ? সত্যং, বিমলেঽন্তঃকরণে জ্ঞানোদয়ঃ তদ্বৈমল্যঞ্চ কথাত ইতি দেববাক্যেনাহ। তবামৃতরূপা যা কথা তদেবোদম্ উদকং বহন্তীতি তথা কীর্ত্তিনদ্যঃ, তথা পাদাবনেজসরিতো গঙ্গাদ্যাশ্চ ত্রিলোক্যাঃ শমলানি হন্তুং বিভ্ব্যঃ সমর্থাঃ। কেন প্রকারেণ? আনুশ্রবং গুরোরুচ্চারণমনুশ্রূয়তে ইত্যনুশ্রবো বেদস্তত্র ভবং কীর্ত্তিরূপং তীর্থং শ্রুতিভিঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ৈঃ অঙ্ঘ্রিজং তীর্থং গাঙ্গম্ অঙ্গসঙ্গৈঃ। এবং শুচিষদঃ স্বাশ্রমধর্ম্মস্থাস্তে তব তীর্থদ্বয়মুপস্পৃশন্তি সেবন্তে ইতি॥ ৩৩॥

হইলে কেবল শ্রীভগবৎকথা শ্রবণমাত্রে কিরূপে অজ্ঞান নিবৃত্তি হইবে? সত্যই অজ্ঞাননিবৃত্তির অন্যান্য উপায় সমূহ বহুবিঘ্নযুক্ত বলিয়া একমাত্র শ্রীভগবৎকথা শ্রবণের দ্বারাই সেই সংসার নিবৃত্তি হইয়া থাকে ইহাই যুধিষ্ঠিরের বাক্যে ব্যক্ত হইতেছে হে প্রভো! মহাজনের মন হইতে মুখ দ্বারা নিঃসৃত তোমার চরণপদ্ম সুধা যে ব্যক্তি একটিবারও শ্রবণ-পুটে যথেষ্ট পান করিয়াছেন, তাঁহার কি আর কোন অমঙ্গল থাকিতে পারে? যেহেতু উহা যে দেহধারিগণের অবিদ্যার উচ্ছেদক্ অর্থাৎ শ্রীভগবৎ কথামৃত শ্রবণে জীবের সংসারহেতু অবিদ্যা সমূলে বিনষ্ট হয়। অথবা উহা দেহকৃৎ অবিদ্যার নাশক॥ ৩২॥

যদি বল জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়। শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ হইতে অজ্ঞান নিবৃত্তি কিরূপে সম্ভব হয়? সত্যই, তবে নির্ম্মল চিত্তেই জ্ঞানের উদয় হয়, আর সেই শ্রীভগবৎকথা শ্রবণই চিত্ত নির্ম্মলের একমাত্র

৩৪। তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্।
কর্ণপীযূষমাস্বাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ॥ ১১।৬।৪৪

বস্তুতস্তু কথাশ্রবণং সাক্ষাদেবাজ্ঞাননিবর্ত্তকমিত্যাহ উদ্ধববাক্যেন দ্বাভ্যাম্। বিক্রীড়িতম্ লীলাং কর্ণপীযূষম্ আস্বাদ্য শ্রুত্বা শ্রদ্ধাবন্তঃ অন্যস্পৃহাং সাধ্যসাধনেষু স্পৃহাং ত্যজন্তি। অয়ংভাবঃ—যাবত্তাবদ্রসাস্বাদরতাঃ পীযূষে আস্বাদিতে যথা সর্ব্বং তত্তল্লবণকটূম্লাদিরসং ত্যজন্তি তদ্বদিতি॥ ৩৪॥

কারণ হহাই দেববাক্যে বলিতেছেন হে ভগবন্! তোমার অমৃতময়ী কথারূপা কীর্ত্তিনদী এবং চরণ ধৌত জল গঙ্গাদি নদী উভয়ই ত্রৈলোক্যের অবিদ্যা মালিন্য হরণ করিতে সমর্থ, শ্রীগুরুমুখ উচ্চারিত পুরাণাদিতে বর্ত্তমান তোমার কীর্ত্তিরূপ তীর্থ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা ও চরণজতীর্থ গঙ্গা অঙ্গ সংস্পর্শ দ্বারা পবিত্রতা বিধান করেন। কিন্তু শুচিষদ্ অর্থাৎ স্বাশ্রম ধর্ম্মস্থিত নির্ম্মল চিত্ত ব্যক্তিগণ তোমার উভয়তীর্থেরই অর্থাৎ কথাশ্রবণ ও গঙ্গা এই উভয়তীর্থের সেবা করেন॥ ৩৩॥

প্রকৃত পক্ষে শ্রীভগবৎকথা শ্রবণেই সাক্ষাৎভাবে অজ্ঞান নাশ হয়। উদ্ধবোক্ত শ্লোকদ্বয়ে তাহা দেখাইতেছেন হে নাথ কৃষ্ণ! পরমমঙ্গলময় ও কর্ণরসায়ণ আপনার লীলাবিনোদ শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধালুব্যক্তিগণ অন্য সাধ্য সাধনের স্পৃহা ত্যাগ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যেমন সাধারণ লবণ, কটু, অম্লাদি রসাস্বাদরত ব্যক্তি অমৃতরসের আস্বাদন পাইলে অন্য সকল রস পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ কথামৃত শ্রবণরত ব্যক্তি অন্য সাধ্য সাধন সমূহ ত্যাগ করিয়া থাকেন। ৩৪॥

৩৫। বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্মবর্ত্মসু।
ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ ॥ ১২।৬।৪৮

৩৬। তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ১১।২০।৯

কিঞ্চ কর্ম্মবর্ত্মসু কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি বিবেচনাসু ভ্রমন্তো বয়ং তাবকৈর্ভক্তৈঃ সহ ত্বদ্বার্ত্তয়া ত্বৎকথাশ্রবণেনেত্যর্থঃ তমঃ সবাসনমজ্ঞানং তরিষ্যামঃ ॥ ৩৫ ॥

নন্থ বিচারেণ কর্ম্মাকর্ম্মনির্ণয়ঃ ক্রিয়তাম্, অন্যথা তত্ত্যাগে দোষঃ স্যাৎ? নেত্যাহ ভগবদ্বচনেন। ন নির্ব্বিদ্যেত ন ভোগেভ্যো বিরজ্যেত, তাবৎ স্বর্গাদিফলানি কর্ম্মাণি কুর্য্যাদেব। বিরক্তস্তু নিত্যনৈমিত্তিকে এব কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যদা তু মৎকথাশ্রবণাদৌ, আদিশব্দাৎ নামশ্রবণাদিষু শ্রদ্ধা জায়তে, তদৈতদ্বিরোধিত্বাৎ কর্ম্মাণি ত্যজেদেব ॥ ৩৬ ॥

আরও বলিতেছেন – হে মহাযোগিন্! আমরা কিন্তু এই সংসারে কর্ম্মমার্গে ভ্রমন করিতে করিতে আপনার ভক্তগণের সহিত আপনার লীলাকথা শ্রবণের দ্বারাই দুস্তর তমঃ অর্থাৎ বাসনার সহিত সংসার-মূলক অজ্ঞান উত্তীর্ণ হইতে পারিব ॥ ৩৫ ॥

যদি বল বিচার দ্বারা কর্ম্ম অকর্ম্ম নির্ণয় করুন, তাহা না করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিলে দোষ হইবে? এ কথা বলিতে পার না, শ্রীভগবদ্বাক্যে ইহার উত্তর প্রদান করিতেছেন যতদিন পর্য্যন্ত ভোগ্যবস্তুতে বিরক্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত স্বর্গাদিজনক কর্ম্ম সমূহ করিতে হইবে। আর বিষয় বৈরাগ্য উদয় হইলে কেবল নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করা উচিত। কিন্তু যখন আমার নামরূপগুণলীলাদির কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে তখনই ভক্তি অঙ্গের বিরোধী বলিয়া কর্ম্মসমূহ ত্যাগ করিবে ॥ ৩৬ ॥

৩৭। কর্ম্মণ্যস্মিন্নানাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু॥ ১।১৮।১২

৩৮। শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য
নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-
পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাং॥ ৩।১৩।৪

এতদেব বিরক্তানাং শৌনকাদীনাং বচনেন স্পষ্টয়তি। অস্মিন্ কর্ম্মণি সত্রে। অনাশ্বাসে অবিশ্বসনীয়ে, বৈগুণ্যবাহুল্যেন ফলনিশ্চয়াভাবাৎ। ধূমেন ধূম্রো বিবর্ণ আত্মা দেহো যেষাং তেষামস্মাকং তানস্মানিত্যর্থঃ, কর্ম্মণি ষষ্ঠী। আসবং মকরন্দং মধু মধুরম্॥ ৩৭॥

তস্মাৎ বিবেকিনা হরিকথাশ্রবণমেব কর্ত্তব্যম্, ইতরথা পাঠাদি ব্যর্থমেব স্যাদিত্যাহ বিদুরবচনেন। পুংসাং শ্রুতস্য অধ্যয়নস্য অয়মেবার্থঃ প্রয়োজনমীড়িতঃ কথিতঃ, যৎ ভগবৎপাদারবিন্দং যেষাং হৃদয়েষু, তৎ তেভ্যো ভক্তেভ্যো বিষ্ণোস্তদ্গুণানামনুশ্রবণম্॥ ৩৮॥

বিরক্ত শৌনকাদির বাক্যে পুনরায় ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—ঋষিগণ বলিলেন হে সূত! আমাদের আরব্ধ এই যজ্ঞ বৈগুণ্যবহুল বলিয়া সফলতাবিষয়ে অনিশ্চিত, সম্প্রতি এই যজ্ঞানুষ্ঠানরূপকর্ম্মে ধূমরাশির দ্বারা আমাদের দেহ ধূম্রবর্ণ অর্থাৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এক্ষণে আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মের মধুর মকরন্দ অর্থাৎ শ্রীহরিকথামৃত সম্যক্‌রূপে পান করাইতেছেন॥ ৩৭॥

সেইজন্য বিবেকীব্যক্তির শ্রীহরিকথা শ্রবণ করাই কর্ত্তব্য, অন্যথায় অধ্যয়নাদি ব্যর্থতায় পরিণত হয়, বিদুর বাক্যে ইহা দেখাইতেছেন—হে মুনিবর! যাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের পাদপদ্ম বিরাজিত, সেই

৩৯। ছিন্নান্যধীরধিগতাত্মগতির্নিরীহ-
স্তৎ তত্যজেঽচ্ছিনদিদং বয়ুনেন যেন।
তাবন্ন যোগগতিভির্যতিরপ্রমত্তো
যাবদ্ গদাগ্রজকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥৪।২৩।১২

এবং যোগিনামপীদমেব কৃত্যমিতি মৈত্রেয়বচনেনাহ। ছিন্না অন্যধীর্দেহাত্মবুদ্ধি র্যস্য যতোঽধিগতাত্মগতিঃ, অতএব নিরীহঃ প্রাপ্তাস্বপি সিদ্ধিষু নিস্পৃহঃ, যেন বয়ুনেন জ্ঞানেন ইদং সংশয়পদং চিচ্ছেদ, তৎ তত্যজে ত্যক্তবান্ তৎপ্রযত্নাদপ্যুপররামেত্যর্থঃ। তস্য যোগসিদ্ধিষ্বপি নিস্পৃহত্বং যুক্তমেবেত্যাহ, যোগগতিভিস্তাবন্ন অপ্রমত্তঃ কিন্তু প্রমত্তো ভবতি, যাবৎ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কথাসু ন রতিঃ, তাসু ন রজ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

সকল ভক্তগণের শ্রীমুখনিঃসৃত প্রসিদ্ধ শ্রীভগবদ্ গুণকথার পুনঃ পুনঃ শ্রবণই পুরুষগণের বহু কষ্টসাধ্য শাস্ত্রাধ্যয়নের ফল ইহা পণ্ডিতগণ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া থাকেন ॥৩৮॥

এবং যোগিগণেরও যে এই শ্রীহরিকথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য তাহা মৈত্রেয় বাক্যে অভিব্যক্ত করিতেছেন -- পৃথুমহারাজের দেহাত্মবুদ্ধি ছিন্ন হইলে তিনি পরমাত্মা স্বরূপের অনুভব করিয়াছিলেন—এবং প্রাপ্ত অনিমাদি সিদ্ধিতেও স্পৃহা রহিত হইলেন, তৎপরে যে জ্ঞানের দ্বারা এই সংশয়পদ দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট হইয়াছিল তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সেই জ্ঞানের প্রয়াসেও বিরত হইয়াছিলেন। যোগসিদ্ধি বিষয়ে পৃথুমহারাজের নিস্পৃহত্ব যুক্তিযুক্তই হইয়াছে কারণ যাবৎকাল পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকথায় রতি না জন্মায় তাবৎকাল পর্য্যন্তই যোগসিদ্ধিতে যতি অপ্রমত্ত অর্থাৎ বিরত হইতে পারে না। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণে রতি হইলে আর যোগমার্গে মনোনিবেশের অবসর থাকে না ॥৩৯॥

৪০। তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভূবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥১০।৩১।৯

নন্থ কস্মাৎ অন্যত্র নিস্পৃহত্বং যুক্তম্? যস্মাৎ ভগবৎকথাশ্রবণাতিরিক্তো লাভো নাস্তীতি গোপীনাং বচনেনাহ। কথৈবামৃতম্। অত্র হেতুঃ– তপ্তজীবনম্। প্রসিদ্ধামৃতাদুৎকর্ষমাহ কবিভির্ব্রহ্মবিদ্ভিরপি ঈড়িতং স্তুতং, দেবভোগ্যন্ত্বমৃতং তৈস্তুচ্ছীকৃতম্। কিঞ্চ কল্মষাপহং কাম্যকর্ম্মনিরসনং, তত্তু অমৃতং নৈবম্ভূতম্। কিঞ্চ শ্রবণমঙ্গলং শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গলপ্রদং তত্তু অনুষ্ঠানাপেক্ষম্। কিঞ্চ শ্রীমৎ সুশান্তং তত্তু মাদকম্। এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতম্ আততং যথা ভবতি তথা যে ভূবি গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি, তে জনা ভূরিদা বহুদাতারঃ, ততোঽধিকদাতা নাস্তীত্যর্থঃ। তথা চ যং শ্রাবয়তি, তস্যাপ্যন্যোলাভো নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

আচ্ছা অন্যযোগাদিবিষয়ের নিস্পৃহতা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন– যেহেতু শ্রীভগবৎকথা শ্রবণের অধিক কোন লাভ নাই ইহাই গোপীগণের বাক্যে দেখাইতেছেন—হে নাথ! আমরা তোমার বিরহে মরণাপন্ন হইয়াছিলাম, কিন্তু সুকৃতিগণ তোমার কথামৃত পান করাইয়া আমাদিগকে বঞ্চিতই করিয়াছেন, তোমার কথাই অমৃত, কারণ ইহা সন্তপ্ত ব্যক্তিদের জীবনপ্রদ; প্রসিদ্ধ অমৃত হইতেও কিন্তু তোমার কথামৃতের উৎকর্ষ আছে, যেহেতু ব্রহ্মবিদ্‌গণও এই কথামৃতের স্তব করেন, পরন্তু দেবভোগ্য অমৃতকে তাঁরা তুচ্ছ করেন, এবং কথামৃত কামকর্ম্মের নিরসন করেন, কিন্তু স্বর্গের দেবভোগ্য অমৃত তাহা নহে, ইহা শ্রবণ মাত্রেই মঙ্গল প্রদান করে, কিন্তু উহা অনুষ্ঠান সাপেক্ষ, আর তোমার কথামৃত সুশান্ত আর উহা মাদক, এবম্বিধ তোমার কথাকে

৪১। ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং
ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ।
যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ
পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সাক্ষাৎ॥ ৬।১৬।৪৪

৪২। কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ
পুরাকথানাং ভগবৎকথাসুধাম্।

অত্র হেতুমাহ চিত্রকেতুবাক্যেন। হে ভগবন্! ত্বদ্দর্শনাৎ যৎ নৃণাম্ অখিলস্য পাপস্য ক্ষয়, ইদমঘটিতং ন, কিন্তু যুক্তমেব। যতো যস্য তে নাম্নঃ সকৃৎ একবারমপি শ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি চণ্ডালোঽপি সাক্ষাৎ তেনৈব শরীরেণ বিমুচ্যতে সর্ব্বতঃ পূতো ভবতি॥ ৪১॥

নন্বেবমপি সর্ব্বপাবনত্বমায়াতং, ন তু সর্ব্বলাভাধিকত্বমিত্যত আহ মৈত্রেয়-বাক্যেন। পুরুষার্থানাং সারবিৎ পুরাকথানাং পূর্ব্বৈঃ ক্রিয়মাণানাং কথানাং মধ্যে

বিস্তৃতরূপে পৃথিবীর সর্ব্বত্র যাঁহারা নিরূপণ করেন তাঁহারাই "ভূরিদ" অর্থাৎ বহুদানকারী তাহা হইতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ দাতা নাই, এবং এইপ্রকারে যাঁহাকে শ্রবণ করান তাঁহারও এতদ্‌ভিন্ন স্বর্গাদিতেও প্রয়োজন বোধ হয় না॥ ৪০॥

শ্রীভগবৎকথা শ্রবণই যে পরম লাভ চিত্রকেতুর বাক্যে ইহার কারণ দেখাইতেছেন হে ভগবন্! যে তোমার নামের একবারও মাত্র শ্রবণ করিলে চণ্ডালও সাক্ষাৎ সেই শরীরেই সর্ব্বতোভাবে পবিত্র হইয়া থাকে; তাদৃশ আপনার দর্শন হেতু যে মানবগণের অখিল পাপ ক্ষয় হয় ইহা অসম্ভব নহে পরন্তু যুক্তিযুক্তই॥ ৪১॥

যদি বল এইরূপ হইলেও শ্রবণে সকলেরই পবিত্রকারিত্ব পাওয়া যায়, কিন্তু সর্ব্বলাভের অধিকত্ব পাওয়া যায় না? এই মর্ম্মে মৈত্রেয়বাক্য

আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা-
মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্ ॥ ৩।১৩।৪৯

৪৩। নূনং দৈবেন নিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্।
হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্‌গাথাঃ পুরীষমিব বিড্‌ভুজঃ ॥ ৩।৩২।১৯

ভগবতঃ কথাসুধাং সংসারনিবর্ত্তিকাম্। নরেতরং পশুং বিনা কো বিরজ্যেত কো ন শৃণুয়াদিত্যর্থঃ ।।৪২।।

কিঞ্চ যে ভগবৎকথাং হিত্বা অসৎকথাং শৃণ্বন্তি তে পশুষ্বপি অধমা ইত্যাহ কপিলবচনেন। চকারস্ত্বর্থঃ। যে তু অচ্যুতকথাসুধাং হিত্বা অসদ্‌গাথা বিষয়-বার্ত্তাঃ শৃণ্বন্তি, তে নূনং নিশ্চিতং দৈবেন বিধাত্রা প্রতিকূলং শ্রোত্রং দত্ত্বা নিহতা বিড়ম্বিতাঃ, তেষাং বাধির্য্যমেব শ্রেয় ইতি ভাবঃ। যদ্বা নিহতাঃ সর্ব্বপুরুষার্থ-শূন্যাঃ কৃতাঃ। অসৎকথাশ্রবণাদরে দৃষ্টান্তঃ—বিড্‌ভুজঃ শূকরাদয়ঃ ।। ৪৩ ।।

দেখাইতেছেন—অহো পশু ব্যতীত সর্ব্বপুরুষার্থের সারবেত্তা এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে পুরাবৃত্ত কথার মধ্যে সংসার বিমোচনী শ্রীভগবৎ কথারূপী সুধা কর্ণাঞ্জলি দ্বারা পান করিতে বিরত হয়? ॥ ৪২ ॥

আরও যাহারা শ্রীভগবৎকথা পরিত্যাগ করিয়া অসৎবিষয়ের কথা শ্রবণ করে, তাহারা পশু হইতেও অধম ইহা শ্রীকপিলদেবের বাক্যে ব্যক্ত হইতেছে, যাহারা ভগবান্ শ্রীঅচ্যুতের কথামৃত পরিত্যাগ করতঃ অন্য অসৎ বিষয়বার্ত্তা শ্রবণ করে তাহারা নিশ্চিতই দৈব নিহত অর্থাৎ বিধাতা তাহাদিগকে প্রতিকূল কর্ণ দিয়া বিড়ম্বিত করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা তাহাদের বধির হওয়াই মঙ্গল ছিল। অথবা তাহাদিগকে সর্ব্বপুরুষার্থ শূন্য করিয়াছেন। যেহেতু তাহারা গ্রাম্য শুকরের ন্যায় ক্ষীরখণ্ডাদি ত্যাগ করিয়া বিষ্ঠা ভোজনেই অনুরাগী হইয়াছে ।। ৪৩ ।।

৪৪। যস্তূত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং
কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ ॥ ১২।৩।১৫

৪৫। ইত্থং পরস্য নিজবর্ত্মরিরক্ষয়াত্ত
লীলাতনোস্তদনুরূপবিড়ম্বনানি।

তস্মাৎ অসৎকথাং বিহায় ভগবৎকথা শ্রবণমেব কর্ত্তব্যং, তদেবহি তস্য পরমাভক্তিরিত্যাহ শুকবাক্যেন। গুণানুবাদঃ সংগীয়তে কেনাপি। তু শব্দোঽত-দ্বার্ত্তামাত্রব্যবচ্ছেদার্থঃ। অভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ সকৃদ্‌গীতোঽপি বারং বারং বিঘ্ননিবর্ত্তকঃ। তং শৃণুয়াদেব নিত্যং প্রত্যহং, তত্রাপ্যভীক্ষ্ণং বারংবারম্। অমলাং কামাদিমল-রহিতাম্ ॥ ৪৪ ॥

এবং প্রকরণার্থমুপসংহরতি তদ্বচনেন। ইত্থমুক্তপ্রকারেণ নিজবর্ত্মনো ধর্ম্ম-মার্গস্য রিরক্ষয়া রক্ষণেচ্ছয়া আত্তা গৃহীতা লীলাতনবো রামাদ্যবতারা যেন তস্য ভগবতো যদুত্তমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কর্ম্মাণি, তদনুরূপাণি তত্তদবতারসদৃশানি বিড়ম্বনানি

সুতরাং অসৎ বিষয় বার্ত্তা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ করাই একান্ত কর্ত্তব্য এবং শ্রীভগবৎ কথার শ্রবণই জীবের পরমাভক্তি শ্রীশুকবাক্যে ইহাই বলিতেছেন – শ্রীকৃষ্ণে কামাদি মলরহিতা অর্থাৎ নির্ম্মলা ভক্তি লাভের অভিপ্রায় থাকিলে উত্তমশ্লোক শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণের একটি বার গান করিলেও বারংবার বিঘ্ন নাশক গুণানুবাদ অর্থাৎ ভক্তবাৎসল্যাদি গুণকথা কীর্ত্তন তাহাই প্রত্যহ বারংবার আদর পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন ॥ ৪৪ ॥

এইরূপে শ্রীশুকদেবের বাক্যে প্রকরণের উদ্দেশ্য উপসংহার করিতেছেন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলের সেবা

কর্ম্মাণি কর্ম্মকষণানি যদূত্তমস্য
শ্রূয়াদমুষ্য পদয়োরনুবৃত্তিমিচ্ছন্ ॥ ১০।৯০।৪৯

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবল্যাং শ্রবণং নাম
চতুর্থং বিরচনম্ ॥ ৪ ॥

অনুকরণানি যেষু তানি শ্রূয়াৎ শৃণুয়াৎ। কর্ম্মকষনানি শ্রোতুঃ কর্ম্মনিবর্ত্তকানি। অমূষ্য যদূত্তমস্যানুবৃত্তৌ সেবায়াং যস্যেচ্ছা স তৎকথামেব শৃণুয়াদিতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলী টীকায়াং কান্তিমালায়াং
চতুর্থং বিরচনম্ ॥ ৪ ॥

করিতে অভিলাষী ব্যক্তিগণ, যিনি ভক্তিরূপ নিজ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় গৃহীত রমাদিলীলা অবতার সর্বশ্রেষ্ঠ সেই যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই লীলাবতারের লীলানুরূপ অনুকরণে অনুষ্ঠিত জনগণের কর্মনাশক তাদৃশ কর্ম সমূহ তাঁহারা নিত্যই শ্রবণ করিবেন ॥৪৫॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলীর শ্রবণ নামক
চতুর্থ বিরচন ॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী

পঞ্চমং বিরচনম্

অথ কীর্ত্তনম্

১। ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥ ১।৫।২২

অথ কীর্ত্তনং নিরূপয়িতুং পঞ্চমং বিরচনমারভতে। তত্র সর্ব্বধর্ম্মেষু হরিকীর্ত্তনং শ্রেষ্ঠমিত্যভিপ্রেত্যাহ নারদবচনেন। শ্রুতাদিষু ভাবে নিষ্ঠা। শ্রুতং বেদাধ্যয়নম্। স্বিষ্টং যাগাদি। সূক্তং মন্ত্রাদিজপঃ, বাক্‌কৌশলং বা। বুদ্ধং যোগাদিনা প্রবোধঃ। দত্তং দানম্। এতেষামিদমেব অবিচ্যুতোঽর্থঃ নিত্যং ফলম্। কিং তৎ? উত্তমঃ-শ্লোকস্য গুণানুবর্ণনমিতি যৎ। যে কীর্ত্তয়ন্তি তৈঃ সর্ব্বং জন্মান্তরে কৃতমিতি বোদ্ধব্যম্। যে বা ভগবন্তং ন কীর্ত্তয়ন্তি, তেষামেতৎ সর্ব্বং ব্যর্থমিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

"অনন্তর কীর্ত্তনাঙ্গভক্তি নিরূপণ"

অনন্তর কীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তি নিরূপণ করিবার নিমিত্ত এই বিরচন আরম্ভ করিতেছেন তন্মধ্যে সর্বধর্মাপেক্ষা শ্রীহরিকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ এই অভিপ্রায়ে প্রথমে শ্রীনারদের বাক্য দেখাইতেছেন। উত্তমঃ শ্লোক শ্রীহরির গুণানু-বর্ণনকেই কবিগণ তপস্যা, বেদাধ্যয়ণ, যজ্ঞ, মন্ত্রাদি জপ, অথবা বাক্-চাতুর্য্য, যৌগিকজ্ঞান ও দানের নিত্য ফলস্বরূপ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। যাঁহারা এই জন্মে শ্রীহরিকীর্ত্তন করেন তাঁহারা তপস্যা বেদাধ্যয়নাদি ধর্মসকল পূর্ব জন্মে অনুষ্ঠান করিয়াছেন জানিতে হইবে, এবং যাঁহারা ভগবৎকীর্তন করেন না তাঁহাদের বেদ অধ্যয়নাদি সবই ব্যর্থতায় পরিণত হয় ॥ ১ ॥

২। মৃষগিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা
ন কথ্যতে যদ্ ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং
তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্ ॥ ১২।১২।৪৯

৩। তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণব শোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোক যশোঽনুগীয়তে ॥ ১২।১২।৫০

এতদেব কীর্ত্তনফলং দর্শয়ন্ স্পষ্টয়তি দ্বাভ্যাং সূতবাক্যেন। মৃষাগিরো মিথ্যা-বাচঃ। অসতীরসত্যঃ অসতাং যাঃ কথাস্তা স্তাঃ। যৎ যাসু উত্তমঃশ্লোক যশোঽনু-গীয়তে ইতি যৎ তদেব সত্যং তদেব হি মঙ্গলম্। উ হ ইতি হর্ষে। ভগবদ্ গুণনাম্নৈশ্বর্য্যাদীনাং কীর্ত্তয়িতরি অভ্যুদয়ো যস্মাৎ তৎ। নবং নবং যথা ভবতি তথা রুচিরং রুচিপ্রদম্। মহানুৎসবো ভবতি যস্মাৎ ॥ ২।৩ ॥

কীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তির এইরূপ ফল দেখাইয়া শ্রীসূতগোস্বামীর শ্লোকদ্বয়ে বিষয়টি আরও পরিস্কার করিতেছেন যে কথাতে ভগবান্ শ্রীঅধোক্ষজের প্রসঙ্গ নাই সেই কথা সত্য হইলেও মিথ্যাই, প্রিয় হইলেও কটূক্তি, সজ্জনের উচ্চারিত হইলেও অসৎ কথাই পক্ষান্তরে স্বকল্পিত এবং অসত্য হইলেও যে কথায় শ্রীভগবানের গুণাঙ্কিত থাকে তাহাই সত্য, গৃহা-শ্রমবিধ্বংশী অমঙ্গল হইলেও তাহাই মঙ্গল, এবং ভগবানের পরদার-হরণাদি অপুণ্য বলিয়া অধমগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইলেও তাহাই পুণ্য এবং প্রসেনের অনুগমন ও ভল্লুকের গর্ত্তে প্রবেশাদি লীলা অরম্য হইলেও তাহাই রম্য, শ্রীসীতাদেবীর ত্যাগাদি ভক্তের অরোচক হইলেও তাহাই

৪। আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥ ১।১।১৪

৫। ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।

ন চৈতান্যসম্ভাবিতানি, যতো যন্নামকীর্ত্তনেন মুক্তিরপি সাধ্যতে ইত্যাহ শৌনকবাক্যেন। সংসৃতিমাপন্নঃ প্রাপ্তো বিবশোঽপি গৃণন্ ততঃ সংসৃতেঃ। অত্র হেতুঃ—যৎ যতো নাম্নো ভয়মপি কালোঽপি স্বয়ং বিভেতি ॥ ৪ ॥

তস্মাদ্বাসুদেবাবিষয়কত্বাৎ বাক্‌পাটবাদি ব্যর্থমিতি যুক্তমিত্যাহ নারদবাক্যেন। চিত্রপদমপি যদ্বচো হরের্যশো ন প্রগৃণীত তদ্বায়সং তীর্থং কাকতুল্যানাং কামিনাং

রুচিপ্রদ ; এবং পুরাতন হইলেও শ্রীভগবচ্চরিত্র নিত্যই নব নবায়মান, মারীচান্বেষণে রাবণ কর্ত্তৃক শ্রীসীতাদেবীর হরণাদি মনের আনন্দ নাশক হইলেও নিত্য মহা উৎসব বিধায়ক, এবং পতি পুত্রাদি বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদক বলিয়া শোকার্ণব হইলেও তাহাই শোক সিন্ধুর শোষক, যেহেতু তাহাতে উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির যশোরাশি কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ২।৩ ॥

ইহা কিঞ্চিৎ মাত্রও অসম্ভব নয় যেহেতু নামকীর্ত্তনের ফলে মনুষ্য মুক্তিও অনায়াসে প্রাপ্তি করিয়া থাকে ইহাই শৌনক ঋষির বাক্যে অভিব্যক্ত হইতেছে-- ঘোর সংসারে পতিত ব্যক্তি বিবশ হইয়াও যাঁহার নামোচ্চারণ করিলে সদ্যই সংসার হইতে মুক্ত হয়, যেহেতু তাঁহার নামে স্বয়ং মহাকাল যমও ভীত হইয়া থাকেন যমদূতগণের ত কথাই নাই, অতএব সংসার ভয়ে ভীত ব্যক্তি মাত্রেরই শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য ॥৪॥

সুতরাং বাসুদেব সম্বন্ধবিহীন বাক্‌চাতুর্য্য প্রভৃতি ব্যর্থ ইহা যথার্থই, নারদের বাক্যে তাহা বলিতেছে—মনোহর পদযুক্ত হইলেও যে বাক্য

তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা

ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ক্ষয়াঃ ॥ ১।৫।১০

৬। তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবে

যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।

রতিস্থানম্ উশন্তি মন্যন্তে। কুতঃ? মানসাঃ সত্ত্বপ্রধানে মনসি বর্ত্তমানা হংসাঃ সাধবো যতয়ো বা যত্র ন নিরমন্তি, কর্হিচিদপি নিতরাং ন রমন্তে। উশিকক্ষয়াঃ উশিক্ কমনীয়ং ব্রহ্মাখ্যং ক্ষয়ো নিবাসো যেষাং তে তথা। যথা প্রসিদ্ধা হংসা মানসে সরসি চরন্তঃ কমনীয়পদ্মষণ্ডনিবাসাস্ত বিচিত্রান্নাদিযুক্তেঽপ্যুচ্ছিষ্টগর্ত্তে কাকক্রীড়াস্থানে ন রমন্তে ইতি শেষঃ॥ ৫ ॥

বিনাপি পদচাতুর্য্যং ভগবৎপ্রধানং বচঃ পবিত্রমিত্যাহ। স চাসৌ বাগ্বিসর্গো বাচঃ প্রয়োগো জনানাং সমূহো জনতা তস্য অঘং বিপ্লাবয়তি বিনাশয়তি স তথা। যস্মিন্ বাগ্বিসর্গে অবদ্ধবত্যপি অপশব্দাদিযুক্তেঽপি প্রতিশ্লোকমনন্তস্য

শ্রীহরির জগৎ পবিত্র কারিনী লীলা প্রকাশ করে না। শাস্ত্রবিদ্‌গণ সেই বাক্যকে কাকতুল্য কামিগণের রতি স্থান বলিয়া মনে করেন। যেমম মানস সরোবরস্থিত প্রসিদ্ধ হংসগণ মানস সরোবরেই আনন্দ পায় ও সেইখানেই অবস্থান করে কিন্তু কাকসেবিত বিচিত্র অন্নাদিযুক্ত উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে আনন্দ পায় না বা তাহাতে যায় না। তদ্রূপ সত্ত্বপ্রধান ভগবদ্ মননশীল ভক্তগণ মানস সরোবর সদৃশ শ্রীভগবল্লীলা প্রতিপাদক শাস্ত্রে আসক্ত হইয়া শ্রীহরির নামগুণলীলাদি শূন্য বাক্যকে পরিত্যাগ করেন, অর্থাৎ তাঁহারা শ্রীভগবল্লীলাদি বর্জ্জিত সেই সকল বাক্যে কখনও আনন্দ অনুভব করেন না॥ ৫ ॥

পদচাতুর্য্য ব্যতীতও শ্রীভগন্নামগুণলীলাদি বর্ণন প্রধান বাক্য পবিত্র ইহাই বলিতেছেন, সেই বাক্য প্রয়োগই জনগণের পাপহারী হইতে পারে,

নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি য-
চ্ছৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥ ১।৫।১১

৭। ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ
পৃথগ্দৃশস্তৎকৃতরূপ-নামভিঃ।
ন কর্হিচিৎ ক্বাপি চ দুঃস্থিতা মতি
র্লভেত বাতাহত নৌরিবাস্পদম্ ॥ ১।৫।১৪

যশসা অঙ্কিতানি নামানি ভবন্তি। অত্র হেতু—যৎ যানি নামানি সাধবো মহান্তো বক্তরি সতি শৃণ্বন্তি, শ্রোতরি সতি গৃণন্তি, অন্যদা তু স্বয়মেব গায়ন্তি কীর্ত্তয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

কিঞ্চ হরিকীর্ত্তনং বিনা কস্যাপি চিত্তং তত্ত্বাভিমুখং ন ভবতীত্যাহ তদ্বচনেনৈব। তত উরুক্রমবিচেষ্টিতাৎ পৃথক্দৃশ:, অতত্রবান্যথা প্রকারান্তরেণ যৎকিঞ্চিদর্থান্তরং বিবক্ষত: পুরুষস্য তয়া বিবক্ষয়া কৃতৈঃ স্ফুরিতৈঃ রূপৈর্নামভিশ্চ বক্তব্যত্বেনোপস্থিতৈর্দুঃস্থিতা অনবস্থিতা সতী মতিঃ কদাচিৎ ক্বাপি বিষয়ে আস্পদং স্থানং ন লভেত, বাতেনাহতা আঘূর্ণিতা নৌরিব ॥ ৭ ॥

যাহাতে অপশব্দ অর্থাৎ অসংস্কৃত পদবিন্যাস থাকিলেও প্রতি শ্লোকে অনন্ত শ্রীভগবানের যশঃ প্রকাশক নামাবলি বিদ্যমান থাকে, যে নাম-মালা সাধুগণ বক্তার নিকট শ্রবণ করেন, শ্রোতার নিকট ব্যাখ্যান করেন এবং অন্য সময়ে স্বয়ংই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

আরও শ্রীহরির কীর্ত্তন ব্যতীত কাহার চিত্ত তত্ত্বাভিমুখী হয় না ইহাও নারদবাক্যে বলিতেছেন —সেই উরুক্রম শ্রীভগবানের লীলা ভিন্ন অন্যবিষয় দর্শনকারী হইয়া অন্যপ্রকারে কিছু বর্ণনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির সেই সেই বিষয়ের স্ফূরিত নাম ও রূপের দ্বারা বিক্ষিপ্তা মতি হইয়া বায়ুর দ্বারা ঘূর্ণ্যমানা নৌকার ন্যায় কখনও কোথাও কোন প্রকার স্থান অর্থাৎ আশ্রয় লাভ করিতে পারে না ॥ ৭ ॥

৮। প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ।
আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥ ১।৬।৩৪

৯ যা যাঃ কথা ভগবতঃ কথনীয়োরুকর্ম্মণঃ।
গুণকর্ম্মাশ্রয়াঃ পুংভিঃ সংসেব্যাস্তা বুভূষুভিঃ ॥ ১।১৮।১০

হরিকীর্ত্তনাচ্চ সদ্যো ভগবতি পরমানন্দে এব মতিঃ স্থিরা ভবতীতি নারদানুভবেনাহ। তীর্থপাদো ভগবান্ প্রিয়শ্রবাঃ প্রিয়কীর্ত্তিশ্চেতসি দর্শনং যাতি, প্রকাশতে ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

তস্মাৎ ফলিতমাহ সূতবচনেন। কথনীয়ানি উরূণি কর্ম্মাণি যস্য। সংসেব্যা নিত্যং কীর্ত্তিতব্যাঃ বুভূষুভির্নির্ভয়া ভবিতুমিচ্ছুভিঃ। অন্যথা ভয়ং ন নিবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীহরি কীর্ত্তনের ফলে সদ্য পরমানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানে চিত্ত স্থির হইয়া থাকে, নারদের অনুভব বাক্যে ইহা প্রকাশ হইয়াছে—যাঁহার শ্রীচরণকমলে সমস্ততীর্থ বর্ত্তমান, সেই প্রিয়কীর্ত্তি শ্রীভগবান্ তাঁহার লীলাসকল কীর্ত্তনকারী আমার হৃদয়ে শীঘ্র আহুত ব্যক্তির ন্যায় প্রকাশিত হন, অর্থাৎ আহুত ব্যক্তি যেমন আহ্বান শুনিবা মাত্র আসিয়া থাকে সেইরূপ আমার গান শুনিবা মাত্র শ্রীভগবান্ আসিয়া আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

শ্রীসূতবাক্যের দ্বারা কীর্ত্তনের ফল বলিতেছেন যিনি সকলের কীর্ত্তনীয়, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া যে যে কথা আছে, নির্ভয়কামী পুরুষদের সেই সকল কথা নিত্যই কীর্ত্তন করা উচিত, যেহেতু শ্রীভগবৎকীর্ত্তন ব্যতীত সর্বপ্রকারের ভয় নিবারণের অন্য কোন উপায় নাই ॥ ৯ ॥

১০। এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ ।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ২।১।১১

১১। এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্য্যানুবর্ণনম্ ॥ ১।৬।৩৫

এতদেব শুকবাক্যেনাহ। ইচ্ছতাং কামিনাং তত্তৎফলসাধনমেতদেব, নির্বিদ্যমানানাং মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধনমেতদেব, যোগিনাং জ্ঞানিনাং ফলঞ্চৈতদেব নির্ণীতং নাত্র প্রমাণং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

যে তু বিষয়বাসনাবদ্ধা গৃহিণস্তেষাং মোক্ষোঽপি হরিকীর্ত্তনাদেব ভবতীত্যাহ নারদবচনেন। মাত্রা বিষয়াস্তেষাং স্পর্শা ভোগাস্তেষামিচ্ছয়া আতুরাণি চিত্তানি যেষাং তেষাং হরিচর্য্যানুবর্ণনং যৎ, এতদেব ভবসিন্ধৌ প্লবঃ পোতঃ, ন কেবলং শ্রুতিপ্রামাণ্যেন কিন্ত্বন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং দৃষ্ট এবেত্যর্থঃ ॥ ১১ ।

শ্রীশুকদেববাক্যে ইহাই বলিতেছেন—হে রাজন্! শ্রীহরির নামানুকীর্ত্তনই অকুতোভয়, ফলাকাঙ্খিদের তত্তৎফলের সাধন, মুমুক্ষুগণের মোক্ষসাধন, এবং যোগিগণের অর্থাৎ জ্ঞানিগণেরও শ্রীহরির কীর্ত্তন জ্ঞানের ফলরূপে নির্ণীত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

বিষয়বাসনায় আবদ্ধ গৃহীব্যক্তিগণের মোক্ষও শ্রীহরিকীর্ত্তন হইতে ইহইয়া থাকে ইহা নারদ বাক্যে দেখাইতেছেন পুনঃ পুনঃ বিষয় ভোগলালসায় মোহিত চিত্ত জীবগণের এই শ্রীহরি লীলা কীর্ত্তনই একমাত্র সংসার সমুদ্রের ভেলা অর্থাৎ শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনরূপ ভেলাই একমাত্র সংসার সমুদ্র পার হইবার উপায় ইহা কেবল শ্রুত্যাদি শাস্ত্রের প্রমাণ নহে, পরন্তু অন্বয় কিম্বা ব্যতিরেক দৃষ্টান্তেরদ্বারা যোগিগণ বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

১২। যস্যাবতারগুণকর্ম্মাবড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেক-জন্ম-শমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে॥ ৩।৯।১৫

১৩। অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ॥ ৬।২।৭

অস্তু সদানুকীর্ত্তনম্, অন্তকালেঽপি সকৃদপি কৃতং মোক্ষায় ভবতীতি ব্রহ্মবাক্যেনাহ। অবতারাদীনাং বিড়ম্বনমনুকরণমস্তি যেষু। তত্রাবতারবিড়ম্বনানি দেবকীনন্দন ইত্যাদীনি, গুণবিড়ম্বনানি সর্ব্বজ্ঞো ভক্তবৎসল ইত্যাদীনি—কর্ম্মবিড়ম্বনানি গোবর্দ্ধনধরণঃ কংসারীত্যাদীনি। অসুবিগমে বিবশা অপি গৃণন্তি উচ্চারয়ন্তি কেবলম্। শমলং পাপম্। অপাবৃতং নিরস্তাবরণম্ ঋতং ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি॥ ১২॥

এতদেব সাতিশয়ং বিষ্ণুদূতবাক্যৈঃ স্পষ্টয়তি। অয়মজামিলো ব্রাহ্মণো যদ্ যস্মাৎ অবশোঽপি হরের্নাম ব্যাজহার উচ্চারিতবান্ অতো জন্মকোটিকৃতানাম্-

---

সর্বদা কীর্ত্তনের কথা দূরে থাকুক মৃত্যুকালে একবারও শ্রীহরি কীর্ত্তন মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে ইহাই ব্রহ্মবাক্যে প্রকাশ পাইয়াছে—মৃত্যুকালে অবশ হইয়াও যাঁহারা শ্রীভগবানের অবতার বাচক নাম—শ্রীদেবকীনন্দনাদি, গুণ বাচক নাম—সর্ব্বজ্ঞ ভক্তবশ্যাদি, এবং কর্ম লীলাবাচক নাম—গোবর্দ্ধনধারী কংসারি, কালিয় মর্দ্দন প্রভৃতির অনুকরণময় নামসমূহ কেবলমাত্র উচ্চারণ করেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বহুজন্মের পাপরাশি ত্যাগ করিয়া নিরস্তাবরণ ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীভগবানকে প্রাপ্তি করেন, আমি সেই অজ শ্রীপুরুষোত্তমের শরণ গ্রহণ করিলাম॥ ১২॥

বিষ্ণুদূতের বাক্যে পুনরায় ইহাই বিশেষ ভাবে পরিস্কার করিতেছেন—এই ব্রাহ্মণ অজামিল কোটি জন্মকৃত পাপ সমূহেরও প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে,

১৪। এতেনৈব হ্যঘোনোঽস্য কৃতং স্যাদঘনিষ্কৃতম্।
যদা নারায়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরম্ ॥ ৬।২।৮

অপি অংহসাং পাপানাং কৃতনির্বেশঃ কৃতপ্রায়শ্চিত্তঃ। ন কেবলং প্রায়শ্চিত্তমাত্রং হরের্নাম অপি তু স্বস্ত্যয়নং মোক্ষসাধনমপীতি ॥ ১৩ ।

নন্বু কর্ম্মসাদ্গুণ্যকরং হরের্নামেতি যুক্তং. স্বাতন্ত্র্যেণ তু কথমঘনিবর্ত্তকম্? তত্রাহ। অঘোনোঽঘবতঃ। যং আ ইতি ছেদঃ। আ ঈষদাভাসমাত্রং চতুরক্ষরং যৎ নাম জগাদ এতেনৈব কেবলেন। চতুরক্ষরমিত্যনেনাধিকঞ্চ দর্শিতম্। কথং জগাদ? নারায়ণ-আয়-আগচ্ছ ইত্যেবং বিক্রোশরূপেণ পুত্রাহ্বানেন। অয়ং ভাবঃ—যথা প্রমাণবলাৎ কর্ম্মশুদ্ধিহেতুত্বং নাম্নাম্। এবং নিরপেক্ষপ্রায়শ্চিত্তত্বমপি। অতএব এব-হীতি অবধারণদ্বয়ম্ ॥ ১৪ ॥

যেহেতু এই ব্যক্তি মৃত্যু সময়ে অবশ হইয়াও পরম পুরুষার্থপ্রদ শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিয়াছে, শ্রীহরিনাম যে কেবলমাত্র কোটিজন্মকৃত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ পাপেরই বিনাশ সাধন করেন তাহা নহে, পরন্তু মোক্ষেরও সাধক হইয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

আচ্ছা শ্রীহরিনাম সর্ব্বকর্ম্মের সদ্গুণবৃদ্ধি করিয়া থাকে ইহা যথার্থই, কিন্তু শ্রীহরিনামস্বতন্ত্ররূপে পাপ নাশ করিতে কি প্রকারে সমর্থ হয়? এতদুত্তরে বলিতেছেন—এই অজামিল মৃত্যুকালে বস্তুত বিষ্ণুবুদ্ধিতে না হইলেও আভাসমাত্রে অর্থাৎ নারায়ণ! আইস এইরূপে যে পুত্রের আহ্বান করিয়া চতুরক্ষর ইহাও অধিক, শ্রীভগবন্নাম উচ্চারণ মাত্র করিয়াছে তাহাতেই এই পাপীর নিখিল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হইয়াছে, অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রমাণ বলে যেমন ভগবন্নাম কর্ম্মের শেষে উচ্চারিত হইয়া বৈগুণ্য নষ্ট করিয়া সর্ব্ব সৎকর্ম্মের সদ্গুণবৃদ্ধি করেন তদ্রূপ শাস্ত্র প্রমাণ বলেই শ্রীনাম স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হইয়া নিরপেক্ষ প্রায়শ্চিত্তও হন ॥ ১৪ ॥

১৫। স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে॥ ৬।২।৯

১৬। সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ। ৬।২।১০

১৭। ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈ ব্র‍হ্মবাদিভি-
স্তথা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।

নন্থ কামকৃতানাং বহূনাং মহাপাতকানাং সহস্রশ আবর্ত্তিতানাং দ্বাদশাব্দাদি-কোটিভিরপ্যনিবর্ত্ত্যানাং কথমিদমেকমেব প্রায়শ্চিত্তং স্যাত্তত্রাহ দ্বাভ্যাম্। সুনিষ্কৃতং শ্রেষ্ঠং প্রায়শ্চিত্তমিদমেব। অত্রহেতুঃ–যতো নামব্যাহরণাৎ তদ্বিষয়া নামোচ্চারকপুরুষবিষয়া "মদীয়োঽয়ং ময়া সর্ব্বতো রক্ষনীয়" ইতি বিষ্ণোর্মতির্ভবতি॥ ১৫।১৬॥

নন্থ বহূনাং পাতকানাং মন্বাদিভির্যথাতথং প্রতিপাদিতানি কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি-

---

যদি বল ইচ্ছাকৃত বহু বহু মহাপাতক সহস্রবার আবৃত্ত অর্থাৎ কৃত হইলেও কোটি কোটি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাও দূরীভূত হয় না এবম্বিধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত একমাত্র শ্রীহরিনাম উচ্চারণ ইহা কিপ্রকারে সম্ভব হয়? বিষ্ণুদূতগণের শ্লোকদ্বয়ে ইহার উত্তর দিতেছেন—স্বর্ণচৌর, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রী, রাজা, ও পিতার হত্যাকারী, গোবধকারী, এবং অন্যান্য যে সকল মহাপাতকী মানব আছে, তাহাদের সর্ববিধ পাতকের পক্ষে শ্রীনামই একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত, যেহেতু শ্রীনারায়ণ নাম উচ্চারণ করামাত্রই নামোচ্চারক পুরুষ বিষয়ে ভগবানের মতি হয়, অর্থাৎ এই লোকটি আমারই আমার সর্বতোভাবে ইহাকে রক্ষা করা উচিত এইরূপ বুদ্ধি হয়॥ ১৫।১৬॥

আচ্ছা বহুবিধ পাপের জন্য ত মন্বাদি ঋষিগণ যথাযথ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদি

যথা হরের্নাম পদৈরুদাহৃতৈ-
স্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকম্ ॥ ৬।২।১১

১৮। নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতে
মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে।

সৎকর্ম্মানি প্রায়শ্চিত্তানি সন্তি, তৎ কিমিতি কেবলং হরিনামৈবেত্যাশঙ্ক্য অস্য প্রায়শ্চিত্তস্য শ্রেষ্ঠত্বমেবোপপাদয়তি দ্বাভ্যাম্। ব্রহ্মবাদিভির্মন্বাদিভিরুক্তৈর্ব্রতাদিভির্নিষ্কৃতৈস্তথা ন শুধ্যতি, উদাহৃতৈরুচ্চারিতৈঃ যথা নামপদৈরিত্যনেন নমামীত্যাদিক্রিয়াযোগোঽপি নাপেক্ষিত ইতি দর্শিতম্। কিঞ্চ তৎ নামোচ্চারণমুত্তমঃশ্লোকস্য গুণানাঞ্চোপলম্ভকং জ্ঞাপকং ভবতি, ন তু কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিবৎ পাপনিবৃত্তিমাত্রোপক্ষীণমিত্যর্থ: ॥ ১৭ ॥

নৈকান্তিকং নাত্যন্তশোধকং তন্নিষ্কৃতং, যস্মিন্ কৃতেঽপ্যসৎপথে পাপমার্গে

প্রায়শ্চিত্ত বিধান দিয়াছেন তবে কি প্রকারে কেবলমাত্র শ্রীহরিনামই প্রায়শ্চিত্ত হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন যে সমস্ত প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে শ্রীহরিনামই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত শ্লোকদ্বয়ে ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—মনু প্রভৃতি ব্রহ্মবাদীমুনিগণ কথিত পাপনিষ্কৃতির জন্য যে সকল ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে পাপী ব্যক্তি তদ্রূপ শুদ্ধ হয় না। শ্রীহরির একটি মাত্র নাম উচ্চারণ করিলে যদ্রূপশুদ্ধ হইয়া থাকে। এবং উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির নাম যে কেবলমাত্র সমূলে পাপনিবৃত্তি করিয়াই উপক্ষীণ হয় তাহা নহে, পরন্তু শ্রীনাম শ্রীভগবানেরঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যাদি গুণরাজীরও প্রেম দ্বারা অনুভব করাইয়া থাকেন ।১৭॥

এবং মন্বাদি ঋষিপ্রোক্ত দ্বাদশাব্দাদি প্রায়শ্চিত্ত পাপনাশকবটে, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তাদি করার পরেও যদি অসৎ পথে মন ধাবিত হয়, তবে

তৎ কর্ম্মনির্হারমভীপ্সতাং হরে-
গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ ॥৬।২।১২

১৯। অথৈনং মাপনয়ত কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতম্।
যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ ॥ ৬।২।১৩

মনো ধাবতি চেৎ। তৎ তস্মাৎ কর্ম্মণাং পাপানাং নির্হারমাত্যন্তিকং নাশমিচ্ছতাং **হরেগুণানুবাদ এব প্রায়শ্চিত্তং, যতোঽসৌ খলু সত্ত্বভাবনঃ** চিত্তশোধকঃ ॥ ১৮ ॥

এবমাশঙ্কাং পরিহৃত্য **অজামিলনেতৄন্** যমদূতানাদিশন্তি। অথ তস্মাৎ এনং মা অপমার্গেন নয়ত। কৃতমশেষানামঘানাং নিষ্কৃতং যেন। যদ্ যস্মাৎ সমগ্রহীৎ সম্পূর্ণমুচ্চারিতবান্, নাম্নৈকদেশেনাপ্যলমিতি ভাবঃ। ম্রিয়মাণ ইত্যনেন পুনঃ পাপান্তরাসম্ভব উক্তঃ, ন তু তৎকালত্বমেব বিবক্ষিতং তদানীং কৃচ্ছ্রাদিবিধিবন্নামোচ্চারণবিধেরপ্যসম্ভবাৎ ॥ ১৯ ॥

ঐ প্রায়শ্চিত্ত যে একেবারেই পাপশোধক হইয়াছে এ কথা বলা যায় না, সুতরাং পাপকর্ম্মের একান্ত বিনাশ ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে শ্রীহরির নামকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত, যেহেতু শ্রীনাম বাসনার সহিত চিত্তের শোধক ॥ ১৮ ॥

এইরূপে সমস্ত আশঙ্কা পরিহার করতঃ বিষ্ণুদূতগণ অজামিলকে নিয়া যাইবার জন্য সমাগত যমদূতদিগকে বলিলেন শ্রীহরিনামের একদেশ উচ্চারণে সমস্ত পাপরাশি সমূলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় আর এই অজামিল মৃত্যুকালে অবশ হইয়াও সেই চতুক্ষর শ্রীভগবন্নাম সম্পূর্ণরূপে উচ্চারণ করিয়াছেন, অতএব আর ইহাঁকে পাপমার্গে লইয়া যাইও না, ইহাঁর নিখিল পাপ প্রথম নাম গ্রহণকালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখানে শ্লোকে ম্রিয়মাণ এই শব্দ দ্বারায় অজামিলের পুনরায় আর অন্য পাপ করার

২০। সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ ৬।২।১৪

২১। পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্ নার্হতি যাতনাঃ ॥ ৬।২।১৫

ন চ বিধিং বিনা কাকতালীয়নামোচ্চারণং ন পাপহরণমিতি বাচ্যমত্র প্রমাণমস্তি। নন্বয়ং পুত্রনামাগ্রহীৎ, ন তু ভগবন্নাম? তত্রাহ। সাঙ্কেত্যং পুত্রাদৌ সঙ্কেতিতং, পারিহাস্যং পরিহাসেন কৃতং স্তোভং গীতালাপপূরণার্থং কৃতং, হেলনং কিং বিষ্ণুনা ইতি সাবজ্ঞমপি বৈকুণ্ঠনামোচ্চারণম্ ॥ ২০ ॥

নন্বু নায়ং সঙ্কল্প পূর্ব্বকং বৈকুণ্ঠনামাগ্রহীৎ। কিন্তু পুত্রস্নেহ পরবশঃ সন্? তত্রাহ। অবশেনাপি যো হরিরিত্যাহ, স যাতনাং নার্হতি। পুমানিত্যনেন নাত্র

সম্ভাবনা ছিল না ইহাই বলা হইয়াছে, পরন্তু মৃত্যুকালের প্রশংসা করা উদ্দেশ্য নহে, কারণ মৃত্যুকালে যেমন কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদি পালন করা সম্ভব নহে, তদ্রূপ নামকীর্ত্তনের বিধি পালন করাও ঐ সময়ে সম্ভব নহে ॥ ১৯ ॥

বিধিবিহীন কাকতালীয় ন্যায়ে হঠাৎ নামোচ্চারণ পাপক্ষয় করে না এ কথা বলা যায় না এ বিষয়ে প্রমাণ বিদ্যমান, আচ্ছা এই প্রমাণে অজামিল ত নিজ পুত্রের নামই উচ্চারণ করিয়াছিল, শ্রীভগবন্নাম উচ্চারণ ত করে নাই? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—শ্রীভগবন্নামোচ্চারণ পুত্রাদির সঙ্কেত বা পরিহাসচ্ছলেই হউক, গীতালাপপূরণে অথবা বিষ্ণু কি করিতে পারে? এইরূপ অবজ্ঞাক্রমেই হউক, যে কোন প্রকারে বৈকুণ্ঠনাম অর্থাৎ শ্রীভগবন্নাম গ্রহণ করিলেই নিখিল পাপরাশি সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

যদি বল এই অজামিল ত সঙ্কল্প পূর্ব্বক শ্রীহরি নাম গ্রহণ করে

২২। গুরুণাঞ্চ লঘুনাঞ্চ গুরূণি চ লঘুনি চ।
প্রায়শ্চিত্তানি পাপানাং জ্ঞাত্বোক্তানি মহর্ষিভিঃ ॥ ৬।২।১৬

বর্ণাশ্রমাদিনিয়ম ইত্যুক্তম্। অবশত্বমেবাহ-পতিতঃ প্রাসাদিভ্যঃ স্খলিতো মার্গে, ভগ্নো ভগ্নগাত্রঃ সন্দষ্ট সর্পাদিভি তপ্তো জ্বরাদিভিঃ আহতো দণ্ডাদিনা ॥ ২১ ॥

নমু মহতঃ পাপস্য মহদেব প্রায়শ্চিত্তং যুক্তং ন তু অল্পং নাম গ্রহণমাত্রং, পাপতারতম্যেন কৃচ্ছ্রাদিতারতম্যবৎ? তত্রাহ দ্বাভ্যাম্। গুরূণাং পাপানাং গুরূণি প্রায়শ্চিত্তানি লঘুনাঞ্চ লঘুনি, তারতম্যং জ্ঞাত্বা মন্বাদিভিরুক্তানি। অতঃ তত্র তথৈব ব্যবস্থা। হরিনাম্নস্তু নেয়ং ব্যবস্থোক্তা, "মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ" ইতি বচনাৎ ন চ সুরাবিন্দু পানে মহাপাতকিত্ব স্মরণবন্নাম্নস্তৎপ্রায়শ্চিত্তত্ব স্মরণমতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

নাই, পরন্তু পুত্রেতে স্নেহাবিষ্ট হইয়াই পুত্র নাম "নারায়ণ" শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—উচ্চ গৃহাদি হইতে পতিত, পথ চলিতে চলিতে স্খলিত বা ভগ্ন গাত্র, সর্পাদি কতৃক দষ্ট জ্বরাদি-রোগে তাপিত অথবা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অবশেও যে কোন ব্যক্তি "হরি" এই নাম উচ্চারণ করেন, তবে তিনিও যম যাতনার পাত্র হইবেন না ॥ ২১ ॥

আচ্ছা মহান্ পাপের মহাপ্রায়শ্চিত্তই যুক্তিযুক্ত, কিন্তু অল্প নাম গ্রহণ মাত্র যুক্তিযুক্ত নহে, পাপের তারতম্যানুসারে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তারতম্যের ন্যায়? ইহার উত্তরে শ্লোকদ্বয়ে বলিতেছেন মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত এবং লঘূ পাপের লঘূ প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য জানিয়া মন্বাদি ঋষিগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন। অতএব সেই স্থানে অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের সময় সেই ব্যবস্থাই হইবে। কিন্তু শ্রীহরিনামের বিষয়ে এইরূপ ব্যবস্থা শাস্ত্রে বলা হয় নাই। পরন্তু "শ্রীহরিনাম উচ্চারণে সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত

২৩। তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ
নার্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া ॥ ৬।২।১৭

কিঞ্চ তৈস্তপোদানাদিভিস্তান্যঘান্যেব পূয়ন্তে নশ্যন্তি, অধর্ম্মাজ্জাতং মলিনন্তু তস্য পাপকর্ত্তুর্হৃদয়ং, যদ্বা তেষাম্ অঘানাং হৃদয়ং সূক্ষ্মরূপং সংস্কারাখ্যং ন শুধ্যতি, তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া প্রকরণাৎ কীর্ত্তনাদেব শুধ্যতীত্যর্থঃ। অয়ংভাবঃ—সুমহান্ত্যপি পাপানি সকৃদুচ্চরিতেনৈব হরিনাম্না নশ্যন্তি যথা সকৃৎ প্রবর্তিতেন দীপেনেব গাঢ়ধ্বান্তানি। তদাবৃত্ত্যা তু পাপান্তরস্যানুপত্তির্দীপধারণে ইব তমোহন্তরস্য, ততশ্চ বাসনাক্ষয়াৎ হৃদয়শুদ্ধিঃ। "এদর্থমেব তত্র তত্রাবৃত্তিবিধানম্"-"পাপক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাং তমহর্নিশম্"। ইত্যাদিষু। তদেবাত্রাপ্যুক্তম্ "গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ"। তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া ইতি চ। অতোঽস্য হরিনাম্নৈব সর্ব্বপাপক্ষয়ঃ, বাসনাক্ষয়স্তু মহাপুরুষ দর্শনাদিভিরিতি ॥ ২৩ ॥

হয়" এইরূপ শাস্ত্রবাক্য দৃষ্ট হয়। সুরাবিন্দুপানে মহাপাতকীর স্মরণের মত শ্রীনামের দ্বারা উহার প্রায়শ্চিত্ত স্মরণ অতিভার নহে, পরন্তু অতীব তুচ্ছ জানিতে হইবে ॥ ২২ ॥

আরও তপস্যা, দান, ও ব্রতাদি দ্বারা তত্তৎ পাপের শোধন হইলেও কিন্তু পাপকারীর অধর্ম্মজনিত মলিন হৃদয় অথবা কৃত পাপের সূক্ষ্ম সংস্কার শোধিত হয় না, কিন্তু শ্রীহরিপদ ভজনে কীর্ত্তনাদি দ্বারাই তাহা শোধিত হয়। ভাবার্থ এই যে অত্যন্ত মহাপাপরাশি একটিবার মাত্র শ্রীহরিনাম উচ্চারণে বিনাশ হয়, যেমন একবার মাত্র প্রদীপ জালাইলে গৃহের গাঢ় অন্ধকার রাশি বিনষ্ট হয়। পুনঃ পুনঃ শ্রীনামের অভ্যাস দ্বারা অন্যপাপ উৎপত্তি হয় না, যেমন প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রাখিলে আর অন্ধকার আসিতে পারে না, এবং সেই নামাভ্যাস দ্বারা বাসনা ক্ষয় হইলে চিত্তশুদ্ধি হয়, এই অভিপ্রায়ে শাস্ত্রে সেই সেই স্থলে আবৃত্তির

২৪। অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥ ৬।২।১৮

২৫। যথাগদং বীর্য্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ ॥ ৬।২।১৯

ননু প্রায়শ্চিত্তমিদমিতি জ্ঞাত্বা নোক্তমিতি চেৎ, তত্রাত্র। বালকেনাজ্ঞানাদপি প্রক্ষিপ্তোঽগ্নি র্যথা কাষ্ঠরাশিং দহতি তদ্বৎ ॥ ২৪ ॥

নন্বেবমপি পরিষদনুপদিষ্টং শ্রদ্ধাহীনঞ্চ কথং প্রায়শ্চিত্তং ভবেৎ। তত্রাহ অগদমৌষধং, বীর্য্যবত্তমমিতি বক্তব্যে বীর্য্যতমিত্যুক্তং, যদৃচ্ছয়া শ্রদ্ধাহীনমপ্যুপযুক্তং ভক্ষিতং, পরিষন্মুখাদজানতোঽপি স্বগুণমারোগ্যং কুর্য্যাৎ, মন্ত্রোঽপি নামাত্মকস্তথা স্বকার্য্যং কুর্য্যাদেব, নহি বস্তুশক্তিঃ শ্রদ্ধাদিকমপেক্ষতে ॥ ২৫ ॥

বিধান দিয়াছেন—"অহর্নিশ তাঁহাকে স্মরণকারীর বাসনার সহিত পাপক্ষয় হয়।" তাহাই এখানেও বলা হইয়াছে, শ্রীভগবদ্ গুণকীর্ত্তন চিত্তের শোধক, বাসনাক্ষয়ও শ্রীভগবচ্চরণ ভজনে হয় ॥ ২৩ ॥

আচ্ছা পুত্রের নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিলে ইহা যে প্রায়শ্চিত্ত হইবে পাপিষ্ঠ অজামিল ত ইহা জানিত না ? তদুত্তরে বিষ্ণুদূতগণ বলিতেছেন—অজ্ঞানতঃ বা জ্ঞানতঃ শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে যেমন অজ্ঞ বালক কাষ্ঠরাশিতে অগ্নি নিক্ষেপ করিলেও অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠ রাশিকে ভস্মসাৎ করে তদ্রূপ শ্রীভগবন্নামের মহিমা না জানিয়াও উচ্চারিত হইলে উচ্চারণকারী ব্যক্তির পাপ সমূহ নাশ করেন। অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি যদি অজ্ঞানবশতঃও শ্রীভগবন্নাম উচ্চারণ করেন অন্য সাধন নিরপেক্ষ সেই শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনই তাঁহার যাবতীয় পাপাদি মালিন্য ভস্মসাৎ করিবেন নিঃসন্দেহ ॥ ২৪ ॥

যদি বল এইরূপ হইলেও পণ্ডিতসভার উপদেশ গ্রহণ না করিয়া এবং

২৬। এবং স বিপ্লাবিত সর্ব্বধর্ম্মা
দাস্যাঃ পতিঃ পতিতো গর্হ্যকর্ম্মণা।
নিপাত্যমানো নিরয়ে হতব্রতঃ
সদ্যো বিমুক্তো ভগবন্নাম গৃহ্নন্ ॥৬।২।২৪

এবমজামিল প্রকরণমুপসংহরতি শুকবাক্যেন। বিপ্লাবিতাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মা যেন, হতং ব্রতং স্বদারনিয়মাদি যস্য, স ভগবন্নাম গৃহ্নন তৎপ্রভাবাৎ সদ্যো মুক্তঃ পাপেভ্যো যমপাশেভ্যো বা। তস্মাৎ সাধূক্তম্ "অস্বাবিগমে" ইত্যাদি ॥ ২৬ ॥

অশ্রদ্ধায় গৃহীত শ্রীভগবন্নাম কি প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অজ্ঞানতঃ যদি কেহ অশ্রদ্ধায় এবং বৈদ্যসভার উপদেশ না লইয়া মহাবীর্য্যবান্ ঔষধ সেবন করে, তবে সেই ঔষধ নিশ্চয়ই আত্মগুণ অর্থৎ আরোগ্য প্রকাশ করিবেই, তদ্রূপ শ্রীনামাত্মক-মন্ত্রঃও অজ্ঞানতঃ উচ্চারিত হইলেও স্বকার্য্য সুফল অবশ্যই করিবে। যেহেতু বস্তুশক্তি শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা রাখে না ॥২৫॥

এইপ্রকারে শুকবাক্যদ্বারা অজামিল প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন—হে রাজন্ এইরূপে শূদ্রাণীতে আসক্ত হইয়া দাসীপতি অজামিল সর্ব ধর্মের বিনাশ, স্বীয় দার নিয়মাদি গার্হস্থ্য ব্রত ত্যাগ ও নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পতিত হইয়া নরকে নিপতিত হইতেছিল, কিন্তু শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া তৎপ্রভাবে সদ্য সমস্ত পাপ হইতে বা যমপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রাণবিয়োগকালে অবশ হইয়াও যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের অবতারাদির যে কোন নাম কেবলমাত্র উচ্চারণ করেন তিনি তৎক্ষণাৎ বহুজন্মের পাপ ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হন ইহা যথাযথই বলা হইয়াছে ॥২৬॥

২৭। নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং
মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ।
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা ॥৬।২।৪৬

২৮। ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥৬।২।৪৯

তদেব ফলিতমাহ। কর্ম্মনিবন্ধস্য পাপমূলস্য কৃন্তনং ছেদকম্ অতঃ পরং নাস্তি। কস্মাৎ পরম্? তীর্থপদস্যানুকীর্ত্তনাৎ। অত্র হেতুঃ—যদ্ যতোঽনুকীর্ত্তনাৎ মনঃ কর্ম্মসু ন সজ্জতে, ততোঽনুকীর্ত্তনাৎ অন্যথা প্রায়শ্চিত্তান্তরৈঃ রজস্তমোভ্যাং কলিলং মলিনমেব তিষ্ঠতি, যৎ তন্মনঃ কর্ম্মসু ন পুনঃ সজ্জতে? অপি তু সজ্জতে এব ॥ ২৭ ॥

অত্রাসম্ভাবনাং পরিহরতি। ম্রিয়মাণোঽবশত্বেন শ্রদ্ধাবিহীনোঽপি বিষ্ণোর্ধাম অগাৎ দেহান্তে ॥ ২৮ ॥

অধুনা শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনের ফল বলিতেছেন—সংসারবন্ধন মোচনেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে যাঁহার পদে তীর্থ বিদ্যমান্ সেই শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কিছুই পাপের মূলোচ্ছেদক নহে। যেহেতু শ্রীনামকীর্ত্তনে রত মন কখনও কর্মে আসক্ত হয় না। অতএব নামকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইলেও রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা মনঃ মলিনই থাকে, যেহেতু মনঃ পুনরায় পাপাদি কর্ম্মে আসক্তই হয়। কিন্তু নামকীর্ত্তনেই মনঃ নির্ম্মল হইলে পুনরায় পাপাদি কর্মমার্গে আসক্ত হয় না ॥২৭॥

এই বিষয়ে অসম্ভাবনারূপ দোষকে পরিহার করিতেছেন—সর্ববিধ পাপাচারী অজামিলও মৃত্যুসময়ে অবশহেতু শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া

২৯। নামোচ্চারণমাহাত্ম্যং হরেঃ পশ্যত পুত্রকাঃ।
অজামিলোঽপি যেনৈব মৃত্যুপাশাদমুচ্যতে ॥৬।৩।২৩

৩০। এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সঙ্কীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্ ॥৬।৩।২৪

এতদেব যমবাক্যেন স্পষ্টয়তি। পুত্রকা ইতি দূত সম্বোধনম্। যেনৈব হরিনামোচ্চারণমাত্রেণৈব ॥ ২৯ ॥

তস্মান্নিরপেক্ষসাধনং হরিনামোচ্চারণং পুরুষার্থেষ্বিত্যাহ। ভগবতো গুণানাং কর্ম্মণাং নাম্নাং সঙ্কীর্ত্তনমিতি যৎ, এতাবতা পুংসামঘনির্হরনায় পাপক্ষয়মাত্রায়ালম্ উপযোগোনাস্তি। অলং শব্দোঽত্র বারণে। উপযোগাভাবমেবাহ-অজামিলো মহাপাতক্যপি নারায়ণেতি বিক্রুশ্য, ন তু কীর্ত্তয়ন্, তত্র পুত্রং বিক্রুশ্য, ন তু হরিম্, অঘবান্ অশুচিরপি ম্রিয়মাণোঽসুস্থচিত্তোঽপি মুক্তিমবাপ ন তু অঘনির্হরণমাত্রম্। মুক্তিদাতুঃ কীর্ত্তনস্ত অর্থকামাদিদানমীষৎকরমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩০ ॥

ভগবদুদ্দেশ্যে নহে পুত্রকে আহ্বানচ্ছলে অধিক নয় মাত্র একবার শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়াও যখন দেহান্তে ভগবদ্ধামে গমন করিলেন, তখন শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীনাম গ্রহণ বা উচ্চারণ করিলে যে কি ফল হয় তাহা ত বলাই চলে না ॥২৮॥

পুনরায় সেই কথাই যমবাক্যের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন — দূতগণকে যমরাজ বলিলেন, হে পুত্রগণ! শ্রীহরির নামোচ্চারণ মাহাত্ম্য দেখিলে ত! একটিবার মাত্র পুত্রে আহ্বানচ্ছলে শ্রীহরিনামোচ্চারণ মাত্রেই পাপিষ্ঠ অজামিলও মৃত্যু পাশ হইতে মুক্ত হইয়া গেল ॥২৯॥

অতএব সমস্ত পুরুষার্থের মধ্যে শ্রীহরির নামোচ্চারণই নিরপেক্ষ

৩১। প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিত মতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধু পুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥ ৬।৩।২৫

নম্বেবং চেৎ, তর্হি মন্বাদ্যুক্তদ্বাদশাব্দাদি বিধয়ো ব্যর্থাঃ প্রসজ্যেরন তত্রায়াস-বাহুল্যাৎ, হরিনামোচ্চারণমাত্রস্য সুকরত্বাৎ, তেনৈব লঘুনা কৃতার্থত্বাৎ গুরুষু প্রায়শ্চিত্তেষু অপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গাদিতি চেৎ, তত্রাহ। মহাজনো মন্বাদিঃ। অয়ং ভাবঃ—যথা মৃতসঞ্জীবনৌষধমজানন্তো বৈদ্যা রোগনির্হরনায় ত্রিকটুকনিম্বাদীনি

সাধন ইহাই যমরাজের বাক্যে দেখান হইতেছে— শ্রীভগবানের গুণ, কর্ম্ম ও নামাবলীর যে সম্যক্ কীর্ত্তন ইহা পুরুষের পাপক্ষয়ের জন্য কোনই প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ শ্রীভগবন্নামাদি একটিও যে কোন প্রকারে কীর্ত্তিত হইলে অনায়াসে সর্ব্ববিধ পাপক্ষয় করিতে সমর্থ হন। যেহেতু মহাপাতকী অশুচি অজামিল মৃত্যুসময়ে সুস্থচিত্তে নহে, অসুস্থচিত্ত হইয়াও নারায়ণ বলিয়া, তবে কীর্ত্তন করিয়া নহে, কিন্তু চীৎকার করিয়া, শ্রীহরিকে ডাকে নাই, অবশ্য নিজ পুত্রকে ডাকিয়া, কেবল পাপক্ষয় মাত্র নহে, পরন্তু মুক্তি অর্থাৎ পার্ষদ্ গতি লাভ করিলেন। এমন যে মুক্তিপ্রদাতা কীর্ত্তন তাঁর পক্ষে প্রার্থিত জনের অর্থকামাদি প্রদান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

আচ্ছা যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে মনু প্রভৃতির উক্ত শাস্ত্রে দ্বাদশবার্ষিকাদি বিধি সমূহ ব্যর্থ হইয়া যায়, যেহেতু সেই সমস্ত শাস্ত্রে বহু পরিশ্রমের কথা দেখা যায়, আর শ্রীহরি নামোচ্চারণ অতি সহজ, অতএব সেই লঘু প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা কৃতার্থ হইলে সেই গুরু প্রায়শ্চিত্তে অপ্রবৃত্তি প্রসঙ্গ দেখা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন-বৈদ্য

স্মরন্তি, তথা স্বয়ম্ভুনারদশম্ভুপ্রমুখদ্বাদশব্যতিরেকেণায়ং মহাজনোঽতিগুহ্যমিদমজ্ঞাত্বা দ্বাদশাব্দাদিকং স্মরতীতি। কিঞ্চ মায়য়া দেব্যা অলং বিমোহিত মতিরয়ং জনো মধু মধুরং যথা ভবত্যেবং পুষ্পিতায়াং পুষ্পস্থানীয়ৈরর্থবাদৈর্মনোহরায়াং ত্রয্যাং জড়ীকৃতা অভিনিবিষ্টা মতির্যস্য অতো মহত্যেব কর্ম্মণি শ্রদ্ধয়া যুজ্যমানো নাল্পে প্রবর্ত্ততে। দৃশ্যতে হি প্রাকৃতস্য লোকস্য মহতি মন্ত্রাদৌ শ্রদ্ধা, স্বল্পকোমলাক্ষরে চ অশ্রদ্ধা। তস্মাদস্ত গ্রাহকো নাস্তীতি তৈর্নোক্তম্। যদ্বা স্বাধীনঃ সিংহোহস্তীত্যেতাবতা শ্বশৃগালাদি নিবারণায় তং যথা ন প্রযুঞ্জতে, তথাতিতুচ্ছত্বাৎ পাপস্য তন্নিরসনায় পরমমঙ্গলং হরের্নাম ন স্মরন্তি। যদ্বা নামমাহাত্ম্যজ্ঞানে সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গাদিত্যেষা দিক্। গ্রন্থবিস্তরভয়ান্নাতি প্রপঞ্চ্যতে ইতি প্রাঞ্চঃ। বয়স্ত ব্রুমঃ বেদার্থবিচারকৈর্মন্বাদিভির্বেদার্থো ভগবন্নামমহিমা জ্ঞাতো বহুস্থ স্থানেস্থ নিবদ্ধশ্চ, তথাপি দ্বাদশাব্দাদীনাং নাপ্রামাণ্যম্। যথাহি যাগাদীনাং প্রামাণ্যমুক্তা শেষে সর্ব্বোপমর্দ্দনেনাদ্বৈতমুক্তং বেদে, তথা হরিনামাপি প্রায়শ্চিত্তেষু। এবঞ্চ যথা অদ্বৈতশ্রুতিশ্রদ্ধালুভির্যাগাদিষকৃতেষ্বপি ন তদ্বেদাপ্রামাণ্যং, তথা নামোচ্চারণমহিমশ্রদ্ধালুভিঃ প্রায়শ্চিত্তান্তরে অকৃতেঽপি সুকরত্বাৎ অসম্ভাবনাদীনাঞ্চাদ্বৈতপক্ষতুল্যত্বাদিতি। তদুক্তং প্রায়েণেতি। এবং শ্রবণাদিষ্বপি দ্রষ্টব্যম্ ॥৩১॥

যেমন মৃত সঞ্জীবনী ঔষধের মহিমা না জানিয়া রোগ নিবারণের জন্য রোগীকে ত্রিকটু নিম্বাদি ঔষধ ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, তদ্রূপ স্বয়ম্ভু, শম্ভু, প্রমুখ দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত এই জৈমিনী, মনু প্রভৃতি কর্ম্ম প্রতিপাদক ঋষিগণের মতি দৈব মায়ায় অতি বিমোহিত হওয়ায় পরম গোপনীয় নাম মাহাত্ম্য বা মহিমা না জানিয়াই দ্বাদশবার্ষিক কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন। আবার পুষ্পস্থানীয় অর্থবাদ দ্বারা মনোহর বেদাবধিতে সকল চিত্তের জড় অভিনিবেশ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারাও অগ্নিষ্টোমাদি বৃহৎ বৃহৎ দ্রব্যানুষ্ঠান মূলক মন্ত্রাদি বহুল দর্শপৌর্ন-

মাস্যাদিতেও লৌকিক প্রতিষ্ঠাদির উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হইয়া অনায়াস সাধ্য অল্প পরিমিত নামকীর্ত্তনাদিতে আসক্ত হন নাই। লৌকিক জগতেও বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠান মূলক মন্ত্রাদি বহুলে শ্রদ্ধা দেখা যায়, কিন্তু অল্প পরিমিত কোমল নামাক্ষরে তাদৃশী শ্রদ্ধা লক্ষিত হয় না। এজন্য মন্বাদি ঋষিগণ "কীর্ত্তনের" গ্রাহক না দেখিয়া স্বল্প পরিমিত কোমল নামাক্ষর উচ্চারণ-রূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেন নাই। অথবা শৃগালাদি নিবারণের জন্য যেমন স্বাধীন সিংহ পশুর প্রয়োজন হয় না, তদ্রূপ অতিতুচ্ছ পাপাদি ক্ষয়ের জন্য নিরপেক্ষ সাধন, পরম মঙ্গল স্বরূপ শ্রীহরির নাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা প্রয়োজন মনে করেন নাই। অথবা শ্রীহরির নাম মাহাত্ম্যের জ্ঞানে সকলেই মুক্ত হইয়া যাইবে এই অভিপ্রায়েও শ্রীহরি নাম কীর্ত্তনের বিধান দেন নাই! কিন্তু আমরা বলিব বেদার্থবিচারক মন্বাদি ঋষিগণ বেদোক্ত শ্রীভগবন্নাম মহিমা অবগত ছিলেন, এবং শাস্ত্রে বহু স্থানে নাম মহিমা প্রতিপাদনও করিয়াছেন। তথাপি দ্বাদশ বার্ষিকাদি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও অপ্রামান্য একথা বলা যায় না, যেহেতু যেমন বেদে যাগাদি কর্ম্মের প্রামান্য দেখাইয়া চরমে সর্ব্বমতের খণ্ডন পূর্ব্বক অদ্বৈত সিদ্ধিই সিদ্ধান্তরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে, তদ্রূপ বেদাদি শাস্ত্রে দ্বাদশ বার্ষিকাদি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়া পরিশেষে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় সকলের পক্ষে শ্রীহরিনামকীর্ত্তনরূপ সর্ব্বমহাপ্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন। আবার অদ্বৈতমার্গে শ্রদ্ধালুব্যক্তি যাগাদি না করিলেও যেমন যাগাদিকে বেদের অপ্রামান্য বলা হয় না, তদ্রূপ শ্রীহরির নামোচ্চারণে রত শ্রদ্ধালু ব্যক্তি মন্বাদি উক্ত সেই প্রায়শ্চিত্ত না করিলেও উহাতে বেদের অপ্রামান্য বলা যাইতে পারে না! এই ব্যবস্থা কেবল কীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তি সম্বন্ধে নহে শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গ বিষয়েও জানিতে হইবে॥ ৩১ ॥

৩২। এবং বিমৃশ্য সুধিয়ো ভগবত্যনন্তে
সর্ব্বাত্মনা বিদধতে খলু ভাবযোগম্।
তে মে ন দণ্ডমর্হন্ত্যথ যদ্যমীষাং
স্যাৎ পাতকং তদপি হন্ত্যরুগায়বাদঃ ॥৬।৩।২৬

৩৩। অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তমদর্শনে
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি ॥৬।২।৩২

তস্মাৎ ভাবযোগং ভক্তিযোগম্। অমীষাং পাতকং ন স্যাদেব, যদি স্যাৎ, উরুগায়স্য বাদঃ কীর্ত্তনম্ ॥৩২॥

যচ্চোক্তং বহ্বায়াসসাধ্যং দ্বাদশাব্দাদি-প্রায়শ্চিত্তং প্রধানম্, সুকরন্তু নামোচ্চারণং ন তথেতি, তদতিমন্দম্ অনেকজন্মার্জ্জিত পরমসুকৃতসমূহ সাধ্যত্বাৎ নামোচ্চারণস্যেত্যজামিল বচনেনাহ ত্রিভিঃ। যদ্যপ্যহমস্মিন্ জন্মনি দুর্ভগঃ পাপীয়ান্ তথাপি মে নূনং বিবুধোত্তমদর্শনে তন্নিমিত্তং মঙ্গলেন মহতা পূর্ব্বেণ পুণ্যেন ভবিতব্যম্। যেন দর্শনেনাত্মা মনঃ প্রসীদতি ইদানীমপি ॥৩৩॥

যমরাজ দূতগণকে বলিলেন হে দূতগণ! এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া যে বুদ্ধিমন্ত জনগণ ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবে সর্বতোভাবে ভক্তিযোগ বিধান করেন, তাঁহারা কখনও আমার দণ্ডনীয় নহে, তাঁহাদের পাপ হয়ই না, যদিও বা পাপাদি হয় তবে তাহা তৎক্ষণাৎ শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনেই নাশ পাইয়া থাকে ॥৩২॥

পূর্ব কথিত দ্বাদশবার্ষিক কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদি প্রায়শ্চিত্ত বহু পরিশ্রম সাধ্য বলিয়া প্রধান, আর অত্যন্ত সহজ সাধ্য শ্রীহরিনামোচ্চারণ সেইরূপ প্রধান নহে, এইরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গতঃ যেহেতু অনেক জন্মার্জ্জিত পরম সুকৃতির ফলে শ্রীহরির নামোচ্চারণ সম্ভব হয় ইহাই

৩৪। অন্যথা ম্রিয়মাণস্য নাশুচের্বৃষলীপতেঃ।
বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি ॥৬।২।৩৩

৩৫। ক্ব চাহং কিতবঃ পাপো ব্রহ্মঘ্নো নিরপত্রপঃ।
ক্ব চ নারায়ণেত্যেতদ্ ভগবন্নাম মঙ্গলম্ ॥ ৬।২।৩৪

অত্রোন্নায়কমাহ। অন্যথা পূর্বপুণ্যং বিনা। কথম্ভূতং বৈকুণ্ঠনাম? গৃহ্যতে বশীক্রিয়তে অনেনেতি গ্রহণম ॥৩৪॥

অত্র হেতুঃ। ব্রহ্মঘ্নো বিপ্রত্বনাশকঃ। মহতা পুণ্যেন বিনা অত্যন্তাসম্ভাবিতমেতদিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

অজামিলোক্ত শ্লোকত্রয়ে দেখাইতেছেন—অজামিল বলিলেন যদিও আমি এই জন্মে মহাপাপী হইয়াছি, তথাপি যখন আমার দেবোত্তম বিষ্ণুদূতগণের দর্শন ঘটিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই পূর্বে কোন মহাপুণ্য করিয়াছিলাম অথবা কোন অযাচিত কৃপাময় ভক্তের কারুণ্যরূপ মঙ্গলের নিদান হইয়াছে, এইজন্য আমার মনঃ এখনও প্রসন্ন হইতেছে ॥৩৩॥

এখানে পুনরায় পূর্বের কথাই উত্তোলন করিতেছেন—তাহা না হইলে অর্থাৎ পূর্বপুণ্য না থাকিলে অশুচি, বেশ্যাপতি মাদৃশজনের মৃত্যু সময়ে কখনও বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ অর্থাৎ জিহ্বা বশীভূত করিয়া উচ্চারিত হইতে পারিত না ॥৩৪॥

এই বিষয়ে কারণ দেখাইতেছেন—আমার ন্যায় খল স্বভাব, পাপী, বিপ্রত্ব নাশক ব্রহ্মঘাতী ও নির্লজ্জই বা কোথায়? আর নারায়ণ এই পরমমঙ্গলময় শ্রীভগবন্নামই বা কোথায়? সুতরাং পূর্বে কোন মহৎ পুণ্যের অনুষ্ঠান না থাকিলে মৃত্যু সময়ে মাদৃশজনের মুখে শ্রীনারায়ণ নাম উচ্চারণ নিতান্ত অসম্ভব ॥৩৫॥

৩৬। ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহাচার্য্যহাঘবান্।
শ্বাদঃ পুক্কশকো বাপি শুধ্যেরন যস্য কীর্ত্তনাৎ ॥৬।১৩।৮

৩৭। অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥৩।৩৩।৭

তস্য নাম্নো মঙ্গলত্বমেবাহ ইন্দ্রং প্রতি ঋষীনাং বচনেন। যস্য ভগবন্নাম্নঃ। তস্মান্নামগ্রহণমনেকসুকৃতকৃত্যমিতি বহ্বায়াসসাধ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

তদেবোপপাদয়তি দেবহূতি বচনেন। অহো বত ইত্যাশ্চর্য্যে। যস্য জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে তুভ্যং তব নাম। শ্বপচোঽপি অতোঽস্মাদেব হেতোর্গরীয়ান্। যৎ যস্মাৎ বর্ত্ততে অত ইতি বা। কুত ইত্যত আহ যতস্তে এব তপস্তেপুস্তপঃ কৃতবন্তঃ, জুহুবুর্হোমং কৃতবন্তঃ, সস্নুস্তীর্থেষু স্নাতাঃ, আর্য্যাস্তে এব সদাচারাঃ, ব্রহ্ম বেদম্ অনূচুরধীতবন্তঃ যে তে নাম গৃণন্তীত্যর্থঃ। জন্মান্তরে তৈস্তপো-হোমাদি সর্ব্বং কৃতমিতি ত্বন্নামকীর্ত্তনমহাভাগ্যোদয়াৎ অবগম্যতে। যদ্বা ত্বন্নাম-কীর্ত্তনে তপোহোমাদ্যন্তর্ভূতম্, অতস্তে পুণ্যতমা ইতি স্থূলোপসংহারাভিপ্রায়েণ ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভগবন্নাম যে পরম মঙ্গলস্বরূপ ইহা ইন্দ্রের প্রতি ঋষিগণের বাক্যে প্রকাশ হইয়াছে ব্রহ্মহত্যাকারী, পিতৃহন্তা, গোঘাতী, মাতৃহন্তা, আচার্য্যহন্তা, পাপী, কুক্কুর ভোজী, এবং চণ্ডালও যাঁহার নাম কীর্ত্তনে শুদ্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ পাপ মুক্ত হয়। অতএব বহু জন্মাৰ্জ্জিত পরম সুকৃতির ফলে শ্রীভগবন্নাম ঈদৃশজনের মুখে আবির্ভূত হয়েন। স্বল্প পুণ্য ব্যক্তির পক্ষে তাহা অসম্ভব, সুতরাং শ্রীভগবন্ নাম গ্রহণ পরম সুকৃতি সাধ্য বলিয়াই বহু পরিশ্রম সাধ্য জানিতে হইবে ॥৩৬॥

দেবহূতির বাক্যে পুনরায় তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন হে দেব!

৩৮। গৃহেষ্বাবিশতঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাম্।
মদ্বার্ত্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ ॥৪।৩০।১৯

তদেবং হরিকীর্ত্তনস্য সর্ব্বত্রোপকারকত্বমুক্ত্বা সর্ব্বাশ্রমাধিকারিত্বং কৈমুতিকন্যায়েনাহ ভগবদ্বচনেন। গৃহেষ্বাবিশতামাসক্তানাং কুশলকর্মণাম্ অনিষিদ্ধব্যাপারাণাং পরস্পরং মদ্বার্ত্তয়া যাতযামানাং গতকালানাং পুংসাং গৃহা ন বন্ধায় সংসারায় ভবন্তি, সতাং সম্মতাশ্চ ভবন্তি, ভক্তিসাধনত্বাদিতি। তথা চ যদি বিষয়িণামপ্যনেন সিদ্ধিস্তদা সুতরামন্যেষামিতি ভাবঃ ॥৩৮॥

যে ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে তোমার প্রীতির নিমিত্ত বা তোমাকে বশীকরণের জন্য একটিমাত্র নামও বিদ্যমান্ হয়, তিনি চণ্ডাল হইলেও এইজন্যই গরীয়ান্ অর্থাৎ পূজ্য, এবং যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সর্ব্ব তপস্যা করা হইয়াছে; তাঁহাদের সর্ব যজ্ঞ করা হইয়াছে, তাঁহারা সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন, তাঁহারাই সদাচার সম্পন্ন; এবং তাঁহারাই সমস্ত বেদ পাঠ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহাদের পূর্ব জন্মে তপ, হোমাদি সমস্তই করা হইয়া গিয়াছে, অতএব তোমার নাম কীর্ত্তন মহাভাগ্য ফলে উদিত হয় ইহা জানা যায়। সুতরাং তপস্যা, হোম, তীর্থস্নান, সদাচার, ও বেদপাঠ প্রভৃতি শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনের অন্তর্গত বলিয়া শ্রীভগবন্নাম গ্রহণকারী ব্যক্তিরাই মহাপুণ্যবান্ ॥৩৭॥

এই প্রকারে শ্রীহরিকীর্ত্তনের সর্বত্র উপকারিতা দেখাইয়া সর্বাশ্রমেরও উপযোগিতা ইহা কৈমুতিক ন্যায়ে ভগবদ্বাক্যে প্রকাশ পাইয়াছে—গৃহাশ্রম বন্ধনের কারণ বটে, কিন্তু গৃহাশ্রমে আসক্ত হইয়াও যাঁহারা আমার পরিচর্য্যাত্মক কুশল কর্ম্মই করেন, এবং পরস্পর আমার কথা প্রসঙ্গেই কালাতিবাহিত করেন, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে গৃহাশ্রমও

৩৯। তস্মাদহং বিগতবিক্লব ঈশ্বরস্য
সর্বাত্মনা মহি গৃণামি যথামনীষম্।
নীচোঽজয়া গুণবিসর্গমনু-প্রবিষ্টঃ
পূয়েত যেন হি পুমাননুবর্ণিতেন ॥৭।৯।১২

ন কেবলং স্তুতিমাত্রমেতৎ, সদাচারদপীতি প্রহ্লাদবচনেনাহ। যস্মাদেবং ভগবান্ কীর্ত্তনেনৈব তুষ্যতি, তস্মাদহং নীচোঽপি দৈত্যকুলজাতোঽপি বিগত-বিক্লবো গত শঙ্কঃ সন্নীশ্বরস্য মহি মহিমানং সর্বাত্মনা সর্বপ্রযত্নেন স্বমনীষানুসারেণ অনুবর্ণয়ামি। অজানতোঽপি তৎস্তুতিকরণে হেতুমাহ, যেনৈব মহিম্না অনুবর্ণিতেন অজয়া অবিদ্যয়া গুণবিসর্গং সংসারমনুপ্রবিষ্টঃ পুমান্ শুধ্যেত তন্মহিম্নোঽন্যস্য তথা শোধকত্বাভাবাৎ ॥৩৯॥

বন্ধনের কারণ নহে, যেহেতু গৃহাশ্রম ভক্তিসাধনের অনুকূল বলিয়া সাধুগণেরও সম্মতি দেখা যায়। সুতরাং শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনাদিতে কালাতিবাহিত গৃহাসক্ত ব্যক্তিদের যদি সিদ্ধি লাভ ঘটে, তখন ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর যে সিদ্ধিলাভ হইবে সে বিষয়ে আর কি বলা যায় ॥৩৮॥

শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের মহিমা কেবল স্তুতি মাত্রই নহে। পরন্তু সদাচার হইতেও এইরূপ মহিমা অবগত হওয়া যায় ইহা প্রহ্লাদের বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে, যেহেতু শ্রীভগবান্ কেবলমাত্র কীর্ত্তনের দ্বারাই সন্তুষ্ট হন, এই কারণে আমি যদিও নীচ দৈত্য কুলোৎপন্ন তথাপি সমস্ত শঙ্কা পরিহার করতঃ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে সর্বতোভাবে নিজ বুদ্ধি অনুসারে ঈশ্বরের মহিমা অর্থাৎ "যস্য নাম মহদ্‌যশঃ" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যানু-সারে শ্রীভগবানের নামই সর্বোত্তম মহিমা তাহাই আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিবার ফলে অবিদ্যাবশতঃ সংসার

৪০। সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া
লীলা-কথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ।
অঞ্জস্তিতর্ম্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো
দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংস সঙ্গঃ ॥৭।৯।১৮

এবঞ্চাবিদ্যয়া মুচ্যতে ইত্যুক্তম্। এতৎ ফলং দর্শয়তি প্রহ্লাদবাক্যেনৈব। সোঽহং তব দাসঃ সন্ ভো নৃসিংহ তব লীলাকথা অনুগৃণন্ দুর্গাণি সংসার-ঘোরদুঃখান্যঞ্জসাতিতর্ম্মি তরামীত্যর্থঃ। অত্র হেতুঃ—গুণৈঃ রাগাদিভির্বিশেষেণ প্রমুক্তঃ সন্। তৎ কুতঃ? তে পদযুগমেবালয়ো যেষাং ভক্তানাং তে এব হংসা জ্ঞানিনঃ তৈঃ সঙ্গো যস্য মম সোঽহম্। কথম্ভূতস্য তব কথাঃ? তত্রাহ প্রিয়স্যেত্যাদি। কুতো জ্ঞাতাঃ? বিরিঞ্চেন গীতাস্তৎসম্প্রদায়প্রবৃত্তাঃ। দাস্যে প্রবৃত্তস্য মম ভগবদনুগ্রহেণ সৎসঙ্গঃ, ততো বীতরাগতয়া ভগবদ্ গুণানুবর্ণনং, ততশ্চ ন দুঃখাদিসম্ভবঃ স্যাদিতি বাক্যার্থঃ ॥ ৪০ ॥

প্রবিষ্ট পুরুষও নিশ্চয়ই পবিত্র হইয়া থাকে, কিন্তু অন্য সাধনের তাদৃশ পাবনত্ব নাই ॥৩৯॥

এইরূপে অবিদ্যা শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনকারীকে পরিত্যাগ করে ইহা বলা হইল। এক্ষণে শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনের ফল প্রহ্লাদ বাক্যের দ্বারাই দেখাইতেছেন—হে নৃসিংহ! প্রিয়! সুহৃৎ, ও পরমদেবতা ভবদীয় লীলা কথা নিরন্তর কীর্ত্তন করিয়া অনায়াসে রাগাদি গুণ হইতে সর্বতো-ভাবে মুক্ত হইয়া আপনার দাস আমি সংসাররূপ ঘোর দুঃখ রাশি হইতে উত্তীর্ণ হইব। অহো আপনার চরণ যুগলের আশ্রয়কারী ভাগবত পরমহংসগণের সঙ্গে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গীত এবং সম্প্রদায় পরম্পরাগত আপনার লীলা কথা কীর্ত্তন করিলে কি আর দুঃখ থাকে? অর্থাৎ দাস্য ভক্তিতে প্রবৃত্ত আমার আপনার কৃপায় সাধুসঙ্গলাভ তৎফলে

৪১। মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হ বস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসঙ্কীর্ত্তনং তব ॥৮।২৩।১৬

৪২। যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ-
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জ্জনাদৌ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো
ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তযানাঃ ॥১০।৪৪।১৫

এবং ভগবৎকীর্ত্তনং নিরপেক্ষং শ্রেয়ঃসাধনমিত্যুক্তমিদানীং কর্ম্মান্তরবৈগুণ্য পরিহারসমর্থমপীত্যাহ শুক্রাচার্য্যবাক্যেন। মন্ত্রতঃ স্বরাদিভ্রংশেন, তন্ত্রতো ব্যুৎক্রমাদিনা, দেশতঃ, কালতঃ, অর্হতঃ সৎপাত্রতঃ, বস্তুতশ্চ দক্ষিণাদিনা যচ্ছিদ্রং ন্যূনং, তৎ সর্ব্বং তব নাম্নোঽনুকীর্ত্তনমাত্রমেব নিশ্ছিদ্রং করোতি ॥ ৪১ ॥

তস্মাদ্ধরিকীর্ত্তনমাত্রপরা এব ধন্যা ইত্যাহ মথুরানগরনাগরীবচনেন। যা দোহনাদিষু এনং গায়ন্তি, তা ব্রজস্ত্রিয়ো ধন্যাঃ। প্রেঙ্খেঙ্খনং দোলান্দোলনম্।

বিষয় বৈরাগ্যহেতু শ্রীভগবৎগুণকীর্ত্তনে আসক্ত, সুতরাং তাঁহাদের দুঃখাদির উৎপত্তির সম্ভাবনাই কোথায়? ॥৪০॥

এইরূপে শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনকে নিরপেক্ষ মঙ্গল সাধন বলা হইল, এক্ষণে কর্মান্তরের বৈগুণ্য পরিহারে সমর্থ ইহাও শুক্রাচার্য্যের বাক্যে বলিতেছেন—শ্রীভগবৎ পূজাদিতে মন্ত্রের উচ্চারণে স্বরাদি ভ্রংশ; ক্রমের বৈপরীত্য, দেশ, কাল, সৎপাত্র এবং দক্ষিণাদি বস্তু হইতে যে কোন ছিদ্র বা ত্রুটি উৎপন্ন হয়, শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তন মাত্রেই তৎসমুদায়ই সম্পূর্ণ হইয়া যায়, অর্থাৎ শ্রীভগবন্নামের দ্বারা মন্ত্রাদির সমুহ দোষ নষ্ট হইয়া ফলপ্রসূ হইয়া থাকে ॥৪১॥

সুতরাং শ্রীহরি কীর্ত্তনমাত্র পরায়ণ ব্যক্তিরাই ধন্য-ইহাই মথুরাপুর-রমণীগণের বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তচিত্তা যে

৪৩। ক উৎসহেত সন্ত্যক্তুমুত্তমঃশ্লোক-সংবিদম্।
অনিচ্ছতোঽপি যস্য শ্রীরঙ্গান্ন চ্যবতে ক্বচিৎ॥ ১০।৪৭।৪৮

উক্ষণং সেচনম্। কথম্ভূতাঃ? উরুক্রমে চিত্তং তেনৈব যানং সর্ব্ববিষয়প্রাপ্তির্যাসাং তাঃ। পাঠান্তরে উরুক্রমং চিন্তয়ন্ত্য ইত্যর্থঃ। কুতঃ? অনুরক্তধিয় অতএবাশ্রুকণ্ঠ্যঃ॥ ৪২॥

যত এবম্ অত আহ গোপীনাং বচনেন। সংবিদং পরস্পরং বার্ত্তাং, ক আত্মহিতার্থী ত্যক্তুং ন কর্ত্তুম্ উৎসহেত। যস্য উত্তমঃশ্লোকস্য নিজলাভপূর্ণত্বাৎ তামনিচ্ছতোঽপি ক্বচিৎ স্বভক্তবরদানসময়েঽপি। তথা চ ভগবৎকীর্ত্তনবিমুখং লক্ষ্মী র্নানুগৃহ্ণাতীতি ভাবঃ॥ ৪৩॥

সকল ব্রজরমণী শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে অশ্রুমুখী হইয়া গোদোহন, উতুখলে ধান্যাদির অবহনন, দধিমন্থন, গৃহলেপন, দোলায় আন্দোলন, রোরুদ্যমান শিশুর সান্ত্বনা, জলসেচন ও গৃহ মার্জ্জনাদি সমস্ত কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যেহেতু উরুক্রমচিত্ত যানা অর্থাৎ ব্রজগোপীগণের চিত্ত যদিও শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়া স্বাভাবিকভাবে আবিষ্ট আছে, তথাপি ব্যবহারিক গৃহাদিবিষয় কর্ম্ম অভ্যাসবশতঃই হইয়া যাইতেছে সেই সকল ব্রজরমণীগণই ধন্যা॥ ৪২॥

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকারীগণই ধন্য এই জন্য গোপীগণের বাক্য দেখাইতেছেন—উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবান্ নিজলাভে পরিপূর্ণ, সুতরাং তাঁর ইচ্ছা না থাকিলেও স্বর্ণরেখারূপী শ্রীলক্ষ্মীদেবী নিজ ভক্তের বর দানের সময়েও শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ হইতে অপসৃত (চ্যুত) হন না. আত্মকল্যাণকামী কোন্ ব্যক্তি সেই শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদির পরস্পর আলাপকে ত্যাগ করিতে সাহসী হয়? ইহাতে অনুমিত যে শ্রীভগবৎ কীর্ত্তনবিমুখ জনকে শ্রীলক্ষ্মাদেবীও কখনও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন না॥ ৪৩॥

৪৪। গায়ন্তি তে বিশদকর্ম্ম গৃহেষু দেব্যো
রাজ্ঞাং স্বশত্রু-বধমাত্মবিমোক্ষণঞ্চ।
গোপ্যশ্চ কুঞ্জরপতের্জনকাত্মজায়াঃ
পিত্রোশ্চ লব্ধশরণা মুনয়ো বয়ঞ্চ ॥ ১০ ৭১।৯

অতএব বিবেকিনঃ কীর্ত্তনমেব কুর্ব্বন্তীতি উদ্ধববচনেনাহ। জরাসন্ধধৃতানা রাজ্ঞাং দেব্যঃ পত্ন্যস্তে বিশদং কর্ম্ম স্বগৃহেষু বাললালনাদৌ গায়ন্তি কিং তৎকর্ম্ম? স্বশত্রোর্জরাসন্ধস্য বধম্ আত্মনাং পতীনাং বিমোক্ষণঞ্চ 'বৎস মা রোদীঃ শ্রীকৃষ্ণো জরাসন্ধং নিহত্য ত্বৎপিতরং মোচয়িত্বা ত্বৎকামান্ পূরয়িষ্যতীতি। অত্র দৃষ্টান্তো গোপ্য ইত্যাদিঃ। যথা গোপ্যঃ শঙ্খচূড়বধং স্বমোক্ষণঞ্চ গায়ন্তি। অবতারান্তর-গতঞ্চ কুঞ্জরপতের্নক্রান্মোক্ষণং জনকাত্মজায়াশ্চ রাবণাৎ, অত্রৈব পিত্রোশ্চ কংস গৃহান্মোক্ষণং, নক্রাদীনাং বধঞ্চ। মুনয়ঃ সনকাদয়ো বয়ঞ্চ উদ্ধবাদয়োঽন্যেঽপি লব্ধশরণাভক্তাঃ ॥ ৪৪ ॥

অতএব বিবেকীব্যক্তি শ্রীভগবৎ কীর্ত্তনই করিবেন ইহাই উদ্ধববাক্যে প্রকাশ পাইয়াছে– জরাসন্ধ কর্ত্তৃক রুদ্ধরাজগণের মহিষী সকল তোমার এই নির্ম্মল যশঃ জরাসন্ধ বধ ও নিজ নিজ পতির মোক্ষণ কথা গৃহে গৃহে পুত্র লালনাদি সময়ে "বাছা কাঁদিও না শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে বধ করিয়া তোমার পিতাকে উদ্ধার করতঃ তোমার বাসনা পূরণ করিবেন," ইত্যাদি গান করিতেছেন, গোপীগণ শঙ্খচূড় হইতে স্বমোক্ষণ ও তাহার বধ কাহিনী গান করেন। আবার মোক্ষেচ্ছায় শরণাগত সনকাদি মুনিগণ এবং ভক্তবর্গ আমরাও তোমার অন্য অবতারগত লীলাদি কুম্ভীর হইতে গজরাজের মুক্তি ও রাবণ হইতে জনকদুহিতা শ্রীসীতা-দেবীর মুক্তি এবং কংসকারাগার হইতে পিতা-মাতা শ্রীবসুদেব ও দেবকীদেবীর মুক্তি ও কংস বধের কথা গান করিতেছি ॥ ৪৪ ॥

৪৫ জিহ্বাং লব্ধাপি যো বিষ্ণুং কীর্ত্তনীয়ং ন কীর্ত্তয়েৎ।
লব্ধাপি মোক্ষঃনিঃশ্রেণীং স নারোহতি দুর্ম্মতিঃ ॥ হঃ ভঃ সুঃ ৮।৫

৪৬। গাং দুগ্ধদোহামসতীঞ্চ ভার্য্যাং
দেহং পরধীনমসৎ-প্রজাঞ্চ।
বিত্তং ত্বতীর্থীকৃতমঙ্গ বাচং
হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী ॥ ১১।১১।১৯

এবমন্বয়ং নিরূপ্য ব্যতিরেকে নিন্দামাহ। জিহ্বাং লব্ধাপি স্বাধীনজিহ্বোঽপি। মোক্ষনিঃশ্রেণীং মোক্ষারোহণসোপানং লব্ধাপি নারোহতীতি স দুর্মতিঃ জ্ঞেয়ঃ। অত্র মোক্ষনিঃশ্রেণী জিহ্বায়া দৃষ্টান্তঃ আরোহণং কীর্ত্তনস্য ॥ ৪৫ ॥

কথং দুর্মতিঃ? কীর্তনবিমুখত্বেন বৃথাবাগ্ব্যয়দুঃখিতত্বাদিতি ভগবদ্বচনেনাহ। দুহ্যতে ইতি দোহঃ পয়ঃ দুগ্ধো দোহো নোত্তরত্র দেহোঽস্তি যস্যাস্তামর্থশূন্যাং গাম্। অসতীং ভার্য্যাং কামশূন্যাম্। দেহং পরাধীনং প্রতিক্ষণং দুঃখহেতুম্। অসৎপ্রজং দৃষ্টাদৃষ্টফলশূন্যং পুত্রম্। অতীর্থীকৃতমাগতেঽপি পাত্রে অদত্তং বিত্তং দুষ্কীর্ত্তিদুরিতাপাদকম্। অঙ্গ হে উদ্ধব! দুঃখানন্তরং দুঃখমেব যস্য স রক্ষতি যথা তথা ময়া হীনাং বাচম্ ॥ ৪৬ ॥

এইভাবে অন্বয়মুখে শ্রীভগবৎকীর্ত্তন নিরূপণ করিয়া এক্ষণে ব্যতিরেক মুখে কীর্ত্তন বিমুখ জনকে নিন্দা করিতেছেন—যে ব্যক্তি স্বাধীন জিহ্বা লাভ করিয়াও কীর্ত্তনীয় শ্রীগোবিন্দের কীর্ত্তন করে না। সেই দুর্মতি মোক্ষ আরোহনের সোপান (সিঁড়ি) প্রাপ্ত হইয়াও তাহাতে আরোহন করে না ।।৪৫।

শ্রীহরি কীর্ত্তন বিমুখজন কিরূপে দুর্ম্মতি হইল? এতদুত্তরে শ্রীভগবৎ কীর্ত্তন বিমুখতা হেতু বৃথা বাক্য ব্যয় করার জন্য তাহারাই জগতে একমাত্র দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, শ্রীভগবদ্বাক্যে ইহাই

৪৭। যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম্ম
স্থিত্যুদ্ভব-প্রাণনিরোধমস্য।
লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্-
বন্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ ॥ ১১।১১।২০

এতদ্ভগবদ্বহীনত্বং বিবোধয়িতুং বিবৃণোতি। যস্যাং গিরি জগতাং শোধকং মম কর্ম চরিত্রং ন স্যাৎ। কিং তৎ? অস্য বিশ্বস্য স্থিত্যাদিরূপং তদ্ধেতুরিত্যর্থঃ। লীলাবতারেষু ঈপ্সিতং জগতঃ প্রেমাস্পদশ্রীকৃষ্ণরামাদিজন্ম বা ন স্যাৎ, তাং নিষ্ফলাং গিরং ধীরো ধীমান্ ন ধারয়েৎ, দুঃখ মাত্র হেতুত্বাদিতি ॥৪৭॥

বলিতেছেন—হে উদ্ধব! যে ব্যক্তি দুগ্ধরহিত প্রয়োজন শূন্য গাভী, অসতীভার্য্যা অর্থাৎ কামশূন্যা স্ত্রী, প্রতিক্ষণে দুঃখদায়ী পরাধীন দেহ, এবং ঐহিক ধনাদি উপার্জ্জন রহিত ও পারত্রিক শ্রাদ্ধাদি বর্জ্জিত অসৎ পুত্র, সমাগত সৎপাত্রে দানরহিত দুষ্কীর্ত্তি পাপদায়ক অর্থাদির রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেই ব্যক্তির যেমন দুঃখের পর দুঃখ ভোগই হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমার লীলাদির প্রসঙ্গ বিহীন বাক্য জনগণের উত্তরোত্তর দুঃখ দায়ক হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

ভগবদ্ সম্বন্ধ বিহীন বাক্য বোঝাইবার জন্য বিবরণ দিতেছেন—যেবাক্যে জগৎ পাবন ও সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারক প্রভৃতি আমার চরিতাদি নাই, অথবা যাহাতে লীলাবতারগণের আচরিত সর্ব্ব জগতের প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ আমার ও বলরামের জন্মলীলাদি বর্ণিত হয় নাই, এমন বৈদিক বাক্য হইলেও তাহা নিষ্ফল। পণ্ডিতগণ কেবল দুঃখদায়ী মনে করিয়া ঐরূপ বাক্য ব্যবহার করিবেন না ॥ ৪৭ ॥

৪৮। কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽপিলভ্যতে ॥ ১১।৫।৩৬

৪৯ নহ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ ॥ ১১।৫।৩৭

এবঞ্চাকীর্ত্তনে নিন্দামুক্ত্বা বিশেষতঃ কলিযুগে কীর্ত্তনং প্রশস্তমিত্যাহ দ্বাভ্যাং করভাজনবাক্যেন। কলিং কলিযুগং সভাজয়ন্তি প্রশংসন্তি। কলের্গুণং জানন্তি যে তে। নন্বু দোষানাং বহুত্বাৎ কথং সভাজয়ন্তি? তত্রাহ সারভাগিনঃ সারভাগং সারাংশং ভজন্তি গৃহ্ণন্তীতি সারভাগিনঃ। কোঽসৌ গুণঃ? তত্রাহ, যত্র কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেনৈব। অতএব সভাজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

অত্র কৈমুতিকন্যায়েনাহ। স্বার্থলাভং স্পষ্টয়তি। অতঃ কীর্ত্তনাদন্যঃ পরম উৎকৃষ্টো লাভো ন বিদ্যতে, অর্থাৎ স্বার্থোপায়স্য। ইহ সংসারে ভ্রাম্যতাম্ ইহ সাধনোপায়বিচারে ভ্রাম্যতাম্ অনিশ্চয়বতাং বা। যতঃ কীর্ত্তনাৎ পরমাং শান্তিং মোক্ষম্। যদি চৈবং, তদা ধর্ম্মাদিকং কীর্ত্তনেন প্রাপ্যতে ইতি কিং বক্তব্যম্? যদ্বা নৈরুজ্যার্থে শর্করাভক্ষণবৎ স্বয়মানন্দপ্রদঃ স্বার্থান্তরহেতুশ্চেতি পরমোলাভ এব। তস্মাৎ কলেঃ প্রশংসা যুক্তৈবেতি ॥ ৪৯ ॥

এইরূপে শ্রীভগবদ্ কীর্ত্তন বিহীন বাক্যের নিন্দা করিয়া বিশেষতঃ এই কলিযুগে নামকীর্ত্তনই প্রশস্ত করভাজন যোগীন্দ্রের শ্লোকদ্বয়ে ইহা দেখাইতেছেন—সারগ্রাহী, গুণজ্ঞ ব্যক্তিগণই অনেক দোষের আকর কলিযুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। যেহেতু এই কলিযুগেই ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনাদি সাধন নিরপেক্ষ শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনের দ্বারাই শ্রীভগবৎ প্রীতি এবং সত্যাদি যুগত্রয় প্রাপ্য পুরুষার্থও লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন দ্বারাই যে সর্ব স্বার্থ লাভ হয় ইহা কৈমুতিক ন্যায়ে স্পষ্ট করিতেছেন—এই সংসারে সাধন উপায় বিচারে ভ্রমণশীল জীব-

৫০। তে সভাগ্যা মনুষ্যেষু কৃতার্থা নৃপ নিশ্চিতম্।
স্মরন্তি যে স্মারয়ন্তি হরের্নাম কলৌ যুগে ॥

৫১। কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ১২।৩।৫১

৫২। কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥ ১২।৩ ৫২

এবঞ্চ কীর্ত্তনে পরপ্রেরণমপি স্বকীর্ত্তনতুল্যমিত্যাহ শুকবচনেন। নৃপ পরীক্ষিৎ! স্মারয়ন্তি পরান্ ॥ ৫০ ॥

কিঞ্চ দুষ্টস্যাপি কলেঃ কৃতাদিষু ধ্যানাদীনাং ফলানি হরিকীর্ত্তনেনৈব দদতঃ সভাজনং যুক্তমেবেত্যাহ দ্বাভ্যাম্। দোষনিধের্দোষবহুলস্য। এতৎ সর্ব্বং হরি-কীর্তনাদেব কলৌ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫১।৫২ ॥

গণের নামসংকীর্তন হইতে পরম লাভ আর কিছুই নাই, যেহেতু নামসংকীর্তন হইতেই সকলে পরম শান্তি মোক্ষ অর্থাৎ ভগবৎ নিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, অতএব নামকীর্তনের দ্বারা ধর্ম্মাদি পুরুষার্থত্রয়ের যে লাভ হয় তাহা বলাই বাহুল্য। অথবা রোগ নিবারাণার্থে মিশ্রি ভক্ষণের ন্যায় স্বয়ং আনন্দদায়ী এবং পুরুষার্থপ্রদ, অতএব কীর্তনই পরমলাভ। সুতরাং এই কলিযুগ যে সত্যই প্রশংসনীয় ইহা যথার্থই বলা হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

এইরূপে শ্রীভগবৎ নামকীর্ত্তনে অন্যকে প্রেরণা দেওয়াও নিজ কীর্তনের তুল্যই হইয়া থাকে ইহাই শুকবাক্যে বলিতেছেন—হে মহারাজ পরীক্ষিত! কলিযুগে যাঁহারা শ্রীহরির নাম স্মরণ বা কীর্ত্তন করেন, এবং অন্যকেও করাইয়া থাকেন, মনুষ্যগণের মধ্যে তাঁহারা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্ এবং তাঁহারাই কৃতার্থ জানিবেন ॥ ৫০ ॥

আবার সত্যাদিযুগের ধ্যানাদির ফল কলিযুগে শ্রীহরি কীর্তনই দান

৫৩। বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরংহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাৎ ত্রিসাম্যসদনাদুরু কম্পযানম্ ॥ ১।৭।৪০

নমু তর্হি কে তে গুণাদয়ঃ কীর্তনীয়া ইত্যপেক্ষায়াম্ আনন্ত্যান্নিয়মোঽশক্য ইত্যাহ ব্রহ্মবাক্যেন। পৃথিব্যাঃ পরমাণূনপি যো বিমমে গণিতবান্ তাদৃশোঽপি কো নু বিষ্ণোর্বীর্য্যগণনাং কর্ত্তুমর্হতি। কথম্ভূতস্য ? যো বিষ্ণুস্ত্রিপৃষ্ঠং সত্যলোকং চস্কম্ভ ধৃতবান্। কিমিতি চস্কম্ভ ? যস্মাৎ ত্রৈবিক্রমে অস্খলতা প্রতিঘাত শূন্যেন স্বরংহসা স্বপাদবেগেন ত্রিসাম্যরূপং সদনমধিষ্ঠানং প্রধানং তস্মাদারভ্য উরু অধিকং কম্পযানং কম্পেন যানং যস্যেতি বা অতঃ কারণাৎ চস্কম্ভ। আ-ত্রিপৃষ্ঠমিতি ছেদো বা, সত্যলোকমভিব্যাপ্য যঃ সর্ব্বং ধৃতবানিত্যর্থঃ। যস্যৈবং বামনাবতারস্যৈকো গুণঃ তস্যানন্তাবতারস্য গুণা ব্রহ্মাদিভিরপ্যসঙ্খ্যেয়া ইতি ভাবঃ ॥ ৫৩।

করেন বলিয়া দুষ্ট কলির প্রশংসা করা সঙ্গতই হইয়াছে ইহা শুকদেবের শ্লোকদ্বয়ে বলিতেছেন হে মহারাজ পরীক্ষিত ! কলিযুগ সহস্র সহস্র দোষের আকর হইলেও ইহার একটি প্রধান গুণ এই যে, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ নামকীর্তন করিলেই জীব মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমাগতি অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভ করেন ॥ ৫১ ॥

সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞে ও দ্বাপরে অর্চ্চনা দ্বারা যাহা যাহা লাভ হইয়া থাকে, কলিযুগে সেই সকলই কেবল শ্রীহরিনাম কীর্তনের দ্বারাই লাভ করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

আচ্ছা তাহা হইলে শ্রীভগবানের সেই গুণগুলি কি যাহা কীর্তন করিতে হইবে ? এতদুত্তরে বলিতেছেন—অনন্ত গুণ বলিয়া নিয়ম

৫৪। নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽপরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥ ২।৭।৪১

এতদেব ব্রহ্মবাক্যেন প্রপঞ্চয়তি। তে তব অগ্রজাঃ সনকাদয়ঃ। পুরুষস্য যন্মায়াবলং, তস্যান্তং ন বিদামি ন বেদ্মি। দশশতান্যাননানি যস্য সোঽপি-দ্বিসহস্রজিহ্বোঽপি যস্য গুণান্ গায়ন্ পারম্ অন্তং ন সমবস্যতি ন প্রাপ্নোতি ন চ প্রাপ্স্যতীতি ভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

করা অসম্ভব ইহাই ব্রহ্মবাক্যে ব্যক্ত করিতেছেন—হে নারদ! এই জগতে যদি কোন বিদ্বান্ পৃথিবীর পরমাণু সমূহকেও গণনা করিতে সমর্থ হন, তথাপি তিনি কি শ্রীবিষ্ণুর প্রভাব বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবেন? অর্থাৎ কখনই নহে, যে শ্রীবিষ্ণু প্রতিঘাত শূন্য নিজ চরণ বেগ দ্বারা অত্যধিক কম্পান্বিত প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়াছিলেন। যে শ্রীবিষ্ণুর বামনাবতারের একটি গুণই এই প্রকার অলৌকিক, সেই শ্রীবিষ্ণুর অনন্ত অবতারের গুণাবলী গণনা করা ব্রহ্মাদিদেবগণেরও সমর্থ নাই ॥ ৫৩ ॥

পুনরায় তাহাই ব্রহ্মবাক্যে বিস্তার করিতেছেন- হে নারদ! সেই পুরুষের মায়াবল যে কত তাহা আমি জানিতে পারি নাই, তোমার অগ্রজ সনকাদি মুনিগণ তাহারাও জানিতে পারে নাই। অধিক কি যাঁহার সহস্রবদন আদিদেব শেষ তিনি ও দ্বিসহস্র জিহ্বা লাভ করিয়া যে শ্রীহরির গুণ সমূহ কীর্তন করিয়া আজও নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই, হইবেনও না অন্যের কথা আর কি বলিতে পারি? ॥ ৫৪ ॥

৫৫। যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তা-
নত্নুক্রমিষ্যেৎ সতু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ
কালেন নৈবাখিল-সত্ত্বধাম্নঃ ॥ ১১।৪।২

তস্মাদ্ভগবদ্গুণাদিপরিচ্ছেদ জিজ্ঞাসাপি ন কর্ত্তব্যা ইত্যাহ দ্রবিড়বচনেন। অনুক্রমিষ্যেৎ গণয়িতুমিচ্ছতি যঃ, সতু বালবুদ্ধি বালানামিব বুদ্ধির্যস্য স মন্দমতিঃ। কালেন মহতা কোঽপি মহামতির্ভূমেঃ রজাংসি গণয়েদপি অখিল-সত্ত্বধাম্নঃ সর্বশক্তি আশ্রয়স্য ভগবতো গুণাংস্তনৈব গণয়েৎ, গুণাদীনামনন্তত্বাৎ। তস্মাৎ স্বমত্যানুসারেণ কীর্ত্তয়েৎ। তদুক্তং প্রহ্লাদবাক্যেন "যথামনীষ মিতি" ॥৫৫॥

অতএব শ্রীভগবদ্ গুণাদির সীমা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়, ইহা শ্রীদ্রবিড়যোগীন্দ্রের বাক্যে লিতেছেন—হে রাজন্! যে ব্যক্তি ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের অনন্তগুণরাশি গণনা করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তির নিতান্তই বালকের ন্যায় মন্দবুদ্ধি, যদি কোন মহামতি ব্যক্তি সুদীর্ঘকালের দ্বারা পৃথিবীর রজকণা গণনা করিতে পারে, তথাপি কিন্তু সর্ব্বশক্তির আশ্রয় শ্রীভগবানের অনন্ত গুণরাশি গণনা করিতে পারে না। সুতরাং স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে শ্রীভগবৎ গুণাবলীর কীর্তন করা উচিত। এই অভিপ্রায়ে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় বলিয়াছেন—আমি নিঃসন্দেহে সর্ব্বতোভাবে নিজের বুদ্ধি অনুসারে শ্রীভগবানের গুণ মহিমা কীর্তন করিতেছি, সুতরাং শ্রীভগবৎ গুণাদির পরিচ্ছেদ জিজ্ঞাসা করা কখনই উচিত নয় ॥ ৫৫ ॥

৫৬। যস্যাখিলামীবহভিঃ সুমঙ্গলৈ-
র্বাচো বিমিশ্রা গুণকর্ম্মজন্মভিঃ।
প্রাণন্তি শুম্ভন্তি পুনন্তি বৈ জগদ্
যাস্তদ্বিরক্তাঃ শবশোভনা মতাঃ॥ ১০।৩৮।১২

৫৭। ইত্থং হরের্ভগবতো রুচিরাবতার-
বীর্য্যাণি বালচরিতানি চ শন্তমানি।

কিঞ্চ অন্যবিষয়া অপি বাচো ভগবন্নামাদি মিশ্রিতাশ্চেৎ তর্হি ধন্যাঃ অন্যথা তু হীনা ইত্যাহ অক্রূর বাক্যেন। অখিলানি অখিলস্য বা অমীবানি পাপানি ঘ্নন্তীতি অখিলামীবহানি তৈর্যস্য ভগবতো গুণাদিভির্বিমিশ্রা যুক্তা বাচো জগৎ প্রাণন্তি, জীবয়ন্তি শুম্ভন্তি, শোভয়ন্তি পুনন্তি পবিত্রয়ন্তি পুনঃ কিন্তূতৈর্গুণাদিভিঃ? সুমঙ্গলৈঃ শোভনানি মঙ্গলানি যেভ্যস্তৈঃ। ব্যতিরেকে নিন্দামাহ, যা ইতি। তৈ গুণাদিভির্বিরক্তা রহিতাস্তাস্ত স্বলঙ্কৃতা অপি বস্ত্রাদ্যলঙ্কৃতশববৎ শোভনা মতাঃ সতাং সম্মতাঃ তা অত্যন্তমনুপাস্যা ইতি ভাবঃ ॥৫৬॥

তস্মাৎ কীর্তনমেব পরমা ভক্তিঃ ইতি প্রকরণার্থমুপসংহরতি শুকবাক্যেন। রুচিরৈঃ মনোহরৈঃ কৃষ্ণাদ্যবতারৈঃ কৃতানি বীর্য্যানি বালচরিতানি বাললীলাঃ

আবার ভগবদ্ বিষয়শূন্য অন্যবিষয়ক যে বাক্য তাহাও যদি শ্রীভগবন্নামাদির সহিত সংযুক্ত হয় তাহা হইলে সেই বাক্য ধন্য, অন্যথা ভগবন্নামাদি রহিত হইলে সেই বাক্য অতি তুচ্ছ অক্রূরের বাক্যে ইহাই দেখাইতেছেন — নিখিল জগতের বা সকল জীবের পাপ-নাশন মহামঙ্গলপ্রদ, গুণকর্ম্ম জন্মাদিলীলা সংযুক্ত শ্রীভগবৎ কথা জগৎকে জীবিত, শোভিত, ও পবিত্র করিয়া থাকেন পক্ষান্তরে ভগবৎ কথা শূন্য বাক্য সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইলেও বসনভূষণে সুসজ্জিত শবদেহের ন্যায় অত্যন্ত হেয় ইহা সাধুগণের মত ॥ ৫৬ ॥

সুতরাং 'শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনই উত্তমা ভক্তি, ইহা দেখাইয়া এক্ষণে

অন্যত্র চেহ চ শ্রুতানি গৃণন্ মনুষ্যো
ভক্তিং পরাং পরমহংস-গতৌ লভেত ॥১১।৩১।২৮

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবল্যাং কীর্ত্তনং নাম
পঞ্চমং বিরচনম্ ॥ ৫ ॥

শন্তমানি পরমমঙ্গলানি অন্যত্র বিষ্ণুপুরাণাদৌ ইহ শ্রীভাগবতে শ্রুতানি বিশ্রুতানি প্রসিদ্ধানি। পরমহংসগতৌ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিং লভেত। কীর্তনপরস্য সর্ব্বা ভক্তিঃ সিদ্ধেতি ভাবঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলী টীকায়াং কান্তিমালায়াং
পঞ্চমং বিরচনম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীশুকদেব গোস্বামীর বাক্য দ্বারাই প্রকরণের বক্তব্য বিষয় পরিসমাপ্তি করিতেছেন —ভগবান্ শ্রীহরির এই প্রকার মনোহর শ্রীকৃষ্ণাদি অবতারের চরিতাবলী শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে ও অন্যত্র বিষ্ণুপুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ পরমমঙ্গলময় বাল্য লীলাদির চরিতাবলী ও পরাক্রম সকল কীর্ত্তন করিয়া মনুষ্যগণ পরমহংসগণের প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণে পরমা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন; সুতরাং শ্রীভগবন্নাম কীর্তন পরায়ণ জনেরই সর্ব্ববিধ ভক্তি সাধন সিদ্ধ হইয়া থাকে ইহাই ভাবার্থ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলীর কীর্তনাঙ্গ ভক্তি নিরূপণ নামক
পঞ্চম বিরচন ॥ ৫ ॥

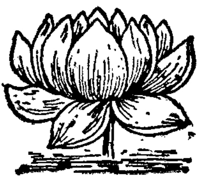

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী

ষষ্ঠং বিরচনম্

অথ স্মরণম্

১। অহো যূয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ।
বাসুদেবে ভগবতি যাসামিত্যর্পিতং মনঃ ॥১০।৪৭।২৩

২। এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্ব্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা ॥১১ ১৩।১৪

অথ স্মরণং নিরূপয়িতুং বিরচনমারভে। তত্র ভগবৎস্মরণশীলঃ কৃতার্থ ইত্যুদ্ধববাক্যেনাহ। যূয়মেব পূর্ণার্থাঃ কৃতার্থাঃ ভবত্য এব চ লোকৈঃ পূজিতাঃ পূজার্হা ইত্যর্থঃ। ইতি সর্বাত্মনা। স্ম নূনম্। বহুপ্রয়াসসাধ্যত্বাৎ ভগবতি মনোনিবেশনস্যেতি যোগাদি ফলমেব ভবতীভিঃ প্রাপ্তমিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

এতদেব ভগবদ্বচনেন স্পষ্টয়তি। যথাবৎ ময়ি মন আবেশ্যতে, এতাবান্ এতৎপর্য্যন্তঃ। সর্বতোঽন্যস্মাৎ, অন্যচিন্তাং হিত্বেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

"অনন্তর স্মরণাঙ্গ ভক্তি নিরূপণ"

অনন্তর স্মরণাঙ্গ ভক্তি নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে এই বিরচন আরম্ভ করিতেছেন—তন্মধ্যে 'শ্রীভগবৎ স্মরণপরায়ণ ব্যক্তিই কৃতকৃতার্থ' ইহাই উদ্ধব বাক্যে বলিতেছেন উদ্ধব মহাশয় গোপীগণকে বলিলেন—অহো! আপনারা অবশ্যই কৃতার্থ ও লোকপূজিতা হইয়াছেন, এবং বহু পরিশ্রম সাধ্য যোগাদির ফলও প্রাপ্ত হইয়াছেন, যেহেতু আপনাদের মন ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে সম্যক্ প্রকারেই অর্পিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিই কৃতার্থ ইহাই পুনঃ শ্রীভগবদ্বাক্যে স্পষ্ট করিতেছেন—অন্য সমস্ত বিষয় হইতে মন আকর্ষণ পূর্ব্বক অর্থাৎ

৩। সকৃন্মনঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়ো-
নিবেশিতং তদ্‌গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ ॥ ৬।১।১৯

এতৎ ফলং কৈমুতিকন্যায়েন শুকবচনেনাহ। যৈঃ সকৃদপি কিং পুনঃ সদা, কৃষ্ণস্য পদারবিন্দয়োরপি কিং পুনঃ সর্বাঙ্গে, নিবেশিতং বলাদপি কিং পুনঃ স্বতো নিবিষ্টং, তদ্‌গুণরাগ্যপি কিং পুনস্তদ্‌গুণজ্ঞঃ তত্রাপি ইহ যত্র কুত্রাপি কিং পুনর্হরিক্ষেত্রাদিষু, তে কেঽপি যমং ন পশ্যন্তি কিং পুনর্যাম্যা যাতনাঃ তদ্ভটান্ তদ্দূতানপি কিং পুনস্তদাকর্ষণাদি দুঃখং, স্বপ্নেঽপি কিং পুনঃ পরমার্থতঃ। তাবতৈব চীর্ণ নিষ্কৃতাঃ কৃতপ্রায়শ্চিত্তাঃ ॥ ৩ ॥

অন্যচিন্তাদি ত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎরূপে আমার প্রতি মনোনিবেশকেই আমার শিষ্য সনকাদি মুণিগণ "যোগ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ॥ ২ ।

কৈমুতিক ন্যায়ে স্মরণের ফল শুকবাক্যে দেখাইতেছেন—যাঁহারা একটিবারও সামান্যত শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিয়াছেন—সর্ব্বদা হইলে ত কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণের কেবল পদারবিন্দে, সর্ব্বাঙ্গের কথা আর কি বলিল, বলপূর্ব্বক মনোনিবেশ করিলেও—আর স্বাভাবিকভাবে হইলে ত কথাই নাই, এবং সেই অতত্ত্বজ্ঞ জনের মন বিষয়াসক্ত হইলেও আর শ্রীহরি গুণজ্ঞ হইলে ত বলাই বাহুল্য, আবার সেই স্মরণ যে কোন স্থানে হইলেও পুনরায় যদি হরিক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনধামাদিতে হয় তাহলে ত বলাই যায় না, ইঁহারা কেহই যমকে দেখিতে পান না। আর যম কর্ত্তৃক প্রদত্ত যাতনার কথা কি বলিব? এবং ইঁহারা কেহই পাশহস্ত যমদূতগণকেও দেখিতে পান না; পুনরায় সেই দূতগণের আকর্ষনাদি দুঃখের কথা ত বলাই বাহুল্য; অধিক কি তাঁহারা স্বপ্নেও যমদূতদিগকে

৪। ন ভারতী মেঽঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে
ন বৈ ক্বচিন্মে মনসো মৃষা গতিঃ।
ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসৎপথে
যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিঃ॥ ২।৬।৩৪

৫। এতাবান্ সাঙ্খ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ॥ ২।১।৬

এবং ফলান্তরাণ্যপি ব্রহ্মবাক্যেনাহ। যৎ যস্মাৎ মে ময়া ঔৎকণ্ঠ্যং তদুক্ত্যুদ্রেকস্তদ্যুক্তেন হৃদা হরির্ধৃতো ধ্যাতঃ, অঙ্গ হে নারদ! অতো মে বাঙ্মন ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তয়ঃ সত্যার্থাঃ নতু মৎপ্রভাবেনেত্যর্থঃ॥ ৪॥

তস্মাৎ ভগবতঃ স্মরণাৎ পরো লাভো নাস্তীত্যাহ শুকবচনেন। এতাবানেব জন্মনো লাভঃ ফলম্। তমাহ নারায়ণস্মৃতিরিতি। সাঙ্খ্যাদিভিঃ সাধ্য ইতি তেষাং স্বাতন্ত্রেণ লাভত্বং বারয়তি, সাঙ্খ্যম্-আত্মানাত্মবিবেকঃ, যোগোঽষ্টাঙ্গঃ। অন্তে তু স্মৃতিঃ পরমো লাভঃ, তন্মহিমা বক্তুং ন শক্যতে ইত্যর্থঃ॥ ৫॥

দেখিতে পান না, সাক্ষাৎভাবে ত নহেই, যেহেতু ঐরূপ স্মরণেই তাঁহাদের সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত করা হইয়া গিয়াছে॥ ৩॥

এবং ব্রহ্মার বাক্যে স্মরণের অন্য ফলও বলিতেছেন—হে বৎস নারদ! আমার বাণী কখনও মিথ্যা হইতে পারে না, আমার মনের গতি কখনও মিথ্যা বিষয়ে যাইতে পারে না। এবং আমার ইন্দ্রিয়সকল কখনও অসৎপথে পতিত হইতে পারে না, যেহেতু আমি ভক্তি উচ্ছলিত উৎকণ্ঠা যুক্ত হৃদয়ে শ্রীহরির ধ্যান করিয়াছিলাম, সেই কারণ আমার বাক্য, মনঃ ও ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সকল সত্যনিষ্ঠ, উহা আমার প্রভাবে নয় শ্রীভগবৎ স্মরণের ফল॥ ৪।

সুতরাং শ্রীভগবৎ স্মরণ হইতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ লাভ নাই, ইহাই

৬। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হৃদিস্থং কুরু কেশবম্।
ম্রিয়মাণো হ্যবস্থিতস্ততো যাসি পরাং গতিম্ ॥ ১২।৩।৪৯

৭। ম্রিয়মাণৈরভিধ্যেয়ো ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
আত্মভাবং নয়ত্যঙ্গ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বসংশ্রয়ঃ ॥ ১২।৩।৫০

এতদেব শুকবাক্যেন স্পষ্টয়তি দ্বাভ্যাম্ হৃদিস্থং কুরু চিন্তয়, অবহিতঃ সাবধানঃ সন্। **ততশ্চিন্তনাৎ পরাং গতিং ভগবদ্ভাবম্ ॥ ৬ ॥**

স্মরণস্যাসাধারণ্যমাহ। ম্রিয়মাণৈঃ কৈরপি অভিধ্যেয়োঽভিধ্যাত **আত্মভাবং নয়তি ধ্যাতারম্।** যদ্বা **অভিধ্যেয়ো ভবতি যতস্তমাত্মভাবং নয়তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥**

শুকবাক্যে বলিতেছেন - নিষ্ঠা সহকারে স্বধর্ম্মাচরণের দ্বারা, সাংখ্য অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মা বস্তুজ্ঞানের দ্বারা এবং অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা মরণ সময়ে যে শ্রীনারায়ণের স্মৃতি অর্থাৎ স্মরণ ইহাই এই নশ্বর মনুষ্য জন্মের পরম লাভ, সেই পরম লাভের মহিমা বলিবার সামর্থ্য আমারও নাই ॥ ৫ ॥

শ্রীশুকদেবের শ্লোকদ্বয়ে পুনরায় ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন— অতএব হে রাজন্! আপনি সর্বতোভাবে ভগবান্ শ্রীকেশবকে হৃদয়ে সাবধানের সহিত চিন্তা করুন, সেই ভগবৎ চিন্তন বা স্মরণ প্রভাবে মৃত্যুকালে আপনি পরমা গতি অর্থাৎ শ্রীভগবানের পার্ষদগতি লাভ করিবেন ॥ ৬ ॥

স্মরণাঙ্গ ভক্তির বৈশিষ্ঠ্য বলিতেছেন -হে মহারাজ! কোন মুমূর্ষু ব্যক্তিও তাঁহাকে ধ্যান করিলে, সেই সর্ব্বাত্মা অন্তর্যামী সর্ব্ব-সাধ্য সাধনকারণ পরমেশ্বর শ্রীহরি, সেই ধ্যানকারী ব্যক্তিকে নিজের স্বারূপ্য প্রদান করিয়া থাকেন। অথবা সেই ব্যক্তি সকলের ধ্যানের

৮। অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তং।। ১২।১২।৫৫

৯। বিদ্যাতপঃ প্রাণনিরোধমৈত্রী-
তীর্থাভিষেক-ব্রত-দান-জপ্যৈঃ।

নন্থ জ্ঞানং বিনা স্মরণমাত্রেণ কথং ভগবদ্ভাবপ্রাপ্তিঃ? সত্যং জ্ঞানস্ত এতদধীনত্বাৎ ইত্যাহ সূতবচনেন। অবিস্মৃতিঃ নিত্যং স্মরণম্। অভদ্রাণি পাপানি ক্ষিণোতি নাশয়তি, শং কল্যাণং তনোতি। সত্ত্বস্য অন্তঃকরণস্য শুদ্ধিং, পরমাত্মনি শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণাং ভক্তিং জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং বিজ্ঞানেনাত্মানুভবেন বিরাগেণ বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেন চ যুক্তং তনোতি চ ।। ৮ ।।

নন্থ জ্ঞানহেতুঃ সত্ত্বশুদ্ধিবিদ্যাদিসাধ্যা? তত্রাহ শুকবচনেন। বিদ্য উপাসনা, তপঃ স্বধর্মাচরণং, প্রাণনিরোধঃ প্রাণায়ামঃ মৈত্রী ভূতেষু কৃপা, এভিরন্তরাত্মা

যোগ্য হইয়া থাকেন। যেহেতু শ্রীভগবান্ সেই ধ্যানকারি ব্যক্তিকে নিজের স্বারূপ্য প্রদান করিয়াছেন ।। ৭ ।।

আচ্ছা জ্ঞান ব্যতীত কেবল স্মরণের দ্বারা শ্রীভগবদ্ স্বারূপ্য প্রাপ্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? সত্য, কিন্তু সেই ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানও স্মরণের অধীন, ইহাই সূতবাক্যে দেখাইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণচরণ কমলের নিত্য স্মরণে পাপ সমূহ নষ্ট হইয়া কল্যাণ বিস্তার হয়, এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধি হইয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণা ভক্তি, আত্মানুভূতি অর্থাৎ নিজ স্বরূপের উপলব্ধি বিষয় বৈরাগ্য যুক্ত শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রকাশ পায় ।। ৮ ।।

যদি বল জ্ঞানের কারণ যে চিত্তশুদ্ধি তাহা বিদ্যাদির দ্বারাই হইয়া থাকে? এতদুত্তরে শ্রীশুকবাক্য দেখাইতেছেন শ্রীশুকদেব বলিলেন—

নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা

যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে ॥১২।৩।৪৮

১০। পুংসাং কলিকৃতান্ দোষান্ দ্রব্যদেশাত্মসম্ভবান্।

সর্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ॥১২।৩।৪৫

১১। যথা হেম্নি স্থিতো বহ্নির্দুর্বর্ণং হন্তি ধাতুজম্।

এবমাত্মগতো বিষ্ণুর্যোগিনামশুভাশয়ম্ ॥১২।৩।৪৭

মনঃ শুদ্ধিং লভতে, নতু আত্যন্তিকীং, যথা হৃদিস্থে ভগবতি। সবাসনং মনঃ হরিস্মরণেনৈব শুধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

এতদেব স্পষ্টয়তি। অত্র কলিগ্রহণং বিশেষাভিপ্রায়েণ। দ্রব্যং হবিরাদি, আত্মা মনঃ, দ্রব্যাদিভিঃ সম্ভবো যেষাং তান্। চিত্তস্থশ্চিত্তে স্ফুরিতঃ ধ্যাত ইত্যর্থঃ ॥১০॥

এতদ্দৃষ্টান্তেন দ্রঢ়য়তি। ধাতুজং তাম্রাদিসংশ্লেষজাতং হেম্নো দুর্বর্ণং মালিন্যং

উপাসনা, বর্ণাশ্রমধর্মাচরণ, প্রাণজয়, সর্ব্বজীবে দয়া, তীর্থস্নান, ব্রত, দান ও জপের দ্বারা মন বিশুদ্ধি হয় বটে কিন্তু আত্যন্তিকরূপে শোধিত হয় না, যেমন ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেব হৃদয়ে অবস্থিত হইলে, অতএব একমাত্র শ্রীহরিস্মরণ প্রভাবেই বাসনার সহিত মন পবিত্র হইয়া থাকে। অন্য উপাসনাদি দ্বারায় নহে। ৯ ॥

পুনরায় এই আত্যন্তিক-শুদ্ধিই স্পষ্টরূপে বলিতেছেন—বিশেষতঃ এই কলিকালে কলিকৃত দ্রব্যাদিগত দোষ সমূহ ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম ভক্তগণের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া অর্থাৎ স্মরণে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অযোগ্য ঘৃতাদি দ্রব্যের ভক্ষণ, অযুক্ত দেশে অবস্থান ও মলিন চিত্তের দ্বারা যে সকল পাপের উৎপত্তি হয় তাহাদের সেই সমস্ত পাপের বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

পুনরায় সেই শ্রীভগবৎ স্মরণকে দৃষ্টান্তের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন—

১২। মন্যেঽসুরান্ ভাগবতাংস্ত্র্যধীশে
সংরম্ভমার্গাভি-নিবিষ্ট-চিত্তান্।
যে সংযুগেঽচক্ষত তার্ক্ষ্যপুত্র-
মংসে সুনাভায়ুধমাপতন্তম্ ॥৩।২।২৪

তত্রস্থিতো বহ্নিরেব হরতি, নতু তোয়াদি, এবং যোগিনামপি বিষ্ণুরেব, নতু যোগাদিকমিত্যর্থঃ। তস্মাৎ সাধূক্তং—বিদ্যাতপ ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

কিঞ্চ যথাকথঞ্চিৎ ভগবৎস্মরণমাত্রমেব পুরুষার্থহেতুরিত্যুদ্ধব বচনেনাহ। সংরম্ভঃ ক্রোধাবেশস্তেন মার্গেণ ভগবতি অভিনিবিষ্টং চিত্তং যেষাং তান্ অসুরানপি ভাগবতানেব মন্যে। অত্র হেতুঃ—যে সংযুগে সংগ্রামে তার্ক্ষ্যঃ কশ্যপস্তস্য পুত্রং গরুড়ম্ অংসে স্কন্দে সুনাভায়ুধশ্চক্রায়ুধো হরির্যস্য তম্ অচক্ষত অ-শ্যন্। তস্মাৎ তেষ্বপি অস্যানুগ্রহো যুক্ত এবেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অগ্নি যেমন সুবর্ণে অবস্থিত হইয়া সুবর্ণের তাম্রাদি অপর ধাতুর সংস্পর্শ জনিত মালিন্য দূর করে, কিন্তু জলাদি সুবর্ণের মালিন্য দূর করিতে পারে না, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু যোগিগণের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগের মনের অশুভ বাসনা দূর করিয়া থাকেন, কিন্তু যোগাদি মনের দুর্ব্বাসনারূপ অশুভ দূর করিতে পারে না। অতএব বিদ্যা, তপস্যা প্রভৃতি মনকে আত্যন্তিকরূপে শোধিত করিতে পারে না ইহা যথার্থই বলা হইয়াছে ॥ ১১ ॥

আরও বলিতেছেন যে যৎসামান্যরূপ শ্রীভগবৎস্মরণই পুরুষার্থের কারণ হইয়া থাকে— ইহাই উদ্ধববাক্যে বলিতেছেন—যে সকল অসুর ত্রিগুণনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণে শত্রুতাহেতু ক্রোধাবেশরূপ পথ অবলম্বনে শ্রীহরিতে চিত্ত অভিনিবেশিত করিয়াছেন, আমি সেই সকল অসুরদিগকে পরম বৈষ্ণব বলিয়া মনে করি, কারণ তাঁহারা ধ্যানাবলম্বী হইয়া

১৩। ভজন্ত্যথ ত্বামতএব সাধবো
ব্যুদস্তমায়াগুণবিভ্রমোদয়ম্।
ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং
নিমিত্তমন্যদ্ ভগবন্ন বিদ্মহে ॥৪।২০।২৯

১৪। ভূয়াদঘোনি ভগবদ্ভিরকারি দণ্ডো
যো নৌ হরেত সুরহেলনমপ্যশেষম্।

এবং ফলিতমাহ পৃথুবচনেন। ভজন্তি স্মরন্তীত্যর্থঃ। ব্যুদস্তো মায়াগুণানাং বিভ্রমোদয়ো যেন তং ত্বাম্। অতএব কুতঃ? অন্যন্নিমিত্তং শ্রেয়োহেতুং ন বিদ্মহে বয়ং নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

যতো ভগবৎস্মরণশীলস্য স্বকর্মজোহনর্থোহপি নোপতাপায়েতি জয়বিজয়-বাক্যেনাহ। অঘোনি অঘবতি উচিতো দণ্ডঃ, স এব ভগবদ্ভিঃ সনকাদিভির-কারি, নাত্র ভবতামপরাধঃ কশ্চিৎ। অতোহসৌ নৌ আবয়োর্ভূয়াৎ, যোহশেষ-মপি সুরহেলনম্ ঈশ্বরাজ্ঞাতিক্রমণরূপং পাপং হরেৎ। কিন্তু বো যুষ্মাকং যঃ

রণভূমিতে সমাগত যাঁহার স্কন্দদেশে চক্রধারী শ্রীহরি অবস্থিত সেই কশ্যপ পুত্র গরুড়কে দর্শন করিয়াছেন, অতএব সেই অসুরগণের প্রতি শ্রীভগবৎ কৃপা যুক্তই হইয়াছে ॥ ১২ ॥

এবং পৃথুমহারাজের বাক্যে ভগবৎস্মরণের ফল বলিতেছেন—হে ভগবন্! আপনি দীনবৎসল বিভ্রমাদি মায়াগুণের কার্য্য আপনাতে নাই, অতএব নিষ্কাম সাধুগণ জ্ঞানোদয়ের পরেও আপনার ভজন করেন, কিন্তু ঐ প্রকার ভজনের উদ্দেশ্য আপনার শ্রীচরণের অনুক্ষণ স্মরণ ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গলের কারণ আমরা দেখিতেছি না ॥ ১৩ ॥

যেহেতু ভগবৎস্মরণশীল ব্যক্তির স্বকর্ম্মজনিত অনর্থ ও অনুতাপের বিষয় হয় না, ইহা বৈকুণ্ঠ দ্বারপাল জয়বিজয়ের বাক্য দ্বারা বলিতেছেন—

মা বোঽনুতাপকলয়া ভগবৎস্মৃতিঘ্নো
মোহো ভবেদিহ তু নৌ ব্রজতোরধোঽধঃ ॥ ৩।১৫।৩৬

১৫। তং নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাব্জয়োঃ।
স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ ॥ ১০।৭৩।১৫

কৃপানিমিত্তোঽনুতাপস্তস্য লেশেন অধোঽধো মূঢ়যোনীর্ব্রজতোরপি নৌ আবয়োর্ভগবৎস্মৃতি প্রতিঘাতকো মোহো মা ভবেৎ। কিন্তু মোহোঽপি স্মৃতিমেব প্রবহতাদিতি প্রার্থনা ॥ ১৪ ॥

এতদেব স্পষ্টয়তি জরাসন্ধধৃতানাং রাজ্ঞাং বাক্যেন। যেনোপায়েন যথা যথাবৎ তে চরণাব্জয়োঃ স্মৃতির্ন বিরমেৎ। কিন্তু সদা ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

হে মুনিগণ! পাপির প্রতি সমুচিত দণ্ডবিধানই আপনারা করিয়াছেন, ইহাতে আপনাদের কোন অপরাধ নাই। আমাদের দুইজনের ঐ দণ্ডই হোক, ইহাতে আমাদের ঈশ্বর আজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত পাপের হরণ হউক, কিন্তু আমরা অধো-অধো মূঢ় যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতেও যেন আপনাদের করুণা হেতুক অনুতাপ লেশে আমাদের ভগবৎস্মৃতি প্রতিবন্ধক মোহ না হয়, আর যদি, মোহ হয় তাহাও যেন শ্রীভগবৎ স্মরণকেই বৃদ্ধি করে ইহাই আমাদের প্রার্থনা। ১৪ ॥

জরাসন্ধধৃত রাজন্যবর্গের বাক্যে পুনরায় এই স্মরণকে আরও স্পষ্ট করিতেছেন—আপনি সেই উপায়ই আমাদিগকে বিশেষরূপে উপদেশ করুন, যাহাতে এই সংসরণ অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরূপ সংসারচক্রে পুনঃ পুনঃ গতাগতি করিতে থাকিলেও জীবগণের যেন তোমার চরণ-যুগলের স্মৃতি বিস্মৃতি না হয়, পরন্তু তাহারা যেন সর্ব্বদাই তোমার শ্রীচরণযুগলের স্মরণরূপ স্মৃতিকে বহন করে ॥ ১৫ ॥

১৬। শয্যাসনাটনালাপ ক্রীড়াস্নানাশনাদিষু।
ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ ॥ ১০।৯০।৪৬

১৭। অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্ট-মনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥ ১১।১৪।১৩

ননু তথাপি সংসার দুঃখং স্যাদেব ? নেত্যাহ শুকবচনেন শয্যাদিষু কৃষ্ণচেতসো বৃষ্ণয়ঃ সন্তমপ্যাত্মানং দেহেন্দ্রিয়াদি ন বিদুঃ তদ্দুঃখং ন বিদুরিতি কিং বাচ্যম্ ॥১৬॥

অত্র চ ভগবদ্বচনেন হেতুমাহ। অকিঞ্চনস্য নিষ্পরিগ্রহস্য ময়া স্মর্য্যমাণেনৈব সন্তুষ্টং মনোযস্য। এবমানন্দসমুদ্রে মগ্নস্য কুতো দুঃখানুস্মরণম্ ॥ ১৭ ॥

আচ্ছা তাহা হইলেও কিন্তু সেই স্মরণপরায়ণ ব্যক্তির সংসার দুঃখ দুর্নিবারই হইল এতদুত্তরে না—ইহাই শ্রীশুক বাক্যে বিবৃত করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত সেই যাদবগণ শয়ন, উপবেশন, পরিভ্রমণ, আলাপন, ক্রীড়া, স্নান, ও ভোজনাদি কার্য্যে সতত ব্যাপৃত থাকিয়াও নিজ নিজ দেহেন্দ্রিয়াদিকে অবগতছিলেন না আর তাঁহাদের সেই দেহেন্দ্রিয়াদির যে কোন দুঃখ ছিল না এ বিষয়ে আর কি বলিব। ১৬॥

ভগবৎ স্মরণ পরায়ণজনের যে কোনই দুঃখাদি নাই, এখানে ভগবদ্বাক্যে ইহাই দর্শাইতেছেন—স্মরণ পরায়ণ ব্যক্তি স্মরণপ্রভাবে অলৌকিক শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস, গন্ধাদি এবং লীলাকৃপাদি মহামাধুর্য্যবান্ মদীয় সাহচর্য্যে তাঁহার মনঃ প্রভৃতি সর্ব্বেন্দ্রিয় সন্তুষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তিনি অকিঞ্চন অর্থাৎ মদ্ব্যতিরিক্ত অন্যবিষয়ে স্পৃহাশূন্য, শান্ত অর্থাৎ মন্নিষ্ঠবুদ্ধিসম্পন্ন, দান্ত অর্থাৎ বাহ্যান্তর বিষয়ে নিবৃত্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় এবং সমচিত্ত অর্থাৎ স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকে তুল্যার্থদর্শী হইয়াছেন তাঁহার নিকট সকল দিকই সুখময়রূপে প্রতীত হয়। সুতরাং এবম্বিধ আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন স্মরণ পরায়ণের দুঃখাদির উদ্ভব কোথায় ॥ ১৭ ॥

১৮। ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥ ১১ ১৪।১৪

১৯। ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যৎ স্যাৎ কুতস্তদ্বিষয়াত্মনাম্ ॥ ১১।১৪।১২

তাং পরিপূর্ণতামেবাহ। রসাধিপত্যং পাতালাধিস্বাম্যম্ **অপুনর্ভবং মোক্ষমপি। মদ্বিনা মাং হিত্বা, অন্যৎ নেচ্ছতি। অহমেব তস্য প্রেষ্ঠঃ, তথা চ মৎস্মরণেনৈব স কৃতার্থ ইত্যর্থঃ** ॥ ১৮ ॥

এবঞ্চ বিষয়সুখং স্মরণসুখান্নিকৃষ্টমিতি কিং বাচ্যমিত্যাহ। সভ্য হে উদ্ধব! ময়া পরমানন্দরূপেণ আত্মনা আত্মস্বরূপেণ স্ফুরতা ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত আনন্দ পরিপূর্ণতাই ভগবদ্বাক্যে অভিব্যক্ত হইতেছে—আমাতে অর্পিতচিত্ত সেই ভক্ত আমা ব্যতীত ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রলোক, সার্ব্বভৌমপদ, পাতালাধিপত্য ও যোগসিদ্ধি বা নির্ব্বাণ মুক্তি কিছুরই ইচ্ছা করেন না। যেহেতু আমিই তাঁহার একমাত্র প্রিয়তম, আমার স্মরণ প্রভাবে সেই ভক্ত কৃতার্থ হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

এবং আরও শ্রীহরি স্মরণ সুখাস্বাদন হইতে বিষয়সুখ অতি তুচ্ছ ইহাই উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদ্বচনে প্রকাশ পাইয়াছে—হে উদ্ধব! স্মরণাঙ্গ ভক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে যাঁহারা পরমানন্দ স্বরূপ আমাতে আত্মসমর্পণ করত নিরপেক্ষ হইয়াছেন, এবং রূপ-গুণ সমুদ্র পরমানন্দ রূপ পরম প্রেমাস্পদ স্বরূপ আমার প্রাপ্তিতে তাঁহাদের যে জাতীয় সুখের আস্বাদন হয়, আমা ব্যতীত পুরুষার্থ অন্বেষী অথবা মায়িক রূপ গুণাদিতে মনের অভিনিবেশ বিশিষ্ট বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সে সুখের সম্ভাবনা কোথায় ॥ ১৯ ॥

২০। বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপালশাল্ব
পৌণ্ড্রাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎসাম্যমাপুরনুরক্ত ধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥ ১১।৫।৪৮

২১। নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ

অত্র চ শ্রীহরিস্মরণমহিমনি অসম্ভাবনা নাস্তীতি কৈমুতিকন্যায়েনাহ নারদ বচনেন বৈরেণাপি শিশুপালাদয়ো নৃপতয়ঃ শয়নাসনাদৌ স্থিতা বিলাসাদ্যৈঃ প্রকারৈঃ যং ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়স্তন্মগ্নমনসস্তস্য ভগবতঃ সাম্যং তুল্যত্বম্ ঐক্যং বা আপুঃ। যদ্যেবং তদা অনুরক্তধিয়াং তৎসাম্যপ্রাপ্তির্ভবতীতি কিং বাচ্যম্ ॥ ২০ ॥

অত্র অসম্ভাবনাং পরিহরতি বেদবাক্যেন। মরুৎ প্রানঃ, মনশ্চ অক্ষাণি ইন্দ্রিয়াণি চ নিভৃতানি সংযমিতানি যৈস্তে চ দৃঢ় যোগং যুঞ্জন্তীতি দৃঢ়যোগযুজ-

---

এই শ্রীহরি স্মরণ মহিমায় অসম্ভাবনাদি দোষও নাই ইহা কৈমুতিক ন্যায়ে দেখাইতেছেন শিশুপাল, শাল্ব, পৌণ্ড্র, প্রভৃতি নৃপতিগণ শয়ন, আসন প্রভৃতি সর্বত্র শক্রভাবেও যাঁহাকে ধ্যান করিয়া তদীয় গতিবিলাসাদি প্রকারের দ্বারা তত্তদাকারে মগ্নচিত্ত হইয়া শ্রীভগবানের তুল্যত্ব বা ঐক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শত্রুভাব পোষণ করিয়াও স্মরণ মহিমায় যদি শিশুপাল, শাল্ব, পৌণ্ড্র প্রভৃতি নৃপতিগণ শ্রীভগবানের সাম্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁর প্রতি অনুরক্ত চিত্ত ব্যক্তিদের সাম্য প্রাপ্তি বিষয়ে আর কি বলিব ২০ ॥

এই স্মরণাঙ্গ ভক্তিতে বেদবাক্যের দ্বারা অসম্ভাবনা প্রভৃতি দোষকে পরিহার করিতেছেন—প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযম করত

স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগ-ভুজ-দণ্ড-বিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥১০।৮৭।২৩

শ্চেত্তি তে তথাভূতামুনয়ো হৃদি যৎ তত্ত্বমুপাসতে, তৎ অরয়োঽপি স্মরণাৎ যয়ুঃ প্রাপুঃ। স্ত্রিয়োঽপি কামত উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ঃ অহীন্দ্রদেহসদৃশয়োর্ভুজদণ্ডয়োর্বিষক্তা ধীর্যাসাং তাঃ পরিচ্ছিন্নদৃষ্টয়ঃ। সমদৃশঃ সমমপরিচ্ছিন্নং ত্বাং পশ্যন্ত্যো বয়ং শ্রুত্যভিমানিন্যো দেবতা অপি তে সমাঃ কৃপাবিষয়ত্বয়া। অঙ্ঘ্রি সরোজসুধাঃ অঙ্ঘ্রি সরোজং সুষ্ঠু ধারয়ন্ত্যস্তাঃ অয়ং ভাবঃ—ইত্থম্ভুত স্তব স্মরণানুভাবঃ যে যোগিনস্ত্বাং হৃদ্যালম্বনমুপাসতে, যাশ্চ বয়ং ত্বাং সমং পশ্যামঃ, যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ কামতঃ পরিচ্ছিন্নং ত্বাং ধ্যায়ন্তি, যে চ দ্বেষেণ, সর্ব্বানপি তাং ত্বামেব প্রাপয়তীতি ॥ ২১ ॥

দৃঢ়যোগযুক্ত হইয়া মুনিগণ হৃদয়ে যে তত্ত্বের উপাসনা করেন, এবং শত্রুগণ অনিষ্ট চেষ্টাতেও আপনার সতত স্মরণ করিয়া তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আবার ব্রজরামাগণ মদনাবেশে সর্পেন্দ্রের অর্থাৎ বাসুকির দেহতুল্য আপনার ভুজদণ্ডের প্রতি সবিশেষ অনুরাগে আসক্ত চিত্ত হইয়া, এবং আমরা শ্রুত্যভিমানী দেবতা হইয়াও সেই ব্রজ-রামাগণের আনুগত্যে তাহাদের ভাবসাজাত্য লাভে সমদৃষ্টি সম্পন্না হইয়া তোমার চরণ কমল সুধার সুন্দররূপে সেবা করিব। তোমার চরণ-পদ্মের মহিমা এমনই যে সমস্ত যোগিগণ তোমাকে হৃদয়স্থিত মনিপুরাখ্য ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, এবং শ্রুত্যভিমানী দেবতা সমদৃষ্টি সম্পন্না আমরা তোমাকে সমরূপেই দেখিতেছি, মদনাবেশত যে সমস্ত ব্রজস্ত্রীগণ তোমাকে পরিচ্ছন্ন শ্রীনন্দনন্দনরূপে ধ্যান করেন, এবং যে সমস্ত শত্রুগণ দ্বেষ্যভাবে স্মরণ করেন, তাঁহাদের সকলকেই আপনি নিজ নিজ ভাবানুসারে আত্মদান করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

২২। এনঃ পূর্বকৃতং যত্তত্রাজানঃ কৃষ্ণবৈরিণঃ।
জহুস্তেঽন্তে তদাত্মানঃ কীটঃ পেস্কৃতো যথা॥ ৭।১০।৩৯

২৩। বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ।১১।১৪ ২৭

নন্থ বৈরিণাং বৈরকৃতে পাপে বিদ্যমানে কথং ভগবদ্ভাব প্রাপ্তি? স্মরণ-মহিম্নৈবেত্যাহ নারদবচনেন। যদেনঃ পাপমিদানীং কৃতং পূর্ব্বং কৃতঞ্চ, তৎ সর্ব্বং বৈরিণোঽপি তদাত্মানঃ কৃষ্ণচেতসো জহুস্তৎস্বরূপঞ্চ প্রাপুঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ যথা কীটঃ পূর্ব্বরূপং বিহায় পেশস্কৃতো ভ্রমরবিশেষস্য ধ্যানেন তদ্রূপতাং যাতি তদ্বৎ॥ ২২॥

যো যৎস্মর্ত্তা স তদ্রূপো ভবতীতি ভগবদ্বচনেনাহ। বিষজ্জতে বিষয়াকারং ভবতি। ময়ি প্রবিলীয়তে মদাকারং ভবতি, প্রশব্দেন ধ্যাতা মৎস্বরূপং প্রাপ্নোতীতি দর্শিতম্। তস্মাৎ সাধূক্তং—সর্ব্বতঃ স্মরণসুখং গরীয়ঃ, স্মর্তৃমাত্রঞ্চ কৃতার্থমিতি॥ ২৩॥

আচ্ছা শ্রীকৃষ্ণবৈরি নৃপতিগণের শত্রুভাবে পাপ সমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শ্রীভগবদ্ সারূপ্য প্রাপ্তি কিপ্রকারে সম্ভব হয়? এতদুত্তরে বলেন শ্রীভগবদ্‌ স্মরণ মহিমাতেই সম্ভব হইয়া থাকে ইহাই নারদ বচনে প্রকাশ করিতেছেন—যথা কীট অর্থাৎ তেলা পোকা যেমন ভ্রমরকে অর্থাৎ কাঁচ পোকাকে শত্রুভাবে চিন্তা করিতে করিতে পূর্বের স্বরূপ ত্যাগ করিয়া পরিশেষে কাঁচ পোকার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত বৈরিনৃপতিগণও শত্রুভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করিতে করিতে বর্ত্তমান কৃত ও পূর্বকৃত সমূহ পাপরাশি দূর করতঃ পরিশেষে কৃষ্ণ সাধর্ম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ২২॥

যে যাঁহার স্মরণ করে, সে সেই স্বরূপই প্রাপ্ত হইয়া থাকে,

২৪। দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রিযুগলং জনতাপবর্গং
ব্রহ্মাদিভির্হৃদিবিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসার-কুপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
ধ্যায়ংশ্চরাম্যনুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ স্যাৎ॥ ১০।৬৯।১৮

অতএব কৃতার্থেনাপি ভগবৎ স্মরণং প্রার্থ্যতে ইতি নারদবচনেনাহ। ভক্তজন-তায়া অপবর্গরূপং কিঞ্চ অতিদুর্লভত্বয়া ব্রহ্মাদিভির্যোগেশ্বরৈরপি হৃদি বিচিন্ত্যং, কিঞ্চ সংসারকূপে পতিতানাম্ উত্তরণায় অবলম্বম্ আশ্রয়ম্। এবম্ভূতং তবাঙ্ঘ্রি-যুগলং ময়া দৃষ্টম্। অতঃ কৃতকৃত্যোঽস্মি। তথাপি তস্য স্মৃতির্যথা স্যাৎ, তথানুগৃহাণ। ততশ্চ তদ্ধ্যায়ন্নেব চরামীতি॥ ২৪॥

ভগবদ্বাক্যে ইহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে, যেমন অনুক্ষণ বিষয়ধ্যানরত পুরুষের চিত্ত বিষয় সমূহে আসক্ত হইয়া পরিণামে বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অনুক্ষণ আমার স্মরণরত পুরুষের চিত্ত আমাতে আসক্ত হইয়া পরিশেষে আমার আকার বা স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমার স্মরণরত ব্যক্তি আমার স্বরূপই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ইহাই প্র শব্দ দ্বারা দেখান হইল। সুতরাং শ্রীভগবৎ স্মরণ সুখই সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, ইহা যথার্থই বলা হইয়াছে, এবং যে কোন প্রকার ভগবৎ স্মরণকারী ব্যক্তিই কৃতার্থ ইহা সুনিশ্চিত॥ ২৩॥

অতএব শ্রীভগবদ্ সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত কৃতার্থ জনও ভগবদ্ স্মরণেরই প্রার্থনা করিয়া থাকেন ইহাই নারদের বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন — হে ভগবন্ যাহা ভক্তগণের মুক্তিপ্রদ, আবার অতিদুর্লভ বলিয়া অসীম জ্ঞান সম্পন্ন ব্রহ্মাদি যোগেশ্বর গণও হৃদয়ে যাহা চিন্তা করিয়া থাকেন।

২৫। আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ১০।৮২।৪৮

এবঞ্চ বিষয়পরিত্যাগাক্ষমৈরপি স্মরণং ন ত্যাজ্যমিতি গোপীবাক্যেনাহ। হে নলিননাভ, তে পদারবিন্দং গেহং জুষাং গৃহসেবিনীনামপি নো মনসি সদা উদিয়াৎ আবির্ভবেৎ, স্বপ্নেঽপি তৎস্মৃতি বিচ্ছেদো মাভূদিতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

আবার যাহা সংসার কূপে পতিত জনগণের উদ্ধারের পক্ষে প্রধান অবলম্বন বা আশ্রয় স্বরূপ। এতাদৃশ ভবদীয় শ্রীচরণ যুগলের অদ্য দর্শন পাইলাম। অতএব আমি আজ কৃতকৃতার্থ হইলাম। তথাপি যাহাতে আমার ঐ স্মৃতি সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে আপনি আমার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহই প্রকাশ করুন, আমি আপনার শ্রীচরণ যুগলের স্মরণ করিতে করিতে বিচরণ করিব ॥ ২৪ ॥

এবং গোপীগণের বাক্যে ও বলিতেছেন— বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ ব্যক্তিরও শ্রীভগবৎ স্মরণ ত্যাগ করা উচিত নয়—হে কমলনাভ! অগাধ জ্ঞান সম্পন্ন ব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণ হৃদয়ে যাহা ধ্যান করিয়া থাকেন, আবার সংসারকূপে পতিত জনগণের উদ্ধারের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ, আমরা গৃহসেবিনী হইলেও তোমার সেই চরণকমল আমাদের মনে সর্ব্বদা উদয় হউক, আমাদের স্বপ্নেও যেন তোমার চরণকমলের স্মৃতি বিস্মরণ না হয় ॥ ২৫ ॥

২৬। তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্।

হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্ ॥ ১১।১৪।২৮

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবল্যাং স্মরণাঙ্গং নাম

ষষ্ঠং বিরচনম্ ॥ ৬ ॥

এবং প্রকরণার্থং শ্রীভগবদ্বচনেনোপসংহরতি। যস্মাদন্যৎ সাধনং তৎফলঞ্চ স্বপ্নমনোরথবৎ অসদভিধ্যানমাত্রং তস্মাৎ তদ্বিহায় ময্যেব মনঃ সমাহিতং কুরু। মদ্ভাবভাবিতং মদ্ভাবেন মদ্ভজনেনৈব শোধিতং, তাবতৈব সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিঃ পরমানন্দশ্চ স্যাদিতি ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলী টীকায়াং কান্তিমালায়াং

ষষ্ঠং বিরচম্ ॥ ৬ ॥

এইরূপে স্মরণাঙ্গ ভক্তি দেখাইয়া প্রকরণের উদ্দেশ্য শ্রীভগবদ্বাক্যের দ্বারা সমাপ্তি করিতেছেন—হে উদ্ধব! তুমি অন্য সাধন ও তাহার ফল স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায় অসদ্ দেহ গেহাদি বিষয়ে অহন্তা ও মমতাভিমান পরিত্যাগ করিয়া আমার স্মরণাঙ্গ ভজনের দ্বারা বিশোধিত সেই মনকে আমাতে অর্পিত কর, তাহাতেই তোমার যাবতীয় অনর্থের নিবৃত্তি ও পরমানন্দলাভ হইবে ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলীর স্মরণাঙ্গ ভক্তিনামক

ষষ্ঠ বিরচন ॥ ৬ ॥

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী

সপ্তমং বিরচনম্

অথ পাদসেবনম্

১। দেবোঽসুরো মনুষ্যো বা যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা।
ভজন্মুকুন্দচরণং স্বস্তিমান্ স্যাদ্ যথা বয়ম্॥ ৭।৭।৫০

২। মৎপ্রাপ্তয়েঽজেশ সুরাদয়ঃ প্রভো
তপ্যন্ত উগ্রং তপ ঐন্দ্রিয়েধিয়ঃ।

অথ পাদসেবনং নিরূপয়িতুং বিরচনমারভতে। তত্র পাদসেবনং নাম পরিচর্য্যা প্রতিমাদৌ। তত্র সর্বোপকারকং ভগবৎপাদারবিন্দ সেবনমিতি প্রহ্লাদবচনেনাহ। ভজন্ সেবমানঃ। স্বস্তিমান্ ইহামুত্র চ॥ ১॥

তত্র ইহলোকে কল্যাণং দর্শয়তি লক্ষ্মীবাক্যেন। মৎপ্রাপ্তয়ে ব্রহ্মাদয় স্তপস্তপ্যন্তে কুর্বন্তি। কথম্ভূতাঃ? ঐন্দ্রিয়ে সুখে ধীর্যেষাম্ অলুক্ সমাসঃ। তথাপি

"অনন্তর পাদসেবনাঙ্গ ভক্তি নিরূপণ"

অনন্তর পাদসেবনাঙ্গ ভক্তি নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে এই বিরচন আরম্ভ করিতেছেন-পাদসেবন—প্রতিমাদিতে পরিচর্য্যা অর্থাৎ আদর পূর্বক দেশকালাদি উচিত সেবা। তন্মধ্যে শ্রীভগবৎ পদারবিন্দের সেবাই সকলের মঙ্গলদায়ক ইহা শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের উক্তিতে প্রকাশ করিতেছেন—দেবতা, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, অথবা গন্ধর্ব যে কেহই হউক না কেন ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের চরণকমল সেবা করিলে আমাদের অর্থাৎ প্রহ্লাদির ন্যায় ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বাবিধ কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে॥ ১॥

পাদসেবনরত জনের ইহলোকেও যে কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বাক্যে তাহা বলিতেছেন—লক্ষ্মীদেবী বলিলেন যে ইন্দ্রিয়-

ঋতে ভবৎপাদ পরায়ণান্ন মাং
বিন্দন্ত্যহং ত্বদ্ধৃদয়া যতোঽজিত ॥ ৫।১৮।২২

৩। ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিল-সত্ত্বধাম্নি
সমাধিনাবেশিত চেতসৈকে।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎ-কৃতেন
কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্ ॥ ১০।২।৩০

ভবৎ পাদপরায়ণাদৃতে ন মাং বিন্দন্তি, মৎকটাক্ষবিলসিতা বিভূতি র্ন লভ্যন্তে ইত্যর্থঃ। যতস্তয্যেব হৃদয়ং যস্যাঃ সাহং ত্বৎপরতন্ত্রত্বাৎ ত্বদনুবর্ত্তিনমেব বিলোকয়ামি নান্যমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

পরত্রাপি স্বস্ত্যাহ ব্রহ্মাদিবচনেন। একে কেচিদেব মুখ্যা বিবেকিনঃ সমাধিনা ত্বয়ি সমাবেশিতচেতসাপি ত্বৎপাদপোতেন ত্বচ্চরণরূপেণ পোতেনৈব ত্বৎসেবয়েত্যর্থঃ, ভবাব্ধিং গোবৎস পদং কুর্ব্বন্তি, অনায়াসেন তরন্তীত্যর্থঃ। কথম্ভূতেন পাদপোতেন? মহৎকৃতেন মহদ্ভিঃ কৃতেন সেব্যতয়া সম্পাদিতেন, যদ্বা ইদমপি মায়াময়মিত্যনাদরং পরিত্যজ্য ইদমেব মহৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টমিতি মনসি কৃতেন বহুমতেনেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ভোগ্য ঐশ্বর্য্যসুখে বুদ্ধি স্থাপন করিয়া ব্রহ্মা, শিব ও অপরাপর দেবগণ ও অসুরগণ প্রভৃতি আমার কৃপাদৃষ্টি লাভের নিমিত্ত উগ্র তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু হে অজিত! আপনার শ্রীচরণ আশ্রয় ব্যতীত অপর কেহই আমার ঐশ্বর্য্যরূপ কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হন না, কারণ আপনাতেই আমার চিত্ত নিবেশিত রহিয়াছে, অতএব আমি আপনার অধীন বলিয়া আপনার অনুগত জনকেই কৃপা করিয়া থাকি, সুতরাং আপনার শ্রীচরণ যুগলের সেবা বিহীন জনকে আমি কৃপা করি না ইহা সুনিশ্চিত ॥ ২ ॥

শ্রীভগবৎ পাদসেবনরত জন পরলোকেও মঙ্গললাভ করিয়া থাকেন

৪। অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ ১০।১৪।২৯

নন্বু কথং তত্ত্বজ্ঞানং বিনা পাদসেবনমাত্রেণ ভবাব্ধেস্তরণম্? সত্যং তদপি **অস্মাদেবেত্যাহ** ব্রহ্মবাক্যেন। অথাপি যদ্যপি তত্ত্বজ্ঞানস্যাপি বহূনি সাধনানি **সন্তি.** তথাপি হে দেব! সেব্যমানস্য তে তব পদাম্বুজদ্বয় মধ্যে একদেশস্যাপি যঃ প্রসাদলেশোঽপি তেনানুগৃহীত এব ভগবতস্তব যো মহিমা তস্য তত্ত্বং জানাতি। হে ভগবন্! তে মহিম্নঃ তত্ত্বমিত বা। **অন্যস্ত্বেকেঽসঙ্গোঽপি** চিরমপি বিচিন্বপি অতদংশাপবাদেন বিচারয়ন্ অপীত্যর্থঃ। যোগাভ্যাসরতোঽপি তত্ত্বং ন জানাতি, ত্বৎপাদসেবী তু জানাত্যেবেতি হি শব্দার্থঃ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মাদি দেবতাগণের বাক্যে তাহা দেখাইতেছেন—হে কমললোচন! অখিলসত্ত্বগুণের আশ্রয়স্বরূপ আপনাতে সমাধি দ্বারা চিত্ত নিবেশ করতঃ মুখ্য বিবেকীগণ সেই চিত্ত দ্বারা আপনার চরণতরীকে সেব্যরূপে অঙ্গীকার পূর্বক এই ভবসাগরকে গোবৎসপদের ন্যায় তুচ্ছ মনে করিয়া অনায়াসে পার হইয়া যান, ঐ শ্রীচরণতরী কিরূপ? যাহা মহৎগণ কর্ত্তৃক সেব্যরূপে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত অথবা ইহা শিলাদি এইরূপ মায়িক বুদ্ধি পরিত্যাগ করত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অর্চ্চাবতাররূপে আরাধিত॥ ৩ ॥

আচ্ছা তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত শ্রীভগবৎপাদসেবা দ্বারা কি প্রকারে সংসার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবে? সত্য, কিন্তু সেই তত্ত্বজ্ঞানও শ্রীভগবৎ পাদসেবা হইতেই হইয়া থাকে। ইহাই ব্রহ্মার বাক্যে বিবৃত করিতেছেন—যদিও তত্ত্বজ্ঞান লাভের বহুবিধ সাধন বিদ্যমান রহিয়াছে—তথাপি হে দেব! সেই সমস্ত সাধনের দ্বারা তত্ত্বানুসন্ধান করিলেও

৪। ক। ন যৎ প্রসাদাযুতভাগলেশ-
মন্যে চ দেবা গুরবো জনাঃ স্বয়ম্।
কর্ত্তুং সমেতাঃ প্রভবন্তি পুংস-
স্তমীশ্বরং ত্বাং শরণং প্রপদ্যে ॥৮।২৪।৪৯

অপি চ ত্বচ্চরণারবিন্দয়োর্যঃ প্রসাদস্তস্মাৎ যদ্ভবতি তৎ কুতোঽপি ন ভবতীতি কৈমুতিকন্যায়েন সত্যব্রতস্য রাজ্ঞো বচনেনাহ। যৎ প্রসাদস্যাযুতভাগস্তস্য লেশম-প্যন্যে দেবাদয়ঃ স্বয়ং তন্নিরপেক্ষাঃ সন্তঃ সর্বে সমেতা অপি কর্ত্তুং ন প্রভবন্তি ॥৪।ক।

সেবনীয় আপনার পাদপদ্মদ্বয়ের মধ্যে একদেশেরও যিনি যৎকিঞ্চিৎ অনুগ্রহে অনুগৃহীত, সেই ব্যক্তিই আপনার যে মহিমা তাহার তত্ত্ব বা স্বরূপ কথঞ্চিৎ অনুভব করিয়া থাকেন ইহা নিশ্চয়। হে ভগবন্! তদ্ব্যতীত অন্য কোনও মহৎ ব্যক্তি নিঃসঙ্গ ভাবে অবস্থিত হইয়া আপনার তত্ত্ব কি প্রকার ও কি পরিমাণ ইহা বহুকাল বেদান্তাদি শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা 'নেতি নেতি' বিচার করিয়া ও যোগাভ্যাস দ্বারা অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারে না। কিন্তু ভবদীয় পাদপদ্ম সেবারত জন সেই তত্ত্ব অনায়াসেই অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ৪ ।

এবং আরও বলিতেছেন যে শ্রীভগবৎ চরণারবিন্দের প্রসাদে যাহা লভ্য হইয়া থাকে তাহা আর অন্য কোথা হইতেও লাভ করা যায় না, কৈমুতিক ন্যায়ে সত্যব্রত রাজার বাক্যে তাহা প্রকাশ করিতেছেন সত্যব্রত রাজা বলিলেন সকল দেবতাবর্গ, পিত্রাদি, সকল গুরুবর্গ ও সমগ্র নৃপবর্গ ইহারা স্বয়ং অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে ভগবৎ নিরপেক্ষ হইয়া অথবা সকলে একত্রে মিলিত হইয়াও যে শ্রীভগবানের অনুগ্রহের একাংশও জনকল্যাণ করিতে পারে না, আমি সেই সর্ব্বেশ্বর তোমার শ্রীচরণ কমলে শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৪ ॥ ক।

৫। মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যাল-ভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
তৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥ ১০ ৩।২৭

তত্ত্বজ্ঞানস্য ফলঞ্চ সর্ব্বতো ভয়নিবৃত্তিরপি ভগবৎপাদসেবাসাধ্যৈবেতি দেবকীবাক্যেনাহ। মৃত্যুরেব ব্যালঃ সর্পস্তস্মাদ্ভীতো লোকান্ পলায়মানঃ সন্ নির্ভয়ং ভয়াভাবং নাধ্যগচ্ছৎ সর্ব্বলোকানাং কালগ্রস্তত্বাৎ। ত্বৎপাদাব্জন্তু যদৃচ্ছয়া কেনাপি ভাগ্যোদয়েন সেব্যতয়াপ্রাপ্য হে আদ্য! স্বস্থঃ শেতে নির্ভয়ো ভবতীত্যর্থঃ। যতোহস্মাৎ ত্বৎপাদসেবনাৎ মৃত্যুরপৈতি। যদ্যেবং তদা নর-ব্যাঘ্রাদিভ্যো ভয়ং ন ভবতীতি কিং বাচ্যম্ ॥ ৫ ॥

তত্ত্বজ্ঞানের ফল সর্বতোভাবে ভয় নিবৃত্তি, তাহাও শ্রীভগবৎ পাদসেবা দ্বারাই হইয়া থাকে, ইহাই শ্রীদেবকীদেবীর বাক্যে ব্যক্ত করিতেছেন হে আদ্য! সর্ব্বকারণ কারণ মরণধর্ম্মশীল লোক মৃত্যুরূপ কালসর্পের ভয়ে নিতান্ত ভয়াকুল, সুতরাং স্বয়ং রক্ষা পাইবার নিমিত্ত পলায়ন পরায়ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত লোকেই গমন করিয়া থাকে, কিন্তু কালসর্প সমস্ত লোকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে বলিয়া কোথায়ও নির্ভয় হইয়া থাকিতে পারে না, সর্ব্বদা অশান্তিতে অবস্থান করিয়া থাকে; তখন পরম কৃপালু ভবদীয় ভক্ত কালভয়ে ভীত জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া কৃপা পরবশ হইয়া তোমার পাদ-পদ্মকে সেব্যরূপে-প্রদান করেন, তিনি তখন আপনার চরণকমলের সেবা পাইয়া নির্ভয়ে অবস্থান করেন, যেহেতু আপনার পাদপদ্মের সেবার ফলে তাহার নিকটে মৃত্যুরূপ কাল সর্প আসিতে পারে না, অর্থাৎ মৃত্যু তাহার নিকট হইতে বহু দূরে পলায়ন করে, সুতরাং যখন মৃত্যুরূপ কাল সর্প দূরে পলায়ন করে তখন

৬। তস্মাদ্রজোরাগবিষাদমন্যু-
মানস্পৃহাদৈন্য-ভয়াধিমূলম্ ।
হিত্বা গৃহং সংসৃতি চক্রবালং
নৃসিংহপাদং ভজতাকুতোভয়ম্ ॥ ৫।১৮।১৪

৭। অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং
হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন ।

তদেবাকুতোভয়ত্বং প্রহ্লাদবচনেনাহ। রজ আদিভির্য আধির্মনস্তাপস্তস্য মূলং গৃহং হিত্বা। কথম্ভূতং গৃহম্? সংসৃতেঃ সংসারস্য চক্রবালং মণ্ডলং, যতঃ পুনঃ পুনঃ সংসারমণ্ডলে ভ্রমির্ভবতীত্যর্থঃ। অকুতোভয়ং নৃসিংহপাদং ভজত সেবধ্বম্ ॥ ৬ ॥

নন্বু কস্মাৎ তর্হি সর্ব্বে তৎপাদাম্বুজং ন ভজন্তে, যতো মুচ্যন্তে? তন্মায়া-মোহিতত্বাদেবেত্যাহ উদ্ধববাক্যেন। যস্মাৎ পাদসেবনাদন্যত্র বিষীদন্তি, অথাত

মনুষ্য, ব্যাঘ্রাদি হইতে যে ভয় তাহা দূরে পলায়ন করিবে ইহা ত বলাই বাহুল্য মাত্র ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবৎ পাদসেবা দ্বারা যে সর্বতো ভাবে অকুতোভয়ত্ব বা নির্ভয়ত্ব লাভ হয় তাহা শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যে অভিব্যক্ত করিতেছেন – অতএব হে অসুরগণ! যেহেতু গৃহই তৃষ্ণা, রাগ, অর্থাৎ অভিনিবেশ, বিষাদ, ক্রোধ, মান, স্পৃহা, ভয়, দৈন্য ও মন পীড়ার নিদান, এবং তাহা হইতেই পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদিরূপ সংসার মণ্ডলে ভ্রমণ কখনও বিচ্ছেদ ঘটে না। সুতরাং তাদৃশ গৃহ পরিত্যাগ করতঃ তোমরা অকুতোভয় শ্রীনৃসিংহ দেবের শ্রীপাদ পদ্মই সেবা কর। ৬।

আচ্ছা তাহা হইলে সকলেই কেন শ্রীভগবৎ পাদপদ্মের সেবা করে না, যেহেতু ভগবৎ পাদ পদ্মের সেবা হইতেই যখন সংসার হইতে মুক্ত

সুখং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্ম্মভি-
স্ত্বন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ ॥ ১১।২৯।৩

অতএব যে হংসাঃ সারাসারবিবেকচতুরাস্তে তু আনন্দদুঘং সমস্তানন্দপরিপূরকং তব পদাম্বুজমেব সুখং যথা ভবতি তথা নু নিশ্চিতং শ্রয়েরন্ সেবন্তে, অমী তু বিষয়িণস্ত্বন্মায়য়া বিহতা যোগকর্ম্মভির্মানিনঃ সন্তো ন শ্রয়ন্তে। যদ্বা অমী ত্বদ্ভক্তা-স্ত্বন্মায়য়া ন বিহতাঃ, অতএব যোগকর্ম্মভিঃ কৃত্বা মানিনো ন ভবন্তি। অন্যে তু ত্বন্মায়য়া মোহিতাঃ সন্তো 'বয়ং যোগজ্ঞাঃ কর্ম্মকুশলাঃ, ইতি কেবলং গর্ববন্তো ভবন্তি ন মুচ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

হওয়া যায়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীভগবৎ মায়ায় মোহিত বলিয়াই ভগবৎ পাদপদ্মের সেবা সৌভাগ্য সকলের ভাগ্যে ঘটে না, ইহাই শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের বচনে অভিব্যক্ত করিতেছেন। যেহেতু শ্রীভগবৎ পাদসেবা না করিয়া যোগাদিমার্গে বিচরণকারী ব্যক্তিরা কেবল দুঃখ ভোগই করিয়া থাকে, অতএব হে কমললোচন! হে বিশ্বেশ্বর! যাঁহারা সার ও অসার বিবেচনাকারী চতুরব্যক্তি তাঁহারা সমস্ত আনন্দের পরিপূরক তোমার চরণ কমলকেই পরমানন্দে নিশ্চিত-রূপে আশ্রয় করিয়া থাকেন কিন্তু যাঁহারা বিষয়ী তাঁহারা তোমার দৈব মায়ায় বিমোহিত হইয়া তোমার পাদপদ্মের সেবা করেন না। অথবা তোমার পাদপদ্মের সেবারত ভক্তগণ তোমার মায়ায় অভিভূত না হইয়া তাঁহারা যোগ ও কর্ম্মাদি করিয়াও সতত নিরভিমানী। আর তোমার চরণকমলের সেবা বিমুখ ব্যক্তিরা তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া 'আমরা যোগী আমরা কর্ম্মী' ইত্যাদি বলিয়া কেবল অভিমানে গর্ব করিয়া থাকেন। সুতরাং সেই গর্বিত যোগী প্রভৃতি কর্ম্মিগণ সংসার হইতে কখনও উত্তীর্ণ হইতে পারেন না ॥৭

৮। কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং
ষড়্‌বর্গনক্রমসুখেন তিতীরষন্তি।
তৎ ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং
কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্‌ ॥ ৪।২২।৪০

৯। কস্তং পদাব্জং বিজহাতি পণ্ডিতো
যস্তেঽবমানব্যয়মান-কেতনঃ।

নন্বু বহবঃ শ্রেয়োমার্গাঃ সন্তি তৎ কথময়মেব সারঃ? তত্রাহ সনৎকুমারবাক্যেন। অপ্লবেশাং ন প্লবস্তরণহেতুর্হরি ঈশে যেষাং তেষাং, মহানিহ দুস্তরতরণে কৃচ্ছ্রঃ ক্লেশঃ। তে হি অসুখেন যোগাদিনা ইন্দ্রিয়ষড়্‌বর্গগ্রাহং ভবার্ণবং তিতীর্ষন্তি। তৎ তস্মাৎ ত্বং হে রাজন্‌ পৃথো! উড়ুপং প্লবম্‌। দুস্তরার্ণং দুস্তরার্ণবমিত্যর্থঃ ॥৮॥

তস্মাৎ ভগবৎপাদসেবা ন ত্যাজ্যেতি ভবদ্ভির্নিত্যমিদং জপ্তব্যমিতি প্রচেতসঃ প্রতি রুদ্রবাক্যেনাহ। কঃ পণ্ডিতশ্চেদ্‌ তদা তব বিষ্ণোঃ পদাব্জং ত্যজেৎ।

আচ্ছা মঙ্গল লাভের জন্য ত বহুবিধ পথ রহিয়াছে, তবে কেন শ্রীভগবৎ পাদসেবাই সার পথরূপে নির্দ্ধারিত হইল? ইহার উত্তরে শ্রীসনৎকুমারের বাক্য দেখাইতেছেন যাহারা কর্ণধার না লইয়া বা সমর্থ নৌ চালক না লইয়া এই সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে চাহেন তাহাদের মহাকষ্ট ত হইবেই, অধিকন্তু তাহারা মহা দুঃখদায়ী যোগাদি দ্বারাই ইন্দ্রিয় ষড়্‌বর্গরূপ নক্রমকরাদির দ্বারা পরিব্যাপ্ত সংসার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে চাহেন, ইহাতে তাহাদের দুঃখের অবধি নাই। সুতরাং হে পৃথো আপনি ভগবান্‌ শ্রীহরির ভজনীয় শ্রীচরণতরীকেই সেব্যরূপে আশ্রয় করিয়া বিপদ সঙ্কুল সংসার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হউন ॥৮॥

অতএব শ্রীভগবৎ পাদসেবা আপনাদের ত্যাগ করা উচিত নয়, এই পাদ সেবা নিত্যই পুনঃ পুনঃ করণীয় ইহা প্রচেতোগণের প্রতি

বিশঙ্কয়াস্মদ্ গুরুরর্চ্চতি স্ম যদ্
বিনোপপত্তিং মনবশ্চতুর্দ্দশ ॥৪।২৪।৬৭

১০। যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃতা সরিৎ ॥৪।২১।৩১

কথম্ভূতঃ? যস্তবাবমানোঽনাদরস্তেন ব্যয়মানং কেতনং শরীরং যস্য সঃ, ত্বামনাদ্রিয়মাণস্য বৃথৈব দেহব্যয় ইত্যর্থঃ। যৎ পদাব্জম্ অস্মাকং গুরুর্ব্রহ্মা অর্চ্চতি স্ম। বিশঙ্কয়া নাশশঙ্কয়া, বিনোপপত্তিং দৃঢ়বিশ্বাসেন, মনবশ্চার্চ্চয়স্তি স্ম ॥ ৯ ॥

কিঞ্চাস্তু সেবা, তদভিরুচিরপি শ্রেয়সীত্যাহ পৃথুবচনেন। যস্য পাদয়োঃ সেবায়ামভিরুচিস্তপস্বিনাং সংসারতপ্তানাম্ অশেষৈর্জন্মভিঃ উপচিতং সংবৃদ্ধং ধিয়ো মলং সদ্যঃ ক্ষিণোতি। কথম্ভূতা? অহন্যহনি এধতী বর্দ্ধমানা সতী সাত্ত্বিকী তৎপাদসম্বন্ধস্যৈব এষ মহিমেতি দৃষ্টান্তেনাহ, যথেতি সরিন্নদী গঙ্গা ॥১০॥

শ্রীরুদ্রদেবের বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন—কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি আপনার অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর পাদ পদ্মের সেবা পরিত্যাগ করিবে? প্রভো আপনার চরণ কমল কিরূপ ব্যক্তি ত্যাগ করে? তোমার প্রতি অনাদর করিয়া যাহারা দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে তোমার চরণ কমলের অনাদরকারী সেই সমস্ত মানবের দেহ বৃথাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, কেবল তাহারাই ত্যাগ করে। যেহেতু আমাদের গুরু ব্রহ্মাও তোমার চরণ কমলকে পূজা করিতেছেন এবং বিনাশ শঙ্কা-করিয়া দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে বা বিনা যুক্তিতে চতুর্দ্দশ মনুও তোমার পাদপদ্মের সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

আরও বলিতেছেন যে শ্রীভগবৎ চরণ কমলের সেবার কথা দূরে

১১। বিনির্ধুতাশেষমনোমলঃ পুমান্
অসঙ্গবিজ্ঞানবিশেষবীর্য্যবান্ ।
যদঙ্‌ঘ্রিমূলে কৃতকেতনঃ পুন-
র্ন সংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে ॥ ৪।২১।৩২

এতৎফলমাহ। যস্য বিষ্ণোরঙ্‌ঘ্রিমূলে *কৃতকেতন কৃতাশ্রয়া, তৎসেবকঃ সন্নিত্যর্থঃ। বিনির্ধুতা অশেষা মনমলা যস্য, অসঙ্গো বৈরাগ্যং তস্য বিজ্ঞানস্য বিশেষঃ সাক্ষাৎকারস্তদেব বীর্য্যং বিদ্যতে যস্য স সংসৃতিং ন প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ। এবম্ফলা মনঃশুদ্ধির্ভগবৎপাদসেবাভিরুচিমাত্রেণ ভবতি ন চান্য-থেত্যভিসন্ধিঃ ॥ ১১ ॥

থাক, পাদসেবার অভিরুচিও পরমকল্যাণ প্রদা ইহাই শ্রীপৃথু মহারাজের বাক্যে দেখাইতেছেন—শ্রীবিষ্ণুর চরণ কমলের সেবাতে যে সাত্ত্বিকী অর্থাৎ একনিষ্ঠা অভিরুচি ইহা শ্রীভগবৎপাদাঙ্গুষ্ঠ বিনিসৃতা গঙ্গার ন্যায় প্রত্যহ বর্দ্ধিত হইয়া সংসার তপ্ত জীবের অশেষ জন্মের সঞ্চিত চিত্ত মল সদ্যই দূরীভূত করিয়া থাকে। উহা শ্রীভগবৎ চরণ কমলের সম্বন্ধেরই মহিমা জানিতে হইবে ॥ এই অভিপ্রায়ে গঙ্গার দৃষ্টান্ত ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবৎ পাদসেবার ফল বলিতেছেন যাঁহারা শ্রীভগবানের পাদমূল আশ্রয়কারী অর্থাৎ তাঁহার সেবক, সেই সমস্ত পুরুষের মানসিক সর্বপ্রকার মালিন্য দূরীভূত হয়, বিষয় বৈরাগ্য এবং বিজ্ঞান বিশেষ সাক্ষাৎকার হয় অর্থাৎ শ্রীভগবৎ মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যাদির অনুভব হয়, তাহাতে আনুসঙ্গে তাঁহার দুঃখ প্রবাহরূপ সংসারও নাশ হয়। শ্রীভগবৎ পাদ সেবা অভিরুচি মাত্রে যে প্রকার মনঃ শুদ্ধি হয়, তদ্রূপ অন্য কোন উপায়ে হয় না ইহাই অভিপ্রায় ॥ ১১ ॥

১২। কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পদ্মমধুলিড্ ন পুনর্বিসৃষ্ট
মায়াগুণেষু রমতে বৃজিনাবহেষু।
অন্যস্তু কামহত আত্মরজঃ প্রমাষ্টু-
মীহেত কর্ম্ম যত এব রজঃ পুনঃ স্যাৎ ॥ ৬।৩।৩৩

১৩। তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।

নহু কর্ম্মণাপি মনঃশুদ্ধির্ভবতি? তত্রাহ যমবচনেন যঃ কৃষ্ণস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মে মধুলিট্ ভ্রমরঃ তৎসেবক ইত্যর্থঃ, স বিশেষতঃ সৃষ্টা মায়াগুণা বিষয়া যেষু বৃজিনাবহেষু বৃজিনমাত্রপ্রদেষু গৃহেষু ন রমতে। অন্যস্তু কামহতঃ কামোপপ্লুত আত্মনো রজঃ প্রমাষ্টুং কর্ম্মৈবেহেত, যতঃ কর্ম্মণঃ পুনঃ রজ এব স্যাৎ। তস্মাৎ পাদসেবনমেব শ্রেষ্ঠমিতি ভাবঃ ॥১২॥

তদেব ব্রহ্মবাক্যেন স্পষ্টয়তি। যত এবং তৎ তস্মাদ্ধেতোঃ স ভূরিভাগস্তদ্ভূরিভাগ্যম্। যদ্বা ভাগোঽংশঃ। অয়মর্থঃ—ত্বৎপ্রসাদদায়স্য অনৈরন্যৎ গৃহীতং, মম

আচ্ছা কর্ম্মের দ্বারাও ত চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে, তখন শ্রীভগবৎ পাদ সেবা কি প্রয়োজন? এই আশঙ্কায় যমবাক্যের দ্বারা উত্তর দিতেছেন। যে ব্যক্তি একটি বারও শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলের মধুপানকারী ভ্রমর অর্থাৎ সেবক হন, তিনি পুনরায় দুর্গতি মাত্র প্রদ মায়িক বিষয় বা গৃহাদিতে আনন্দ পান না। কিন্তু যিনি উক্ত রসাস্বাদে বিমুখ তিনি কামাভিভূত হইয়া স্বীয় পাপ মোচনের জন্য প্রায়শ্চিত্তরূপ সেই কর্ম্মই করিতে থাকে, যাহাতে আবার পাপই হয়, কেন-না তাঁহার ত চিত্ত শুদ্ধিই হয় নাই, উপরন্তু রজগুণের বৃদ্ধি পাইয়া পুনরায় সেই দুর্গতি-প্রদ গৃহেই আসক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীভগবৎ চরণ কমলের সেবাই শ্রেষ্ঠ জানিতে হইবে ॥ ১২ ॥

পুনরায় সেই শ্রীভগবদ্ চরণকমলের সেবাই ব্রহ্মার বাক্যে স্পষ্ট

যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥ ১০।১৪।৩০

১৪। সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশোমুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্ ॥ ১০।১৪।৫৮

ত্বম্মেবাংশঃ। অত্র ভবে ব্রহ্মজন্মনি তিরশ্চামপি মধ্যে যজ্জন্ম তস্মিন্ বা যেন ভাগ্যেন ভবদীয়ানাং জনানামেকোঽপি কশ্চিদপি ভূত্বা তব পাদপল্লবং নিষেবে অত্যর্থং সেবে ॥ ১৩॥

অত্র পুনঃ পাদপল্লব সেবনফলমাহ তদ্বাক্যেনৈব। পুণ্যং যশো যস্য স পুণ্য যশাঃ স চাসৌ মুরারিশ্চেতি তস্য পদপল্লব এব প্লবস্তং সম্যগাশ্রিতাঃ সেবমানাঃ।

করিতেছেন যেহেতু শ্রীভগবৎ চরণ কমলের সেবাই শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু পাদসেবা প্রার্থনা মহদ্ভাগ্যই বলিতে হইবে। অথবা "ভূরিভাগ" এই ভাগ শব্দের অর্থ অংশ। মর্ম্মার্থ এই যে তোমার কৃপাভাগী কোন ব্যক্তি তোমার পাদসেবা ব্যতীত হয়ত অন্য কিছু গ্রহণ করিতে পারে, আমার কিন্তু তোমার পাদ সেবার অংশই জানিও। অতএব হে নাথ! সর্ববকাম পরিপূরক! আমি প্রার্থনা করিতেছি যে এই ব্রহ্মজন্মেই হোক, কিম্বা মনুষ্য জন্মেই হোক, অথবা পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ-যোনিতেই জন্ম হোক, আমার সেইরূপ মহদ্ভাগ্যই যেন হয় যাহাতে আমি আপনার ভক্তগণের মধ্যে যে কোন একজন হইয়া আপনার পাদ পল্লবের সেবা সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি ॥ ১৩ ॥

পুনরায় ব্রহ্মার বাক্যে সেই পাদপল্লবসেবার ফল বলিতেছেন— পবিত্রকীর্ত্তি কিম্বা পরমোত্তম অঘাসুরাদি মোচন লক্ষণ যশঃশালী

১৫। লব্ধা জনো দুর্লভমত্র মানুষং
কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোঽনঘ।
পাদারবিন্দং ন ভজত্যসন্মতি-
র্গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ ॥১০।৫১।৪৬

মহতাং পদমাশ্রয়ং, যদ্বা মহচ্চ তৎপদঞ্চেতি ভিন্নং পদম্। তেষাং ভবাম্বুধির্বৎস-পদমাত্রং ভবতি। কিঞ্চ পরং পদং শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যং পদং স্থানং ভবতি। বিপদাং-যৎপদং বিষয়স্তৎ পুনঃ কদাচিদপি তেষাং ন ভবতি, ন ততঃ পুনরাবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

এবমন্বয়ফলমুক্ত্বা ব্যতিরেকে নিন্দামাহ মুচুকুন্দবাক্যেন। অত্র কর্ম্মভূমৌ। অব্যঙ্গমবিকলাঙ্গম্। কিঞ্চ অসতি বিষয়সুখে শূকরাদিসাধারণী মতির্যস্য। গৃহমেবান্ধকূপস্তস্মিন্ পতিতঃ যথা পশুস্তৃণলুব্ধোঽন্ধকূপে পততীতি ॥ ১৫ ॥

মুরারি শ্রীকৃষ্ণের পাদপল্লব ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি নিখিল দেবের আশ্রয়ভূত সেই পাদ পল্লবরূপ ভেলাকে অর্থাৎ নৌকাকে যে সকল ব্যক্তি নিষ্কপট-ভাবে সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট দুস্তর সংসার সমুদ্র ও গোবৎস পদতুল্য অতি তুচ্ছ হইয়া থাকে, আবার পরমপদ নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবন বৈকুণ্ঠাদি তাঁহাদের আশ্রয় স্থান হয়, পরন্তু বিপদাস্পদের বিষয় যাহা তাঁহাদিগের কদাচ তাহা হয় না। অর্থাৎ পুনরায় তাঁহাদের এই মর্ত্ত্য ভূমিতে কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয় না ॥ ১৪ ॥

এইরূপে অন্বয়মুখে শ্রীভগবৎ পাদসেবার ফল বলিয়া ব্যতিরেক মুখে ভগবৎপাদ সেবা বিমুখ জনকে মুচুকুন্দের বাক্যে নিন্দা করিতেছেন হে অনঘ! যৎকিঞ্চিৎ সেবায় সর্ব্বদুঃখ নিবর্ত্তক! যে ব্যক্তি এই কর্ম ভূমি ভারতে সৌভাগ্যক্রমে দুর্লভ অবিকলাঙ্গ মানবদেহ অনায়াসে লাভ করিয়াও তোমার পাদপদ্ম সেবা করে না, অথচ গ্রাম্য পশু

১৬। বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদর-বিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ
প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥৭।৯।১০

নন্বু মা সেবতাং ভগবৎপাদৌ, কিন্তাবতা, স্বধর্ম্মাচরণেনৈব কৃতার্থঃ স্যাৎ? তত্র কৈমুতিকন্যায়েনাহ প্রহ্লাদবচনেন। বিপ্রাদপি ধর্ম্মসত্যদমতপোঽমাৎসর্য্যহ্রীতিতিক্ষানসূয়াযজ্ঞদানধৃতিশ্রুতানি যে দ্বাদশগুণাস্তৈর্যুক্তাদপি অরবিন্দনাভস্য পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং মন্যে। কথম্ভূতম্? তস্মিন্ অরবিন্দনাভে অর্পিতা মন আদয়ো যেন। ঈহিতং কর্ম্ম। বরিষ্ঠত্বে হেতুঃ—স এবম্ভূতঃ শ্বপচঃ সর্ব্বং কুলং পুনাতি। ভূরিঃ প্রচুরো মানো যস্য স ভূরিমানো ব্রাহ্মণ আত্মানমপি ন পুনাতি, কুতঃ কুলম্। যতো ভগবদ্ পাদসেবাহীনস্যৈতে গুণা গর্ব্বায়ৈব ভবন্তি, ন তু শুদ্ধয়ে। অতো যঃ তদ্‌হীনঃ স হীন ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

শূকরাদির ন্যায় কেবল অসৎবিষয় সুখেতেই নিবিষ্ট চিত্ত, পশু যেরূপ তৃণ লোভে লুব্ধ হইয়া অন্ধকূপে পতিত হয় তদ্রূপ গৃহই অন্ধকূপ, বিষয়রূপ তৃণ লোভী মনুষ্য পশু, অর্থাৎ শ্রীভগবৎ পাদসেবা বিহীন বিষয়িগণ শুকরাদি পশুর ন্যায় গৃহান্ধকূপেই পতিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

আচ্ছা শ্রীভগবদ্ পাদসেবা না করুক, তাহাতে বা কি প্রয়োজন? কেন না স্বধর্ম্মাচরণের দ্বারাও ত কৃতার্থ হইতে পারে? এই আশঙ্কার উত্তরে কৈমুতিক ন্যায়ে শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্য বিবৃত করিতেছেন—আমি মনে করি ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপ, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, ও বিদ্যা প্রভৃতি দ্বাদশগুণে বিভূষিত যে বিপ্র তিনিও যদি অরবিন্দনাভ শ্রীহরির চরণারবিন্দের সেবা বিমুখ হন, তবে তাহার

১৭। তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ
পাদারবিন্দমকরন্দ-রসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্। ৬।৩।২৮

ন কেবলং হীনঃ, যমযাতনা পাত্রমপি স এব ইত্যাহ যমবাক্যেন। অসতো-দুষ্টান্ তানেবাহ মুকুন্দপাদারবিন্দয়োর্যো মকরন্দরূপো রসঃ সেবাসুখং তস্মাদ্ বিমুখান্। কথম্ভূতাৎ তদ্রসাৎ? নিষ্কিঞ্চনৈরজস্রং জুষ্টাৎ। তেষাং বিমুখানাং জ্ঞাপকমাহ, নিরয়বর্ত্মনি স্বধর্ম্মেণাপি শূন্যে গৃহে বদ্ধা তৃষ্ণা যৈস্তান্॥ ১৭॥

অপেক্ষা চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, কেন না সেই চণ্ডালের মন, বাক্য, কর্ম্ম অর্থ ও প্রাণ শ্রীভগবানেই অর্পিত, সুতরাং তিনি সমস্ত কুলকে পবিত্র করেন। কিন্তু মহা অহঙ্কারী ঐ ব্রাহ্মণ নিজেকেও পবিত্র করিতে পারে না। আর কুলের ত কথাই নাই। যেহেতু শ্রীভগবদ্ পাদ সেবা বিহীন জনের সেই গুণ সমুদায় কেবল মাত্র গর্বের নিমিত্ত হইয়া থাকে, পবিত্রের জন্য নয়। অতএব শ্রীভগবদ্ পাদসেবা বিহীন অভিমানী জনই জগতের মধ্যে একমাত্র হীন জানিতে হইবে॥ ১৬॥

শ্রীভগবদ্ পাদসেবা বিহীন ব্যক্তি কেবল হীনই নয় পরন্তু সেই ব্যক্তি যমযাতনার পাত্রও হইয়া থাকে, ইহাই যমরাজের বাক্যে বলিতেছেন—ওহে দূতগণ! নিঃসঙ্গ ও নিষ্কিঞ্চন ভাগবত পরমহংসগণ নিরন্তর প্রীতি পূর্ব্বক যাঁহার সেবা করেন। সেই শ্রীমুকুন্দ পদারবিন্দের মকরন্দরূপ রসাস্বাদনের সেবাসুখে যাঁহারা বিমুখ তাঁহারাই অসাধু এবং স্বধর্মের অনুষ্ঠান শূন্য নরকের পথস্বরূপ গৃহেই যাহাদের মহা লালসা তাহাদিগকেই দণ্ডের নিমিত্ত আনয়ন করিবে॥১৭॥

১৮। দেবদত্তমিমং লব্ধ্বা নৃলোকমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যো নাদ্রিয়েত ত্বৎপাদৌ স শোচ্যো হ্যাত্মবঞ্চকঃ॥ ১০।৬৩।৪১

১৯। ত্বৎপাদুকে অবিরতং পরি যে চরন্তি
ধ্যায়ন্ত্যভদ্রনশনে শুচয়ো গৃণন্তি।
বিন্দন্তি তে কমলনাভ ভবাপবর্গ-
মাশাসতে যদি ত আশিষ ঈশ নান্যে॥ ১০।৭২।৪

কিঞ্চ জীবন্মৃতা এব তে ইত্যাহ রুদ্রবাক্যেন। ইমমব্যঙ্গং নৃলোকং মানুষ-শরীরং দেবেন ত্বয়ৈব দত্তং লব্ধাপি নাদ্রিয়েত ত্বৎপাদৌ ॥ ১৮ ॥

যস্তু ত্বৎপাদসেবী স কৃতার্থ ইত্যাহ যুধিষ্ঠির বাক্যেন। ত্বৎপাদুকেপরি-চরন্তীতি যচ্ছব্দব্যবধানমার্ষম্। যে পরিচরন্তি দেহেন, সেব্যতয়া ধ্যায়ন্তি মনসা, তথা গৃণন্তি বাচা। কথম্ভুতে? অভদ্রস্য নশনে নাশকে। তে ভবস্য অপবর্গং মোক্ষং বিন্দন্তি। যত্ত্বাশাসতে তর্হ্যাশিষোঽপি তে এব বিন্দন্তি নান্যে॥ ১৯॥

আরও বলিতেছেন—যে শ্রীভগবৎপাদসেবা বিহীনব্যক্তি তাহারাই জীবন্মৃত, ইহাই রুদ্রদেবের বাক্যে অভিব্যক্ত করিতেছেন—হে ভগবন্ কর্ম্মাধ্যক্ষ তোমার প্রদত্ত এই পাদসেবা উপযোগী মনুষ্য শরীরলাভ করিয়াও যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয় হইয়া তোমার পাদপদ্মের সমাদর অর্থাৎ সেবা না করে সেই আত্মবঞ্চক সকলের শোচ্য অর্থাৎ ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকে॥ ১৮॥

কিন্তু যিনি তোমার পাদপদ্মের সেবক হন তিনিই কৃতার্থ, ইহাই যুধিষ্ঠিরের বাক্যে বিবৃত করিতেছেন—হে কমলনাভ! যাঁহারা অবিরত দেহের দ্বারা অমঙ্গল নাশক বা অবিদ্যা নাশক তোমার পাদপদ্মের সেবা করেন। এবং পবিত্র মনের দ্বারা সেব্যরূপে তোমার পাদপদ্মের ধ্যান

২০। ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ১০।১৬।৩৭

২১। ন কাময়েহন্যং তব পাদসেবনা-
দকিঞ্চন প্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।

বস্তুতস্ত ন বাঞ্ছন্ত্যেবেত্যাহ নাগপত্নীবাক্যেন। যস্য বিষ্ণোঃ পাদরজঃ প্রপন্নাস্তৎ-সেবকা নাকপৃষ্ঠাদি ন বাঞ্ছন্তীতি ॥ ২০ ॥

তর্হি কিং বাঞ্ছন্তীতি তত্রাহ মুচুকুন্দবাক্যেন। তব পাদসেবনাদন্যং বরং ন

করেন, ও বাক্যের দ্বারা তোমার পাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করেন, সেই ভক্তিমাত্র পুরুষার্থবাদী ভাগবতগণ যদি কথঞ্চিৎ ভক্তি উপযোগি মনে করিয়া আকাঙ্খা করেন তবে সংসার ধ্বংসক মোক্ষও লাভ করেন, এবং প্রাকৃত সর্ব্বকামও লাভ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যাহারা তোমার পাদপল্লবের সেবা করে না তাহারা রাজচক্রবর্ত্তী হইলেও কোন কল্যাণই লাভ করিতে পারে না ॥ ১৯ ॥

বাস্তবিক পক্ষে শ্রীভগবৎ পাদপদ্ম সেবাপরায়ণ ভক্তগণ কিছুই আকাঙ্খা করেন না ইহাই নাগপত্নীগণের বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে—হে দেব! তোমার পদরজ প্রপন্ন অর্থাৎ তোমার চরণ কমলের সেবকগণ ধ্রুব পদই বাঞ্ছা করেন না, একচ্ছত্র রাজ্য ভোগের ত কথাই নাই, ব্রহ্মপদও বাঞ্ছা করেন না পাতালের আধিপত্য ত অতিনগণ্য বস্তু, তাঁহারা অনিমাদি যোগসিদ্ধি, এবং মোক্ষপদও প্রার্থনা করেন না ॥২০॥

তাহা হইলে সেই পাদসেবা পরায়ণ ব্যক্তিরা কি বাঞ্ছা করেন?

আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে
বৃণীত আর্য্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ॥ ১০।৫১।৫৫

২২। ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যুত।
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যং বা আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্ ॥১০।৮৩।৪১

২৩। কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ।
কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধ্না বোঢ়ুং গদাভৃতঃ ॥১০।৮৩।৪২

কাময়ে, তব পাদসেবনমেব কাময়ে ইত্যর্থঃ। অকিঞ্চনা নিবৃত্তাভিমানাঃ। আর্য্যো বিবেকী ॥ ২১ ॥

নন্বাত্মবন্ধনত্বাদ্বরান্তরং মা বৃণোতু মোক্ষেণ কিমপরাদ্ধম্? ইতি চেৎ ন, তৎপাদসেবারসিকস্য তদ্বিরোধিষু বিষয়েষ্বিব তচ্ছূন্যে মোক্ষাদাবপি বৈরাগ্যাচিত্যাদিতি শ্রীকৃষ্ণপত্নীবাক্যেনাহ দ্বাভ্যাম্। হে সাধ্বি দ্রৌপদি সাম্রাজ্যং সার্ব্বভৌমপদং, স্বারাজ্যম্ ঐন্দ্রং পদং, ভৌজ্যং তদুভয়ভোগভাক্ত্বং, বিবিধং রাজতে ইতি বিরাট্ তস্যভাব বৈরাজ্যম্ অণিমাদিসিদ্ধিভাক্ত্বমিত্যর্থঃ, পারমেষ্ঠ্যং ব্রহ্মপদম্ আনন্ত্যং মোক্ষং হরেঃ পদং তৎসালোক্যাদি চ ন তু কাময়ামহে। যদ্বা পূর্ব্বাদি-

---

তদুত্তরে মুচুকুন্দের বাক্য দেখাইতেছেন—হে বিভো! হরে! আপনার পাদসেবা নিরভিমানী নিষ্কিঞ্চনগণেরই একান্ত প্রার্থনীয়, আমি আপনার পাদসেবা ব্যতীত অন্য কোন বরই কামনা করি না, অর্থাৎ আপনার পাদ সেবনই আমার একমাত্র কাম্য, মোক্ষপ্রদ আপনাকে আরাধনা করত কোন্ বিবেকী ব্যক্তি নিজের বন্ধনের জন্য অন্য বর প্রার্থনা করে? ॥ ২১ ॥

আচ্ছা আত্মবন্ধনের কারণভূত অন্যবরে প্রার্থনা না হয় না হউক, কিন্তু মোক্ষে কি অপরাধ করিল? তদুত্তরে তাহা নহে, কারণ শ্রীভগবৎ পাদসেবী রসিকজনের ভগবৎ পাদসেবা বিরোধী প্রাকৃত বিষয়ে এবং

২৪। কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ।
ন ভজেৎ সর্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ ॥১১।২।২

দিক্ চতুষ্টয়াধিপত্যং সাম্রাজ্যাদিচতুষ্কম্। কিন্ত্বেতস্য গদাভৃতঃ শ্রীমৎ সর্ব্বসম্পদাশ্রয়ং পাদরজো মূর্দ্ধ্না বোঢ়ুং কাময়ামহে, তৎসেবামেব বাঞ্ছামঃ ইত্যর্থঃ। তৎ কিং পাদরজ এব কাম্যতে ইত্যত আহুঃ—শ্রিয়া কুচয়োঃ কুঙ্কুমস্য গন্ধেনাঢ্যং, ব্রহ্মাদিসেব্যয়া শ্রিয়াপি সেব্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২২।২৩ ॥

তস্মাৎ ফলিতমাহ শুকবাক্যেন। হে রাজন্ পরীক্ষিৎ ইন্দ্রিয়বান্ অবিকলেন্দ্রিয়ঃ, সর্বতো মৃত্যুর্ভয়ং যস্য স মুকুন্দচরণাম্বুজং ন ভজেৎ। তস্যৈবাভয়ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

ভগবদ্ বিষয় শূন্য মোক্ষাদিতে নিস্পৃহত্ব যুক্তি যুক্তই হইয়াছে ইহাই শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণের তুইটি শ্লোকে ব্যক্ত করিতেছেন—হে সাধ্বি দ্রৌপদি! ইহ লোকের সার্ব্বভৌম পদ, স্বর্গের ইন্দ্রপদ, এবং স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এই উভয় লোকের ভোগসম্পদ্ অণিমাদি যোগসিদ্ধি অথবা পূর্ব্বাদিক্রমে চতুর্দিকের আধিপত্য ইন্দ্রপদ যমলোকের আধিপত্য, বরুণ লোকের আধিপত্য; কুবের লোকের আধিপত্য, সত্যলোকাধিপত্য ব্রহ্মপদ, মোক্ষপদ. বৈকুণ্ঠ লোকের সালোক্যাদি কিছুই আমরা কামনা করি না, কিন্তু লক্ষ্মীর কুচকুঙ্কুম গন্ধযুক্ত সেই শ্রীগদাধরের সর্ব্বসম্পদাশ্রয়ভূত শ্রীযুক্ত পদরজ আমরা মস্তকে বহন করিবার জন্য কামনা করিতেছি, অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীগদাধরের পাদপদ্মের সেবাকেই আমরা প্রার্থনা করি, তবে কি তাঁহারা কেবল পাদরজই কামনা করিতেছেন? হাঁ তাহাই যেহেতু শ্রীগদাধরের পাদপদ্মের রজ ব্রহ্মাদি দেবগণের ও শ্রীলক্ষ্মীদেবীরও সেব্য ॥ ২২।২৩ ॥

অতএব শ্রীশুকবাক্যে শ্রীভগবৎপাদসেবার যাথার্থ্য অর্থ প্রকাশ

২৫। মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য
পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্
বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ ॥১১।২।৩৩

এতদেব কবিবাক্যেনাহ। ন কুতশ্চিত ভয়ং যস্মাৎ তৎ। অত্র সংসারে অসদাত্মভাবাৎ অসতি দেহাদৌ আত্মভাবাৎ আত্মভাবনাতো নিত্যং সর্বদা উদ্বিগ্নবুদ্ধের্বিশ্বাত্মনা নিঃশেষং যত্র পাদাম্বুজোপাসনে ভীর্নিবর্ত্ততে। তস্মাৎ স্বধর্ম্ম-ত্যাগেনাপি ভগবদ্ পাদসেবনং কার্য্যমিতি রহস্যম্ ॥ ২৫ ॥

করিতেছেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যাঁহার ভজনে মুক্ত পুরুষদেরও সাতিশয় ঔৎসুক্য দেখা যায় তখন ভগবৎ সেবোপযোগী অবিকলেন্দ্রিয়বান্ কোন্ ব্যক্তি অমরোত্তম ব্রহ্মা শিবাদি নিষেবিত শ্রীমুকুন্দের চরণপদ্ম সেবা না করিবে? যেহেতু ব্রহ্মাণ্ডের সকল লোকবাসীই সর্বপ্রকারে মৃত্যুর ভয়ে ভীত, একমাত্র শ্রীভগবৎপাদ পদ্মের সেবাই সকলের অভয়প্রদ ॥২৪॥

পুনরায় ইহাই কবি যোগীন্দ্রের বাক্যে বলিতেছেন আত্যন্তিক মঙ্গল কি? নিমি রাজার এই প্রশ্নের উত্তরে কবি যোগীন্দ্র বলিলেন—সকল ধর্ম্মেই ভয় দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভাগবত ধর্ম্মই নির্ভয়, আমি মনে করি যে ভগবান্ শ্রীঅচ্যুতের পাদপদ্ম সেবা করিলেই আত্যন্তিক কল্যাণ লাভ হয় এবং দ্বিতীয় অন্য কোন বস্তু হইতেই আর ভয় থাকে না। এই সংসারে অসৎ অর্থাৎ মিথ্যাভূত দেহ ও দেহসম্বন্ধীয় বস্তুতে আত্মা ও আত্মীয়রূপে ভাবনা হেতুজ্যই, ইহা হইতে সদা সর্বদা উদ্বিগ্ন চিত্তে কাল কাটাইতে হয়, অতএব শ্রীহরির পাদসেবায় প্রবৃত্ত হইলে সাধনাবস্থাতে ও সর্বতোভাবে ভয় নিবৃত্ত হয়, সুতরাং স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়াও জীবের শ্রীভগবৎ পাদসেবা একান্ত করণীয় ইহাই গুঢ়ার্থ ॥ ২৫ ॥

২৬। ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাঽভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥ ১।৫।১৭

নন্বেবমপি ভগবৎপাদসেবনে প্রবৃত্তস্য তদপরিপাকে স্বধর্ম্মত্যাগাদনর্থ এব স্যাৎ? তত্রাহ নারদবচনেন। ততো ভজনাৎ যদি কথঞ্চিৎ পতেৎ ভ্রশ্যেৎ ম্রিয়েত বা, তথাপি ভক্তিরসিকস্য কর্ম্মানধিকারান্নানর্থশঙ্কা। অঙ্গীকৃত্যাপ্যাহ। বা শব্দঃ কটাক্ষে। যত্র ক্ব বা নীচযোনাবপি অমুষ্য ভক্তিরসিকস্য অভদ্রমভূৎ কিম্? নাভূদেবেত্যর্থঃ, ভক্তিবাসনাসদ্ভাবাদিতি ভাবঃ। পরমেশ্বরমভজদ্ভিস্তু কেবলং স্বধর্ম্মতঃ কো বা অর্থ আপ্তঃ প্রাপ্ত.। অভজতামিতি ষষ্ঠী তু সম্বন্ধমাত্র-বিবক্ষয়া ॥ ২৬ ॥

আচ্ছা যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবৎ পাদপল্লব সেবারত-জনের ভজন অপক্ক দশাতে কোনপ্রকার যদি পতন ঘটে, তবে স্বধর্ম্মত্যাগ-জনিত অনর্থই কি হইবে? তদুত্তরে নারদবাক্য দেখাইতেছেন — স্বধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহরির চরণকমল সেবা করিতে করিতে ভজন অপক্ক-দশাতে যদি কেহ তাহা হইতে ভ্রষ্ট বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তথাপি পাদসেবী ভক্তিরসিকের কর্ম্মমার্গে অধিকার না থাকায় কখনও কোনও অনর্থের ভয় নাই। যদি বা নীচযোনিতেও জন্মাদি হয়, তথাপি কোন অমঙ্গল হয় না, যেহেতু ভক্তিবাসনা তখনও বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে শ্রীহরির চরণকমলের সেবন ব্যতীত কেবল স্বধর্ম্ম পালন করিয়াই বা কোন্ ব্যক্তি কি বা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

২৭। স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥১১।৫।৪২

পরিপক্কস্য তু পতনমেব ন ভবতি, কুতোঽনর্থশঙ্কেত্যাহ করভাজনবচনেন। ত্যক্তোঽন্যস্মিন্ দেহাদৌ দেবতান্তরে বা ভাবো যেন; অতএব তস্য বিকর্ম্মণি প্রবৃত্তিরেব ন সম্ভবতি, যচ্চ কথঞ্চিৎ প্রমাদাদিনা উৎপতিতং ভবেৎ, তদপি হরির্ধুনোতি। ননু কর্মফলদো যমস্তং ন মন্যেত? তত্রাহ পরেশঃ পরে কালযমাদয়স্তেষামপি নিয়ন্তা। ননু চ "শ্রুতি স্মৃতী মমৈবাজ্ঞে" ইতি ভগবদ্বচনাৎ স্বাজ্ঞাভঙ্গং কথং সহেত? তত্রাহ প্রিয়স্য পুত্রাদিবৎ। ননু নায়ং পাপক্ষয়ার্থং ভজতে? তত্রাহ হৃদি সন্নিবিষ্টঃ সেব্যতয়া, নহি বস্তুশক্তিরর্থিতামপেক্ষত ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্ বুদ্ধিপূর্ব্বকেঽপি বিহিতত্যাগে প্রামাদিকে অবিহিতাচরণে চ ন ভক্তস্য প্রায়শ্চিত্তান্তরমপীতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

কিন্তু শ্রীভগবৎপাদসেবী রসিক ভজনপরিপক্ক ভক্তের পতনই নাই, সুতরাং অনর্থের ভয়ত হইতেই পারে না ইহা করভাজন যোগীন্দ্রের বাক্যে প্রকাশ পাইয়াছে—স্বীয় চরণকমলের সেবাকারী রসিক প্রিয়ভক্তের অন্যভাব রহিত অর্থাৎ দেহাদিতে বা দেবতান্তরে আসক্তিশূন্য অতএব সেই ভক্তের নিষিদ্ধ কর্মে প্রবৃত্তি হইতেই পারে না। যদিও কখনও প্রমাদাদি বশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্মের উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও শ্রীহরি সেই নিষিদ্ধ কর্ম্মের পাপাদি বিনাশ করিয়া থাকেন। আচ্ছা শুভাশুভ কর্মের ফলদাতা যমরাজ ত তাহা মানিবেন না? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন শ্রীভগবান্ পরেশ অর্থাৎ কাল ও যমাদি সকলেরই তিনি পরিচালক, আচ্ছা শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রের বাণী শ্রীভগবানের আজ্ঞা এই নিজ আজ্ঞা

২৮ কো নু ত্বচ্চরণাম্ভোজমেবংবিদ্ বিসৃজেৎ পুমান্।
নিষ্কিঞ্চনানাং শান্তানাং মুনীনাং যস্ত্বমাত্মদঃ ।১০।৮৬।৩৩

২৯। তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।

উক্তমর্থং জনকবাক্যেন দ্রঢ়য়তি। এবংবিৎ পূর্ব্বোক্তজ্ঞাতা। বিসৃজেৎ ন ভজেৎ, ভজিত্বা বা ত্যজেৎ। নিষ্কিঞ্চনানাং ত্বাং বিনা নবিদ্যতে কিঞ্চন যেষাম্ ॥২৮॥

কিং বহুনা ভগবৎপাদসেবাবধিরের সর্ব্বোহপ্যনর্থ ইতি ব্রহ্মবাক্যেনাহ। দ্রবিণাদৌ বিদ্যমানে ভয়ং, গতে শোকঃ, পুনশ্চ স্পৃহা, ততঃ পরিভবঃ, তথাপি

ভঙ্গ তিনি কিরূপে সহন করিবেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন পুত্রাদির ন্যায় শ্রীভগবান্ প্রিয়ভক্তের আজ্ঞা ভঙ্গরূপ অপরাধই গণনা করেন না। তাহলে কি সেই ভক্ত নিজের পাপক্ষয়ের প্রার্থনায় তাঁকে সেবা করেন? এতদুত্তরে বলেন ভক্তবৎসল শ্রীহরি ভক্তের হৃদয়ে সেব্যরূপে উদিত থাকায়, অর্থাৎ বস্তু শক্তি যেমন যাচকের প্রার্থনাকে অপেক্ষা রাখে না, তদ্রূপ শ্রীভগবানও ভক্তের পাপক্ষয়ের প্রার্থনার অপেক্ষা রাখেন না। অতএব বুদ্ধি পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের ত্যাগ অথবা প্রমাদাদি বশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণে ভগবৎ পাদপদ্ম সেবী রসিক ভক্তের ভক্তিভিন্ন স্মৃতি শাস্ত্রবিহিত অন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় না ॥ ২৭ ॥

পূর্বোক্ত অর্থকে জনকবাক্যের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন—শ্রীভগবানের এইরূপ ভক্তবাৎসল্যাদিগুণ জানিয়াও কোন্ ব্যক্তি তাঁহার পাদপদ্মের সেবা না করে অথবা ভজন করিয়া পরে ত্যাগ করিতে পারে? যেহেতু শ্রীভগবৎপাদ পদ্মের সেবাই যাঁহাদের জীবনের জীবাতু এইরূপ নিষ্কিঞ্চন, শান্ত, ভগবৎপাদ পদ্ম মননশীল জনের তিনি বশ্যতা স্বীকার করেন ॥২৮॥

অধিক কি তবে যে পর্য্যন্ত জীব শ্রীভগবৎপাদ পদ্মের সেবা না

তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥৩।৯।৬

৩০। জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ।
ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্ ॥৩।২৫।৪২

বিপুলা লোভঃ তৃষ্ণা, পুনঃ কথঞ্চিৎ প্রাপ্তে মমেত্যসদবগ্রহঃ, আর্ত্তিমূলং ভয়-শোকাদেঃ কারণং তাবদেব, যাবৎ তেঽঙ্ঘ্রিমূলং ন প্রবৃণীত সেব্যত্বেন নাশ্রয়েত, তদনন্তরং সর্ব্বভয়নিবৃত্তিরেবেতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

এবঞ্চ যোগিনামপীদমেবাভয়মিত্যাহ কপিলবাক্যেন। জ্ঞানং পাদসেবাকর্ত্তব্য-তানিশ্চয়ঃ। বৈরাগ্যমিহামুত্র চ। ভক্তিরেব যোগস্তেন প্রবিশন্তি সেবন্তে ইত্যর্থঃ ॥৩০॥

করিতেছে সেই পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত অনর্থ থাকিবে, ইহা ব্রহ্মার বাক্যে সুব্যক্ত হইয়াছে—হে প্রভো! যতদিন পর্য্যন্ত জনগণ তোমার অভয় পাদপদ্ম সেব্যরূপে আশ্রয় না করে ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের ধন, দেহ, ও সুহৃদ্‌গণের জন্য ভয়, অর্থাৎ বর্ত্তমান থাকিলেও উহাদের বিনাশ ভয়, আবার বিনাশে শোক, পুনরায় তজ্জন্য স্পৃহা অনন্তর স্পৃহা জন্মিলে পরাভব, তথাপি বিপুল লোভ অর্থাৎ তৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে। পুনরায় যদিও বহুকষ্টে অভীষ্ট বস্তুর লাভ হয় তাহাতে আবার আমার আমার বলিয়া অসৎ আগ্রহ জন্মিয়া থাকে, তাহাতেও আবার ভয় ও শোকাদির কারণ আর্ত্তি জন্মে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত তোমার অভয় চরণকমল সেব্যরূপে আশ্রয় না করিতেছে সেই পর্য্যন্ত জীবের অনর্থাদি সমস্ত ভয় থাকিবেই তোমার পাদ পল্লব আশ্রয় করিলে জীবের সর্বতোভাবে ভয়াদির নিবৃত্তি হয় ॥ ২৯ ॥

এইরূপে শ্রীভগবৎ পাদ পল্লবের সেবনই যে যোগিগণেরও অভয়প্রদ শ্রীকপিলদেবের বাক্যে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে—হে মাতঃ! যোগিগণ

৩১। ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তি র্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজং-
স্ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥ ১১।২।৪৩

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবল্যাং পাদসেবনং নাম
সপ্তমং বিরচনম্ ॥ ৭ ॥

এবং প্রকরণার্থমুপসংহরন্তি কবিবচনেন। অনুবৃত্ত্যা সেবয়া ভজতো ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা, ভগবতঃ প্রবোধোঽন্তঃকরণে প্রকাশঃ। হে রাজন্ জনক! তস্য জ্ঞানোদয়ো ভবন্তি। ততঃ সাক্ষাৎ অবিলম্বেন পরাম্ উৎকৃষ্টাং শান্তিম্ উপৈতি। ভগবৎপাদসেবী ভগবৎ প্রসাদাৎ ইহামুত্র চ কৃতার্থো ভবতীতি ভাবঃ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলীটীকায়াং কান্তিমালায়াং সপ্তমং বিরচম্॥৭॥

আমার পাদসেবাই একান্ত করণীয়' এই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, এবং ইহলোকে ও পরলোকে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া ভক্তিরূপ যোগের দ্বারা আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য আমারই অকুতোভয় পাদমূলের একান্তভাবে সেবা করিয়া থাকেন॥ ৩০ ॥

এই প্রকারে শ্রীকবিযোগীন্দ্রের বাক্যে প্রকরণের উদ্দেশ্য সমাপ্তি করিতেছেন—হে মহারাজ জনক! এইভাবে নিরন্তর ভগবান্ শ্রীঅচ্যুতের পাদ পল্লবের সেবা পরায়ণ ব্যক্তির প্রেমলক্ষণা ভক্তি, সংসারে বিরক্তি এবং হৃদয়ে ভগবদ্ অনুভূতির প্রকাশ পাইয়া থাকে, তৎপরে তিনি অবিলম্বে পরমা শান্তি লাভ করেন, সুতরাং শ্রীভগবৎপাদ পদ্মসেবি রসিকজনই শ্রীভগবৎ কৃপায় ইহলোকে ও পরলোকে কৃতার্থ হইয়া থাকেন॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলীর পাদসেবন নামক
সপ্তম বিরচন॥ ৭ ॥

অষ্টমং বিরচনম্

অথার্চ্চনম্

১। যথা তরোর্মূল নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ৪।৩১।১৪

অথার্চ্চনং নিরূপয়িতুং বিরচনমারভতে। অত্রার্চ্চনং নাম পূজা। তত্র চ ভগবৎ পূজায়াং সর্ব্বেষাং পূজা কৃতা ভবতীত্যাহ নারদবচনেন। মূলাৎ প্রথম-বিভাগাঃ স্কন্ধস্তদ্বিভাগা ভুজাস্তেষামুপশাখাঃ উপলক্ষণমেতৎ পত্রপুষ্পাদয়োঽপি তৃপ্যন্তি, ন তু মূলসেকং বিনা স্বস্বনিষেচনেন। প্রাণস্যোপহারো ভোজনং তস্মাদেব ইন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তির্ন তু তত্তদিন্দ্রিয়েষু পৃথক্ পৃথগন্নলোপনাৎ। তথা অচ্যুতার্চ্চনমেব সর্ব্বদেবার্চ্চনং, ন পৃথগিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

"অনন্তর অর্চ্চনাঙ্গ ভক্তি নিরূপণ"

অনন্তর অর্চ্চনাঙ্গ ভক্তি নিরূপণাভিপ্রায়ে এই বিরচন আরম্ভ করিতেছেন—এখানে অর্চ্চন অর্থে পূজা, তন্মধ্যে ভগবান্ শ্রীঅচ্যুতের পূজাতেই সকল দেবতাদির পূজা হইয়া যায় ইহা শ্রীনারদের বাক্যে অভিব্যক্ত করিতেছেন—বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে যেরূপ স্কন্ধ অর্থাৎ মূল হইতে নির্গত যে প্রথম কাণ্ড, ভুজ অর্থাৎ স্কন্ধের বিভাগ শাখা, উপশাখা অর্থাৎ শাখা হইতে নির্গত যে বাহু, উপলক্ষণে পত্র পুষ্প প্রভৃতিরও তৃপ্তি বিধান হয়, কিন্তু বৃক্ষের মূলে জল সেচন না করিয়া স্কন্ধ, শাখা, ও উপশাখাদি অবয়বে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে জসসেচনের দ্বারা কিছুই হয় না। যেমন প্রাণে উপহার অর্থাৎ ভোজন সমর্পণ করিলে সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন হয়, কিন্তু প্রতি ইপ্নিন্দ্রয়কে থক্ পৃথক ভাবে

২। যথা হি স্কন্ধশাখানাং তরোর্মূল নিষেচনম্।
এবমারাধনং বিষ্ণোঃ সর্বেষামাত্মনশ্চ হি ॥ ৮।৫।৪৯

৩। ক্রিয়াকলাপৈরিদমেব যোগিনঃ
শ্রদ্ধান্বিতাঃ সাধু যজন্তি সিদ্ধয়ে।
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপলক্ষণং
বেদে চ তন্ত্রে চ ত এব কোবিদাঃ ॥ ৪।২৪ ৬২

কিঞ্চ পূজ্যান্তর পূজাবৎ স্বাত্মনোঽপি পূজা স্যাদিত্যাহ ব্রহ্মবাক্যেন। ভগবতি পূজিতে সাত্মকং জগদেব পূজিতং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তথা চ ভগবন্তমেব যে পূজয়ন্তি, তে এব বেদাগম তত্ত্বজ্ঞা ইত্যাহ রুদ্র-বচনেন। যে কর্মযোগিন ইদং ভগবৎস্বরূপমেব পূজয়ন্তি, তে এব কোবিদাঃ, ন ত্বেতদনাদৃত্য কেবলজ্ঞান প্রবৃত্তা অপি। তন্ত্রে আগমে। কথম্ভূতম্ ইদং ভগবৎ-স্বরূপম্? ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণৈর্যদুপলক্ষ্যতে তৎ নিয়ন্তৃরূপম্। সিদ্ধিরত্র যথেষ্টা দ্রষ্টব্যা ॥ ৩ ॥

অন্নাদি লেপন করিলে তৃপ্তি হওয়া দূরে থাকুক্ বরং চক্ষু কর্ণাদির অন্ধতা ও বধিরতাদির উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ শ্রীঅচ্যুতের আরাধনাতেই সর্বদেব দেবীর আরাধনা সিদ্ধ হয়, আর পৃথক্ পৃথক্রূপে পূজার প্রয়োজন হয় না ॥ ১ ।

এবং আরও বলিতেছেন যে অন্য পূজনীয় ব্যক্তির পূজার ন্যায় নিজেরও পূজা শ্রীভগবৎ পূজাতে হইয়া যায, ইহা ব্রহ্মবাক্যে পরিস্ফুট হইয়াছে—যেরূপ বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে স্কন্ধ এবং শাখা সকলেরও জল সেচন করা হয়, তদ্রূপ শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিলেই প্রাণিবর্গের সহ সমগ্র জগৎ এবং নিজেরও পূজা হইয়া যায় ॥ ২ ॥

এইরূপে শ্রীভগবানকেই যাঁহারা পূজা করেন তাঁহারাই বাস্তবিক

৪। চিত্তস্যোপশমোঽয়ং বৈ কবিভিঃ শাস্ত্রচক্ষুষা।
দর্শিতঃ সুগমো যোগো ধর্মশ্চাত্মমুদাবহঃ ॥ ১০।৮৪।৩৬

৫। অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষম্ ॥ ১০।৮৪।৩৭

অত্র হেতুমাহ দ্বাভ্যাং মুনিগণবচনেন। অয়মেব পন্থাশ্চিত্তস্যোপশমো যস্মাৎ স উপশমঃ। সুগমো যোগো মোক্ষোপায়ঃ। স্বস্ত্যয়নঃ স্বস্তি ক্ষেমম্ ঈয়তে অনেনেতি তথা। স কঃ ? যৎ শ্রদ্ধয়া নিষ্কামতয়া আপ্তবিত্তেন ন্যায়োপাত্তদ্রব্যেণ, অতএব শুক্লেন শুদ্ধেন পুরুষং ভগবন্তম্ ইজ্যেত, ভগবৎপূজারূপ ইত্যর্থঃ। অত্র দ্বিজাতিপদং গৃহমেধিপদঞ্চ অগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞরূপপূজাভিপ্রায়েণ ॥ ৪।৫ ॥

বেদ ও আগমের তত্ত্বজ্ঞ রুদ্রবাক্যে ইহাই বলিতেছেন—হে ভগবন্! যদিও তুমি এইরূপ সর্বভেদরহিত পরম ব্রহ্ম, তথাপি যে সকল কর্মযোগী সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রদ্ধাসহকারে কর্মযোগের দ্বারা সুন্দররূপে তোমার এই শ্রীভগবৎ স্বরূপের পূজা করেন, বেদে ও আগমশাস্ত্রে তাঁহারাই পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। আর যাঁহারা তোমার এই ভগবৎ স্বরূপের অনাদর করিয়া কেবল জ্ঞানে প্রবৃত্ত তাঁহারা পণ্ডিত নহেন, যেহেতু তোমার এই ভগবৎস্বরূপ কি সামান্য? তোমার এই স্বরূপ—ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা উপলক্ষিত পদার্থ সকলেরই পরিচালক ॥৩॥

মুনিগণের শ্লোকদ্বয়ে শ্রীভগবৎ পূজার কারণ দেখাইতেছেন—শাস্ত্র যাঁহাদিগের চক্ষু সেই সকল পণ্ডিতগণ শ্রীবিষ্ণুর পূজারূপ ধর্মকেই চিত্ত উপশমের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং ভগবৎ প্রাপ্তির সুগম অর্থাৎ সহজ উপায় বলিয়াছেন। সুতরাং ন্যায়পথে উপার্জ্জিত বিশুদ্ধ অর্থের দ্বারা নিষ্কামভাবে পরমপুরুষ শ্রীভগবানের যে পূজা ইহাই দ্বিজাতি তথা গৃহস্থগণের একান্ত কল্যাণপ্রদ বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৪।৫ ॥

৬। নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ।৭।৯।১১

ভগবৎপূজায়ান্তু সর্ব্বস্যৈবাধিকার ইতি দর্শয়ন্নেব পূজকা পরমেশ্বর-নির্ব্বিশেষো ভবতীত্যাহ প্রহ্লাদবাক্যেন। অয়ং প্রভুরীশ্বরঃ অবিদুষোঽল্পজ্ঞা জ্জনাৎ মানং পূজাম্ আত্মনোঽর্থে ন বৃণীতে, প্রাকৃতবৎ ধনাদ্যর্পণেন সম্মানং নেচ্ছতি। যতো নিজলাভেনৈব পূর্ণঃ। তৎ কিং পূজাং নেচ্ছত্যেব? তত্রাহ করুণঃ কৃপালুঃ অতো বৃণীত এব। অত্র হেতুঃ—যৎ যৎ যং যং মানং যদ্বা যৎ যস্মাৎ যৎ যেন ধনাদিনা ভগবতে মানং পূজাং বিদধীত, তদাত্মনে তস্যৈব ভবতীত্যর্থঃ। তথা চ মাং পূজয়িত্বা অয়মপি পূজ্যো ভবতু ইতি কৃপয়া পূজামিচ্ছতীতি ভাবঃ। যথা মুখে কৃতা তিলকাদিশ্রীঃ শোভা প্রতিবিম্বস্য ভবতি, ন তু সাক্ষাৎ তস্যৈব কর্ত্তুং শক্যতে, তথা ভগবন্মানং বিনা স্বস্যাপি মানো ন ভবতীত্যর্থঃ।।৬।।

শ্রীভগবৎ পূজায় সকলেরই সমান অধিকার ইহা দেখাইয়া ভক্তও যে শ্রীভগবানের ন্যায় পূজ্য হইয়া যায় ইহা শ্রীপ্রহ্লাদ বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে এই ঈশ্বর অজ্ঞ ক্ষুদ্র ব্যক্তিদিগের পূজা নিজের জন্য গ্রহণ করেন না। অর্থাৎ লৌকিক জগতের ন্যায় ধনাদি অর্পণের দ্বারা নিজের সম্মান ইচ্ছা করেন না। যেহেতু ভগবান্ শ্রীহরি সদা নিজলাভে পরিপূর্ণ, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ কি কাহারও পূজা গ্রহণ করেন না? তদুত্তরে বলেন শ্রীভগবান্ পরম কৃপালু এইহেতু অজ্ঞজনের মঙ্গলের জন্য পূজাদি অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। কারণ শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে

৭। নূনং বিমুষ্টমতয়স্তব মায়য়া তে
যে ত্বাং ভবাপ্যয়বিমোক্ষণমন্যহেতোঃ।
অর্চ্চন্তি কল্পকতরুং কুণপোপভোগ্য-
মিচ্ছন্তি যৎ স্পর্শজং নরকেঽপি নৃণাম্ ॥৪।৯।৯

যদি চ পরমেশ্বরে কৃতো মানঃ স্বস্যৈব তন্মানপ্রদো ভবতি, তদাতিতুচ্ছ-স্বর্গাদিফলকামনাপি বৃথৈবেত্যাহ ধ্রুববচনেন। ভবাপ্যয়ৌ **জন্মমরণে** তদ্বিমোক্ষ-হেতুং ত্বাম্ **অন্যহেতোঃ কামাদ্যর্থ যে** অর্চ্চয়ন্তি, তে নূনং বিমুষ্টমতয়ো **বঞ্চিতচিত্তাঃ, যতস্তে কল্পতরুং** ত্বামর্চ্চিতবন্তঃ কুণপতুল্যেন **আত্মদেহেন** উপভোগ্যং সুখমিচ্ছন্তি। **ন** চেচ্ছাযোগ্যং তদিত্যাহ যৎ স্পর্শজং বিষয়সম্বন্ধজন্যং সুখং, তৎ নরকেঽপি **ভবতি,** তথা চ স্বর্গসুখমপ্যপ্রার্থনীয়মিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

ভক্তগণ যে যে পূজা করিয়া থাকেন অথবা যে নিমিত্ত যে ধনাদি দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন, সেই সেই পূজাদি নিজেরই উৎকর্ষ বিধান করে, সেইরূপ আমাকে পূজা করিয়া এই ব্যক্তি ও আমার ন্যায় পূজ্য হউক, এই প্রকার পরমকৃপাপরবশ হইয়া অজ্ঞজনের পূজাকে অঙ্গীকার করেন, যেমন মুখে অঙ্কিত তিলকাদির শোভা প্রতিবিম্বেরই শোভা বর্দ্ধক হয় কিন্তু সাক্ষাৎভাবে প্রতিবিম্বে তাহা করা চলে না. তদ্রূপ ধনাদি দ্বারা ভগবদ্‌ পূজাদিতেও পূজকের উৎকর্ষ সূচনা করে কিন্তু পূজ্যের তাহাতে কিছুই হয় না। সেই প্রকার শ্রীভগবানকে সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত কাহারও নিজের সম্মান ও লাভ হয় না ॥ ৬ ॥

যদি শ্রীভগবানের প্রতি প্রদর্শিত সম্মান নিজেরই মানপ্রদ হয়, তাহা হইলে অতিতুচ্ছ স্বর্গাদি ফল কামনা বৃথাই ইহা শ্রীধ্রুববচনে প্রকাশ পাইয়াছে—যাঁহারা জন্মমরণ মোচনকারী শ্রীহরিকে অন্য স্বর্গাদিতুচ্ছ ফলের কামনায় পূজা করেন, তাঁহারা নিশ্চয় ভগবন্মায়ায়

৮। যৎপাদয়োরশঠধীঃ সলিলং প্রদায়
দূর্বাঙ্কুরৈরপি বিধায় সতীং সপর্য্যাম্।
অপ্যুত্তমাং গতিমসৌ ভজতে ত্রিলোকীং
দাশ্বানবিক্লবমনাঃ কথমার্ত্তিমৃচ্ছেৎ ॥ ৮।২২।২৩

অত্র চ ভগবৎপূজায়াং ভাবশুদ্ধিরেব পরমসামগ্রী, ন তু দম্ভাদিজুষ্টং বহুধনাদ্যপীত্যাহ ব্রহ্মবাক্যেন। যস্য তব পাদয়োঃ সলিলমাত্রমপি প্রদায় সর্ব্বোঽপি জন উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি, তস্মৈ তুভ্যমসৌ বলি স্ত্রিলোকীং দাশ্বান্ দত্তবান্ আর্ত্তিং কথং প্রাপ্নুয়াৎ। তস্মাৎ শাঠ্যং বিহায় স্ববিত্তানুসারেণ ভগবানর্চ্চনীয় ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

বঞ্চিত চিত্ত হইয়াছে, যেহেতু তাঁহারা কল্পতরুর উপাসনা করিয়াও মৃততুল্য নিজদেহের উপভোগ্য সুখের বাঞ্ছা করে। দেহের উপভোগ্য বিষয় সম্বন্ধ সুখ ত নরকেও লাভ করা যায়, কিন্তু শ্রীভগবৎপূজা নরকে নারকীদেহে লাভ করা অসম্ভব। অতএব আপাততঃ মনোরম পরিনামে দুঃখদায়ী স্বর্গসুখও কখন প্রার্থনা করা উচিত নয় ॥ ৭ ॥

এই শ্রীভগবৎ পূজায় ভাবশুদ্ধিই পরম উপচার পরন্তু দম্ভাদি দ্বারায় সেবিত বহু ধনাদিও শ্রীভগবানের পরম পূজোপচার নহে, ইহাই ব্রহ্মা বাক্যে বলিতেছেন লোকে শাঠ্য পরিত্যাগ করিয়া যে তোমার পাদ পদ্মে জলমাত্র প্রদান ও দূর্ব্বাঙ্কুর দ্বারাও পূজা বিধান করত সকলে উত্তমা গতি পাইয়াছেন, আর এই বলি আপনাকে অকাতরে ত্রিলোকী দান করিয়াও কেন নিগৃহীত হইবে? কখনই নহে সুতরাং বিত্ত শাঠ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অর্থানুসারে সকলেরই শ্রীভগবৎ পূজা একান্ত করনীয় ॥ ৮ ॥

৯। এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্ ॥ ১১।২৭।৪৯

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবল্যাম্ অর্চ্চনং নাম
অষ্টমং বিরচনম্ ॥ ৮ ॥

এবং ভগবদ্বাক্যেন প্রকরণার্থমুপসংহরতি। এবমুক্তপ্রকারেণ মামর্চ্চয়ন্ উভয়ত ইহামুত্রচ। বৈদিকৈরিতি ত্রৈবর্ণিকাভিপ্রায়েণ, তান্ত্রিকৈরিতি সর্ব্বাভিপ্রায়েণ। পূজা প্রকারশ্চ গ্রন্থগৌরবভয়ান্ন লিখ্যতে॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলীটীকায়াং কান্তিমালায়াং
অষ্টমং বিরচনম্ ॥ ৮ ॥

এইরূপে শ্রীভগবদ্বাক্যের দ্বারা প্রকরণের উদ্দেশ্য সমাপ্তি করিতেছেন—মনুষ্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বৈদিক মার্গে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ, তান্ত্রিক মার্গে সকলেরই অর্থাৎ শ্রীভগবৎ পূজায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সকলেরই সমান অধিকারই বলা হইল, সুতরাং তাঁহারা ক্রিয়াযোগ অর্থাৎ ভক্তিযোগ মার্গানুসারে আমাকে পূজা করিয়া আমার নিকট হইতে ইহলোকে ও পরলোকে অভিলসিত বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীভরিক্তত্নাবলীর অর্চ্চন নামক
অষ্টম বিরচন ॥ ৮ ॥

নবমং বিরচনম্

অথ বন্দনম্

১। মমাত্মামঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈষ মে ভবঃ ।
যন্নমস্যে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্‌ঘ্রিপঙ্কজম্ ॥১০।৩৮।৬

২। তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভি-র্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ১০।১৪।৮

অথ বন্দনং নিরূপয়িতুং বিরচনমারভতে। তত্র তাবদ্ভগবদ্বন্দনপ্রবৃত্তিরপি সর্ব্বতো মঙ্গলমেবেত্যাহ অক্রূরবাক্যেন। যদ্ যতো ভগবতোঽঙ্‌ঘ্রি পঙ্কজং নমস্যে নমস্করিষ্যামি অত ইদানীমেব মমামঙ্গলং নষ্টং ফলবান্ সফল এষ ভবো জন্ম ॥১॥

ভগবন্নমস্কারসামগ্রীপ্রাপ্ত্যা প্রবৃত্তিফলমুক্ত্বা নমস্কারফলমাহ ব্রহ্মবাক্যেন। যস্মাৎ তব অনন্তো মহিমা তৎ তস্মাৎ তে অনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো 'যদা ভগবান্ স্বয়মেব কৃপয়িষ্যতি তদা মে শ্রেয়ো ভবিষ্যতী'তি চিন্তয়ন্ স্বকর্মফলং ভুঞ্জানএব

অনন্তর বন্দনাঙ্গ ভক্তি নিরূপণ ॥

অনন্তর বন্দনাঙ্গ ভক্তি নিরূপণাভিপ্রায়ে এই বিরচন আরম্ভ করিতেছেন তন্মধ্যে শ্রীভগবৎ চরণকমলের বন্দনার প্রবৃত্তিও অর্থাৎ ইচ্ছাও সর্বপ্রকার মঙ্গলদায়ক হইয়া থাকে ইহাই শ্রীঅক্রুর মহাশয়ের বচনে প্রকাশ পাইয়াছে—কংসকর্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীনন্দালয়ে শ্রীগোবিন্দ দর্শনে গমনশীল শ্রীঅক্রুর মহাশয় পথে বলিতেছেন—আজ আমার সর্বপ্রকার অমঙ্গল নষ্ট হইল, আমার জন্মধারণ সফল হইল, যেহেতু যোগিগণের ধ্যেয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে অদ্য আমি নমস্কার করিব ॥ ১ ॥

শ্রীভগবদ্বন্দনের কারণ সমূহ প্রাপ্তির দ্বারা প্রবৃত্তিরও ফল দেখাইয়া

৩। পতিতঃ স্খলিতো বার্ত্তঃ ক্ষুত্বা বা বিবশো গৃণন্।
হরয়ে নম ইত্যুচ্চৈর্মুচ্যতে সর্বপাতকাৎ ॥১২।১২।৪৭

তপ আদিনা নাতিক্লিশ্যন্ হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্মনোবাক্কায়ৈস্তে তুভ্যং নমো নমস্কারং বিদধৎ যো জীবেত স মুক্তিপদে দায়ভাক্ ভাগ্ভাগী, তৎপ্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অত্রাসম্ভাবনাং নিরস্যন্ কৈমুতিকন্যায়েনাহ সূতবাক্যেন। পতিতো বৃক্ষাৎ, স্খলিতো মার্গে, আর্ত্তো জ্বরাদিনা, ক্ষুত্বা ক্ষুতং কৃত্বা বা, বিবশোঽনিচ্ছন্নপি, পরেণ তথা বক্তুমাস্কন্দিতোঽপি হরয়ে নম ইতি গৃণন্নপি, ন তু নমস্কারবুদ্ধ্যা উচ্চৈর্মহতোঽপি সর্বপাতকাৎ মুচ্যতে মুক্তো ভবতি ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মার বচনে বন্দনের ফল বলিতেছেন—হে প্রভো! যেহেতু আপনার অনন্ত মহিমা সেইহেতু আপনার কৃপার দিকে সম্যক্‌রূপে অপেক্ষা করিতে করিতে 'যখন আপনি আমাকে স্বয়ংই কৃপা করিবেন, তখনই আমার মঙ্গল হইবে' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আত্মকৃত কর্ম্মফল আপনার কৃপাফল জ্ঞানে ভোগ করিতে করিতে তপ আদির ক্লেশ দ্বারা শরীরকে নষ্ঠ না করিয়া কায় মনো বাক্যে আপনার উদ্দেশ্যে নমস্কার করিতে করিতে যিনি জীবন ধারণ করিতে পারেন তিনিই মুক্তি পদে ভাগী হন, অর্থাৎ মুক্তি পদ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে ভাগীহন, যেমন পিতৃ সম্পত্তি প্রাপ্তি বিষয়ে পুত্রের জীবনই কারণ, তদ্রূপ এই ভক্তিমার্গে অবস্থানই ভক্তের জীবাতু ॥ ২ ॥

এই বন্দনাঙ্গ ভক্তিতে অসম্ভাবনাদি দোষকে নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত কৈমুতিকন্যায়ে সূতবাক্যে বলিতেছেন—বৃক্ষাদি হইতে পতিত, পথে স্খলিত অর্থাৎ হুচট্ খেয়ে পড়া, রোগাদি দ্বারা পীড়িত, অথবা ক্ষুৎ অর্থাৎ হাঁচির কালে, বিবশে অর্থাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বে এবং পর প্রেরিত হইয়া যে কোন লক্ষে অবশভাবেও যদি কেহ "হরয়ে নমঃ" অর্থাৎ শ্রীহরিকে

৪ খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥ ১১।২ ৪১

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবল্যাং বন্দনং নাম
নবমং বিরচনম্ ॥৯॥

তস্মাৎ কৃত্যমুপদিশন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি কবিবাক্যেন। খম্ আকাশং জ্যোতীংষি নক্ষত্রাণি, সত্ত্বানি প্রাণিনঃ, সরিৎসমুদ্রান্ সরিতশ্চসমুদ্রাশ্চ, সরিৎ সমুদ্রাস্তান্ অলং বিশেষিতেন, যৎকিঞ্চ ভূতং বস্তু। অনন্য এতেষু ভগবতোঽন্যত্ব-দর্শনশূন্যঃ নিষ্কামো বা। এতানি হরেঃ শরীরমিতি বুদ্ধ্যা প্রণমেদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলীটীকায়াং কান্তিমালায়াং
নবমং বিরচনম্ ॥৯॥

নমস্কার এই শব্দ উচ্চারণ করে, অবশ্য নমস্কার বুদ্ধিতে নয়। তিনিও সর্ব্ববিধ মহাপাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ॥৩॥

অতএব বন্দনাঙ্গ ভক্তির কর্ত্তব্য উপদেশ করিয়া কবি যোগীন্দ্রের বাক্যে প্রকরণের উদ্দেশ্য সমাপ্তি করিতেছেন জ্ঞানি ব্যক্তিগণ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণ, প্রাণীগণ, দিক্‌সমূহ, বৃক্ষলতা প্রভৃতি নদীসমূহ ও সমুদ্র সমূহকে এবং জগতে যে কিছু পদার্থ আছে সেই সমস্তকে শ্রীহরির শরীর মনে করিয়া অর্থাৎ শ্রীভগবান্ হইতে ইহা পৃথক নয় এই মনে করিয়া নিষ্কামভাবে ঐ সকলকে প্রনাম করিয়া থাকেন ॥৪॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলীর বন্দননামক
নবম বিরচন ॥৯॥

দশমং বিরচনম্

অথ দাস্যম্

১। যন্নামশ্রুতি মাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ৯।৫।১৬

২। তাবদ্রাগাদায় স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রি নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥১০ ১৪ ৩৬

অথ দাস্যং নিরূপয়িতুং বিরচনমারভতে। তত্র তাবৎ শ্রীভগবদ্দাসা এব সর্বতঃ কৃতার্থা ইত্যাহ দুর্বাসোবাক্যেন। যস্য ভগবতো নাম শ্রবণমাত্রেণ। তস্য দাসানাং সর্বত্র পুরুষার্থসাধনে ফলে বা কিমবশিষ্যতে? অপি তু ন কিঞ্চিৎ, দাস্যেনৈব সর্বচরিতার্থত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

তত্র ইহলোকে কৃতার্থতামাহ ব্রহ্মবাক্যেন। রাগাদয়স্তেনা ধৈর্য্যবিবেকাদি সর্বস্বাপহারকাঃ, গৃহঞ্চ কারাগৃহং বন্ধনস্থানং তাবদেব, মোহো মমতা তাবদেবাঙ্ঘ্রি-নিগড়ো বন্ধনম্। হে কৃষ্ণ! যাবৎ জনাস্তে তব ন ভবন্তি, ত্বদীয় দাসা ন ভবন্তি।

"অনন্তর দাস্যভক্তি নিরূপণ"

অনন্তর দাস্য ভক্তি নিরূপণাভিপ্রায়ে এই বিরচন আরম্ভ করিতেছেন। তন্মধ্যে শ্রীভগবদ্ দাসগণই সর্বপ্রকারে কৃতার্থ ইহা দুর্ব্বাসা ঋষির বাক্যে ব্যক্ত করিতেছেন—যে শ্রীভগবানের নাম শ্রবণমাত্রেই পুরুষ সর্ববিধ পাপমল হইতে নির্ম্মল হইয়া থাকে। সেই তীর্থ পাদ শ্রীভগবান্ তাঁহার দাসগণের সর্বত্র পুরুষার্থ সাধনে অথবা ফললাভে কি কিছু অবশিষ্ট থাকিতে পারে? পরন্তু কিছুই অবশিষ্ট থাকে না যেহেতু শ্রীভগবানের দাসগণ দাস্য ভক্তিতে সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ হইয়াছেন ॥১॥

শ্রীভগবদ্দাসগণ লৌকিক জগতেও কৃতার্থ হইয়া থাকেন ইহা ব্রহ্মার বাক্যে বিবৃত করিতেছেন—ততদিন পর্য্যন্ত রাগদ্বেষাদি তস্করগণ ধৈর্য্যবিবে-কাদি সর্ব্বস্ব অপহরণকারী হয়, গৃহ তাবৎকাল পর্য্যন্ত বন্ধনের স্থান হয়,

অয়মর্থঃ—পূর্ব্বং বিষয়েষু রাগো ধৈর্য্যাপহার্য্যাসীৎ, ভগবৎ দাস্যে উৎপন্নে তু স এব রাগো ভক্তিসাধনেষু ভবতীতি গুণ এব। এবং দ্বেষোঽপি যঃ পরেষু স্থিতঃ সোঽপি পাপাদিষ্বেব জাতঃ। এবং গৃহং নিরর্থক পোষণাদিমহাদুঃখ ফলত্বাৎ কারাগৃহং স্থিতম্ ইদানীং সর্ব্বস্যৈব ব্যাপারস্য ভগবদর্থকত্বেন গুণ এব গৃহবাসঃ। পূর্ব্বং পুত্রাদিষু মমতামাত্রং নিগড়বন্ধনমাসীৎ, ইদানীং ভক্তিসাধনত্বেন তেষ্বেব কৃতা মোক্ষায় ভবতীতি* তথাচ বিষয়ত্যাগাদি দুঃখং বিনাপি দাস্যং শ্রেয় ইতি ইহোপকারকমিতি ভাবঃ ॥২॥

এবং মোহ বা মমতা ততদিন পর্য্যন্ত পাদশৃঙ্খল হইয়া থাকে, হে কৃষ্ণ! যতদিন পর্য্যন্ত জীবগণ আপনার দাস না হয়। তাৎপর্য্য এই যে—ধৈর্য্যাদি অপহরণকারী রাগ পূর্ব্বে বিষয়কে আশ্রয় করিয়াছিল এক্ষণে শ্রীভগবদ্দাস্য ভক্তি উৎপন্ন হওয়ায় সেই রাগ ভক্তিসাধনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাহা গুণে পরিণত হইয়াছে, এবং অন্যের প্রতি পূর্ব্বে যে দ্বেষভাব ছিল, সম্প্রতি দাস্য ভক্তি উৎপন্ন হওয়ায় পাপাদির প্রতি সেই দ্বেষভাব জাগিয়াছে, এবং নিরর্থক পোষণাদি মহাদুঃখ ফলদায়ী কারাগার সদৃশ গৃহের দাস, দাসী, পুত্র, কলত্রাদি এবং গৃহমার্জ্জণ, রন্ধনাদি সমস্ত ব্যাপারই ভগবদ্দাস্যে নিয়োজিত হওয়ায় সেই গৃহবাস বর্ত্তমান গুণে পর্য্যবসিত হইয়াছে, আর পূর্বে পুত্রাদির প্রতি যে মমতা পাদশৃঙ্খল স্বরূপ হইয়াছিল এক্ষণে সকলকেই শ্রীভগবদ্দাস এই বোধ হওয়ায় তাদের প্রতি স্নেহ বা মমতা পরম মুক্তির কারণ হইয়াছে, এইরূপে শ্রীভগবদ্দাসগণ বিষয় ত্যাগাদি দুঃখভোগ না করিয়াও শ্রীভগবদ্ দাস্যভক্তিতে পরম মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন, এবং লৌকিক জগতেও তাঁহারা সকলের পরম উপকারক হইয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন ॥২॥

৩। কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো
দাসেষ্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্।
যোঽরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং
শ্রীমৎকিরীটতট-পীড়িত-পাদপীঠঃ ॥১১।২৯।৪

পরত্র চ ভগবৎস্বরূপপ্রাপ্তিফলমাহ উদ্ধববাক্যেন। অনন্যশরণেষু দাসেষু যদাত্মসাত্ত্বং তদধীনত্বং তন্ময়ত্বমিতি যাবৎ ইতি যৎ, তৎ কিং চিত্রং নাশ্চর্য্যামিত্যর্থঃ। যতো যো ভবান্ শ্রীরামরূপেণ মৃগৈঃ শাখামৃগৈঃ সহ সাহিত্যং সখ্যমিতি যাবৎ অরোচয়ৎ প্রীত্যা কৃতবান্ কথম্ভূতঃ? ঈশ্বরাণাং ব্রহ্মাদীনাং যানি শ্রীমন্তি কিরীটানি তেষাং তটান্যগ্রাণি তৈঃ পীড়িতং বিলুঠিতং পাদপীঠং যস্য। স্বয়ং তথাভূতোঽপি সন্ যোঽনুচরতামাত্রতুষ্টো মর্কটানপি সখ্যে চকার, তস্য মনুষ্যাণং দাসভূতানাম্ উদ্ধরণেঽপি কিমাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ ॥৩॥

এবং শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের বচনে শ্রীভগবদ্দাসের পরলোকেও ভগবৎ স্বরূপ প্রাপ্তির ফল বলিতেছেন—হে অচ্যুত! হে অশেষবন্ধো! অনন্যশরণ অর্থাৎ ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণের শরণাপন্ন না হইয়া অথবা জ্ঞান, যোগ, কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান বিহীন ভৃত্যগণ যে আপনাকে আত্মাধীন করিয়াছেন ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র ব্যাপার নহে, যেহেতু আপনি শ্রীরামরূপে শাখামৃগ বানরগণের সহিত প্রীতিতে সখ্যত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। অথচ ব্রহ্মাদিদেবগণের উজ্জ্বল কিরীটাবলির অগ্রভাগ আপনার পাদপীঠে লুণ্ঠিত হইয়া থাকে। আপনি স্বয়ং এইরূপ হইয়াও যে দাসের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বনের বানরকে দাসরূপে অঙ্গীকার এবং স্বীয় দাসভূত মনুষ্যগণের উদ্ধার আপনার পক্ষে ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয় ॥৩॥

৪। কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্প্পয়েত্তৎ ॥১১।২।৩৬

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবল্যাং দাস্যং নাম দশমং বিরচনম্ ॥১০॥

তদেবং সর্ব্বকর্ম্মার্পণরূপং দাস্যস্বরূপং দর্শয়ন্নেব তদুপসংহরতি কবিবাক্যেন। আত্মনা চিত্তেনাহঙ্কারেণ বা অনুসৃতো যঃ স্বভাব স্তস্মাদপি যৎ করোতি। অয়মর্থঃ ন কেবলং বিধিতঃ কৃতমেবেতি নিয়মঃ, স্বভাবানুসারি লৌকিকমপি যদিতি। তথাচ ভগবদ্ গীতাসু—"যৎকরোষি" ইত্যাদি, যদ্বা কায়াদীনামেব কর্ম্ম, নাত্মন ইত্যাশঙ্ক্যাহ অধ্যাসেনানুসৃতাৎ ব্রাহ্মণত্বাদিস্বভাবাৎ যদ্ যৎ করোতীত্যর্থঃ। তৎ সকলং পরস্মৈ পরমেশ্বরায় নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ। তথা চ সতি সকলকর্ম্মার্পণরূপং দাস্যং নির্ব্বহতীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলীটীকায়াং কান্তিমালায়াং দশমং বিরচনম্ ॥১০॥

এই প্রকারে শ্রীভগবানে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণরূপ দাস্য ভক্তির স্বরূপ দেখাইয়া কবি যোগীন্দ্রের বাক্যে প্রকরণের উপসংহার করিতেন, বিধিবিহিত মতে শরীর দ্বারা যাহা করিবে, বাক্যে যাহা বলিবে, মনে যাহা ভাবিবে, ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা যাহা কৃত হইবে, বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত হইবে, চিত্তের দ্বারা যাহা চিন্তা করিবে, তৎসমুদায় ভগবান্ শ্রীনারায়ণে সমর্পণ করিবে, বিধিবিহতি কর্ম্ম মাত্রই যে এইরূপে সমর্পণ করিবে তাহা নয় অধিকন্তু ব্রাহ্মণাদি স্বভাবে যে কোন কায়িকাদি ব্যাপার সংঘটিত হইবে তাহাও পরমেশ্বর শ্রীনারায়ণে সমর্পণ করিবে, তাহা হইলেই সমস্ত কর্ম্ম অর্পণরূপ দাস্য স্বরূপ সিদ্ধ হইবে ॥৪॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলীর দাস্যভক্তিনিরূপণ নামক
দশম বিরচন ॥১০॥

একাদশং বিরচনম্

অথ সখ্যম্

১। অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।

অথ সখ্যং নিরূপয়িতুং বিরচনমারভতে। তত্র ভগবৎসখানাং মহিমানং বক্তুং জ্ঞাতুঞ্চ ন শক্যতে ইত্যাহ ব্রহ্মবাক্যেন। "অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যম্" ইতি পুনরুক্ত্যাদরেণ ভাগ্যস্য সর্বথা অপরিচ্ছেদ্যত্বমুক্তম্। "নন্দগোপব্রজৌকসাম্" ইতি সামান্যপদেন গবাদীনামপি গ্রহণং তেষামপি কৃষ্ণে নন্দাদিবৎ বিশ্বাসাদ্য-বিশেষাৎ। যন্মিত্রং যেষাং মিত্রং ব্রহ্ম কৃষ্ণস্বরূপং. "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইতি বচনাৎ। পরমানন্দং নিরতিশয়সুখস্বরূপম্। তথা চ প্রাকৃতমিত্রস্য পরস্পরোপ-কারিত্বাপেক্ষা কদাচিদ্বিষয়বিরোধান্মৈত্রীভঙ্গশ্চ, কৃষ্ণে তু পরমানন্দে ন তথা, কিন্তু তেষামানন্দ এবেতি ভাবঃ। প্রাকৃতমিত্রস্য দেশান্তরাদিগমনেন বিশ্লেষ দুঃখমপি

"অনন্তর সখ্যভক্তি নিরূপণ"

অনন্তর সখ্যভক্তি নিরূপণাভিপ্রায়ে এই বিরচন আরম্ভ করিতেছেন, তন্মধ্যে শ্রীভগবৎ সখার মহিমা বলিতে বা জানিতে কেহই সমর্থ নহেন ইহা শ্রীব্রহ্মার স্তুতিতে পরিস্ফূট হইয়াছে—'অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যম্' এখানে আদর অর্থে দুইবার উক্ত হইয়াছে,—ইহাতে ব্রজবাসীগণের ভাগ্যের অপরিসীমতা বা পরাবধিত্বই বলা হইয়াছে, আবার সামান্যরূপে শ্রীনন্দ মহারাজের ব্রজে অবস্থিত প্রাণিমাত্রের উল্লেখ থাকায় ধেনু প্রভৃতিরও গ্রহণ করা হইয়াছে, যেহেতু তাহাদেরও শ্রীকৃষ্ণে নন্দাদির ন্যায়ই বিশ্বাসাদি সমান ছিল। যন্মিত্রম্ অর্থাৎ যে ব্রজবাসীদের মিত্র ব্রহ্ম. "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই বাক্যলব্ধ কৃষ্ণস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্। 'পরমা-নন্দম্' অর্থাৎ নিরতিশয় সুখ স্বরূপ, আবার যেমন লৌকিক মিত্রে পরস্পরের প্রতি উপকারের অপেক্ষা থাকে এবং কখনও বৈষয়িক বিরোধে মিত্রতা ভঙ্গও হইয়া থাকে, কিন্তু পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে এই

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১০।১৪।৩২

ভবতি, কৃষ্ণে মিত্রে তু ন তথেত্যাহ, পূর্ণমিতি। তথাচ গতাগতাদিরহিত-মিত্যর্থঃ। অত্র যদ্যপি কৃষ্ণস্যাপি গোচারণাদিনা বিশ্লেষদুঃখং ভবতি, তথাপি তচ্চিন্তয়াপ্যানন্দপ্রাপ্তিরেবেতি নিয়মঃ, প্রাকৃতমিত্রে তু ন তথেতি ভাবঃ, যদ্বা কৃষ্ণস্য পূর্ণত্বে সর্ব্বব্যাপকত্বে জ্ঞাতে মথুরাদ্বারকাবাসিন্যপি কৃষ্ণে তেষাং বিশ্লেষদুঃখং মাভূদেব, প্রাকৃত মিত্রে তু ব্যাপকতানিশ্চয় এব ন ভবতীতি ভাবঃ যতঃ পূর্ণম্ অতএব সনাতনং নিত্যং তথা চ ন প্রাকৃতমিত্রবৎ তদ্ব্যতিরেকেণ দুঃখ-শঙ্কাপীতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

প্রকার বিরোধ বা মিত্রতা ভঙ্গের আশঙ্কা করা চলে না, পরন্তু তাহাদের আনন্দই হইয়া থাকে, আর লৌকিক জগতের মিত্রের বিদেশাদি গমনে বিরহ দুঃখও ঘটিয়া থাকে, কিন্তু অলৌকিক জগতের মিত্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই জাতীয় কোন বিরহ নাই, যেহেতু তিনি পূর্ণ, সুতরাং পূর্ণ বিভু তত্ত্বের কোথাও গত্যাগতি সম্ভাবনা নাই, আর যদিও শ্রীকৃষ্ণের গোচারণাদি লীলায় বিরহ দুঃখ বিদ্যমান, তথাপি তাঁহার চিন্তায় সেই বিরহেও আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এইরূপ নিয়ম প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু প্রাকৃত জগতের মিত্রের চিন্তা যতই প্রাবল্য হইবে, আনন্দ ত দূরের কথা দুঃখের মাত্রা ততই অধিকরূপে দেখা দেয়। অথবা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্ব সর্ব্বব্যাপকত্ব জ্ঞান হইলে তিনি মথুরা বা দ্বারকাবাসী হইলেও তাঁহার মিত্রদের কোন বিরহ দুঃখের সম্ভাবনা নাই। এবং প্রাকৃতমিত্রের ব্যাপকতা নিশ্চয়ই হয় না অর্থাৎ ব্যাপ্য বা সীমিত বলিয়া তাহাদের বিরহ দুঃখও বিদ্যমান, আর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ অতএব সনাতন অর্থাৎ অবিনশ্বর, তাহা হইলে নশ্বর প্রাকৃত মিত্রের মত বিচ্ছেদের ভয়ও নাই ॥১॥

২। এবং মনঃ কর্ম্ম বশং প্রযুঙ্‌ক্তে
অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে।
প্রীতি র্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥ ৫।৫।৬

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবল্যাং সখ্যং নাম একাদশং বিরচনম্ ॥ ১১ ॥

অত্র সখ্যফলং ব্যতিরেকমুখেন দর্শয়ন্নুপসংহরতি ভগবদৃষভদেববাক্যেন। এবং যথা পুনঃ সংসার এব ভবতি, তথা পূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম কর্তৃভূতং, মনঃ কর্মভূতং, বশং প্রযুঙ্‌ক্তে, পুনঃ কর্মনিষ্ঠং করোতি। জীবন্মুক্তস্য কর্মব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ অবিদ্যয়েতি। অবিদ্যয়োপহতস্য পুংসঃ পূর্বকর্মণা তথৈব কর্মণি মনঃ প্রের্য্যতে যথা সংসার ন নিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। তর্হি কথং নিস্তারঃ? তত্রাহ ময়ি ময্যেব বাসুদেবে সর্ব্বাশ্রয়ে যাবন্ন প্রীতিঃ সখ্যং, তাবদ্দেহযোগেন দেহসম্বন্ধেন, সতি চাস্মিন্ দুঃখেন চ নমুচ্যতে, অর্থাৎ মৎসখ্যেনৈব সর্বানর্থনিবৃত্তিরিতি ময়া সখ্যং কুর্য্যাদেবেতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলী টীকায়াং কান্তিমালায়াং একাদশং বিরচনম্ ॥১১॥

ব্যতিরেকমুখে সখ্যভক্তির ফল দেখাইয়া ভগবান্ শ্রীঋষভদেবের বাক্যে প্রকরণের উদ্দেশ্য সমাপ্তি করিতেছেন — মনে কর্ম্মস্বভাব প্রকাশই দেহবন্ধন তথা সংসারের কারণ, এই হেতু, পূর্ব কৃত কর্ম্মই মনকে পুনর্ব্বার কর্ম্মকরণে প্রবৃত্তি জাগায়, এইরূপে জীব অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইলে কর্ম্মাধীন মন তাদৃশ জীবকে পুনরায় কর্ম্মনিষ্ঠ করে, এইকারণে সংসার হইতে নিবৃত্তি লাভ করিতে পারে না, এইরূপে যে পর্য্যন্ত সর্ব্বাশ্রয় বাসুদেব আমাতে সখ্যভক্তি উৎপন্ন না হয়, সেই পর্য্যন্ত জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসার নিবৃত্তি হয় না। অর্থাৎ আমার প্রতি সখ্য স্থাপনেই সর্ব্ব অনর্থের নিবৃত্তি হয়, অতএব হে পুত্রগণ! আমাতে সখ্য ভক্তি স্থাপন কর॥ ২ ॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবীলর সখ্যভক্তি নামক একাদশ বিরচন ॥ ১১ ॥

দ্বাদশং বিরচনম্

অথ আত্মনিবেদনম্

১। মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥১১।২৯।৩৪

অথাত্মনিবেদনং নিরূপয়িতুং বিরচনমারভতে। তত্র ভগবতি নিবেদিতাত্মনস্তৎকৃপয়া সর্বোঽপি পুরুষার্থো ভবতীতি ভগবদ্বচনেনাহ। যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা সন্ মে নিবেদিতাত্মা ভবতি, যথা বিক্রীতস্য দত্তস্য বা গবাশ্বাদের্ভরণপালনাদি চিন্তা ন ক্রিয়তে, তথা ভগবতি দেহাদিকং সমর্প্য নিশ্চিন্তো যস্তিষ্ঠতি স নিবেদিতাত্মা, তদাসৌ মে বিচিকীর্ষিতো বিশিষ্টঃ কর্ত্তুমিষ্টো ভবতি, ততশ্চামৃতত্বং মোক্ষং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় মদৈক্যায় মৎসমানৈশ্বর্য্যায় ইতি যাবৎ, কল্পতে যোগ্যো ভবতি বৈ ধ্রুবম্ ॥ ১ ॥

অনন্তর আত্মনিবেদন ভক্তি নিরূপণ

অনন্তর আত্মনিবেদন ভক্তি নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে এই বিচরন আরম্ভ করিতেছেন—তন্মধ্যে শ্রীভগবানে নিবেদিতাত্মা ব্যক্তির তাঁহার কৃপাতেই সমস্ত পুরুষার্থ লভ্য হয়, ইহা শ্রীভগবৎবচনে প্রকাশ হইয়াছে—মানব যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ আমাতে নিবেদিতাত্মা হয়, যেমন লোকে বিক্রীত বা দত্ত গাভী বা অশ্বাদির ভরণ পালনাদির চিন্তা করেন না, তদ্রূপ শ্রীভগবানে দেহাদি সমস্ত সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তরূপে যিনি অবস্থান করেন তিনিই নিবেদিতাত্মা হইয়াছেন, তার ফলে তখনই তিনি অমৃতত্বলাভ করেন এবং আমিও তাহাকে বিশিষ্ট কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগি প্রভৃতি হইতেও বিলক্ষণ কিছু করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকি তখন তিনি মৃত্যু পরম্পরা অতিক্রম করতঃ আমার সহিত ঐক্য অর্থাৎ আমার সমানৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবার নিশ্চিতরূপে যোগ্যতা লাভ করেন ॥১॥

২। ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।

নন্থ সর্বকর্মত্যাগেনাত্মনিবেদনমেব চেৎ শ্রেয়স্তদা কর্ম্মাদিবিধিনামানর্থক্যং ভবেৎ। তত্রোত্তরেণোপসংহরতি প্রহ্লাদবাক্যেন। ধর্মোঽর্থঃ কামশ্চেতি যস্ত্রিবর্গঃ, তদর্থঞ্চ যে ঈক্ষাদ্যা অভিহিতাঃ। ঈক্ষা আত্মবিদ্যা, ত্রয়ী কর্মবিদ্যা, নয়দমৌ তর্কো দণ্ডনীতিশ্চ, বিবিধা চ বার্ত্তা, তদেতৎ সর্বং নিগমস্যার্থজাতং স্বসুহৃদঃ স্বান্তর্য্যামিনঃ পরমস্য পুংসঃ স্বাত্মার্পনং তৎ সাধনং চেৎ, তর্হি সত্যং মন্যে, সত্যপরত্বাৎ, অন্যথা তৎ অসত্যমেব। যদ্বা তদেতদখিলং নিগমস্য

আচ্ছা সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগের দ্বারা আত্মনিবেদনরূপা ভক্তিই যদি পরম মঙ্গলপ্রদ হয়, তাহা হইলে বেদোক্ত কর্ম্মাদির বিধি নিষ্ফল হইয়া যায়? এই আশঙ্কার উত্তরে সহপাঠী অসুর বালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের বচন দেখাইয়া প্রকরণের উদ্দেশ্য সমাপ্তি করিতেছেন—হে বয়স্যগণ! ধর্ম্ম, অর্থ, ও কামরূপ ত্রিবর্গ ইহাদের সাধন যে আত্মবিদ্যা অর্থাৎ আত্মা অনাত্মা জ্ঞান বা চিৎ জড় বিজ্ঞান, কর্ম্মবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র দণ্ডনীতি এবং বিবিধ বার্ত্তা অর্থাৎ জীবিকা অর্থশাস্ত্র এই সমস্ত বেদের অর্থ বা প্রতিপাদ্য, কিন্তু বেদ প্রতিপাদ্য আত্মবিদ্যাদি সাধনসমূহ যদি পরম সত্য স্বরূপ আত্মান্তর্য্যামি পরমপুরুষ শ্রীভগবানে পরাভক্তি আত্মনিবেদন হয় তাহা হইলেই উহা সত্য বলিয়া মনে করি। অন্যথা তৎসমুদায় মিথ্যাভূত সংসারে যাতায়াতের হেতু মিথ্যা বলিয়া জানিতে হইবে। অথবা এই সমস্তকে ত্রিগুণাত্মক বেদের প্রতিপাদ্য বলিয়া মনে করি বটে কিন্তু পরমপুরুষ শ্রীভগবানে ত্রিগুণাতীত লক্ষণযুক্ত পরাভক্তি যে আত্মনিবেদন তাহাই পরম সত্য বলিয়য়া মনে করি। যেমন

মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥৭।৬।২৬

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবল্যাম্ আত্মনিবেদনং নাম
দ্বাদশং বিরচনম্ ॥ ১২ ॥

ত্রৈগুণ্যবিষয়স্য প্রতিপাদ্যং মন্যে সত্যং পুনর্নিস্ত্রৈগুণ্যলক্ষণং পরমস্য পুংসঃ স্বাত্মার্পণমেবেত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রীভগবতা "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" ইতি ॥ ২॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলীটীকায়াং কান্তিমালায়াং
দ্বাদশং বিরচনম্ ॥ ১২ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন হে অর্জ্জুন! বেদসমূহ ত্রিগুণাত্মক অতএব তুমি ত্রিগুণের অতীত হও, অর্থাৎ আমাতে নিবেদিত আত্ম হও ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলীর আত্মনিবেদন নামক
দ্বাদশ বিরচন ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশং বিরচনম্

অথ শরণাগতিঃ

১। দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥১১।৫।৪১

অথেহ যথোক্ত বৈদিক লৌকিক সাধনহীনানাংভগবচ্ছরণপ্রবেশ এব শরণমিত্যভিপ্রেত্য বিরচনমারভতে। তত্র ভগবচ্ছরণপ্রবিষ্টো দেবতান্তর-সেবাত্যাগ্যপি ন তেষামভিযোজ্য ইত্যাহ করভাজন বাক্যেন। দেবানাং হোমে, ঋষীণাং তর্পণে, ভূতানাং বলিদানে, পিতৃণাং শ্রাদ্ধাদৌ, এবং দেবাদীনামারাধনাদৌ ন কিঙ্করো ন দাসবন্নিযোজ্যঃ, তদকরণে চ ন ঋণী ন পাপীত্যর্থঃ। যদ্বা দেবাদীনাং যথা ভগবদভক্তো হি ঋণী, অতএব তেষাং কিঙ্করস্তদর্থং নিত্যং পঞ্চযজ্ঞাদিকর্ত্তা, তথাচ স্মৃতিঃ—"হীনজাতিং পরিক্ষীণমৃণার্থং কর্ম্ম কারয়েৎ"। ইতি অয়ন্তু ন তথা। কোঽসৌ সর্বাত্মনা যো মুকুন্দং শরণং গতঃ। কর্ত্তং ভেদং পরিহৃত্য। কৃত্যমিতি পাঠে হোমাদিকমিত্যর্থঃ। যদ্বা সর্বাত্মকত্বেন। তথা চ ভগবচ্ছরণপ্রপন্নস্য জগদেব প্রীণাতীতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর শরণাগতি নিরূপণ।

অনন্তর এই প্রকরণে যথোক্ত বৈদিক ও লৌকিক সাধনহীন ব্যক্তি-দের শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে আশ্রয় গ্রহণই শরণাগতি ইহা দেখাইতে গিয়া এই বিরচন আরম্ভ করিতেছেন—তন্মধ্যে শ্রীভগবচ্চরণে শরণাগত দেবতান্তরের সেবাত্যাগী ব্যক্তিও দেবতাদের অভিযোগের বিষয় হন না ইহা করভাজন যোগীন্দ্রের বাক্যে পরিস্ফুট হইয়াছে—হে রাজন্! জন্মমাত্রই ভগবৎ অভক্ত যেমন দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের নিকট ঋণী থাকেন, তজ্জন্য নিত্য পঞ্চযজ্ঞাদি অবশ্য করণীয়, স্মৃতিশাস্ত্রেও দেখা যায় লৌকিক দৃষ্টান্তে যেমন "নিজাপেক্ষা হীনজাতি ঋণী ব্যক্তিকে ঋণ

২। কিং দুরাপাদনং তেষাং পুংসামুদ্দাসচেতসাম্।
যৈরাশ্রিতস্তীর্থপদশ্চরণো ব্যসনাত্যয়ঃ ॥ ৩।২৩।৪১॥

ন কেবলং দেবাদীনামনভিযোজ্যঃ সর্বসুখভাগী চ ভবতীত্যাহ মৈত্রেয়-বাক্যেন। কিং দুরাপাদনং, সর্বং সুলভমিত্যর্থঃ। উদ্দামচেতসাং ধীরাণাম্। ব্যসনম্ ইহামুত্র চ সংসার দুঃখং তস্যাত্যয়ো নাশো যস্মাৎ ॥ ২ ॥

পরিশোধের জন্য কর্ম্ম করাইয়া লইবে"। সেইরূপ শ্রীভগবচ্চরণে শরণাগত ব্যক্তি দেবাদির ঋণ পরিশোধের জন্য ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞা-বাহী দাস নহেন। যেহেতু প্রাণী মাত্রই শ্রীহরিরই দাস। "দাসভূতো-হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন"। পরন্তু যিনি কৃত্য অকৃত্য সমস্ত পরিত্যাগ করতঃ সর্ব্বতোভাবে শরণ্য মোক্ষদ ও পরমানন্দপ্রদ শ্রীমুকুন্দের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তিনি আর দেবতাদিগের হোম, ঋষিগণের তর্পণ, প্রাণীগণের প্রতি উপহার দান, পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণাদি, পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধাদি এবং দেবতাগণের উপাসনাদিতে কিঙ্কর অর্থাৎ ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাবাহী নহেন। এবং তাহা না করিলেও ঋণী বা পাপভাগী নহেন। সেইহেতু শ্রীভগবচ্চরণে শরণাগত ব্যক্তির প্রতি সমগ্র জগতবাসীই প্রীত হন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবচ্চরণে শরণাগত ব্যক্তি যে কেবল দেবতাদিগের অভিযোগের বিষয় হন না তাহাই নহে পরন্তু সর্ব্বসুখভাগীও হইয়া থাকেন মৈত্রেয় ঋষির বচনে ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে অহো বিদুর! কর্দ্দম ঋষির সহসা বৈমানিক লোক অতিক্রমণে বিস্ময়ান্বিত হইও না যেহেতু তীর্থপাদ শ্রীহরির চরণদ্বয় স্মরণ মাত্রেই ইহলোকে ও পরলোকে সংসার দুঃখ নাশ করে, সেই শ্রীচরণকমল যে সকল ধীর ব্যক্তি আশ্রয় করেন তাঁহাদিগের কি দুষ্প্রাপ্য থাকে? অর্থাৎ সকলই সুলভ হইয়া যায় ॥ ২ ॥

৩। শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্ ॥ ৩।২২।৩৭

৪। যত্র নির্বিষ্টমরণং কৃতান্তো নাভিমন্যতে।
বিশ্বং বিধ্বংসয়ন্ বীর্য্যশৌর্য্যবিস্ফুর্জ্জিতভ্রুবা ॥ ৪।২৪।৫৬

তত্র ইহ ব্যসনাত্যয়ত্বং দর্শয়তি মৈত্রেয়বাক্যেন। দিব্যা আন্তরিক্ষাঃ মানুষাঃ শত্রুসম্ভবাঃ, ভৌতিকাঃ শীতোষ্ণাদিপ্রভবাঃ ক্লেশাঃ ক্লেশহেতবঃ কথং বাধন্তে? ন বাধন্তে ইত্যর্থঃ। বৈয়াসে ব্যাসপুত্র হে বিদুর! ॥ ৩ ॥

পরত্র ব্যসনাত্যয়ত্বমাহ রুদ্রগীতেন। যত্র ভগবৎপাদমূলে অরণং শরণং নির্বিষ্টং প্রবিষ্টং জনং কৃতান্তঃ কালো 'মমায়ং বশ্য' ইতি নাভিমন্যতে। বীর্য্যং প্রভাবঃ শৌর্য্যমুৎসাহঃ তাভ্যাং বিস্ফূর্জ্জিতয়া ক্ষুভিতয়া ভ্রুবা বিশ্বং বিধ্বংসয়ন্নপি ॥৪॥

শ্রীহরি পদাশ্রয়ী শরণাগত জন ইহলোকেও সমস্ত দুঃখকে অতিক্রম করিয়া থাকেন মৈত্রেয় বাক্যে ইহাই দেখাইতেছেন—হে ব্যাসনন্দন বিদুর! শ্রীহরি পাদপদ্মে শরণাগত ব্যক্তিকে কোনপ্রকার ক্লেশ বাধা দেয় না। রোগাদি জন্য শারীরিক, শোকাদি জন্য মানসিক, গ্রহাদি জন্য দৈবিক, শত্রু প্রভব এবং শীতোষ্ণাদি প্রভব ও ভৌতিক বিবিধ ক্লেশ আছে সত্য, কিন্তু সে সকল কি শ্রীহরিপদাশ্রয়ী শরণাগত ব্যক্তিকে পীড়া জন্মাইতে সমর্থ হয়? অর্থাৎ শ্রীভগবচ্চরণাশ্রয়ী শরণাগত জনকে কখনও কোন দুঃখই বিঘ্ন করিতে পারে না ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবচ্চরণাশ্রয়ী শরণাগতজনের পরলোকেও কোন দুঃখ নাই রুদ্রগীতে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে হে ভগবন্! আমি যে আপনার পাদমূলে শরণ বাঞ্ছা করি তাহার কারণ—কৃতান্ত প্রভাব ও উৎসাহ দ্বারা আপনার ভ্রূলতা কম্পিতা করতঃ তদ্দারা বিশ্ব বিধ্বংসনে সমর্থ হইলেও আপনার

৫। অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণ-কামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্ ॥ ৬।৯।২২

নন্বেবমপি দেবতান্তরশরণাদস্য কো বিশেষঃ ? তত্রাহ দেবানাং বাক্যেন। অবিস্মিতং নিরহঙ্কারং কুতূহলশূন্যং বা, অপ্রতারকমিত্যর্থঃ। কুতঃ ? প্রশান্তং রাগাদিশূন্যম্। তচ্চ কুতঃ ? স্বেনৈব লাভেন পরিপূর্ণকামম্। তচ্চ কুতঃ ? সমম্ উপাধি পরিচ্ছেদশূন্যম্। এবম্ভূতং পরমেশ্বরং বিনা অপরং যঃ শরণার্থমুপসর্পতি, স হি বালিশোঽজ্ঞঃ। যতোঽসৌ শুনো লাঙ্গুলেন পুচ্ছেন সমুদ্রমতিতিতর্ত্তি অতিতির্ত্তুমিচ্ছতীত্যর্থঃ। যথা তেন সমুদ্র তরণং ন ভবতি, তথানীশ্বরাশ্রয়ণেন ব্যসনার্ণবতরণং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥৫॥

ঐ পাদমূলে শরণাগত ব্যক্তিকে কৃতান্তরূপীকাল "এ আমার বশ্য এই বলিয়া কোন অভিমান করিতে পারে না" অর্থাৎ আপনার চরণে শরণাপন্নজনের শমনের কোন ভয় নাই ॥ ৪ ॥

আচ্ছা যদি এইরূপই হয় তবে অন্য দেবতার শরণ হইতে শ্রীভগবচ্চরণে শরণাগত জনের বিশেষ কি ? এই আশঙ্কায় দেবতাগণের বাক্যেই ইহার উত্তর প্রদান করিতেছেন—শ্রীহরি নিরহঙ্কার বা কৌতুকশূন্য অর্থাৎ অপ্রতারক, প্রশান্ত অর্থাৎ রাগাদিশূন্য স্বস্বরূপেই যে লাভ তাহার সহিত স্বীয় হ্লাদিনী শক্তি প্রদত্ত সম্ভোগাদিতে তিনি পরিপূর্ণ মনোরথ, এবং সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন, সুতরাং এবম্বিধ পরমেশ্বর শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অপরের অর্থাৎ অন্যদেবতা, কর্ম যোগ বা জ্ঞান যোগাদির শরণ লইতে যায়, তবে তাহাকে মূর্খই বলিতে হইবে, যেহেতু—সেই মূর্খ কুক্কুর পুচ্ছ ধরিয়া সাগর পার

৬। বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ
নার্ত্তস্য চাগদমুদন্বতি মজ্জতো নৌঃ।
তপ্তস্য তৎপ্রতিবিধির্য ইহাঞ্জসেষ্ট
স্তাবদ্বিভো তনুভৃতাং ত্বদুপেক্ষিতানাম্ ॥ ৭।৯।১৯

নন্বদুঃখৈস্তপ্তস্য তৎপ্রতীকারো লোকে প্রসিদ্ধ এব, বেদেঽপি তত্তদ্দেবতাভক্তিঃ প্রসিদ্ধা অতঃ কথং ভগবানেব শরণম্? তত্রাহ প্রহ্লাদবাক্যেন। ভো নৃসিংহ! তপ্তস্য তৎপ্রতিবিধিস্তৎপ্রতীকার ইহ লোকে যোঽঞ্জসা ইষ্টঃ, স ত্বয়োপেক্ষিতানাং তাবদেব ক্ষণমাত্রমেব, নত্বাত্যন্তিকঃ। তদেবাহ—বালস্য পিতরৌ শরণং রক্ষকৌ ন ভবতঃ তাভ্যাং পাল্যমানস্যাপি দুঃখদর্শনাৎ, ক্বচিদন্ধীগর্ত্তাদিষু তাভ্যামেব তদ্বধদর্শনাচ্চ, ন চার্ত্তস্য রোগিণোঽগদম্ ঔষধং শরণং কৃতেঽপ্যৌষধে মৃত্যুদর্শনাৎ, নাপি উদন্বতি সমুদ্রে মজ্জতঃ পুংসো নৌঃ শরণং, তস্যা সহ মজ্জনদর্শনাৎ। অতস্ত্বমেব শরণমিত্যর্থঃ। অথবা এবং কাক্বা ব্যাখ্যেয়ম্ তপ্তস্য তৎ প্রতিবিধির্য ইহ তাবৎ প্রসিদ্ধঃ, স ত্বদুপেক্ষিতানাং কিমঞ্জসেষ্টঃ? অপিতু নেষ্ট এব। যদ্বা যস্তাবদিহ প্রতিবিধিরিষ্টঃ স কিমঞ্জসা? নৈবাঞ্জসেত্যাদি যোজ্যম্। বালস্যেত্যাদি পূর্ববদেব ॥ ৬ ॥

হইতে ইচ্ছা করে, মর্ম্মার্থ এই যে কুক্কুর পুচ্ছ ধরিয়া সাগর পার হওয়া যেমন অসম্ভব, শ্রীভগবচ্চরণ আশ্রয় ব্যতীত অনীশ্বর দেবাদি কাহারও আশ্রয়ে সংসার সাগর উত্তীর্ণ হওয়াও তদ্রূপ অসম্ভব ॥ ৫ ॥

যদি বল দুঃখের দ্বারা পীড়িত ব্যক্তির প্রতীকার এই জগতে ত প্রসিদ্ধই আছে, এবং বেদেও তত্তদ্দেবতা ভক্তির কথাও প্রসিদ্ধ আছে, অতএব শ্রীভগবান্ আশ্রয়নীয় হয় কিরূপে? এই আশঙ্কায় শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের বচন দেখাইতেছেন—হে নৃসিংহ! দুঃখ সন্তপ্ত ব্যক্তির তৎপ্রতীকারের উপায় যাহা যাহা প্রসিদ্ধ আছে, আপনি উপেক্ষা

৭। কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ১০।৪৮।২৬

তস্মাদ্ভগবন্তং বিহায় যঃ পরমাশ্রয়তে স মূর্খ ইত্যাহাক্রূরবাক্যেন। ত্বদপরং ত্বত্তোঽন্যম্। কঃ পণ্ডিতঃ স ন পণ্ডিত ইত্যর্থঃ। কথম্ভূতাৎ ত্বত্তঃ? সুহৃদো নিরপেক্ষোপকারকাৎ। যো ভবান্ ভজতঃ সুহৃদঃ সর্বানাভিমতান্ কামান্ দদাতি, কিঞ্চাত্মানমপি। যস্য তবোপচয়াপচয়ৌ ন স্তঃ॥ ৭॥

করিলে জীবগণের তাহাতে ক্ষণিক ক্রিয়া হইলেও আত্যন্তিক কল্যাণ হয় না, কখনও পিতামাতাও বালকের রক্ষক হন না, কারণ তাঁহারা যত্নে বালকের পালনাদি করিলেও সন্তানের দুঃখ হয়, আবার কখনও প্রাণীবিশেষে পিতামাতা নিজ সন্তানকেও বধ করে, এবং ঔষধের সেবনেও তদ্রূপ অনেক পীড়িত ব্যক্তির মৃত্যুও হইতেছে আবার সমুদ্রে নিমগ্ন ব্যক্তির নৌকাও আশ্রয় হয় না, কেন না নৌকা সহিত ও অনেকের জল মজ্জন দেখা যায়। অতএব হে ভগবন্! আপনিই সর্বাবস্থায় সর্বদা সকলের একমাত্র আশ্রয় ॥ ৬ ॥

সুতরাং শ্রীভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে সে নিতান্তই মূর্খ ইহাই শ্রীঅক্রূর মহাশয়ের বাক্যে ব্যক্ত করিতেছেন—হে ভগবন্! আপনি ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্ সুহৃদ্ অর্থাৎ অহৈতুকী কৃপাকারী, এবং কৃতজ্ঞ অর্থাৎ কোন সময়ে কোন ভক্ত আপনার যৎকিঞ্চিৎ ভজন করিলে ভক্ত ভুলিয়া গেলেও আপনি তাহা মনে রাখেন। অতএব কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনাকে ছাড়িয়া অন্যের

৮। অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোহন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥৩।২।২৩

নন্বু পরমেশ্বরশরণ মাত্রেণ কথমেতাবন্তি শ্রেয়াংসি? কৃপালুত্বাৎ সমর্থত্বাচ্চ ভগবত ইত্যাহ উদ্ধববাক্যেন। অহো আশ্চর্য্যং দয়ালুতায়াঃ হন্তুমিচ্ছয়াপি স্তনয়োঃ সম্ভৃতং কালকূটং বিষং যম্ অপায়য়ৎ বকী পূতনা, সা অসাধ্বী দুষ্টাপি ধাত্র্যা যশোদায়া উচিতাং গতিং লেভে। ভক্তবেশমাত্রেণ যঃ সদ্গতিং দত্তবানিত্যর্থঃ, ততোহন্যং কং বা শরণং ব্রজেম স এব শরণমিত্যর্থঃ। ৮॥

শরণ গ্রহণ করিবে? আপনি সর্বসুহৃৎ অথবা শোভন ন্তঃকরণ নিষ্কামভক্তের সর্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন, এমন কি আপনি নিজেকেও দান করিয়া থাকেন, ইহাতে কিন্তু আপনার বিন্দুমাত্রও অপচয় বা উপচয় অর্থাৎ ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না ॥ ৭ ॥

আচ্ছা শ্রীভগবানের শরণমাত্রেই এইরূপ মঙ্গল কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—শ্রীভগবান্ পরম কৃপালু কেবলমাত্র তাহাই নহে পরন্তু সমর্থবানও বটে, ইহা শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের বাক্যে ব্যক্ত করিতেছে—অহো! শ্রীভগবানের দয়ালুতা অত্যাশ্চর্য্য যে তাঁহার প্রাণবিনাশের বাসনা করিয়া নিজের স্তনদ্বয়ে বিষলেপন করতঃ তাঁহাকে পান করাইয়াছিল, সেই অসাধ্বী দুষ্টা রাক্ষসী পুতনা তাহাতে ধাত্রী সদৃশী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণজননী যশোদার ন্যায় গতি লাভ করিয়াছিল। তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণ সেই পুতনার জননী উচিত ভক্তবেশমাত্র দেখিয়া তাহাকে জননী যশোদার ন্যায় সদ্গতি প্রদান করিয়াছিলেন,

৯। তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে
সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রি
দ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ ॥ ১১।১৯।৯

১০। চিরমিহ বৃজিনার্ত্তস্তপ্যমানোঽনুতাপৈ-
রবিতৃষষড়মিত্রোলব্ধশান্তিঃ কথঞ্চিৎ।

তদেব স্পষ্টয়ত্যুদ্ধববাক্যেন তাপত্রয়েণাভিহতস্য অতএব সন্তপ্যমানস্য পুংসস্তবাঙ্ঘ্রি দ্বন্দ্বাতপত্রাদন্যৎ শরণং ন পশ্যামি, নাস্তীত্যর্থঃ, ন কেবলমাতপত্রাৎ কিন্তু অমৃতমপ্যভিতো বর্ষতি যৎ তস্মাৎ ॥ ৯ ॥

তদেবং মুচুকুন্দ বাক্যেন শরণং প্রবিশন্ গ্রন্থনমুপসংহরতি। হে ঈশ! আপন্নমাপদগ্রস্তং মা মাং পাহি, যতস্তে পদাব্জম্ 'অহং শরণং সমুপেতঃ। হে

সুতরাং সেই শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্য কোন্ দয়ালুর শরণাগত হইব। অতএব সেই শ্রীযশোদা নন্দনই একমাত্র শরণীয় ॥৮॥

পুনরায় উদ্ধববাক্যে তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—হে ঈশ! আমি এই ঘোর সংসারে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপে সন্তপ্ত হইয়া আপনার পাদ-পদ্মরূপ ছত্র ব্যতীত আর অন্য কোন শরণ অর্থাৎ আশ্রয় দেখিতেছি না। প্রভো! আপনার শ্রীচরণযুগল কেবলমাত্র ছত্রস্বরূপ নহে, পরন্তু আপনার শ্রীচরণযুগল হইতে সতত সর্বতোভাবে, অমৃত বর্ষণ হইতেছে ॥৯॥

এইরূপে শ্রীপাদ গ্রন্থকার শ্রীভগবচ্চরণে শরণাপন্ন হইয়া মুচুকুন্দের বাক্য দ্বারা সঙ্কলিত শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলীগ্রন্থের সমাপ্তি করিতেছেন—হে প্রভো! আপনি বিপদাপন্ন আমাকে স্বীয় শ্রীচরণকমলে আশ্রয় প্রদান করিয়া রক্ষা করুন, কেন না আমি আপনার চরণকমলে শরণ

শরণদ সমুপেতস্ত্বৎপদাব্জং পরাত্ম-
ন্নভয়মৃতমশোকং পাহি মাপন্নমীশ ॥ ১০।৫১।৫৭

গ্রন্থকর্ত্তুর্নিবেদনম্

১১। এবং শ্রীশ্রীরমণভবতা যৎ সমুক্তেজিতোঽহং
চাঞ্চল্যে বা সকলবিষয়ে সার নির্দ্ধারণে বা।

শরণদেতি প্রকৃতোপযোগিত্বমাহ। কথম্ভুতোঽহম্ ইহ সংসারে চিরং বৃজিনৈঃ কর্ম্মফলৈরার্ত্তঃ পীড়িতঃ, অনুতাপৈর্বাসনাদিভিস্তপ্যমানঃ অতএব অবিতৃষা অবিতৃপ্তাঃ ষট্ চক্ষুরাদয়োঽহমিত্রা যস্য অতএব ক্বাপ্যলব্ধশান্তিঃ। কথম্ভূতং তৎ-পদাব্জং অভয়ং সর্বতো ভয়শূন্যম্ ঋতম্ অবিনাশী অতএব অশোকম্ ॥ ১০ ॥

তদেবং স্বকর্ম্ম গ্রথনকর্ত্তা ভগবতি সমর্পয়তি। চাঞ্চল্যে ইদং চাঞ্চল্যং কৃতং

গ্রহণ করিলাম, হে সর্বান্তর্য্যামি! আমি এই সংসারে কর্ম্মফলে বহুকাল পীড়িত, তাহাতে আবার দুর্বাসনার দ্বারায় বিশেষরূপে সন্তপ্ত। এবং ছয়টি শত্রু চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়গণ অবিরত বিষয় ভোগ করিয়া তাহাতেও তাহাদের তৃষ্ণার আর বিরতি ঘটিতেছে না, সুতরাং কোথাও আর শান্তি পাইতেছি না, এই কারণ আমি আপনার শ্রীচরণকমলে শরণ গ্রহণ করিতেছি। হে শরণ্য প্রভো! আপনার শ্রীচরণকমল কি সামান্য? উহা সর্ব্বতোভাবে ভয়শূন্য, কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ হইলেও উহা অবিনাশী, এবং বিবিধ শোকের নিবারক ॥ ১০ ॥

গ্রন্থকারের নিবেদন

এই প্রকারে গ্রন্থকার শ্রীপাদবিষ্ণুপুরী গোস্বামী বিভিন্নবর্ণ পুষ্প-রচিত বৈজয়ন্তীমালা গ্রন্থনের ন্যায় সৎসঙ্গ, নবধাভক্তি ও শরণাগতি সম্বলিত শ্রীভক্তিরত্নাবলীর মালা নিজ শ্রীগ্রন্থ ভগবান্ শ্রীজগদীশ্বরে সমর্পণ করিতেছেন—হে শ্রীরাধারমণ! আমি আপনা কর্ত্তৃক এই প্রকার

আত্মপ্রজ্ঞাবিভবসদৃশৈস্তত্র যত্নৈর্মমৈতৈঃ
সাকং ভক্তৈরগতিসুগতে তুষ্টিমেহিত্বমেব ॥
১২। সাধূনাং স্বত এব সম্মতিরিহ স্যাদেব ভক্ত্যর্থিনা-
মালোচ্য গ্রথনশ্রমঞ্চ বিদুষামস্মিন্ ভবেদাদরঃ।

পরমার্থনিরূপণং বা. তত্তু স্বৎপ্রেরণেনৈব, অতস্ত্বদাজ্ঞা পরিপালিতা। তথা চ ত্বমেব ভক্ত সহিতঃ প্রীতো ভবেত্যর্পয়ামীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

স্বগ্রন্থে সর্বসম্মতিযোগ্যতামাহ। ইহ শ্রীভক্তিরত্নাবল্যাং সাধূনাং ভক্তানাং সম্মতিঃ পাঠচিন্তনাদিপরিগ্রহায় স্বীকারঃ স্যাদেব, যতো ভক্ত্যর্থিনাং, তথা বিষয়িণাং তৎপ্রশংসায়াম্। বিদুষাং যুক্তিপরিশীলনশীলানাং তাদৃশভক্তি-হীনানামপ্যস্মিন্ গ্রন্থে তু আদরো ভবেদেব। কথঙ্কারম্? মম গ্রথনে

চাপল্যে অথবা পরমার্থ নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে আমার কোন কর্তৃত্বাভিমান নাই, ইহা একমাত্র আপনারই কৃপা প্রেরণা, অতএব আমি মাত্র আপনার আজ্ঞাই পালন করিয়াছি, অথবা পরম উপায়-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতরূপ বারিধি মন্থন করিয়া তাঁহার সার বা নির্য্যাস নিরূপণের নিমিত্ত সমুৎসাহিত হইয়া আমি আমার জ্ঞান ও শক্তি অনুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছি, সেইপ্রকার অগতির একমাত্র গতি প্রদাতা আপনি আপনার ভক্তগণের সহিত আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে জগদীশ! মৎগ্রথিত এই 'ভক্তিরত্নাবলীর' মালা আপনাকে সমর্পণ করিলাম আপনি কণ্ঠে ধারণ করিয়া প্রীত হউন ॥ ১১ ॥

শ্রীপাদগ্রন্থকার স্বীয় সঙ্কলিত শ্রীভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থে সকলের সম্মতি পাওয়ার যোগ্যতা বিচার করিতেছেন—মৎগ্রথিত এই শ্রীভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থে সাধুভক্তগণের স্বতঃই সম্মতি থাকিবে, যেহেতু ভক্তিকামী ও

যে কেচিৎ পরকৃত্যুপশ্রুতিপরাস্তানর্থয়ে মৎকৃতিং
ভূয়ো বীক্ষ্য বদন্ত্ববদ্যমিহচেৎ সা বাসনা স্থাস্যতি ॥

নানাপ্রকরণস্থশ্লোকানাং পরস্পরাকাঙ্খয়া লিখনে শ্রমমালোচ্য বিচার্য্য কচিৎ প্রমাদশঙ্কায়ামপ্যাদরো ভবেদেব। যে তু কেচিৎ বিরলাঃ পরকৃতীনামুপশ্রুতিপরা নিন্দাপরা স্তানহমর্থয়ে যাচে। কিং তৎ ? ইমাং মৎকৃতিং ভূয়ো বারং বারং বীক্ষ্য ভবন্ত ইহ মৎকৃতৌ অবদ্যং দূষণং তদা বদন্ত, যদ্যেতাবৎসু ভক্তিমহিমসু জ্ঞাতেষু সা বাসনা পরনিন্দেচ্ছা স্থাস্যতি। অয়মর্থঃ—বহুধৈতদ্‌গ্রন্থপরিশীলনে ভগবদ্‌ভক্তিরেবোদেষ্যতি, ততশ্চ কুতঃ পরনিন্দা দুর্বাসনেতি ॥ ১২ ॥

অর্থকামী ব্যক্তিরা এই গ্রন্থ পাঠাদি করিয়া প্রশংসা বা অর্থলাভ করিতে পারিবেন, আর যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহাদের তাদৃশী ভক্তি না থাকিলেও তাঁহাদের এই গ্রন্থে আদর হইবেই, কারণ মৎগ্রথিত গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের নানা প্রসঙ্গে উল্লিখিত শ্লোকাবলীর পরস্পর সঙ্গতি স্থাপন পূর্বক লিখনের পরিশ্রম আলোচনা করিয়া কোথাও বা আমার অনবধান আশঙ্কা করিয়া ত্রুটি প্রদর্শনের জন্য ও আদর করিবেন। এবং আর একশ্রেণী অত্যন্ত অল্প সংখ্যক তাঁহারা পরনিন্দা পরায়ণ, তাঁহাদিগকেও আমি প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা আমার গ্রথিত গ্রন্থ বারবার আলোচনা করুন, তাহাতেও যদি তাঁহাদের সে বাসনা থাকে তাহা হইলে তাঁহারা নিন্দাই করুন, এই ভক্তিরত্নাবলীর সাধুসঙ্গ, নবধাভক্তি ও শরণাগতি-রূপা ভক্তির মহিমা জ্ঞানের পরে তাঁহাদের পরনিন্দা বাসনা না থাকাই সম্ভব, অর্থাৎ বহুবার এই গ্রন্থ পর্য্যালোচনার ফলে "বড়িশ আমিষ ন্যায়ে" ভক্তির আবির্ভাবে পরনিন্দারূপ দুর্বাসনা স্থান পাইবে না। মর্ম্মার্থ এই যে হৃদয়ে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হইলে পরনিন্দা দুর্বাসনা তথায় স্থান পায় না ॥ ১২ ।

১৩। এষ স্যামহমল্পবুদ্ধিবিভবোঽপ্যেকোঽপি কোঽপিধ্রুবং
মধ্যে ভক্তজনস্য মৎকৃতিরিয়ং ন স্যাদবজ্ঞাস্পদম্।
কিং বিদ্যাঃ সরঘাঃ কিমুজ্জ্বলকুলাঃ কিম্পৌরুষাঃকিংগুণা-
স্তৎ কিং সুন্দরমাদরেণ রসিকৈর্নাপীয়তে তন্মধু॥

ইদানীং সদোষমঙ্গীকৃত্য এব গ্রন্থমহিম্না সর্ব্বোপাদেয়ত্বং গ্রন্থস্যাহ। এষোঽহ-মল্পো বুদ্ধিবিভবো যস্য সোঽপি একোঽপি শিষ্য গুর্ব্বাদিগোষ্ঠীপ্রতিষ্ঠাত্যাগ্যপি। কোঽপি পরদেশীয়োঽপ্রসিদ্ধকুলশীলাদিরপি স্যামেব। তথাপীয়ং ভগবদ্ভক্তি-বিষয়া মৎকৃতির্ভক্তজনসভাসু অবজ্ঞাস্পদম্ উপেক্ষাবিষয়ো ন স্যাৎ, স্বমাহাত্ম্যাৎ। অত্র দৃষ্টান্তঃ—সরঘা মধুমক্ষিকাঃ কিং বিদ্যাঃ কা বিদ্যা যাসাং, কিং বা উজ্জ্বলং কুলং,

---

এক্ষণে গ্রন্থকার শ্রীপাদবিষ্ণুপুরী গোস্বামী নিজের দোষ অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগ্রন্থের মহিমাতেই গ্রন্থের সর্ব্ব উপাদেয়তা প্রতিপাদন করি-তেছেন—আমি অত্যন্ত অল্পবুদ্ধি, শিষ্য গুরুবর্গের গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সর্ব্বত্যাগী, তীরভুক্তনিবাসী পরদেশী, অপ্রসিদ্ধ কুলশীল, তথাপি আমার এই শ্রীভগবদ্ভক্তি বিষয়িনী শ্রীভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থের সঙ্কলন প্রচেষ্টা ভক্তগণের নিকট অবশ্যই অবজ্ঞার বিষয় হইবে না। পরন্তু স্ব মহিমায় পরমপ্রীতির বিষয়ই হইবে, যেহেতু মধু-মক্ষিকাগণের কি বিদ্যা আছে, কি উজ্জ্বল কুল আছে, পরোপকারাদি পরাক্রমই বা কি আছে, শমদমাদি কি গুণই বা আছে, অর্থাৎ তাহাদের বিদ্যাদি কোন গুণই নাই, তথাপি সেই মধুমক্ষিকাগণের সঞ্চিত মধু যেহেতু স্বভাবতঃই সুন্দর সেইহেতু অভিজ্ঞ রসিকজন আদরের সহিত তাহা পান করেন না কি? পরন্তু শ্রদ্ধাদির সহিতই তাহা পান করিয়া থাকেন। এই-রূপে শ্রীপাদ গ্রন্থকার নিজের দৈন্যোক্তি প্রকাশ করিয়া সর্ব্বতো সুন্দর শ্রীগ্রন্থের উপসংহার করিলেন॥ ১৩॥

১৪। ইত্যেষা বহুযত্নতঃ খলু কৃতা শ্রীভক্তিরত্নাবলী
তৎপ্রীত্যৈব তথৈব সম্প্রকটিতা তৎকান্তিমালা ময়া।
অত্র শ্রীধরসত্তমোক্তিলিখনে ন্যূনাধিকং যত্ত্বভূৎ
তৎ ক্ষন্তুং সুধিয়োঽর্হত স্বরচনালুব্ধস্য মে চাপলম্ ॥

ইতি শ্রীপুরুষোত্তম চরণারবিন্দ-কৃপামকরন্দবিন্দু-প্রোন্মীলিত-বিবেক-
তৈরভুক্ত-পরমহংসশ্রীবিষ্ণু পুরীগ্রথিতায়াং শ্রীভাগবতামৃতাব্ধিলব্ধ-
শ্রীভগবদ্ভক্তি-রত্নাবল্যাং সকান্তিমালায়াং
ত্রয়োদশং বিরচনং সম্পূর্ণম্ ॥ ১৩ ॥

কিং বা পৌরুষং পরাক্রমঃ পরোপকারাদিঃ কো বা গুণঃ শমদমাদির্যাসাং, ন কিঞ্চিদপীত্যর্থঃ। তথাপি তন্মধু তাভিঃ সঞ্চিতং মধু স্বভাবতঃ সুন্দরং যতঃ, অত আদরেণ শ্রদ্ধাদিনা রসিকৈর্বিজ্ঞৈর্নাপীয়তে কিম্? অপি তু পীয়ত এবেত্যর্থঃ। তদ্বয়মৌদ্ধত্যপরীহারোঽপি দ্রষ্টব্য ইতি সর্বং রমণীয়মিতি ॥১৩।১৪॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাবলী টীকায়াং কান্তিমালায়াং
ত্রয়োদশংবিরচনম্ সমম্পূর্ণম্ ॥ ১৩ ॥

আমি শ্রীশ্রীনীলাচল পতির প্রীতির নিমিত্ত বহু যত্নসহকারে এই শ্রীভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছি, এবং সেইপ্রকার যত্নাদি সহকারে ইঁহার কান্তিমালা নামিকা একটি টীকাও প্রকটন করিয়াছি, ইহাতে পরম ভাগবত শ্রীশ্রীধর স্বামীর মত উট্টঙ্কনে যদি কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে সুধীগণ বা ভক্তগণ আমার স্বরচনা লোভের চাপল্য ক্ষমা করিবেন ॥১৪॥

ইতি শ্রীমৎপুরুষোত্তম চরণারবিন্দের কৃপা মধুবিন্দুপানের দ্বারা সমুদ্দীপ্ত
বিবেক ত্রিহুত নিবাসী পরমহংস শ্রীপাদবিষ্ণুপুরী গোস্বামী গ্রথিত
শ্রীমদ্ভাগবতামৃতরূপ বারিধি হইতে লব্ধ শ্রীশ্রীবিষ্ণুভক্তিরত্না-
বলীর ত্রয়োদশ বিরচনের কিরণ কণা অনুবাদ সম্পূর্ণ ॥১৩॥

॥ শ্রীশ্রীগুরুদেবায় সমর্পণমস্তু ॥

'পরিশিষ্টম'

শ্রীশ্রীভাগবত-মাহাত্ম্যম্

স্কন্দপুরাণোক্তং সানুবাদম্

প্রথমতঃ পঞ্চাধ্যায়াত্মকম্

শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্যম্

স্কন্দপুরাণোক্তং সানুবাদম্

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শাণ্ডিল্যোপদিষ্ট-ব্রজভূমি মাহাত্ম্য বর্ণনম্

ব্যাস উবাচ।

১। শ্রীসচ্চিদানন্দ-ঘন স্বরূপিণে
কৃষ্ণায় চানন্তসুখাভিবর্ষিণে।
বিশ্বোদ্ভবস্থান নিরোধ হেতবে
নুমো বয়ং ভক্তিরসাপ্তয়েঽনিশম্ ॥

২। নৈমিষে সূতমাসীনমভিবাদ্য মহামতিম্।
কথামৃতরসাস্বাদ কুশলা ঋষয়োঽব্রুবন্ ॥

ঋষয় উচুঃ

"স্কন্দ পুরাণোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য"

শ্রীশাণ্ডিল্যঋষি কথিত ব্রজভূমির মাহাত্ম্য বর্ণনা

অনন্তর প্রথম অধ্যায়

১। শ্রীব্যাসদেব বলিলেন—সকল সৌন্দর্য্য সারসর্বস্ব পরম রমনীয় ও সৎ, চিৎ আনন্দঘন যাঁহার স্বরূপ, যিনি নিখিল জীবকে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি দ্বারায় আকর্ষণ করতঃ অনন্ত সুখরাশি নিরন্তর সর্ব্বতোভাবে বর্ষণ করিতেছেন, যিনি অগনিত বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিরস আস্বাদনের নিমিত্ত আমরা নিয়ত প্রণাম করি ॥

২। বৈষ্ণবক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে অবস্থিত অখণ্ড জ্ঞান সম্পন্ন

৩। বজ্রং শ্রীমাথুরেদেশে স্বপৌত্রং হস্তিনাপুরে।
অভিষিচ্য গতেরাজ্ঞি তৌ কথং কিং চ চক্রতুঃ ॥

সূত উবাচ।

৪। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

৫। মহাপথং গতে রাজ্ঞি পরীক্ষিৎ পৃথিবীপতিঃ।
জগাম মথুরাং বিপ্রা বজ্রনাভ দিদৃক্ষয়া ॥

সূতমুনিকে অভিবাদন করিয়া ভাগবত কথামৃত রসাস্বাদন চতুর শৌনকাদি ঋষিগণ বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন করিলেন ॥

৩। শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ বলিলেন—হে মুনিবর! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মথুরামণ্ডলে প্রদ্যুম্ন পৌত্র শ্রীবজ্রনাভকে এবং হস্তিনাপুরে স্বীয় পৌত্র শ্রীপরীক্ষিৎকে রাজপদে অভিসিক্ত করিয়া স্বধামে গমন করিলে নৃপতি বজ্রনাভ ও মহারাজ পরীক্ষিৎ কি প্রকারে কোন্ কোন্ কার্য্য করিয়াছিলেন ॥

৪। শ্রীসূতমুনি বলিলেন—ভগবান্ শ্রীনারায়ণকে এবং নরঋষিকে প্রণাম করিয়া স্বীয় ইষ্টদেব নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে, বাগীশ্বরী দেবী সরস্বতী ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষিবেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া ভগবৎস্বরূপ শাস্ত্র কীর্তন করিবে।

৫। হে শৌনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণ! মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বধামে গমন করিলে, একদিন মহীপতি পরীক্ষিৎ বজ্রনাভের দর্শনাভিলাষে মথুরায় গমন করিয়াছিলেন।

৬। পিতৃব্যমাগতং জ্ঞাত্বা বজ্রঃ প্রেম-পরিপ্লুতঃ।
অভিগম্যাভিবাদ্যাথ নিনায় নিজমন্দিরম্ ॥
৭। পরিষ্বজ্য স তং বীরঃ কৃষ্ণৈকগত-মানসঃ।
রোহিন্যাদ্যা হরেঃ পত্নীর্ব্বন্দায়তনাগতঃ ॥
৮। তাভিঃ সংমানিতোঽত্যর্থং পরীক্ষিৎ পৃথিবীপতিঃ।
বিশ্রান্তঃ সুখমাসীনো বজ্রনাভমুবাচ হ ॥

পরীক্ষিদুবাচ

৯। তাত ত্বৎ পিতৃভির্নুনমস্মৎ পিতৃপিতামহাঃ।
উদ্ধৃতা ভূরি দুঃখৌঘাৎ অহং চ পরিরক্ষিতঃ ॥

৬। অনন্তর পিতৃব্য মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহার দর্শনাকাঙখায় মথুরায় আসিতেছেন জানিতে পারিয়া বজ্রনাভের হৃদয় প্রেমে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তখন তিনি নগর হইতে বহির্গত হইয়া পিতৃব্য চরণে প্রণাম করতঃ নিজ মন্দিরে নিয়া আসিলেন ॥

৭। শ্রীকৃষ্ণৈকান্তমনা বীর পরীক্ষিৎ ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীবজ্রনাভকে প্রেমের গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন, অনন্তর অন্তঃপুরে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত প্রধানা রোহিণী প্রভৃতি পত্নীগণকে প্রণাম করিলেন ॥

৮। তাঁহারাও যথারীতি আদর অভ্যর্থনা করিলেন, মহারাজ পরীক্ষিৎ ও সুখাসনে উপবিষ্ট হইলেন, এবং বিশ্রামান্তে বজ্রনাভকে বলিলেন ॥

৯। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন। হে তাত! তোমার পিতা ও পিতামহ, আমার পিতা ও পিতামহদিগকে নিদারুণ দুঃখ রাশি হইতে উদ্ধার

১০। ন পারয়াম্যহং তাত সাধু কৃত্বোপকারতঃ।
ত্বামতঃ প্রার্থয়াম্যঙ্গ সুখং রাজ্যেঽনুযুজ্যতাম্ ॥

১১। কোশ সৈন্যাদিজা চিন্তা তথারি-দমনাদিজা।
মনাগপি ন কার্য্যা তে সুসেব্যাঃ কিন্তু মাতরঃ ॥

১২। নিবেদ্য ময়ি কর্ত্তব্যং সর্ব্বাধি-পরিবর্জনম্।
শ্রুত্বৈতৎ পরমপ্রীতো বজ্রস্তং প্রত্যুবাচ হ ॥

বজ্রনাভ উবাচ।

১৩। রাজন্নুচিতমেতত্তে যদস্মাসু প্রভাষসে।
ত্বৎ পিত্রোপকৃতশ্চাহং ধন্বর্বিদ্যাপ্রদানতঃ ॥

করিয়াছিলেন, এবং আমিও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়াছিলাম।

১০। আমি কিন্তু তোমাদের সেই উপকারের বিনিময়ে কোনরূপ সাধুকার্য্য করিতে পারি নাই, অতএব হে অঙ্গ! আমি তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি তুমি সুখে স্বীয় রাজকার্য্যে অনুগত ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত কর ॥

১১। তোমাকে কোষাগার রক্ষা, সৌন্যাদি বৃদ্ধি, শত্রুদমন প্রভৃতি কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে না, তুমি কেবল মাতৃগণের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাক ॥

১২। এবং তোমার যাবতীয় মনতুঃখের কারণও আমাকে বলিয়া নিশ্চিন্ত হও, মহারাজ পরীক্ষিতের এই কথা শ্রবণ করিয়া বজ্রনাভ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন ॥

১৩। শ্রীবজ্রনাভ বলিলেন—হে মহারাজ! আপনি যাহা বলিয়াছেন ইহা যথার্থই হইয়াছে, আপনার পিতাও আমাকে ধন্বঃবিদ্যা শিক্ষা দিয়া মহান্ উপকার করিয়াছেন।

১৪। তস্মান্নাল্পাপি মে চিন্তা ক্ষাত্রং দৃঢ়মুপেয়ুষঃ।
কিন্ত্বেকা পরমা চিন্তা তত্র কিঞ্চিদ্ বিচার্য্যতাম্ ॥

১৫। মাথুরেঽভিষিক্তোঽপি স্থিতোঽহং নির্জনে বনে।
ক্ব গতা বৈ প্রজাত্রত্যা যত্র রাজ্যং প্ররোচতে ॥

১৬। ইত্যুক্তো বিষ্ণুরাতস্তু নন্দাদীনাং পুরোহিতম্।
শাণ্ডিল্যমাজুহাবাশু বজ্র-সন্দেহনুত্তয়ে ॥

১৭। অথোটজং বিহায়াশু শাণ্ডিল্যঃ সমুপাগতঃ।
পূজিতো বজ্রনাভেন নিষসাদাসনোত্তমে ॥

১৪। সুতরাং আমার বিন্দু মাত্র ও চিন্তা নাই, তাঁহার অনুগ্রহে আমি ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধবিদ্যায়ও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি, কিন্তু আমার কেবলমাত্র একটি চিন্তা হইতেছে আপনি তাহা বিচার করিয়া দেখুন ॥

১৫। হে তাত! আমি যদিও মথুরার রাজসিংহাসনে আরূঢ়, তথাপি আমি যেন নির্জ্জন অরণ্যেই বাস করিতেছি বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ যে প্রজার জন্য রাজ্যসুখ সেই প্রজাগণ এখান হইতে কোথায় চলিয়া গেল ॥

১৬। বজ্রনাভের এই কথা শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ তাঁহার সন্দেহ ছেদনের জন্য নন্দাদি-গোপগণের পুরোহিত ঋষিবর শাণ্ডিল্যকে সত্বর আহ্বান করিলেন ॥

১৭। অনন্তর ঋষিবর পরীক্ষিতের আহ্বান শুনিয়া স্বীয় পর্ণকুটীর ত্যাগ করতঃ সত্বরই তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন, অনন্তর বজ্রনাভ ঋষিবরকে উত্তম আসনে বসাইয়া পাদ্য, অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন ॥

১৮। উপোদ্‌ঘাতং বিষ্ণুরাতশ্চকারাশু ততস্তসৌ।
উবাচ পরমপ্রীতস্তাবুভৌ পরি-সান্ত্বয়ন্ ॥

শাণ্ডিল্য উবাচ

১৯। শৃনুতং দত্তাচিত্তৌ মে রহস্যং ব্রজ-ভূমিজম্।
ব্রজনং ব্যাপ্তিরিত্যুক্ত্যা ব্যাপনাদ্ ব্রজ উচ্যতে ॥

২০। গুণাতীতং পরংব্রহ্ম ব্যাপকং ব্রজ উচ্যতে।
সদানন্দং পরংজ্যোতি মুক্তানাং পদমব্যয়ম্ ॥

২১। তস্মিন্ নন্দাত্মজঃ কৃষ্ণঃ সদানন্দাঙ্গবিগ্রহ:।
আত্মারামশ্চাপ্তকামঃ প্রেমাক্তৈরনুভূয়তে ॥

১৮। তখন পরীক্ষিৎ মহারাজ শীঘ্রই কথার প্রারম্ভিক সূচনা করিলে পর শাণ্ডিল্য পরম প্রীতি সহকারে উভয়কে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন।

১৯। শ্রীশাণ্ডিল্য বলিলেন—হে নৃপদ্বয়! এই ব্রজভূমির রহস্য বলিতেছি তোমরা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর, ব্রজন্ শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি এই উক্তি অনুসারে ব্যাপনাদ্ অর্থাৎ সর্ব্ব বস্তুকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে বলিয়া এই ভূমিকে ব্রজ বলা হইয়াছে। ব্রজ গতৌ এই ধাতুর অর্থ গমন সুতরাং সর্ব্বত্র গমনশীল হওয়া হেতু ব্রজ এই আখ্যা লাভ করিয়াছে। "সর্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম" ॥ চৈ চঃ ॥

২০। এই ভূমি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অতীত, পরব্রহ্ম স্বরূপ, সর্ব্বব্যাপক, এই হেতু বেদাদি শাস্ত্রে ব্রজ বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং ইহা সদানন্দময়ী, পরমজ্যোতির্ম্ময়ী, অবিনাশী ও মুক্তগণের নিবাস ভূমি ॥

২১। হে অঙ্গ! এই ব্রজভূমিতে আত্মারাম আপ্তকাম, সদা

২২। আত্মা তু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমণাদসৌ।
আত্মারামতয়া প্রাজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে গূঢ়বেদিভিঃ ॥
২৩। কামাস্তু বাঞ্ছিতাস্তস্য গাবো গোপাশ্চগোপিকাঃ।
নিত্যাঃ সর্ব্বে-বিহারাদ্যা আপ্তকামস্ততস্ত্বয়ম্ ॥
২৪। রহস্যং ত্বিদমেতস্য প্রকৃতেঃ পরমুচ্যতে।
প্রকৃত্যা খেলতস্তস্য লীলান্যৈরনুভূয়তে ॥
২৫। সর্গস্থিত্যপ্যয়া যত্র রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ।

আনন্দ ঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমরসিক ভক্তগণ নিত্যই অনুভব করিয়া থাকেন ।।

২২। নন্দাত্মজ শ্রীকৃষ্ণের আত্মা বৃষভানুজা শ্রীমতীরাধিকা ইহাঁর সহিত নিত্যই রমণ করেন বলিয়া নিগূঢ় প্রেমরস অভিজ্ঞ রসিক ব্যক্তিগণ সেই শ্রীকৃষ্ণকে আত্মারাম বলিয়া থাকেন ।।

২৩। কাম শব্দের অর্থ বাঞ্ছা বা অভিলাষ, তিনি বাঞ্ছা মাত্রেই গো, গোপ ও গোপিকা প্রভৃতি বাঞ্ছিত বস্তুকে প্রাপ্তি করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের সহিত নিত্যই অভিলষিত বিলাসাদি প্রাপ্ত হওয়ায় ইনি আপ্তকাম নামে অভিহিত হইয়াছেন ।।

২৪। শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত, শ্রীভগবান্ যখন প্রাকৃত প্রপঞ্চে ধামও পরিকর সমভিব্যাহারে প্রকট লীলা করেন, সেই সময় অন্য জনসাধারণও সেই লীলার অনুভব করিয়া থাকেন।

২৫। রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও

লীলৈবং দ্বিবিধা তস্য বাস্তবী ব্যাবহারিকী ॥
২৬। বাস্তবী তৎ স্বসংবেদ্যা জীবানাং ব্যাবহারিকী।
আদ্যাং বিনা দ্বিতীয়া ন, দ্বিতীয়া নাদ্যগা ক্বচিৎ ॥
২৭। যুবয়োর্গোচরেয়ং তু তল্লীলা ব্যাবহারিকী।
যত্র ভূরাদয়ো লোকা ভুবি মাথুর-মণ্ডলম্ ॥
২৮। অত্রৈব ব্রজভুমিঃ সা যত্র তত্ত্বং সুগোপিতম্।
ভাসতে প্রেমপূর্ণানাং কদাচিদপি সর্ব্বতঃ ॥

প্রলয়কালে শ্রীগোবিন্দের বাস্তবী ও ব্যাবহারিকী এই দ্বিবিধা লীলা প্রকাশিত হয়।

২৬। বাস্তবী লীলা স্বসংবেদ্যা অর্থাৎ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় রসাস্বাদন যোগ্যা, উহা কেবলমাত্র ব্রজভূমিতেই বিলসিতা; আর ব্যাবহারিকী লীলা অর্থাৎ জীব কল্যাণদায়িনী, ভূভার হরণাদি লীলা ব্রজ মথুরা, দ্বারকাদিতেও প্রকাশিতা। প্রথমোক্তা বাস্তবী লীলা-ব্যতীত দ্বিতীয়া ব্যাবহারিকী লীলা হইতে পারে না, পরন্তু দ্বিতীয়া ব্যাবহারিকী লীলার বাস্তবী লীলাতে প্রবেশ নাই। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

"রায়কহে কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত। নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত" ॥
"স্বয়ংভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ। স্থিতি কর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন" ॥

২৭। তোমাদের দুইজনের পরিদৃশ্যমান যে লীলা ইহা ব্যাবহারিকী লীলা, পৃথিবী ও স্বর্গাদি লোক এই ব্যাবহারিকী লীলার অন্তর্গত, এবং এই পৃথিবীতেই মথুরামণ্ডল বিদ্যমান ॥

২৮। এই স্থানেই এই সেই প্রসিদ্ধ ব্রজভূমি, ইহাতে গোপনীয়

২৯। কদাচিদ্ দ্বাপরস্যান্তে রহোলীলাধিকারিণঃ।
সমবেতা যদাত্র স্যুর্যথেদানীং তদা হরিঃ ॥

৩০। স্বৈঃ সহাবতরেৎ স্বেষু সমাবেশার্থমীপ্সিতাঃ।
তদা দেবাদয়োঽপ্যন্যেঽবতরন্তি সমন্ততঃ ॥

৩১। সর্ব্বেষাং বাঞ্ছিতং কৃত্বা হরিরন্তর্হিতোঽভবৎ।
তেনাত্র ত্রিবিধা লোকাঃ স্থিতাঃ পূর্ব্বং ন সংশয় ॥

৩২। নিত্যাস্তল্লিপ্সবশ্চৈব দেবাদ্যশ্চেতি ভেদতঃ।
দেবাদ্যাস্তেষু কৃষ্ণেণ দ্বারিকাং প্রাপিতাঃ পুরা ॥

তত্ত্বাবলী গুপ্তভাবে রক্ষিত আছে। প্রেমিক ভক্তগণের নিকট কখনও কখনও এই তত্ত্বাবলী পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিভাত হয়েন ॥

২৯। অষ্টাবিংশতি দ্বাপরান্তে যখন শ্রীভগবানের উজ্জ্বলরসের অধিকারী পরিকরবৃন্দ একত্রে মিলিত হন, সেই সময় ভগবান্ স্বীয় অন্তরঙ্গ পরিকর সমভিব্যাহারে অবতার গ্রহণ করেন। যেমন এই সময় নিত্য পরিকরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা ॥

৩০। এইরূপে শ্রীভগবান্ যখন স্বীয় অভিলষিত লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ্ লইয়া অবতার গ্রহণ করেন, তখন চতুর্দিক হইতে আসিয়া দেবতাদি ও অন্যান্য সকলে তাঁর সঙ্গে অবতার গ্রহণ করেন ॥

৩১। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত ভক্তবৃন্দের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন, এই কারণে এখানে পূর্ব্ব হইতেই ত্রিবিধ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই ॥

৩২। এই ত্রিবিধ ভক্তগণের মধ্যে প্রথম নিত্য অন্তরঙ্গ পার্ষদ, দ্বিতীয় নিত্য পরিকরের ভাবলিপ্সু, অপর তৃতীয়শ্রেণীতে দেবতাদি, তন্মধ্যে দেবতাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই শ্রীদ্বারকানগরীতে পৌঁছাইয়া ছিলেন ॥

৩৩। পুনর্মৌসলমার্গেণ স্বাধিকারেষু চাপিতাঃ।
তল্লিপ্সুশ্চ সদা কৃষ্ণঃ প্রেমানন্দৈকরূপিনঃ॥

৩৪। বিধায় স্বীয়নিত্যেষু সমাবেশিতবাংস্তদা।
নিত্যাঃ সর্ব্বেহপ্যযোগ্যেষু দর্শনাভাবতাং গতাঃ॥

৩৫। ব্যাবহারিকলীলাস্থাস্তত্র যন্নাধিকারিণঃ।
পশ্যন্ত্যত্রাগতাস্তস্মান্নির্জনত্বং সমন্ততঃ॥

৩৬। তস্মাচ্চিন্তা নতে কার্য্যা বজ্রনাভ মদাজ্ঞয়া।
বাসয়াত্র বহূন্ গ্রামান্ সংসিদ্ধিস্তে ভবিষ্যতি॥

৩৩। পুনরায় শ্রীভগবান্ ব্রাহ্মণের অভিশাপে মৌসল লীলা দ্বারা অর্থাৎ মুসলকে সূত্র করিয়া যাদবগণে প্রবিষ্ট দেবতাদিগকে স্ব স্ব অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আর নিত্য পরিকরের ভাবলিপ্সু সাধনসিদ্ধ পরিকরকে প্রেমানন্দ স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন।

৩৪। অনন্তর উক্ত সাধনসিদ্ধ পরিকরদিগকে প্রেমানন্দ স্বরূপ প্রদান করতঃ স্বীয় অন্তরঙ্গ পরিকর বৃন্দের সহিত সম্মিলিত করিয়া বাস্তবীলীলায় অবস্থিত নিত্যপরিকরবৃন্দকে অনধিকারী জনগণের অদর্শনে লইয়া গেলেন॥ •

৩৫। সুতরাং যাঁহারা ব্যাবহারিকী লীলায় অবস্থিত জনসাধারণ নিত্যলীলা দর্শনে অনধিকারী, তাঁহারা বাস্তবী লীলাস্থিত নিত্যপার্ষদ-বৃন্দকে দেখিতে পান না। এইজন্যই এই স্থানের সর্বত্র জনশূন্যের ন্যায় অনুমিত হইতেছে॥

৩৬। অতএব হে বজ্রনাভ! তোমার এই বিষয়ে চিন্তা করা উচিত নয়, তুমি আমার আদেশে এখানে বহু নগর ও গ্রামাদি বসাও ইহাতেই তোমার মনোবাসনা সিদ্ধ হইবে॥

৩৭। কৃষ্ণলীলানুসারেণ কৃত্বা নামানি সর্ব্বতঃ।
ত্বয়া বাসয়তা গ্রামান্ সংসেব্যা ভূরিয়ং পরা॥

৩৮। গোবর্দ্ধনে দীর্ঘপুরে মথুরায়াং মহাবনে।
নন্দিগ্রামে বৃহৎসানো কার্য্যা রাজ্যস্থিতিস্ত্বয়া॥

৩৯। নদ্যদ্রিদ্রোণি কুণ্ডাদি কুঞ্জান্ সংসেবতস্তব।
রাজ্যে প্রজাঃ সুসম্পন্নাস্ত্বং চ প্রীতো ভবিষ্যসি॥

৪০। সচ্চিদানন্দভূরেষা ত্বয়া সেব্যা প্রযত্নতঃ।
তব কৃষ্ণস্থলান্যত্র স্ফূরন্তু মদনুগ্রহাৎ॥

৩৭। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যেখানে যে যে লীলা করিয়াছেন, সেই সেই লীলানুসারে নামকরণ পূর্ব্বক গ্রাম বসাইয়া এই দিব্য ব্রজভূমির সেবা কর॥

৩৮। গোবর্দ্ধনে, দীর্ঘপুরে অর্থাৎ ডিগে, মথুরায়, গোকুল-মহাবনে, নন্দগ্রামে, বৃহৎসানু অর্থাৎ বর্ষাণায় তুমি রাজপুরী স্থাপন কর॥

৩৯। তুমি এই সকল স্থানে অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলির নদী, পর্ব্বত, দ্রোণি অর্থাৎ দীঘি, কুণ্ড ও কুঞ্জাদিকে সেবা করিতে থাক ইহাতেই তোমার রাজ্যে বহু প্রজার সমৃদ্ধি হইবে, এবং তুমিও আনন্দিত হইবে॥

৪০। সচ্চিদানন্দময়ী এই ব্রজভূমি, অতএব সযত্নে তোমার সেবা করা উচিত, এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আরও যত লীলাস্থল আছে আমার কৃপায় তোমার সবই স্ফুর্ত্তি হউক॥

৪১। বজ্র সংসেবনাদস্য উদ্ধবস্ত্বাং মিলিষ্যতি।
ততো রহস্যমেতস্মাৎ প্রাপ্স্যসি ত্বং সমাতৃকঃ ॥

৪২। এবমুক্ত্বা তু শাণ্ডিল্যো গতঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্।
বিষ্ণুরাতোঽথ বজ্রশ্চ পরাং প্রীতিমবাপতুঃ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণব-খণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যে শাণ্ডিল্যোপদিষ্ট ব্রজভূমি মাহাত্ম্য বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

৪১। হে বজ্রনাভ ! তুমি এই বজ্রভূমির সেবা করিলে উদ্ধব মহাশয় কোনদিন এখানে আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবেন, তাঁহার নিকট হইতে মাতৃগণসহ তুমি এই ব্রজভূমির রহস্য সবই অবগত হইতে পারিবে।

৪২। ঋষিবর শাণ্ডিল্য বজ্রনাভ ও পরীক্ষিতকে এইরূপ উপদেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করিতে করিতে নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। পরীক্ষিত ও বজ্রনাভ ঋষিবরের উপদেশে পরমানন্দ লাভ করিলেন ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতি সাহস্রসংহিতায় দ্বিতীয় বৈষ্ণব-খণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্যে শাণ্ডিল্যঋষি কর্তৃক উপদিষ্ট ব্রজভুমির মাহাত্ম্য বর্ণন নামক প্রথম অধ্যায় ॥১॥

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীপরীক্ষিৎ প্রভৃতীনাং কৃষ্ণপত্নীনাঞ্চ সঙ্কীর্ত্তনোৎসবে শ্রীমদুদ্ধব দর্শনম্ ॥

শ্রীঋষয় উচুঃ।

১। শাণ্ডিল্যে তৌ সমাদিশ্য পরাবৃত্তে স্বমাশ্রমম্।
কিং কথং চক্রতুস্তৌ তু রাজানৌ সূত তদ্বদ ॥

শ্রীসূত উবাচ

২। ততস্তু বিষ্ণুরাতেন শ্রেণীমুখ্যা সহস্রশঃ।
ইন্দ্র-প্রস্থাৎ সমানায্য মথুরাস্থানমাপিতাঃ ॥

অনন্তর দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীপরীক্ষিদাদি এবং শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণের সঙ্কীর্ত্তনোৎসবে শ্রীমদুদ্ধব মহাশয়ের দর্শনলাভ।

১। শ্রীঋষিগণ বলিলেন। হে সূত! ঋষিবর শাণ্ডিল্য রাজা বজ্রনাভ ও মহারাজ পরীক্ষিতকে উপদেশ করতঃ নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলে তাঁহারা দুইজনে কি প্রকারে কোন্ কোন্ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগকে দয়া করিয়া বলুন ॥

২। শ্রীসূত বলিলেন। অতঃপর মহারাজ পরীক্ষিৎ ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি মুখ্য মুখ্য সহস্র সহস্র ব্যক্তিগণকে আনিয়া সেই জনশূন্য মথুরা নগরে স্থাপিত করিলেন।

৩। মাথুরান্ ব্রাহ্মণাংস্তত্র বানরাংশ্চ পুরাতনান্।
বিজ্ঞায় মাননীয়ত্বং তেষু স্থাপিতবান্ স্বরাট্ ॥

৪। বজ্রস্তু তৎসহায়েন শাণ্ডিল্যস্যাপ্যনুগ্রহাৎ।
গোবিন্দ-গোপ-গোপীনাং লীলাস্থানান্যনুক্রমাৎ ॥

৫। বিজ্ঞায়াভিধয়াস্থাপ্য গ্রামান্ বাসয়দ্বহূন্।
কুণ্ড-কুপাদিপূর্ত্তেন শিবাদি স্থাপনেন চ ॥

৬। গোবিন্দ-হরিদেবাদি স্বরূপারোপণেন চ।
কৃষ্ণৈকভক্তিং স্বেরাজ্যে ততান চ মুমোদ হ ॥

৩। অনন্তর সম্রাট পরীক্ষিৎ মাথুর ব্রাহ্মণ ও বানরাদগকে প্রাচীন জানিয়া বহু সম্মানের সহিত মথুরায় রাখিয়া দিলেন।

৪।৫। এইরূপে শ্রীবজ্রনাভ মহারাজ পরীক্ষিতের সাহার্য্যে ও ঋষিবর শাণ্ডিল্যের অনুগ্রহে শ্রীগোবিন্দজীউ, গোপ ও গোপীদিগের লীলাস্থলির অবস্থান ও নাম জানিয়া যথাক্রমে এক একটি নাম দিয়া বহু গ্রাম, নগর প্রভৃতি স্থাপন করতঃ কোথাও কুণ্ড, কোথাও কূপ ও পুস্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা এবং স্থানে স্থানে শ্রীগোপীশ্বর প্রভৃতি শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন।

৬। এবং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ জীউ, শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীহরিদেব জীউ, শ্রীমথুরায় শ্রীকেশব জীউ আদি নাম দিয়া শ্রীভগবদ্ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা পূর্বক স্বীয়রাজ্যে সর্বত্র একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি প্রচারে পরমানন্দিত হইলেন।

৭। এবং প্রজাগণও সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে তৎপর হইয়া পরমানন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন, এবং তাঁহারা পরমোল্লাসে রাজ্যের সর্বত্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

৭। প্রজাস্তু মুদিতাস্তস্য কৃষ্ণকীর্ত্তনতৎপরাঃ।
পরমানন্দ-সম্পন্না রাজ্যং তস্যৈব তুষ্টুবুঃ ॥

৮। একদা কৃষ্ণপত্ন্যস্তু শ্রীকৃষ্ণ-বিরহাতুরাঃ।
কালিন্দীং মুদিতাং বীক্ষ্য পপ্রচ্ছুর্গতমৎসরাঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণপত্ন্য উচুঃ

৯। যথা বয়ং কৃষ্ণপত্ন্যস্তথা ত্বমপি শোভনে।
বয়ং বিরহতুঃখার্ত্তাস্ত্বং ন কালিন্দি তদ্বদ ॥

১০। তচ্ছ্রুত্বা স্মরমানা সা কালিন্দী বাক্যমব্রবীৎ।
সাপত্ন্যং বীক্ষ্য তত্তাসাং করুণাপরমানসা ॥

৭। এবং প্রজাগণও সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে তৎপর হইয়া পরমানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন, এবং তাঁহারা পরমোল্লাসে রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

৮। একদিন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহকাতরা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণ সপত্নী শ্রীকালিন্দীকে আনন্দিত দেখিয়া নির্মৎসর হইয়া অর্থাৎ সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥

৯। শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণ বলিলেন—হে শোভনে! আমরা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী, তদ্রূপ তুমিও তাঁহার মহিষী, কিন্তু হে কালিন্দি! আমরা তাঁহার বিরহাগ্নিতে দিবারাত্র জ্বলিতেছি, কিন্তু তোমার হৃদয়ে ত সেইরূপ কোন বিরহ তুঃখের চিহ্ন দেখিতেছি না, ইহার কারণ আমাদিগকে বল।

১০। কালিন্দী স্বীয় সপত্নীগণের বিরহবেদনা অনুভব করতঃ তাঁহাদের প্রতি পরম-করুণাপরবশতঃ ঈষৎ হসিত বদনে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন ॥

শ্রীকালিন্দ্যুবাচ।

১১। আত্মারামস্য কৃষ্ণস্য ধ্রুবমাত্মাস্তি রাধিকা।
তস্যা দাস্যপ্রভাবেণ বিরহোঽস্মান্ন সংস্পৃশেৎ ॥

১২। তস্যা এবাংশবিস্তারাঃ সর্ব্বাঃ শ্রীকৃষ্ণনায়িকাঃ।
নিত্যসম্ভোগ এবাস্তি তস্যাঃ সাম্মুখ্য-যোগতঃ ॥

১৩। স এব সা স সৈবাস্তি বংশী তৎপ্রেমরূপিকা।
শ্রীকৃষ্ণনখচন্দ্রালি-সঙ্গাচ্চন্দ্রাবলী স্মৃতা ॥

১৪। রূপান্তরমগৃহ্লানা তয়োঃ সেবাতিলালসা।
রুক্মিণ্যাদিসমাবেশো ময়াত্রৈব বিলোকিতঃ ॥

১১। শ্রীকালিন্দী বলিলেন—আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের আত্মা শ্রীরাধিকা, আমি তাঁহার দাসী, তাঁহারই দাস্য প্রভাবে এই বিরহ বেদনা আমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই ॥

১২। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত নায়িকা শ্রীমতী রাধিকারই অংশবিস্তার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা শ্রীরাধিকার পল্লব পুষ্পস্থানীয়। সেই শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সম্ভোগ বিদ্যমানে তাঁহার সাক্ষাৎ-কারে অপরাপর নায়িকাদিও নিত্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগান্বিত হন ॥

১৩ শ্রীকৃষ্ণই সেই শ্রীরাধিকা, আবার শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণ, উভয়ের প্রেমই বংশী রূপে প্রকটিত। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নখরূপ চন্দ্র-নিচয়ের সংযোগ হইতে শ্রীচন্দ্রাবলী সখীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥

১৪। শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় অতীব লালসা বশতঃ এই চন্দ্রাবলী অন্য কোন রূপ পরিগ্রহ করেন নাই, আমি সেই শ্রীরাধিকাতে রুক্মিনী প্রভৃতি সখীগণের সমাবেশ দেখিয়াছি ॥

১৫। যুস্মাকমপি কৃষ্ণেণ বিরহো নৈব সর্ব্বতঃ
কিন্তু এবং ন জানীথ তস্মাদ্ব্যাকুলতামিতাঃ ॥

১৬। এবমেবাত্র গোপীনামক্রূরাবসরে পুরা।
বিরহাভাস এবাসীদুদ্ধবেন সমাহিতঃ ॥

১৭। তেনৈব ভবতীনাং চেদবেদ ত্র সমাগমঃ।
তর্হি নিত্যং স্বকান্তেন বিহারমপি লপ্স্যথ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

১৮। এবমুক্তাস্তু তাঃ পত্ন্যঃ প্রসন্নাং পুনরব্রুবন্।
উদ্ধবালোকনেনাত্ম-প্রেষ্ঠ-সঙ্গমলালসাঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণপত্ন্য ঊচুঃ।

১৯। ধন্যাসি সখি কান্তেন যস্যা নৈবাস্তি বিচ্যুতিঃ।
যতস্তে স্বার্থ-সংসিদ্ধিস্তস্যা দাস্যো বভূবিম ॥

১৫। এবং তোমাদেরও শ্রীকৃষ্ণের সহিত কোন বিচ্ছেদ ঘটে নাই, তোমরা এই রহস্য অবগত নও, এই কারণে এত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছ ॥

১৬। পূর্ব্বকালে অক্রূর মহাশয়ের আগমন সময়ে গোপীগণের এইরূপই বিরহ আভাস দেখা দিয়াছিল, কিন্তু উদ্ধব মহাশয় সান্ত্বনা প্রদানে তাঁহাদের সেই বিরহ বেদনা দূর করাইয়াছিলেন ॥

১৭। শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের সহিত যদি তোমাদের এই স্থলে দর্শন ঘটে, তাহা হইলে তোমরাও স্বীয় প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য বিহার লাভ করিবে ॥

১৮। শ্রীসূত মুনি বলিলেন—কালিন্দী এইরূপ বলিলে উদ্ধব দর্শনে প্রিয়তমের সঙ্গমলালসাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ সদাপ্রসন্নবদনা শ্রীকালিন্দীকে পুনরায় বলিলেন।

২০। পরস্তূদ্ধবলাভে স্যাদস্মৎ-সর্ব্বার্থ-সাধনম্।
তথা বদস্ব কালিন্দি তল্লাভোঽপি যথা ভবেৎ ॥

শ্রীসূতউবাচ

২১। এবমুক্তা তু কালিন্দী প্রত্যুবাচাথ তাস্তথা।
স্মরন্তী কৃষ্ণচন্দ্রস্য কলাষোড়শরূপিণীঃ ॥

২২। সাধনভূমির্বদরী ব্রজতা কৃষ্ণেণ মন্ত্রিণে প্রোক্তা।
তত্রাস্তে সতু সাক্ষাত্তদ্বয়ুনং গ্রাহয়ল্লোকান্ ॥

২৩। ফলভূমির্ব্রজভূমির্দত্তা তস্মৈ পুরৈব সরহস্যম্।
ফলমিহ তিরোহিতং সত্তদিহেদানীং স উদ্ধবোঽলক্ষ্যঃ ॥

১৯। শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণ বলিলেন—হে সখি! তুমিই ধন্যা কেননা প্রিয়তমের সহিত তোমার কখনও বিচ্ছেদ ঘটে নাই, তবে যাহা হইতে তোমার অভীষ্ঠ পূর্ণ হইয়াছে আমরাও সেই ভানু নন্দিনীর দাসী হইব ॥

২০। হে কালিন্দি! উদ্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমাদের সর্ব্বাভীষ্ঠ সিদ্ধ হইবে। অতএব আমরা যে উপায়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি তাহাই আমাদিগকে বল ॥

২১। শ্রীসূত বলিলেন— শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণ এইরূপ বলিলে ষোড়শ-কলারূপিনী কালিন্দী শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করিতে করিতে তাঁহাদের বাক্যের প্রত্যুত্তর দিলেন ॥

২২। শ্রীকৃষ্ণ স্বধাম গমনকালে স্বীয় মন্ত্রী উদ্ধবকে বলিলেন সর্ব্ব সাধন ভূমি বদরিকাশ্রম, তদনুসারে উদ্ধব সেই বদরিকাশ্রমে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ কথিত সাক্ষাৎ সেই জ্ঞান সকলকে গ্রহণ করাইয়াছিলেন ॥

২৩। এবং পূর্ব্বেই শ্রীউদ্ধবকে এই ফলভূমি ব্রজভূমির রহস্য

২৪। গোবর্দ্ধনগিরিনিকটে সখীস্থলে তদ্রজঃকামঃ।
তত্রত্যাঙ্কুরবল্লীরূপেণাস্তে স উদ্ধবো নূনম্ ॥

২৫। আত্মোৎসবরূপত্বং হরিণা তস্মৈ সমর্পিতং নিয়তম্।
তস্মাত্তত্র স্থিত্বা কুসুমসরঃ পরিসরেসবজ্রাভিঃ ॥

২৬। বীণাবেণু মৃদঙ্গৈঃ কীর্ত্তনকাব্যাদিসরসসঙ্গীতৈঃ।
উৎসব আরব্ধব্যো হরিরত-লোকান্ সমানার্য্য ॥

২৭। তত্রোদ্ধবাবলোকো ভবিতা নিয়তং মহোৎসবে বিততে।
যৌষ্মাকীণামভিমত সিদ্ধিং সবিতা স এব সবিতানাম্ ॥

অবগত করাইয়াছিলেন, কিন্তু ফলস্বরূপ শ্রীগোবিন্দ এই স্থান হইতে অন্তর্হিত হওয়ায় শ্রীউদ্ধবকেও আর এই স্থানে প্রত্যক্ষ করা যায় না ॥

২৪। কিন্তু শ্রীগোবর্দ্ধন গিরির সন্নিকটে সখিস্থলীতে ব্রজভূমির রজ অভিলাষী হইয়া তথায় অঙ্কুর বল্লীরূপে শ্রীউদ্ধব অবশ্যই অবস্থান করিতেছেন।

২৫। শ্রীহরি তাঁহাকে নিয়তই নিজ স্বরূপের সৌন্দর্য মাধুর্য্যাদির অনুভবানন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীবজ্রনাভকে সঙ্গে লইয়া তোমরা কুসুম-সরোবরে গমন কর ॥

২৬। অতএব বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ এবং কীর্ত্তন ও কাব্যাদি সরস সঙ্গীতের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণৈকান্তমনা ভক্তবৃন্দকে আনয়ন করতঃ তাঁহাদের সহিত সেই কুসুম-সরোবরে উৎসব আরম্ভ কর।

২৭। এইরূপে যখন মহামহোৎসব প্রসার লাভ করিবে, তখন তথায় শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের দর্শন লাভ হইবে। তিনি সূর্য্যের ও সূর্য স্বরূপ, তাঁহার কৃপায় তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইবে ॥

শ্রীসূত উবাচ

২৮। ইতি শ্রুত্বা প্রসন্নাস্তাঃ কালিন্দীমভিবন্দ্য তং।
কথয়ামাসুরাগত্য বজ্রং প্রতি পরীক্ষিতম্ ॥

২৯। বিষ্ণুরাতস্ত তচ্ছ্রুত্বা প্রসন্নস্তদ্যুতস্তদা।
তত্রৈবাগত্য তৎসর্ব্বং কারয়ামাস সত্বরম্ ॥

৩০। গোবর্দ্ধনাদদূরেণ বৃন্দারণ্যে সখীস্থলে।
প্রবৃত্তঃ কুসুমাম্ভোধৌ কৃষ্ণসংকীর্ত্তনোৎসবঃ ॥

৩১। বৃষভানুসুতা-কান্ত-বিহারে কীর্ত্তনশ্রিয়া।
সাক্ষাদিব সমাবৃত্তে সর্বেহনন্যদৃশোহভবন্।

২৮। শ্রীসূত বলিলেন - শ্রীকৃষ্ণমহিষী সপত্নী কালিন্দীর নিকট এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীকালিন্দীকে অভিনন্দন করিয়া বজ্রনাভ ও পরীক্ষিতের নিকট আগমন করতঃ শ্রুত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥

২৯। মহারাজ পরীক্ষিৎ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন-চিত্তে তাঁহাদের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন তৎসমস্ত সত্বরই আরম্ভ করিলেন ॥

৩০। তাঁহারা শ্রীগোবর্দ্ধনের অনতিদূরে বৃন্দারণ্যে সখিস্থলি কুসুম-সরোবরে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনোৎসব আরম্ভ করিলেন ॥

৩১। শ্রীবার্ষভানবীর প্রাণকান্তের বিহার ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে এক অপূর্ব শোভা ধারন করিল, সেই কুসুমসরোবরে সকলেই শ্রীমদুদ্ধব মহাশয়ের দর্শনে অনন্য-নয়না অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া পড়িলেন ॥

৩২। ততঃ পশ্যৎস্থ সর্ব্বেষু তৃণগুল্মলতাচরাৎ।
আজগামোদ্ধবঃ স্রগ্বী শ্যামঃ পীতাম্বরাবৃতঃ ॥

৩৩। গুঞ্জামালাধরো গায়ন্ বল্লবীবল্লভং মুহুঃ।
তদাগমনতো রেজে ভৃশং সঙ্কীর্ত্তনোৎসবঃ ॥

৩৪। চন্দ্রিকাগমতো যদ্বৎ স্ফাটিকাট্টালভূমণিঃ।
অথ সর্ব্বে সুখাম্ভোধৌ মগ্নাঃ সর্বং বিসস্মরুঃ ॥

৩৫। ক্ষণেনাগতবিজ্ঞানা দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণরূপিণম্।
উদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রুঃ প্রতিলব্ধ মনোরথাঃ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পরীক্ষিদাদীনামুদ্ধব দর্শন বর্ণনং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

৩২। অনন্তর সকলের সমক্ষে তৃণগুল্ম-লতা সমূহের মধ্য হইতে পীতাম্বর ধারী বনমালায় বিভূষিত শ্যামকান্তি বিশিষ্ট শ্রীউদ্ধব মহাশয় আবির্ভূত হইলেন ॥

৩৩। তিনি গুঞ্জামালা ধারণ পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ গোপীজন-বল্লভের গুণগান করিতে করিতে আগমন করিলে পর তখন সঙ্কীর্ত্তনোৎসব অতিশয় রূপে শোভিত হইল ॥

৩৪। স্ফটিক-অট্টালিকামণিতে চন্দ্রের কিরণ পতিত হইলে যদ্রূপ শোভা ধারণ করে, তদ্রূপ তাঁহার আগমনে সকলে সুখ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আপন আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন ॥

৩৫। অনন্তর ক্ষণকাল পরে সকলের বাহ্যদশা ফিরিয়া আসিলে, তাঁহাদের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণরূপী উদ্ধব মহাশয়কে দর্শন করতঃ তাঁহার পূজা করিয়া সকলের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছিল ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পরীক্ষিতাদি ও শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণের সঙ্কীর্ত্তনোৎসবে শ্রীউদ্ধব দর্শন নামক দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২ ॥

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যস্য ভাগবতসম্প্রদায়স্য তৎপরায়ণানাং

ভগবদ্ধাম প্রাপ্তেশ্চ বর্ণনম্ ॥

শ্রীসূত উবাচ।

১। অথোদ্ধবস্তু তান্ দৃষ্ট্বা কৃষ্ণকীর্ত্তনতৎপরান্।
সৎকৃত্যাথ পরিষ্বজ্য পরীক্ষিতমুবাচ হ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

২। ধন্যোঽসি রাজন্ কৃষ্ণৈকভক্ত্যাপূর্ণোঽসি নিত্যদা।
যস্ত্বং নিমগ্নোচিত্তোঽসি কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনোৎসবে ॥

অনন্তর তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য, ভাগবতসম্প্রদায় ও তৎপরায়ণগণের

ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি কথন ॥

১। শ্রীসূত বলিলেন—অতঃপর শ্রীউদ্ধব মহাশয় তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন পরায়ণ দেখিয়া সকলকে যথোচিত সৎকার ও আলিঙ্গন করতঃ মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন ॥

২। শ্রীউদ্ধব বলিলেন হে রাজন! তুমিই ধন্য! ঐকান্তিক কৃষ্ণ ভক্তির দ্বারা তুমি পূর্ণমনোরথ, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসবে তোমার চিত্ত নিমজ্জিত রহিয়াছে ॥

৩। কৃষ্ণ-পত্নীষু বজ্রে চ দিষ্ট্যা প্রীতি প্রবর্ত্তিতা।
তবোচিতমিদং তাত কৃষ্ণ-দত্তাঙ্গ বৈভব ॥
৪। দ্বারকাস্থেষু সর্বেষু ধন্যা এতে ন সংশয়ঃ।
যেষাং ব্রজনিবাসায় পার্থমাদিষ্টবান্ প্রভুঃ ॥
৫। শ্রীকৃষ্ণস্য মনশ্চন্দ্রো রাধাস্য প্রভয়ান্বিতঃ।
তদ্বিহারবনং গোভি র্মণ্ডয়ন্ রোচতে সদা ॥
৬। কৃষ্ণচন্দ্রঃ সদা পূর্ণস্তস্য ষোড়শঃ যাঃ কলাঃ।
চিৎসহস্র-প্রভাভিন্না অত্রাস্তে তৎস্বরূপতা ॥

৩। এবং শ্রীকৃষ্ণ পত্নী ও বজ্রনাভের প্রতি তোমার যে অতুলনীয় প্রীতি রহিয়াছে ইহাও অতীব সৌভাগ্যের বিষয়। হে তাত! ইহা তোমার পক্ষে উচিতই হইয়াছে, কেন-না শ্রীকৃষ্ণই তোমার এই অঙ্গ বৈভব দান করিয়াছিলেন ॥

৪। শ্রীদ্বারকাবাসীদের মধ্যে ইঁহারাই সর্বাধিক ধন্য, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে ব্রজে বাস করাইবার জন্য অর্জ্জুনকে আদেশ করিয়াছিলেন ॥

৫। শ্রীকৃষ্ণের মনরূপী চন্দ্র শ্রারাধিকার মুখ কান্তিতে আলোকিত সেই শ্রীরাধিকার বিহার ভূমি শ্রীবৃন্দাবনকে স্বীয় কিরণে অলঙ্কৃত করতঃ সতত দেদীপ্যমান রহিয়াছে ॥

৬। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র নিত্য-পরিপূর্ণ, তাঁহার ষোড়শকলা হইতে সহস্র সহস্র চিন্ময় কিরণ কণা চতুর্দিকে বিস্ফূরিত হইতেছে, এই ষোড়শ-কলান্বিত পূর্ণচন্দ্র স্বরূপে ব্রজভুমিকে নিত্যই উদ্ভাসিত করিতেছেন ॥

৭। এবং বজ্রস্তু রাজেন্দ্র প্রপন্নভয়-ভঞ্জকঃ।
শ্রীকৃষ্ণ-দক্ষিণে পাদে স্থানমেতস্য বর্ত্ততে ॥
৮। অবতারেঽত্র কৃষ্ণেণ যোগমায়াতিভাবিতা।
তদ্বলেনাত্মবিস্মৃত্যা সাদন্ত্যেতে ন সংশয়ঃ ॥
৯। ঋতে কৃষ্ণ-প্রকাশন্তু স্বাত্মবোধো ন কস্যচিৎ।
তৎ প্রকাশস্তু জীবানাং মায়য়া পিহিতঃ সদা ॥
১০। অষ্টাবিংশে-দ্বাপরান্তে স্বয়মেব যদা হরিঃ।
উৎসারয়েন্নিজাং মায়াং তৎপ্রকাশো ভবেত্তদা ॥
১১। সতু কাল ব্যতিক্রান্তস্তেনেদমপরং শৃণু।
অন্যদা তৎপ্রকাশস্তু শ্রীমদ্ভাগবতাদ্ভবেৎ ॥

৭। হে রাজেন্দ্র! এইরূপ শরণাগতজনের ভয়নাশকারী বজ্রনাভের স্থান শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণে ॥

৮। শ্রীকৃষ্ণ এই অবতারে সকলকে নিজ যোগমায়ার দ্বারা অভিভূত করিয়াছেন, সেই প্রভাবে উঁহারা নিজ নিজ স্বরূপ ভুলিয়া সর্বদা দুঃখানুভবও করিতেছেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥

৯। হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ ব্যতীত কাহারও স্বীয় স্বরূপের অনুভব হয় না, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ সর্ব্বদা মায়ার দ্বারায় জীবের নিকট আবরিত রহিয়াছে ॥

১০। অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগে দ্বাপরান্তে যখন স্বয়ং শ্রীহরি অবতীর্ণ হইয়া নিজ মায়া অপসারিত করেন, তখনই তাঁহার প্রকাশ হয়।

১১। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সম্প্রতি কিন্তু সেই প্রকটলীলার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, এই জন্য সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশের অন্য

১২। শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং যত্র ভাগবতৈর্যদা।
কীর্ত্ত্যতে শ্রূয়তে চাপি শ্রীকৃষ্ণস্তত্র নিশ্চিতম্ ॥

১৩। শ্রীমদ্ভাগবতং যত্র শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব চ।
তত্রাপি ভগবান্ কৃষ্ণোবল্লবীভির্বিরাজতে ॥

১৪। ভারতে মানবং জন্ম প্রাপ্য ভাগবতং ন যৈঃ।
শ্রূতং পাপ-পরাধীনৈরাত্মঘাতস্তু তৈঃ কৃতঃ ॥

১৫। শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং নিত্যং যৈঃ পরিসেবিতম্।
পিতুর্মাতুশ্চ ভার্য্যায়াঃ কুলপঙ্‌ক্তি সুতারিতা ॥

উপায় আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর, অন্য সময়ে অর্থাৎ অপ্রকট কালে শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই তাঁহার অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের প্রকাশ হইবে ॥

১২। শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র ভক্ত-ভাগবতগণ যখন যেখানে কীর্ত্তন অর্থাৎ পাঠ ও শ্রবণ করেন, সেই সময় তথায় শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন ॥

১৩। যেস্থানে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক অথবা অর্দ্ধ শ্লোক পাঠ হয়, তথায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রিয়তম-প্রেয়সী-গোপীগণের সহিত বিরাজ করেন ॥

১৪। এই ভারত ভূমিতে মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া যাহারা পাপের বশীভূত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণ করেনা, তাহারা নিজ হস্তে নিজেকে হত্যা করে।

১৫। যে ব্যক্তি প্রতিদিন শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের সেবা করেন অর্থাৎ পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি পিতা, মাতা ও পত্নীর কুলকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥

১৬। বিদ্যাপ্রকাশো বিপ্রাণাং রাজ্ঞাং শত্রু জয়োবিশাম্।
ধনং স্বাস্থ্যঞ্চ শূদ্রাণাং শ্রীমদ্ভাগবতাদ্ভবেৎ ॥

১৭। যোষিতামপরেষাঞ্চ সর্ব্ব-বাঞ্ছিত পূরণম্।
অতো ভাগবতং নিত্যং কোন সেবেত ভাগ্যবান্ ॥

১৮। অনেক-জন্ম সংসিদ্ধঃ শ্রীমদ্ভাগবতং লভেৎ।
প্রকাশো ভগবদ্ভক্তেরুদ্ভবস্তত্র জায়তে ॥

১৯। সাঙ্খ্যায়ন-প্রসাদাপ্তং শ্রীমদ্ভাগবতং পুরা।
বৃহস্পতির্দিত্তবান্ মে তেনাহং কৃষ্ণবল্লভঃ ॥

২০। আখ্যায়িকাঞ্চ তেনোক্তাং বিষ্ণুরাত নিবোধতাম্।
জ্ঞায়তে সম্প্রদায়োহপি যত্র ভাগবত-শ্রুতেঃ ॥

১৬। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ বা শ্রবণে বিপ্রগণের বিদ্যার প্রকাশ পায়, ক্ষত্রিয়গণ শত্রু জয়ে সমর্থ হয়। বৈশ্যগণের ধন লাভ হয়, এবং শূদ্রের রোগ হইতে আরোগ্য লাভ হয় ॥

১৭। স্ত্রীগণের এবং অন্ত্যজাদি অন্য ব্যক্তিগণেরও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ হয়, অতএব ভাগ্যবান কোন্ ব্যক্তি ইহা নিত্য সেবা না করিবে ? ॥

১৮। বহু জন্মের সাধন-ফলে সিদ্ধদশায় মানব শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র লাভ করেন, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীভগবদ্ভক্তির উদ্ভব, শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশও হইয়া থাকেন ॥

১৯। পুরাকালে সাংখ্যায়ন ঋষির কৃপায় দেবগুরু-বৃহস্পতি শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্ত হন, তিনিই আমাকে (শ্রীমদুদ্ধবকে) শ্রীমদ্ভাগবত দান করিয়াছিলেন, এইজন্য আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র হইয়াছি ॥

২০। হে পরীক্ষিৎ ! তিনি আমাকে একটি আখ্যায়িকা বলিয়া-

শ্রীবৃহস্পতিরুবাচ

২১। ইক্ষাঞ্চক্রে যদা কৃষ্ণো মায়াপুরুষরূপধৃক্।
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চাপি রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ ॥

২২। পুরুষাস্ত্রয় উত্তস্থূরধিকারাংস্তদাদিশৎ।
উৎপত্তৌ পালনেচৈব সংহারে প্রক্রমেণ তান্ ॥

২৩। ব্রহ্মা তু নাভিকমলাদুৎপন্নস্তং ব্যজিজ্ঞপৎ।

শ্রীব্রহ্মোবাচ

নারায়ণাদি-পুরুষ পরমাত্মন্নমোঽস্তুতে ॥

২৪। ত্বয়া সর্গে নিযুক্তোঽস্মি পাপীয়ান্মাং রজোগুণঃ।
ত্বং স্মৃতো নৈব বাধেত তথৈব কৃপয়া প্রভো ॥

ছিলেন, তাহাই তুমি শ্রবণ কর, ইহা হইতে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সম্প্রদায়ও জানিতে পারিবে।

২১। শ্রীবৃহস্পতি বলিলেন—হে উদ্ধব! শ্রীকৃষ্ণ যখন মায়া রূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টির নিমিত্ত ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন তখন রজ, সত্ত্ব ও তমগুণের সহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই পুরুষত্রয়ের আবির্ভাব হইল।

২২। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই পুরুষত্রয়কে স্ব স্ব অধিকার নির্দ্দেশ করতঃ সৃষ্টিস্থিতি ও সংহার কার্য্যে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবকে নিয়োজিত করিলেন ॥

২৩। ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের নাভি কমল হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাকে বিজ্ঞাপিত করিলেন হে পরাত্মন্! হে নারায়ণ! হে আদিপুরুষ! তোমাকে নমস্কার ॥

২৪। হে প্রভো! আপনি আমাকে রজোগুণ যুক্ত ও পাপীয়ান

শ্রীবৃহস্পতিরুবাচ

২৫। যদাতু ভগবাংস্তস্মৈ শ্রীমদ্ভাগবতং পুরা।
উপদিশ্যাব্রবীদ্ ব্রহ্মন্ সেবস্বনৈং স্বসিদ্ধয়ে ॥

২৬। ব্রহ্মা তু পরমপ্রীতস্তেন কৃষ্ণাপ্তয়েঽনিশম্।
সপ্তাবরণভঙ্গায় সপ্তাহং সমবর্ত্তয়ৎ ॥

২৭। শ্রীভাগবত-সপ্তাহ সেবনাপ্ত-মনোরথঃ।
সৃষ্টিং বিতনুতে নিত্যং সসপ্তাহঃ পুনঃ পুনঃ ॥

২৮। বিষ্ণুরপ্যর্থয়ামাস পুংমাংসং স্বার্থসিদ্ধয়ে।
প্রজানাং পালনে পুংসা যদনেনাপি কল্পিতঃ ॥

বলিয়া সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু প্রভো আমি সৃষ্টি কার্য্যে রত থাকিলেও আমার মন যেন আপনার চরণকমলে স্মৃতি হইতে বিমুখ না হয়, কৃপা পূর্ব্বক তাহাই করুন ॥

২৫। শ্রীবৃহস্পতি বলিলেন—পুরাকালে আদিদেব শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মার এইরূপ ভক্তিভাব দেখিয়া তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করেন, এবং বলিলেন হে ব্রহ্মন্! স্বীয মনোরথ সিদ্ধির জন্য তুমি এই শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা কর ॥

২৬। ইহাতে ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রাপ্তি আশায় এবং প্রকৃতির সপ্তাবরণ ভঙ্গের নিমিত্ত সপ্তাহ কালব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণের অনুষ্ঠান করিলেন ॥

২৭। সপ্তাহ যজ্ঞবিধিতে শ্রীমদ্ভাগবত সেবনের দ্বারা ব্রহ্মার সকল মনোরথ পূর্ণ হইল। তাহাতেই তিনি সর্ব্বদা সৃষ্টি কার্য্যের বিস্তার করিতেছেন এবং বারম্বার সপ্তাহ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥

২৮। ব্রহ্মার ন্যায় শ্রীবিষ্ণুও প্রজা পালনরূপ অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত

(শ্রীবিষ্ণুরুবাচ)

২৯। প্রজানাং পালনং দেব করিষ্যামি যথোচিতম্ ।
প্রবৃত্ত্যা চ নিবৃত্ত্যা চ কর্ম্মজ্ঞান প্রয়োজনাৎ ॥

৩০। যদা যদৈব কালেন ধর্ম্ম-গ্লানি র্ভবিষ্যতি ।
ধর্ম্মং সংস্থাপয়িষ্যামি হ্যবতারৈস্তদা তদা ॥

৩১। ভোগার্থিভ্যস্ত যজ্ঞাদিফলং দাস্যামি নিশ্চিতম্ ।
মোক্ষার্থিভ্যো বিরক্তেভ্যো মুক্তিং পঞ্চবিধাং তথা ॥

৩২। যেঽপি মোক্ষং ন বাঞ্ছন্তি তান্ কথং পালয়াম্যহম্ ।
আত্মানঞ্চ শ্রিয়ং চাপি পালয়ামি কথং বদ ॥

শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রার্থনা করিলেন, যেহেতু প্রজা পালন কার্য্য পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিয়োজিত ॥

২৯। শ্রীবিষ্ণু বলিলেন—হে দেব ! কর্ম্ম ও জ্ঞান এই দুয়েরই প্রয়োজন বশতঃ প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গদ্বয়কে অবলম্বন করিয়া আমি আপনার আজ্ঞানুসারে যথোচিত প্রজাগণের পালন কার্য্য করিব ॥

৩০ কালক্রমে যখন যখনই ধর্ম্মের হানি দেখা দিবে, তখন তখনই আমি নানাবিধ অবতার গ্রহণ করিয়া পুনরায় ধর্ম্মের সংস্থাপন করিব ॥

৩১। অনন্তর যাহারা ভোগার্থী তাহাদিগকে নিশ্চয় যজ্ঞফলই দান করিব, আর সংসার-মুক্তীচ্ছু বিরক্ত-ব্যক্তিদিগকে সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তিই দান করিব ॥

৩২। কিন্তু যাহারা পঞ্চবিধা মুক্তিতেও স্পৃহারহিত তাঁহাদিগকে কিরূপে পালন করিব, এবং নিজেও প্রিয়লক্ষ্মীকেও বা কিপ্রকারে পালন করিব কৃপা পূর্ব্বক আমাকে বলুন ॥

৩৩। তস্মা অপি পুমানাদ্যঃ শ্রীভাগবতমাদিশৎ।
উবাচ চ পঠস্বৈনত্তব সর্ব্বার্থ-সিদ্ধয়ে ॥

৩৪। ততো বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা পরমার্থক-পালনে।
সমর্থোঽভূচ্ছ্রিয়া মাসি মাসি ভাগবতং স্মরন্ ॥

৩৫। যদা বিষ্ণুঃ স্বয়ং বক্তা লক্ষ্মীশ্চ শ্রবণে রতা।
তদা ভাগবতশ্রাবো মাসেনৈব পুনঃ পুনঃ ॥

৩৬। যদা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং বক্ত্রী বিষ্ণুশ্চ শ্রবণে রতঃ।
মাসদ্বয়ং রসাস্বাদস্তদাতীব সুশোভতে ॥

৩৭। অধিকারে স্থিতো বিষ্ণুর্লক্ষ্মী নিশ্চিন্ত-মানসা।
তেন ভাগবতাস্বাদস্তস্যা ভূরি প্রকাশতে ॥

৩৩। শ্রীবিষ্ণুর এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া আদিপুরুষ শ্রীনারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন তোমার সর্বাভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত এই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কর ॥

৩৪। আদি পুরুষ শ্রীনারায়ণের এইরূপ আদেশ পাইয়া শ্রীবিষ্ণুর চিত্ত প্রসন্ন হইল, এবং শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত প্রতিমাসে শ্রীমদ্ভাগবত স্মরণ করতঃ পরমার্থ পালনে সমর্থ হইলেন ॥

৩৫। যখন শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং বক্তা তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রবণেরতা থাকিতেন, এই সময়ে প্রত্যেকবারই শ্রমদ্ভাগবত এক মাসে সম্পূর্ণ হইত ॥

৩৬। আর যে সময়ে শ্রীলক্ষ্মীদেবী স্বয়ং বক্তা হইতেন শ্রীবিষ্ণু শ্রোতারূপে অবস্থান করিতেন, তখন শ্রীভাগবত কথার রসাস্বাদন দুই মাসে সমাপ্ত হইত, এবং এই সময় কথারসের আস্বাদন অত্যন্ত রুচিকর হইত ॥

৩৭। হে রাজন! শ্রীবিষ্ণু পালন কার্য্যরূপ অধিকারে নিযুক্ত

৩৮। অথ রুদ্রোঽপি তং দেবং সংহারাধিকৃতঃ পুরা।
পুমাংসং প্রার্থয়ামাস স্বসামর্থ্য-বিবৃদ্ধয়ে॥

শ্রীরুদ্র উবাচ।

৩৯। নিত্যে নৈমিত্তিকে চৈব সংহারে প্রাকৃতে তথা।
শক্তয়ো মম বিদ্যন্তে দেব-দেব মম প্রভো॥

৪০। আত্যন্তিকে-তু সংহারে মম শক্তি র্নবিদ্যতে।
মহদ্দুঃখং মমৈতত্তু তেন ত্বাং প্রার্থয়াম্যহম্॥

শ্রীবৃহস্পতিরুবাচ

৪১। শ্রীমদ্ভাগবতং তস্মা অপি নারায়ণো দদৌ।
স তু সংসেবনাদস্য জিগ্যে চাপি তমোগুণম্॥

থাকায় তাঁহার চিন্তা ছিল, আর শ্রীলক্ষ্মীদেবীর তদ্রূপ কোন চিন্তা ছিল না, কাজেই তিনি নিশ্চিন্তমনা, তাঁহার হৃদয়ে শ্রীমতী ভাগবতী কথা অধিকরূপে স্ফূর্ত্তি হইত॥

৩৮। অনন্তর পুরাকালে শ্রীভগবান্ রুদ্রদেবকে সংহার কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তিনিও স্বীয় সামর্থ্য সম্বৃদ্ধির জন্য পরম-পুরুষ শ্রীভগবানকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন॥

৩৯। শ্রীরুদ্রদেব বলিলেন—হে দেবদেব! প্রভো! নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত এই ত্রিবিধ সংহার বিষয়ে আমার শক্তি রহিয়াছে॥

৪০। হে প্রভো! কিন্তু আত্যন্তিক সংহার বিষয়ে আমার কোন শক্তি নাই, ইহাই আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই হেতু আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি॥

৪১। শ্রীবৃহস্পতি বলিলেন—শ্রীরুদ্রদেবের ঈদৃশী প্রার্থনা শুনিয়া

৪২। কথা ভাগবতী তেন সেবিতা বর্ষমাত্রতঃ।
লয়ে ত্বাত্যন্তিকে তেনাবাপ শক্তিং সদাশিবঃ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ

৪৩। শ্রীভাগবতমাহাত্ম্য ইমামাখ্যায়িকাং গুরোঃ।
শ্রুত্বা ভাগবতং লব্ধা মুমুদেহহং প্রণম্য তম্॥

৪৪। ততস্তু বৈষ্ণবীং রীতিং গৃহীত্বা মাসমাত্রতঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদো ময়া সম্যঙ্ নিষেবিতঃ॥

৪৫। তাবতৈব বভুবাহং কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।
কৃষ্ণেনাথ বিমুক্তোহহং ব্রজে স্বপ্রেয়সীগণে॥

শ্রীনারায়ণ তাঁহাকেও শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ দিয়াছিলেন, শ্রীরুদ্রদেব শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিয়া তমোগুণকে জয় করিয়াছিলেন॥

৪২। অনন্তর সদাশিব রুদ্রদেব এক বৎসর কাল পাঠের ক্রমে শ্রীমতী-ভাগবতী কথার সেবা করিয়া আত্যন্তিক সংহারের শক্তি লাভ করিয়াছিলেন॥

৪৩। শ্রীউদ্ধব বলিলেন—আমি গুরুদেব শ্রীবৃহস্পতির শ্রীমুখ হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য পূর্ণ এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়াছি এবং তাহার নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ লাভ করতঃ তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি॥

৪৪। অনন্তর বৈষ্ণবী প্রথানুসারে আমি মাত্র একমাস পূর্ণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিয়াছিলাম॥

৪৫। সেই শ্রীমদ্ভাগবত সেবা প্রভাবেই আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা হইয়াছি, অতঃপর আমি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রজে তদীয় প্রেয়সী গোপীগণের মঞ্জরীস্বরূপে সেবায় নিযুক্ত হইয়াছি।

৪৬। বিরহার্ত্তাসু গোপীষু স্বয়ং নিত্যবিহারিণা।
শ্রীভাগবতসন্দেশো মন্মুখেন প্রয়োজিতঃ ॥

৪৭। তং যথামতি-লব্ধ্বা তা আসন্ বিরহবর্জ্জিতাঃ।
নাজ্ঞাসিষং রহস্যং তচ্চমৎকারস্তু লোকিতঃ ॥

৪৮। স্বর্বাসং প্রার্থ্য কৃষ্ণঞ্চ ব্রহ্মাদ্যেষু গতেষু মে।
শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণস্তদ্রহস্যং স্বয়ং দদৌ ॥

৪৯। পুরতোঽশ্বত্থমূলস্য চকার ময়ি তদ্দৃঢ়ম্।
তেনাত্র ব্রজবল্লীষু বসামি বদরীং গতঃ ॥

৫০। তস্মান্নারদকুণ্ডেঽত্র তিষ্ঠামি স্বেচ্ছয়া সদা।
শ্রীকৃষ্ণ-প্রকাশো ভক্তানাং শ্রীমদ্ভাগবতাদ্ভবেৎ ॥

---

৪৬ নিত্যবিহারী শ্রীকৃষ্ণের বিরহ বিধুরা স্বীয় প্রেয়সী গোপীগণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ আমার দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত সন্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন ॥

৪৭। সেই শ্রীমদ্ভাগবত সন্দেশ ব্রজগোপীগণ স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে গ্রহণ করতঃ বিরহ বেদনা মুক্ত হইয়াছিলেন, আমি শ্রীমদ্ভাগবতের রহস্য অবগত না হইলেও কিন্তু তাঁহার লোকচমৎকৃতি প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি ॥

৪৮। ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলে শ্রীকৃষ্ণকে স্বধামে গমনের প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমাকে শ্রীমদ্ভাগবত রহস্য প্রদান করিয়াছিলেন ॥

৪৯। অশ্বত্থবৃক্ষমূলের সন্মুখে আমাকে সেই উপদেশে দৃঢ়নিষ্ঠ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উপদেশফলে বদরিকাশ্রমে গমন করতঃ সিদ্ধিলাভ করিয়া আমি এই ব্রজের লতাসমূহে বাস করিতেছি ॥

৫০। অতএব হে পরীক্ষিত ! আমি এই নারদকুণ্ডে নিয়ত স্বেচ্ছা-

৫১। তদেষামপি কার্য্যার্থং শ্রীমদ্ভাগবতং ত্বহম্।
প্রবক্ষ্যামি সহায়োঽত্র ত্বয়ৈবানুষ্ঠিতো ভবেৎ॥

শ্রীসূত উবাচ

৫২। বিষ্ণুরাতস্তু শ্রুত্বা তদুদ্ধবং প্রণতোঽব্রবীৎ।
হরিদাস ত্বয়া কার্য্যং শ্রীভাগবত-কীর্ত্তনম্॥

৫৩। আজ্ঞাপ্যোঽহং যথা কার্য্যং সহায়োঽত্র ময়া তথা।
শ্রুত্বৈতদুদ্ধবো বাক্যমুবাচ প্রীত-মানসঃ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ

৫৪। শ্রীকৃষ্ণেন পরিত্যক্তে ভূতলে বলবান্ কলিঃ।
করিষ্যতি পরং বিঘ্নং সৎকার্য্যে সমুপস্থিতে॥

মত অবস্থান করিতেছি, অনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র হইতে ভক্তগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ অনুভব করিবেন, অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র হইতে ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধি করিবেন॥

৫১। সুতরাং আমি ভগবদ্ভক্তগণের কল্যাণের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিব, একমাত্র তোমার সহায়তায় তাহা অনুষ্ঠিত হইবে॥

৫২। শ্রীসূত গোস্বামী বলিলেন— মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীমদুদ্ধবের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্যের কথা শ্রবণ করতঃ শ্রীউদ্ধবকে প্রণাম পূর্বক বলিলেন, হে হরিদাস! আপনি নিশ্চিন্ত মনে শ্রীমদ্ভাগবতী কথা কীর্ত্তন করুন॥

৫৩। আর আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন, আপনাব আজ্ঞানুসারে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই সাহার্য্য করিব, মহারাজ পরীক্ষিতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমদুদ্ধব মহাশয় প্রসন্নচিত্তে বলিলেন॥

৫৪। শ্রীউদ্ধব বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতল ত্যাগ করিলে

৫৫। তস্মাদ্দিগ্বিজয়ং যাহি কলিনিগ্রহমাচর।
অহন্তু মাসমাত্রেণ বৈষ্ণবীং রীতিমাস্থিতঃ ॥

৫৬। শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদং প্রচার্য্য ত্বৎসহায়তঃ।
এতান্ সম্প্রাপয়িষ্যামি নিত্যধাম্নি মধুদ্বিষঃ ॥

শ্রীসূত উবাচ

৫৭। শ্রুত্বৈবং তদ্বচো রাজা মুদিতশ্চিন্তয়াতুরঃ।
তদা বিজ্ঞাপয়ামাস স্বাভিপ্রায়ং তমুদ্ধবম্।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ

৫৮। কলিন্তু নিগ্রহীষ্যামি তাত তে বচসি স্থিতঃ।
শ্রীভাগবত-সম্প্রাপ্তিঃ কথং মম ভবিষ্যতি ॥

পর প্রবল পরাক্রমশালী যুগরাজ কলি শুভ সৎকর্ম্ম উপস্থিত হইলে তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করিবেই ॥

৫৫।৫৬ সুতরাং তুমি দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া কলির নিগ্রহ আরম্ভ কর, তোমার সাহার্য্যে এদিকে আমি বৈষ্ণবীরিতি অবলম্বনে মাত্র এক-মাসে শ্রীমদ্ভাগবতের রস আস্বাদন করাইয়া এই সমস্ত শ্রোতৃবৃন্দকে ভগবান্ শ্রীমধুরিপুর নিত্যধাম প্রাপ্ত করাইব ॥

৫৭। শ্রীমদুদ্ধব মহাশয়ের এবদ্ভূত বাক্য শ্রবণ করতঃ মহারাজ পরীক্ষিৎ হৃষ্টচিত্ত হইলেও চিন্তাতুর হইয়া তাঁহাকে স্বীয় অভিলাষ বিজ্ঞাপিত করিলেন ॥

৫৮। মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—আপনার আজ্ঞানুসারে আমি কলিকে অবশ্যই নিগ্রহ করিব, কিন্তু হে তাত! আমার পক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্তি অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কিরূপে সম্ভব হইবে ॥

৫৯। অহন্তু সমনুগ্রাহ্যস্তব পাদতলে শ্রিতঃ
শ্রুত্বৈতদ্বচনং ভূয়োঽপ্যুদ্ধবস্তমুবাচ হ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ

৬০। রাজংশ্চিন্তা তু তে কাপি নৈব কার্য্যা কথঞ্চন।
তবৈব ভগবচ্ছাস্ত্রে যতো মুখ্যাধিকারিতা ॥

৬১। এতাবৎ কালপর্য্যন্তং প্রায়োভাগবত শ্রুতেঃ।
বার্ত্তামপি ন জানন্তি মনুষ্যাঃ কর্ম্মতৎপরাঃ ॥

৬২। ত্বৎপ্রসাদেন বহবো মনুষ্যা ভারতাজিরে।
শ্রীমদ্ভাগবতপ্রাপ্তৌ সুখং প্রাপ্স্যন্তি শাশ্বতম্ ॥

৬৩। নন্দনন্দন-রূপস্তু শ্রীশুকোভগবানৃষিঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতং তুভ্যং শ্রাবয়িষ্যত্যসংশয়ম্ ॥

৫৯। আমি আপনার শ্রীচরণে শরণগ্রহণ করিলাম, আমাকে আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন, পরীক্ষিতের এই প্রকার ভক্তিবিনম্র কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া শ্রীউদ্ধব মহাশয় পরীক্ষিৎকে বলিলেন।

৬০। শ্রীউদ্ধব বলিলেন—হে রাজন্! এই বিষয়ে তোমার কোন কিছুই চিন্তার প্রয়োজন নাই, কেননা এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণে একমাত্র তুমিই প্রধান অধিকারী ॥

৬১। এই সংসারে মানব নানাবিধ কর্ম্মে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকায় তাহারা এ পর্য্যন্ত প্রায়ই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের কথাও জানে না ॥

৬২। হে মহারাজ তোমারই অনুগ্রহে শ্রীবৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণস্বরূপ এই ভারতবর্ষে বহু-ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া চির সুখ লাভ করিবে ॥

৬৩। ঋষি-ভগবান্ শ্রীশুকদেব নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, সেই

৬৪। তেন প্রাপ্স্যসি রাজংস্ত্বং নিত্যংধাম ব্রজেশিতুঃ।
শ্রীভাগবত-সঞ্চারস্ততো ভুবি ভবিষ্যতি॥
৬৫। তস্মাত্ত্বং গচ্ছ রাজেন্দ্র কলিনিগ্রহমাচর।
ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য গতো রাজা দিশাং জয়ে॥
৬৬। বজ্রস্তু নিজরাজ্যেশং প্রতিবাহুং বিধায় চ।
তত্রৈব মাতৃভিঃ সাকং তস্থৌ ভাগবতাশয়া॥
৬৭। অথ বৃন্দাবনে মাসং গোবর্ধন-সমীপতঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদস্তূদ্ধবেন প্রবর্ত্তিতঃ॥

শ্রীশুকদেবই তোমাকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইবেন, ইহাতে কোন সংশয় করিওনা ॥

৬৪। হে রাজন্! শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের দ্বারা তুমি ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে। তদনন্তর এই পৃথিবীতে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র বিস্তার লাভ করিবেন ॥

৬৫। অতএব হে রাজেন্দ্র! তুমি কলি নিগ্রহের আয়োজন কর, উদ্ধব মহাশয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ তাঁহাকে পরিক্রমা ও প্রণামাদি করতঃ কলিনিগ্রহের নিমিত্ত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন ॥

৬৬। এদিকে বজ্রনাভ কিন্তু স্বীয়পুত্র প্রতিবাহুকে মথুরার রাজপদে অভিসিক্ত করিয়া শ্রীভাগবত শ্রবণ অভিলাষে মাতৃগণের সহিত তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥

৬৭। অনন্তর শ্রীবৃন্দাবনে গোবর্ধনের সমীপে শ্রীউদ্ধব মহাশয় কর্ত্তৃক একমাস কালব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত কথা রসাস্বাদন প্রবর্ত্তিত হইল ॥

৬৮। তস্মিন্নাস্বাদ্যমানেতু সচ্চিদানন্দরূপিনী।
প্রচকাশে-হরের্লীলা সর্বতঃ কৃষ্ণ এব চ॥

৬৯। আত্মানঞ্চ তদন্তঃস্থং সর্বেঽপি দদৃশুস্তদা।
বজ্রস্তু দক্ষিণে দৃষ্ট্বা কৃষ্ণপাদসরোরুহে॥

৭০। স্বাত্মানং কৃষ্ণবৈধুর্য্যান্মুক্তস্তদ্ভুব্যশোভত।
তাশ্চ তন্মাতরঃ কৃষ্ণে রাসরাত্রি-প্রকাশিনি॥

৭১। চন্দ্রে কলাপ্রভারূপমাত্মানং বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ।
স্বপ্রেষ্ট-বিরহব্যাধি-বিমুক্তাঃ স্বপদং যযুঃ॥

৭২। যেঽন্যে চ তত্র তে সর্বে নিত্যলীলান্তরং গতাঃ।
ব্যাবহারিকলোকেভ্যঃ সদ্যোঽদর্শনমাগতাঃ॥

৬৮। শ্রীমদ্ভাগবত রস আস্বাদন সময়ে সর্বত্র শ্রীহরির সচ্চিদানন্দ-ময়ী লীলার প্রকাশ পাইয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তথায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন॥

৬৯। সেই সময় সমস্ত শ্রোতৃবৃন্দ নিজ স্বরূপকে শ্রীভগবল্লীলামধ্যে অবস্থিত ইহা অনুভব করিলেন।

৭০। আর শ্রীবজ্রনাভ স্বীয় দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণের চরণ যুগল দর্শন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ বিরহ হইতে নিজেকে মুক্ত করতঃ ভূতলে শোভিত হইলেন॥

৭১। এবং রোহিন্যাদি মাতৃগণ সেই রাসরজনীর প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণ-রূপী চন্দ্রমার কলা ও প্রভারূপে আপনাদিগকে অবস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মৃত হইলেন, এবং প্রাণকোটি প্রিয়তমের বিরহব্যাধি মুক্ত হইয়া নিজ নিজ ধাম প্রাপ্ত হইলেন॥

৭২। এবং তথায় অন্য যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলে

৭৩। গোবর্ধন-নিকুঞ্জেষু গোষু বৃন্দাবনাদিষু।
নিত্যং কৃষ্ণেন মোদন্তে দৃশ্যন্তে প্রেমতৎ পরৈঃ ॥

শ্রীসূত উবাচ

৭৪। য এতাং ভগবতপ্রাপ্তিং শৃনুয়াচ্চাপি কীর্ত্তয়েৎ।
তস্য বৈ ভগবৎপ্রাপ্তির্দুঃখহানিশ্চ জায়তে ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতি সাহস্রাং সংহিতায়াং
দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে পরীক্ষিতুদ্ধব সংবাদে শ্রীভাগবত
মাহাত্ম্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাবহারিকী লোকের মধ্য হইতে অদৃশ্য হইয়া নিত্য-লীলায় প্রবেশ করিলেন ॥

৭৩। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইঁহারা নিত্যই গোবর্দ্ধনের কুঞ্জবনে, গোষ্ঠে ও শ্রীবৃন্দাবনাদিতে পরমানন্দে বিহার করিতেছেন, প্রেমরস-লোলুপ ভক্তগণ উহা সর্বদা দর্শন করেন ॥

৭৪। শ্রীসূত মুনি বলিলেন—যে ব্যক্তি এই শ্রীভগবচ্চরণ প্রাপ্তির লীলা কথা শ্রবণ করিবেন ও কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহার অবশ্যই শ্রীভগবচ্চরণ কমল প্রাপ্তি হইবে, আনুসঙ্গে অনাদিকালের দুঃখরাশি চিরতরে অবসান ঘটিবে ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতি সহস্রসংহিতায় দ্বিতীয় বৈষ্ণবখণ্ডে
শ্রীপরীক্ষিৎ ও উদ্ধব সংবাদে শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য
নামক তৃতীয় অধ্যায় ॥ ৩ ॥

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমদ্ভাগবত স্বরূপস্য তৎপ্রমাণ তৎশ্রোতৃ বক্তৃ লক্ষণ
শ্রবণ-বিধেশ্চ নিরূপণম্ ॥

শ্রীঋষয় উচুঃ

১। সাধু সূত চিরং জীব চিরমেবং প্রশাধি নঃ।
শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্যমপূর্ব্বং তন্মুখাচ্ছ্রুতম্ ॥

২। তৎস্বরূপং প্রমাণঞ্চ বিধিঞ্চ শ্রবণে বদ।
তদ্বক্তুর্লক্ষণং সূত শ্রোতুশ্চাপি বদধুনা ॥

শ্রীসূত উবাচ।

৩। শ্রীমদ্ভাগবতস্যাথ শ্রীমদ্ভাগবতঃ সদা।
স্বরূপমেকমেবাস্তি সচ্চিদানন্দ লক্ষণম্ ॥

অনন্তর চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ প্রমাণ, শ্রোতা ও বক্তার লক্ষণ, এবং শ্রবণ বিধি নিরূপণ॥

১। শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ বলিলেন—হে সূত! সাধু সাধু আপনি চিরজীবি হউন, এবং আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ দান করুন, আমরা আজ আপনার শ্রীমুখবিগলিত অপূর্ব্ব শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম ॥

২। হে সূত! আপনি এখন শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ, প্রমাণ, শ্রবণের বিধি এবং বক্তা ও শ্রোতার লক্ষণ সমস্তই কৃপা করিয়া আমাদিগের নিকট বর্ণনা করুন ॥

৩। শ্রীসূত মুনি বলিলেন—শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভগবানের স্বরূপ সর্ব্বদা একই সচ্চিদানন্দ ময় লক্ষণ ॥

৪। শ্রীকৃষ্ণাসক্ত-ভক্তানাং তন্মাধুর্য্য-প্রকাশকম্।
সমুজ্জৃম্ভতি যদ্বাক্যং বিদ্ধি ভাগবতং হি তৎ ॥

৫। জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভক্ত্যঙ্গ চতুষ্টয় পরং বচঃ।
মায়ামর্দ্দন দক্ষঞ্চ বিদ্ধি ভাগবতঞ্চ তৎ ॥

৬। প্রমাণং তস্য কো বেদ হ্যনন্তস্যাক্ষরাত্মনঃ।
ব্রহ্মণে হরিণা তদ্দিক্ চতুঃশ্লোক্যা প্রদর্শিতা ॥

৭। তদানন্ত্যাবগাহেন স্বেপ্সিতাবহন-ক্ষমাঃ।
ত এব সন্তি ভো বিপ্রা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥

৪। যাঁহাদের চিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত সেই সকল ব্যক্তিদের শ্রীমুখ হইতে শ্রীভগবানের অলোক সামান্য দিব্যাতিদিব্য মহামাধুর্য্যের অভিব্যক্তি হয়, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বিলসিত সেই বাক্যকে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়া জানিবে ॥

৫। অনন্তর যাহাতে জ্ঞান-শাস্ত্রীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান- উপাসনালব্ধ জ্ঞান, ভক্তি ও তাহার অঙ্গ—শ্রবণকীর্ত্তনাদি এই বস্তু চতুষ্টয় বিষয়ক বাক্য বিদ্যমান এবং যাহাতে মায়া বিমর্দ্দন দক্ষতার পরিচয় বিরাজিত রহিয়াছে তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়া জানিবে ॥

৬। অনন্তর অক্ষরাত্মক সেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ কেবা জানিতে পারে? প্রথমে শ্রীহরি শ্রীব্রহ্মাকে চারিটি শ্লোকের দ্বারা এই শ্রীমদ্ভাগবতের দিক্ দর্শন করাইয়াছিলেন ॥

৭। হে বিপ্রগণ! সেই অনন্ত শ্রীমদ্ভাগবত সমুদ্রে অবগাহন করিয়া একমাত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি তাঁহারাই অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন আর কেহই সমর্থ হন নাই।

৮। মিতবুদ্ধ্যাদিবৃত্তীনাং মনুষ্যানাং হিতায় চ।
পরীক্ষিচ্ছুক সংবাদো যোঽসৌ ব্যাসেন কীর্ত্তিতঃ ॥

৯। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো যোঽসৌ ভাগবতাভিধঃ।
কলিগ্রাহ গৃহীতানাং স এব পরমাশ্রয়ঃ ॥

১০। শ্রোতারোঽথ নিরূপ্যন্তে শ্রীমদ্বিষ্ণু-কথাশ্রয়াঃ।
প্রবরা অবরাশ্চেতি শ্রোতারো দ্বিবিধা মতাঃ ॥

১১। প্রবরাশ্চাতকো হংসঃ শুকো মীনাদয়স্তথা।
অবরাবৃকভূরুণ্ড বৃষোষ্ট্রাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

১২। অখিলোপেক্ষয়া যস্তু কৃষ্ণশাস্ত্রশ্রুতৌ ব্রতী।
স চাতকো যথাম্ভোধ মুক্তে পাথসি চাতকঃ ॥

৮। অল্প বুদ্ধি বৃত্তি-বিশিষ্ট মনুষ্যগণের কল্যাণের নিমিত্ত যাহা শ্রীবেদব্যাস শ্রীপরীক্ষিৎ ও শ্রীশুকসংবাদে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত নামে অভিহিত ॥

৯। অষ্টাদশ-সহস্র শ্লোকে যাহা পরিপূর্ণ এবং কলিরূপ কুম্ভীর গ্রস্ত জীবের একমাত্র পরম আশ্রয় তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়া জানিবে ॥

১০। অনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত কথা শ্রবণে আগ্রহী শ্রোতা নিরূপণ করিতেছি—প্রবর অর্থাৎ উত্তম ও অবর অর্থাৎ কনিষ্ট ভেদে শ্রোতা দুই প্রকার জানিবে ॥

১১। তন্মধ্যে প্রবর শ্রোতার চারিটি ভেদ চাতক, হংস, শুক ও মীন এবং অবর শ্রোতারও বৃক, ভুরণ্ড, বৃষ ও উষ্ট্র প্রভৃতি করিয়া চারিটি ভেদ বিদ্যমান ॥

১২। চাতক যেমন বৃষ্টির জল ব্যতীত অন্য জল পান করেনা

১৩। হংস স্যাৎ সারমাদত্তে সঃ শ্রোতা বিবিধাচ্ছ্রুতাৎ।
দুগ্ধেনৈক্যং গতাত্তোয়াদ্ যথা হংসোঽমলং পয়ঃ ॥
১৪। শুকঃ সুষ্ঠুমিতং ব্যক্তি ব্যাসং শ্রোতৃংশ্চ হর্ষয়ন্।
সুপাঠিতঃ শুকো যদ্বচ্ছিক্ষকং পার্শ্বগানপি ॥
১৫। শব্দং নানিমিষো জাতু করোত্যাস্বাদয়ন্ রসম্।
শ্রোতা স্নিগ্ধো ভবেন্মীনো মীনঃ ক্ষীরনিধৌ যথা ॥

তদ্রূপ যে ব্যক্তি অন্য শাস্ত্রাদি শ্রবণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধী শাস্ত্র শ্রবণে ব্রতী তিনিই **চাতক শ্রোতা** নামে অভিহিত ॥

১৩। হংস যেমন একত্র মিলিত জল ও দুগ্ধ সারাংশ নির্মল দুগ্ধ পান করে তদ্রূপ যাঁহারা বিবিধ কথা শ্রবণ করিয়াও তাহা হইতে সার সারাংশ নির্ম্মল শ্রীকৃষ্ণ কথা গ্রহণ করেন তাঁহাদিগকে **হংস শ্রোতা** বলা হয় ॥

১৪। শুক পাখীকে উত্তমরূপে শিখানবাণী যেমন শিক্ষককে এবং অন্যকেও অবিকল ভাবে শুনাইয়া আনন্দ দান করে, তদ্রূপ যাঁহারা শুক পাখীর ন্যায় শ্রুত বিষয় নিজের সুন্দর ভাষার দ্বারা গুরু, শ্রোতা ও পার্শ্বস্থিত সকলকে শুনাইয়া আনন্দিত করেন ইঁহারা **শুক শ্রোতা** বলিয়া কথিত।

১৫। যেমন মৎস্য ক্ষীর সমুদ্রে অবস্থান করিয়াও নিঃশব্দে অপলক দৃষ্টিতে দুগ্ধ পান করে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি শ্রীভাগবতী কথা শ্রবণ-কালে কোন প্রকার শব্দাদি না করিয়া নির্নিমেষ নয়ণে কেবলমাত্র বক্তার শ্রীমুখবিগলিত শ্রীমদ্ভাগবতের লীলারস আস্বাদন করেন তাঁহাকে **মীন শ্রোতা** বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে ॥

১৬। যস্তুদন্ রসিকান্ শ্রোতৄন্ বিরৌত্যজ্ঞো বৃকো হি সঃ।
বেণুস্বন্ রসাসক্তান্ বৃকোঽরণ্যে মৃগান্ যথা॥

১৭। ভুরুণ্ডঃ শিক্ষয়েদন্যান্ শ্রুতা ন স্বয়মাচরেৎ।
যথা হিমবতঃ শৃঙ্গেভূরুণ্ডাখ্যো বিহঙ্গমঃ॥

১৮। সর্ব্বং শ্রুতমুপাদত্তে সারাসারান্ধধীর্ব্যঃ।
স্বাদুদ্রাক্ষাং খলিং চাপি নির্ব্বিশেষং যথাবৃষঃ॥

১৯। স উষ্ট্রো মধুরং মুঞ্চন্ বিপরীতে রমেত যঃ।
যথা নিম্বং চরত্যুষ্ট্রো হিত্বাম্রমপি তদ্ যুতম্॥

১৬। অরণ্যে বংশীর মধুর শব্দ শ্রবণে আসক্ত মৃগকে ব্যাঘ্র যেমন পীড়িত করে। তদ্রূপ যে অজ্ঞ শ্রোতা রোদনের দ্বারা মধুর ভাগবতী কথা শ্রবণ-লোলুপ রসিক ভক্তবৃন্দকে ব্যথিত করে তাহাকে **বৃক শ্রোতা বলে**॥

১৭। হিমালয় শিখরে ভুরুণ্ড নামক এক পক্ষী বাস করে সে কোন শিক্ষা-প্রদকথা শুনিলে অন্যকে সেই বিষয় শিক্ষা দেয় কিন্তু নিজে কিছু আচরণ করে না তদ্রূপ যে ব্যক্তি উপদেশের কথা শুনিয়া অন্য ব্যক্তিকে সেইরূপ শিক্ষা দেয় কিন্তু নিজে সেই শিক্ষার কোন কিছুই আচরণ করে না তাহাকে **ভুরুণ্ড শ্রোতা** বলা হয়।

১৮। বৃষের নিকট স্বাদিষ্ট আঙ্গুর ও খইল প্রভৃতি কটু দ্রব্যাদি সবই সমান তদ্রূপ যে অন্ধবুদ্ধি ব্যক্তি কি সার কি অসার সবই উপাদেয় বুদ্ধিতে শ্রবণ করে, সেই বিচার বুদ্ধি শূন্য ব্যক্তিকে **বৃষ শ্রোতা** বলিয়াছেন॥

১৯। উষ্ট্র যেমন কচি কচি আম্র পত্রকে ত্যাগ করিয়া তিক্ত

২০। অন্যোঽপি বহবো ভেদা দ্বয়োর্ভৃঙ্গ খরাদয়ঃ।
বিজ্ঞেয়াস্তত্তদাচারৈস্তত্তৎপ্রকৃতি সম্ভবৈঃ॥

২১। যঃ স্থিত্বাভিমুখং প্রণম্য বিধিবত্ত্যক্তান্য-বাদো হরে-
র্লীলাঃ শ্রোতুমভীপ্সতেঽতিনিপুনো নম্রোঽথ ক্লৃপ্তাঞ্জলিঃ।
শিষ্যো বিশ্বসিতোঽনুচিন্তনপরঃ প্রশ্নেঽনুরক্ত শুচি
র্নিত্যং কৃষ্ণজনপ্রিয়ো নিগদিতঃ শ্রোতা স বৈ বক্তৃ ভিঃ॥

২২। ভগবন্মতিরনপেক্ষঃ সুহৃদো দীনেষু সানুকম্পো যঃ।
বহুধা-বোধন চতুরো বক্তা সম্মানিতো মুনিভিঃ॥

নিম্বপত্র চর্বণ করে সেই প্রকার যে ব্যক্তি শ্রীমতী ভাগবতী কথাকে পরিত্যাগ করতঃ বিপরীত গ্রাম্য বৈষয়িক কথায় প্রীতি অনুভব করে তাহাকে **উষ্ট্র শ্রোতা** বলা হইয়াছে॥

২০। এতদ্ভিন্ন প্রবর ও অবর এই দুই প্রকার শ্রোতার মধ্যে ভ্রমর ও গর্দ্দভ প্রভৃতি বহু ভেদ রহিয়াছে তবে তাহাদের স্বভাবজাত আচারাদি লক্ষণ হইতে জানিতে হইবে॥

২১। যে ব্যক্তি বক্তার সম্মুখে গমন করতঃ তাঁহাকে বিধিবৎ প্রণাম করিয়া অন্য বৈষয়িক কথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহরির লীলা কথা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত, এবং যাঁহার শ্রবণ বিষয়ে নিপুণতা বিদ্যমান, এবং যিনি বিনম্রভাবে করজোড়ে অবস্থান করতঃ শিষ্যের ন্যায় শ্রবণে রত, ভগবদ্ বিশ্বাসী এবং শ্রুত বিষয় সর্ব্বদা চিন্তন করেন। প্রশ্নে অনুরক্ত, নিত্য পবিত্র কৃষ্ণ ভক্তের প্রিয়পাত্র, শাস্ত্র বক্তাগণ তাঁহাকে উত্তম শ্রোতা বলিয়া থাকেন॥

২২। শ্রীভগবানে যাঁহার অনুরক্তচিত্ত, কোন বস্তুতে অপেক্ষা নাই

২৩। অথ ভারতভূস্থানে শ্রীভাগবত সেবনে।
বিধিং শৃনুত ভো বিপ্রা যেন স্যাৎ সুখসন্ততিঃ ॥

২৪। রাজসং সাত্ত্বিকং চাপি তামসং নির্গুণং তথা।
চতুর্বিধং তু বিজ্ঞেয়ং শ্রীভাগবত-সেবনম্ ॥

২৫। সপ্তাহং যজ্ঞবদ্ যত্তু সশ্রমং সত্বরং মুদা।
সেবিতং রাজসং তত্তু বহু-পূজাদি শোভনম্ ॥

২৬। মাসেন ঋতুনা বাপি শ্রবণং স্বাদসংযুতম্।
সাত্ত্বিকং যদনায়াসং সমস্তানন্দ বর্ধনম্ ॥

২৭। তামসং যত্তু বর্ষেণ সালসং শ্রদ্ধয়া যুতম্।
বিস্মৃতি স্মৃতি সংযুক্তং সেবনং তচ্চ সৌখ্যদম্ ॥

সকলের সুহৃদ, দীনদয়াল, বহুযুক্তির দ্বারা তত্ত্ববোধ বিষয়ে চতুর এইরূপ বক্তাকে মুনিগণ সম্মানিত করেন ॥

২৩। অনন্তর হে বিপ্রগণ! ভারত ভূমিতে শ্রীভাগবতী কথা শ্রবণের বিধি শ্রবণ করুন, এই বিধি শ্রবণে সতত সুখ লাভ হয় ॥

২৪। শ্রীমদ্ভাগবত সেবা চার প্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, ও নির্গুন ॥

২৫। যাহা যজ্ঞের ন্যায় নানাবিধ পূজন-সামগ্রীতে নিরতিশয় শোভা সম্পন্ন এবং বহু পরিশ্রমসাধ্য ও ব্যগ্রতার সহিত সানন্দে সাত দিনে সমাপ্ত হয় এইরূপ ভাগবত সেবা রাজসিক নামে অভিহিত ॥

২৬। এক মাসে অথবা দুই মাসে শ্রীভাগবতী কথার রস আস্বাদন করিতে করিতে অনায়াসে যে সেবা তাহাকে পূর্ণানন্দ কারক সাত্ত্বিক সেবা বলা হইয়াছে।

২৭। যে সেবা আলস্য অথচ শ্রদ্ধাযুক্ত ভাবে একবৎসরে সমাপ্তি

২৮। বর্ষ-মাসদিনানাং তু বিমুচ্য নিয়মাগ্রহম্ ।
সর্বদা প্রেমভক্ত্যৈব সেবনং নির্গুণং মতম্ ॥
২৯। পারীক্ষিতেঽপি সংবাদে নির্গুণং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ।
তত্র সপ্তদিনাখ্যানং তদায়ুর্দিন-সংখ্যয়া ॥
৩০। অন্যত্র ত্রিগুণং চাপি নির্গুণং চ যথেচ্ছয়া ।
যথা কথঞ্চিৎ কর্ত্তব্যং সেবনং ভগবচ্ছ্রুতেঃ ॥
৩১। যে শ্রীকৃষ্ণ-বিহারৈক-ভজনাস্বাদলোলুপাঃ ।
মুক্তাবপি নিরাকাঙ্খাস্তেষাং ভাগবতং ধনম্ ॥

হয়, যাহাতে স্মৃতি ও বিস্মৃতি উভয়ই বিদ্যমান এইরূপ সুখপ্রদ-সেবা তামস নামে কথিত।

২৮। আর যে সেবাতে বৎসর, মাস ও দিনাদির কোন নিয়মে আগ্রহ নাই সর্ব্বদা প্রেমভক্তির সহিত সেবিত অর্থাৎ শ্রবণাদি করা হয় তাহাকে নির্গুণ সেবা বলা হয় ॥

২৯। মহারাজ পরীক্ষিৎ ও শ্রীশুকদেব সংবাদে যে শ্রীভাগবত সেবন হইয়াছিল উহা নির্গুণ বলিয়াই জানিবেন, যেহেতু তখন মহারাজ পরীক্ষিতের পরমায়ুকাল মাত্র সাত দিন অবশিষ্ট ছিল সেই হেতু সাত দিনের কথা বলা হইয়াছে ॥

৩০। শ্রীমদ্ভাগবত সেবা সাত্বিকাদি ত্রিগুণই হোক, আর নির্গুণই হোক, অথবা যথেচ্ছা ক্রমেই হোক যে কোন প্রকারেই সেবা অর্থাৎ শ্রবণাদি করিতে হইবে।

৩১। যাঁহারা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন ও লীলারস আস্বাদনে লোলুপ মুক্তিতেও স্পৃহা-শূন্য ঈদৃশব্যক্তির শ্রীমদ্ভাগবত একমাত্র সম্পদ ॥

৩২। যেঽপি সংসার-সন্তাপনির্বিণ্ণা মোক্ষকাঙ্‌ক্ষিণঃ।
তেষাং ভবৌষধং চৈতৎ কলৌ সেব্যং প্রযত্নতঃ ॥

৩৩। যে চাপি বিষয়ারামাঃ সাংসারিক-সুখস্পৃহাঃ।
তেষাং তু কর্ম্মমার্গেণ যা সিদ্ধিঃ সাধুনা কলৌ ॥

৩৪। সামর্থ্য-ধনবিজ্ঞানাভাবাদত্যন্ত-দুর্লভা ।
তস্মাত্তৈরপি সংসেব্যা শ্রীভাগবতী কথা ॥

৩৫। ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ বাহনাদি যশোগৃহান্।
অসাপত্ন্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দদ্যাদ্ভাগবতী কথা ॥

৩৬। ইহলোকে বরান্‌ভুক্ত্বা ভোগান্ বৈ মনসেপ্সিতান।
শ্রীভাগবতসঙ্গেন যাত্যন্তে শ্রীহরেঃ পদম্ ॥

৩২। এই কলিকালে সংসার জ্বালায় সন্তপ্ত হইয়া নির্ব্বেদগ্রস্ত অথচ মুক্তিকামী ব্যক্তিদের পক্ষেও শ্রীমদ্ভাগবত ভব ব্যাধির ঔষধ স্বরূপ অতএব সযত্নে সকলেরই শ্রীমদ্ভাগবত সেবন করা উচিত ॥

৩৩। বিষয়-লোলুপ, সংসার সুখ লাভেচ্ছু কর্ম্মীদের কর্ম্মমার্গে যে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে সম্প্রতি এই কলিযুগে তাহাদের সেই সিদ্ধিও শ্রীমদ্ভাগবত সেবাতেই লাভ হইবে ॥

৩৪ কলিযুগে মানবের শারীরীক সামর্থ্য, ধন, বিজ্ঞান প্রভৃতির অভাব হেতু কর্ম্মমার্গে সিদ্ধিও অত্যন্ত দুর্লভ অতএব সর্বপ্রকার কল্যাণ কামী ব্যক্তির সর্বতোভাবে শ্রীমদ্ভাগবত সেবা করা উচিত ॥

৩৫। শ্রীমদ্ভাগবতী-কথা ধন, পুত্র, স্ত্রী, হস্তি, অশ্ব প্রভৃতি বাহন যশ, অট্টালিকা, শত্রুশূন্যরাজ্য প্রভৃতি দান করিতে সমর্থ ॥

৩৬। সকাম ব্যক্তিও যদি শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করে তাহা হইলে

৩৭। যত্র ভাগবতী বার্ত্তা যে চ তচ্ছ্রবণে রতাঃ।
তেষাং সংসেবনং কুর্য্যাদ্দেহেন চ ধনেন চ॥

৩৮। তদনুগ্রহতোঽস্যাপি শ্রীভাগবতসেবনম্।
শ্রীকৃষ্ণব্যতিরিক্তং যত্তৎ সর্বং ধনসংজ্ঞিতম্॥

৩৯। কৃষ্ণার্থীতি ধনার্থীতি শ্রোতা বক্তা দ্বিধা মতঃ॥
যথা বক্তা তথা শ্রোতা তত্র সৌখ্যং বিবর্ধতে॥

৪০। উভয়োর্বৈপরীত্যে তু রসাভাসে ফলচ্যুতিঃ।
কিন্তু কৃষ্ণার্থিনাং সিদ্ধির্বিলম্বেনাপি জায়তে॥

সেও এই জগতে অভিলষিত মনোজ্ঞ ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া দেহান্তে ভগবদ্ভক্তগণের সমভিব্যাহারে শ্রীহরির পরম ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥

৩৭। যেস্থানে শ্রীমতী ভাগবতী কথা উপস্থিত হয় এবং যাঁহারা শ্রীভাগবতী কথা শ্রবণে আসক্তচিত্ত তাঁহাদিগকে দেহের দ্বারা ও অর্থের দ্বারা সর্ব্বভাবে সেবা করা উচিত॥

৩৮। শ্রীভগবৎ-কথাসক্ত সেই ব্যক্তির সেবা ফলে তৎকৃপায় সেবা-কারীব্যক্তিরও শ্রীভাগবত-সেবনের ফল লাভ হইয়া থাকে॥

৩৯। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ব্যতীত যাহা কিছু সকলই এখানে ধন বলিয়া কথিত। কেহ শ্রীকৃষ্ণ চায় আবার কেহ বা অর্থ চায় এইরূপে শ্রোতা ও বক্তা দুই প্রকার, যেমন বক্তা তদনুরূপ শ্রোতা হইলে অর্থাৎ শ্রোতাও কৃষ্ণার্থী তথায় বক্তাও কৃষ্ণার্থী আবার যেখানে শ্রোতা ধনার্থী বক্তাও ধনার্থী সেখানে শ্রীভাগবত সেবায় সুখের সমৃদ্ধি হয়॥

৪০। বক্তা ও শ্রোতা উভয়ে একরূপ প্রার্থী না হইয়া কেহ কৃষ্ণার্থী আবার কেহ বা অর্থার্থী এইরূপ বিপরীত প্রার্থী হইলে তথায় শ্রীভাগবত সেবায় রসাস্বাদন না হইয়া রসাভাস হয় এবং ফলেরও হানি ঘটে, কিন্তু

৪১। ধনার্থিনস্তু সংসিদ্ধির্বিধিসম্পূর্ণতাবশাৎ।
কৃষ্ণার্থিনোঽগুণস্যাপি প্রেমৈব বিধিরুত্তমঃ॥
৪২। আসমাপ্তি সকামেন কর্ত্তব্যো হি বিধিঃ স্বয়ম্।
স্নাতো নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা প্রাশ্য পাদোদকং হরেঃ॥
৪৩। পুস্তকংচ গুরুং চৈব পূজয়িত্বোপচারতঃ।
ব্রুয়াদ্বা শৃণুয়াদ্বাপি শ্রীমদ্ভাগবতং মুদা॥
৪৪। পয়সা বা হবিষ্যেণ মৌনং ভোজনমাচরেৎ।
ব্রহ্মচর্য্যমধঃসুপ্তিং ক্রোধলোভাদিবর্জনম্॥

যিনি কৃষ্ণার্থী তিনি শ্রোতাই হউন আর বক্তাই হউন বিলম্ব হইলেও তাঁহার অভীষ্ঠ সিদ্ধি হইবেই॥

৪১। আর বিধি বিধানানুসারে কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে ধনার্থী শ্রোতা ও বক্তার অভীষ্ঠ সিদ্ধ হয়, আর নিগুর্ণ কৃষ্ণার্থী শ্রোতা বা বক্তার বিধিবিধানে কার্য্য সমাপ্তি না ঘটিলেও ফলে নিঃসন্দেহ, কেননা-নিগুর্ণ শ্রোতাদির প্রেমই উত্তম বিধি॥

৪২। সকামব্যক্তিকে স্বয়ংই সমাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত বিধি পালন করিতে হইবে, প্রত্যহ স্নান করিয়া নিত্য কৃত্য সমাপণ পূর্ব্বক শ্রীহরির চরণামৃত পান করিবে॥

৪৩। অনন্তর সর্ববিধ উপচারের সহিত শ্রীগুরুদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত পূজা পূর্ব্বক বক্তাই হোক আর শ্রোতাই হোক সানন্দে শ্রীভাগবতের শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিতে হইবে॥

৪৪। মৌন হইয়া দুগ্ধ বা পায়স অথবা হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে হইবে, মৃত্তিকাশয্যা, ক্রোধ ও লোভাদি বর্জন করত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন॥

৪৫। কথান্তে কীর্ত্তনং নিত্যং সমাপ্তৌ জাগরং চরেৎ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু দক্ষিণাভিঃ প্রতোষয়েৎ ॥

৪৬। গুরবে বস্ত্রভূষাদি দত্ত্বা গাঞ্চ সমর্পয়েৎ।
এবং কৃতে বিধানে তু লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥

৪৭। দারাগারসুতান্ রাজ্যং ধনাদি চ যদাপ্সিতম্।
পরন্তু শোভতে নাত্র সকামত্বং বিড়ম্বনম্ ॥

৪৮। কৃষ্ণপ্রাপ্তিকরং শশ্বৎ প্রেমানন্দফলপ্রদম্।
শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং কলৌ কীরেণ ভাষিতম্।

ইতি শ্রীস্কান্দে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

৪৫। শ্রীমদ্ভাগবত-কথার শেষে নিত্যই নামসংকীর্ত্তন এবং সমাপ্তি-দিনে রাত্রিজাগরণ ও ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণাদি দ্বারা সন্তোষ করিতে হইবে॥

৪৬। শ্রীগুরুদেবকে বস্ত্র, অলঙ্কার ও গো দান করিয়া তাঁহার পূজা করিতে হইবে। এইরূপ বিধি অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবত সেবা অনুষ্ঠিত হইলে সকলেই অভীষ্ঠ ফল প্রাপ্তি হইবেন॥

৪৭। সকামব্যক্তি যদি স্ত্রী, অট্টালিকা, পুত্র, রাজ্য, সম্পদ প্রভৃতি ইচ্ছা করেন তাহাও লাভ করেন, কিন্তু সকামব্যক্তির সে বাসনা বিড়ম্বনা মাত্র শ্রীভাগবত সেবায় এইরূপ অভিলাষ শোভা পায় না॥

৪৮। নিগম-কল্পতরুর পরমানন্দপ্রদ রসপূর্ণ সুপক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখ হইতে অমৃত দ্রবযুক্ত হইয়া কলিযুগে এই ধরণীতলে প্রচারিত হইয়াছেন, ইহা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রাপক, নিত্য প্রেমানন্দ ফলপ্রদ॥

ইতি শ্রীস্কন্দমহাপুরাণে শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্যে চতুর্থ অধ্যায়॥ ৪ ॥

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণফলস্য তৎপাঙ্মুখানাং দুর্গতেশ্চবর্ণনম্

শ্রীভগবান্ উবাচ।

১। শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং লোকবিশ্রুতম্।
শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তো মম সন্তোষ-কারণম্।

২। নিত্যং ভাগবতং যস্তু পুরাণং পটতে নরঃ
প্রত্যক্ষরং ভবেত্তস্য কপিলাদানজং ফলম্।

৩। শ্লোকার্ধং শ্লোকপাদং বা নিত্যং ভাগবতোদ্ভবম্
পটতে শৃণুয়াৎ যস্তু গোসহস্রফলং লভেৎ।

অনন্তর পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ফল ও তৎপরাঙ্মুখ ব্যক্তির দুর্গতি বর্ণন ॥

১। শ্রীভগবান বলিলেন—হে পিতামহ ব্রহ্মণ্! লোক বিখ্যাত শ্রীমদ্ভাগবত নামক মহাপুরাণ প্রত্যহ শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণকরা উচিত, এইরূপে নিত্য শ্রবণই আমার সন্তোষের কারণ জানিবে ॥

২। যে ব্যক্তি প্রতিদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তাঁহার প্রতি-অক্ষরে অক্ষরে কপিলাগাভী দানের ফল লাভ হয় ॥

৩। যিনি প্রতিদিন শ্রীমদ্ভাগবতের অর্দ্ধশ্লোক; একপাদ শ্লোক পাঠ বা শ্রবণ করেন তাঁহার এক সহস্র ধেনু দানের ফল লাভ হয় ॥

৪। যঃ পটেৎ প্রযতো নিত্য শ্লোকং ভাগবতং সুত।
অষ্টাদশ-পুরাণানাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥

৫। নিত্যং মম কথা যত্র তত্র তিষ্টন্তি বৈষ্ণবাঃ।
কলিবাহ্যা নরাস্তে বৈ যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা মম ॥

৬। বৈষ্ণবানাং তু শাস্ত্রাণি যেঽর্চ্চয়ন্তি গৃহে নরাঃ।
সর্ব-পাপবিনির্মুক্তা ভবন্তি সুরবন্দিতাঃ ॥

৭। যেঽর্চ্চয়ন্তি গৃহে নিত্যং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
আস্ফোটয়ন্তি বল্গন্তি তেষাং প্রীতো ভবাম্যহম্ ॥

৮। যাবদ্দিনানি হে পুত্র! শাস্ত্রং ভাগবতং গৃহে।
তাবৎ পিবন্তি পিতরঃ ক্ষীরং সর্পিমধূদকম্ ॥

৪। হে পুত্র! যে ব্যক্তি প্রতিদিন স্থিরচিত্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, সেই ব্যক্তি অষ্টাদশ-পুরাণ পাঠের ফল লাভ করেন ॥

৫। যেখানে নিত্য আমার ভাগবতী কথা হয় সেখানে প্রহ্লাদাদি বৈষ্ণবগণ বিদ্যমান থাকেন। এবং যাঁহারা আমার শ্রীভাগবতের পূজা করেন, তাঁহারা কলির অধিকারের বাহিরে অর্থাৎ তাঁহার উপর কলি কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না ॥

৬। যে মানবগণ বৈষ্ণবগণের শাস্ত্র অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের নিজ গৃহে পূজা করেন, তাঁহারা সমূহ পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া দেবতাদিগের বন্দনীয় হন ॥

৭। এই কলিযুগে যাঁহারা নিজগৃহে প্রতিদিন শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের পূজা করেন এবং কলিভয়ে ভীত না হইয়া আস্ফালন করতঃ নৃত্য করেন আমি তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হই ॥

৮। হে পুত্র! যে মানবের গৃহে যতদিন শ্রীমদ্ভাগবত বিদ্যমান

৯। যচ্ছন্তি বৈষ্ণবে ভক্ত্যা শাস্ত্রং ভাগবতং হি যে।
কল্পকোটি সহস্রাণি মম লোক বসন্তি তে ॥

১০। যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং নরাঃ।
প্রীণিতাস্তৈশ্চ বিধুবা যাবদাভূত সংপ্লবম্ ॥

১১। শ্লোকার্ধং শ্লোকপাদং বা বরং ভাগবতং গৃহে।
শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্র-সংগ্রহৈঃ ॥

১২। ন যস্য তিষ্ঠতে শাস্ত্রং গৃহে ভাগবতং কলৌ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তি র্যাম্য পাশাৎ কদাচন ॥

১৩। কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য শ্বপচাদধিকো হি সঃ ॥

থাকেন, ততদিন তাহার পিতৃ-পুরুষগণ দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও জল পান করে ॥

৯। যাঁহারা ভক্তিসহকারে বৈষ্ণবকে শ্রীমদ্ভাগবত দান করেন, তাঁহারা সহস্র-কোটি-কল্পকাল আমার লোকে বাস করেন।

১০। যে মানবগণ নিজগৃহে সর্ব্বদা শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করেন, তাঁহারা কল্পকাল পর্য্যন্ত দেবতাগণকে তৃপ্তি করিয়া থাকেন ॥

১১। যদি কোন গৃহে অর্দ্ধশ্লোক অথবা শ্লোক চতুর্থাংশ থাকে তবে তাহাই উত্তম কিন্তু অন্যান্য শত সহস্র শাস্ত্র সংগ্রহে প্রয়োজন কি? অর্থাৎ কোনই প্রয়োজন নাই।

১২। এই কলি যুগে যাহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র নাই তাহার যমপাশ হইতে অর্থাৎ নরক হইতে কোন দিন উদ্ধার নাই ॥

১৩। কলিযুগে যাহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র নাই তাহাকে

১৪। সর্ব্বস্বেনাপি লোকেশ কর্ত্তব্যঃ শাস্ত্রসংগ্রহঃ।
বৈষ্ণবস্তু সদা ভক্ত্যা তুষ্ট্যর্থং মম পুত্রক ॥

১৫। যত্র যত্র ভবেৎ পুণ্যং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র সদৈবাহং ভবামি ত্রিদশৈঃ সহ ॥

১৬। তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি নদী-নদ-সরাংসি চ।
যজ্ঞাঃ সপ্তপুরী নিত্যং পুণ্যাঃ সর্ব্বে শিলোচ্চয়াঃ ॥

১৭। শ্রোতব্যং মম শাস্ত্রং হি যশোধর্মজয়ার্থিনা।
পাপক্ষয়ার্থং লোকেশ মোক্ষার্থং ধর্মবুদ্ধিনা ॥

১৮। শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যমায়ুরারোগ্য-পুষ্টিদম্।
পঠনাচ্ছ্রবণাদ্ বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

বৈষ্ণব বলিয়া কিরূপে জানিব, সে ব্যক্তি চণ্ডাল হইতে ও অধিক নিন্দনীয় ॥

১৪। হে লোকেশ ! হে পুত্রক ! আমার ও বৈষ্ণবগণের সন্তোষের জন্য সর্ব্বস্বদিয়া ও সর্ব্বদা ভক্তি সহকারে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের সংগ্রহ করা উচিত ॥

১৫। এই কলিকালে যেখানে যেখানে পুণ্যময় শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র পাঠ কীর্ত্তন হয়, সেখানে সমস্ত দেবতাগণের সহিত আমি বাস করি ॥

১৬। হে পুত্র ! কেবল তাহাই নয় পরন্তু তথায় নদ, নদী, ও সরোবর রূপে তীর্থাদি সর্বযজ্ঞ, সপ্তপুরী (অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, পুরী, দ্বারাবতী) ও সমস্ত মহাপুণ্য পর্বতাদি বিরাজিত থাকেন ॥

১৭। হে লোকেশ ! যশঃ ধর্ম ও বিজয়ের নিমিত্ত তথা পাপক্ষয় ও মোক্ষের জন্য ধর্ম বুদ্ধিতে আমার শ্রীভাগবত শাস্ত্রের শ্রবণ করা উচিত ॥

১৮। এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ ধর্ম্ম, দীর্ঘায়ু, আরোগ্য ও পুষ্টি

১৯। ন শৃণ্বন্তি ন হৃষ্যন্তি শ্রীমদ্ভাগবতং পরম্ ।
সত্যং সত্যং হি লোকেশ তেষাং স্বামী সদা যমঃ ॥

২০। ন গচ্ছন্তি যদা মর্ত্যাঃ শ্রোতুং ভাগবতং সুত ।
একাদশ্যাং বিশেষেণ নাস্তি পাপরতস্ততঃ ॥

২১। শ্লোকং ভাগবতং চাপি শ্লোকার্ধং পানমেব বা ।
লিখিতং তিষ্ঠতে যস্য গৃহে তস্য বসাম্যহম্ ॥

২২। সর্বাশ্রমাভিগমনং সর্ব-তীর্থাবগাহনম্ ।
ন তথা পাবনং নৃণাং শ্রীমদ্ভাগবতং যথা ॥

২৩। যত্র যত্র চতুর্বক্ত শ্রীমদ্ভাগবতং ভবেৎ ।
গচ্ছামি তত্র তত্রাহং গৌর্যথাসুতবৎসলা ॥

ও পুষ্টি দান করেন, ইহার পাঠ শ্রবণ করিলে মানব সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥

১৯। যাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণ করে না অথবা শ্রবণ করিয়াও উল্লাস প্রকাশ করে না, হে লোকেশ ! আমি সত্য সত্য বলিতেছি তাহাদের শাসন কর্ত্তা স্বয়ং যম ॥

২০। হে পুত্র ! যে মানব শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে গমন করে না, বিশেষতঃ শ্রীএকাদশী দিনে তাহার অপেক্ষা পাপী আর কেহই নাই ॥

২১। যাহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক, অর্ধশ্লোক অথবা শ্লোকের একপাদ লিখিত থাকে আমি তাহার গৃহে বাস করি ॥

২২। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ মানুষের যেরূপ পবিত্রতা বিধান করেন, বদরিকাদি আশ্রমে গমন বা প্রয়াগাদিতীর্থে স্নান করিয়াও ঈদৃশ পবিত্র হইতে পারে না ॥

২৩ তুচ। হে রানন ! যেখানে যেখানে শ্রীমতী ভাগবতী কথা

২৪। মৎকথা বাচকং নিত্যং মৎকথা শ্রবণে রতম্।
মৎকথা প্রীতমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি তং নরম্ ॥

২৫। শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যং দৃষ্ট্বা নোত্তিষ্ঠতে হি যঃ।
সাংবৎসরং তস্য পুণ্যং বিলয়ং যাতি পুত্রক ॥

২৬। শ্রীমদ্ভাগবতং দৃষ্ট্বা প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ।
সম্মানয়েৎ তৎ দৃষ্ট্বা ভবেৎ প্রীতির্মমাতুল্য ॥

২৭। দৃষ্ট্বা ভাগবতং দূরাৎ প্রক্রমেৎ সম্মুখং হি যঃ।
পদে পদে অশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥

২৮। উত্থায় প্রণমেদ্ যো বৈ শ্রীমদ্ভাগবতং নরঃ।
ধন-পুত্রাংস্তথা-দারান্ ভক্তিং চ প্রদদাম্যহম্ ॥

উপস্থিত হয়, পুত্র বৎসলা গাভী যেমন নিজ নিজ সন্তানের পিছনে ধাবিত হয় তদ্রূপ আমিও সেখানে সেখানে গমন করি ॥

২৪। যে আমার ভাগবতী কথা বলে ও শ্রবণ করে এবং আমার কথাতে প্রফুল্লিত চিত্ত তাদৃশব্যক্তিগণকে আমি কখনও পরিত্যাগ করি না ॥

২৫। যে ব্যক্তি পরম পুণ্যময় শ্রীমদ্ভাগবত দেখিয়া অভিবাদনাদি না করিয়া চলিয়া যায়, হে পুত্র! তাহার এক বৎসরের পুণ্য বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥

২৬। যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত দেখিয়া দণ্ডায়মান তথা প্রণামাদি দ্বারা সম্মান করে তাহাকে দেখিয়া আমার অতুলনীয় আনন্দ হয় ॥

২৭। যে ব্যক্তি দূর হইতে শ্রীমদ্ভাগবত দেখিয়া পরিক্রমা করতঃ নিকটে যায়, সে প্রতি পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য লাভ করে ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥

২৮। যে ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রণাম করে, তাহাকে আমি ধন স্ত্রী, পুত্র এবং ভক্তি প্রদান করিয়া থাকি ॥

২৯। মহারাজোপচারৈস্তু শ্রীমদ্ভাগবতং সুত।
শৃণ্বন্তি যে নরা ভক্ত্যা তেষাং বশ্যোভবাম্যহম্ ॥

৩০। মমোৎসবেষু সর্ব্বেষু শ্রীমদ্ভাগবতং পরম্।
শৃণ্বন্তি যে নরা ভক্ত্যা মম প্রীত্যৈ চ সুব্রত ॥

৩১। বস্ত্রালঙ্করণৈঃ পুষ্পৈর্ধূপদীপোপহারকৈঃ।
বশীকৃতো হ্যহং তৈশ্চ সৎস্ত্রিয়া সৎপতির্যথা ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতি সাহস্র্যাং সংহিতায়াং
দ্বিতীয় বৈষ্ণবখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যে তচ্ছ্রবণফল
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

২৯। হে পুত্র! যে মানবগণ মহারাজোপচারের দ্বারা অর্থাৎ ষোড়শোপচারের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করেন তথা ভক্তি পূর্ব্বক শ্রীভাগবত শ্রবণ করেন আমি তাহাদের বশীভূত হইয়া থাকি ॥

৩০।৩১। হে সুব্রত ব্রহ্মণ! আমার সর্ব্ববিধ উৎসবের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত জয়ন্তী উৎসবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব, এবং আমার প্রীতির নিমিত্ত যাহারা ঐ সকল উৎসবে ভক্তি সহকারে মুখ্যতঃ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন এবং বস্ত্র, অলঙ্কার, পুষ্প, ধুপ, দীপ প্রভৃতি উপহারের দ্বারা পুজা করেন, পতিব্রতা পত্নী যেমন সৎপতিকে বশীভূত করে তদ্রূপ তাঁহারাও আমাকে বশীভূত করে ॥

ইতি শ্রীস্কন্দ মহাপুরাণে দ্বিতীয় বৈষ্ণবখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত মহাত্ম্যে
শ্রবণ ফল নামক পঞ্চম অধ্যায় ॥ ৫ ॥

—o—